

সংবাদপত্রে
বঙ্গবন্ধু

অষ্টম খণ্ড



978-984-35-6663-8



978-984-35-6663-8



পিআইবি

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

অষ্টম খণ্ড



প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
অষ্টম খণ্ড
সত্তরের দশক : দ্বিতীয় পর্ব : ১৯৭০



প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : অষ্টম খণ্ড : সত্তরের দশক : দ্বিতীয় পর্ব : ১৯৭০

প্রকাশক : জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৪
প্রচ্ছদ : সোহেল আশরাফ খান
বানান সমন্বয় : মো. তফাজ্জল হোসেন
কম্পিউটার বিন্যাস : ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল
মুদ্রণ : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
মূল্য : ৮০০.০০ টাকা
গ্রন্থস্বত্ব : পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

SANGBADPATRE BANGABANDHU : ASTOM KHANDA : SATTORER DOSHOK :
DITIO PORBO : 1970
Chief Editor : Zafar Wazed
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 800.00 Taka ■ \$08 Only
ISBN : 978-984-35-6663-8
Phone: 41032913, 41032925-6, Fax: 880-02-41032914
E-mail: research@pib.gov.bd, Website: পিআইবি.বাংলা, http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
অষ্টম খণ্ড
সত্তরের দশক : দ্বিতীয় পর্ব : ১৯৭০

প্রধান সম্পাদক

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সম্পাদক

ড. কামরুল হক
পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ), অতিরিক্ত দায়িত্ব
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

উপদেষ্টা পরিষদ

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মফিদুল হক
লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আধেয় সংগ্রহ
দিনেশ মাহাতো

কম্পিউটার কম্পোজ
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
মো. ফরিদুল আলম

যেসব পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে

আজাদ
দৈনিক ইত্তেফাক
সংবাদ
দৈনিক পয়গাম
পূর্বদেশ
পাকিস্তান অবজারভার
মর্নিং নিউজ
ডন

মু | খ | ব | ক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে। তারপরও তাঁর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনের অনেক কথাই এখনো অজানা। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের নানা ঘটনার তথ্য সংবাদপত্র থেকে তুলে এনে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* শিরোনামে গ্রন্থাকারে এই তথ্যগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কার্যক্রম, বক্তৃতা-বিবৃতি, বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, চিঠি, জনসভার বিজ্ঞাপনসহ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য। ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থটি বিভিন্ন খণ্ডে সাল ও বিষয় অনুযায়ী প্রকাশ করা হচ্ছে।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালার প্রকাশনা শুরু হয় ২০১৪ সালে। প্রথম খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : প্রথম খণ্ড : পঞ্চাশের দশক*। এই খণ্ডে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : দ্বিতীয় খণ্ড : ষাটের দশক: প্রথম পর্ব*। এই খণ্ডে ১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৫ সালের আংশিক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ড। এর শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : তৃতীয় খণ্ড : ষাটের দশক: দ্বিতীয় পর্ব*। এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ের তথ্য। ২০২০ সালে প্রকাশিত হয় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ড। এর শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : চতুর্থ খণ্ড : ষাটের দশক: তৃতীয় পর্ব*। এই খণ্ডে ১৯৬৮ সালের তথ্য স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া *সংবাদপত্রে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদ-বিবরণীগুলো নিয়ে সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালায় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা* শিরোনামে আলাদা দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০১৯ ও ২০২০ সালে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১৯৬৯ সালের তথ্য নিয়ে দুটি খণ্ড প্রকাশ করা হয়। এই দুটি খণ্ডের প্রথমটি প্রকাশিত হয় ২০২২ সালের মে মাসে। এই খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : পঞ্চম খণ্ড : ষাটের দশক: চতুর্থ পর্ব : ১৯৬৯*। এই খণ্ডে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন

পর্যন্ত সময়ের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের তথ্য নিয়ে অপর খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ২০২২ সালের মে মাসে। এই খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : ষষ্ঠ খণ্ড : ষাটের দশক : পঞ্চম পর্ব : ১৯৬৯*।

১৯৭০ সালের তথ্য নিয়ে আমরা দুটি খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু ১৯৭০ সালের তথ্যের পরিধি ব্যাপক হওয়ায় এই সময়ের তথ্য তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯৭০ সালের তথ্য নিয়ে ২০২৩ সালের জুনে একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এর শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : সপ্তম খণ্ড : ষাটের দশক : ষষ্ঠ পর্ব : ১৯৭০*। এই খণ্ডে ১৯৭০ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের তথ্য নিয়ে আরেকটি খণ্ড প্রকাশিত হলো। এর শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : অষ্টম খণ্ড : ষাটের দশক : সপ্তম পর্ব : ১৯৭০*। এই খণ্ডে ১৯৭০ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের তথ্য প্রকাশিত হলো।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে যথার্থীতি সংবাদপত্রের ভাষা ও বানান সবই অবিকল রাখা হয়েছে। বাক্য গঠন বা ব্যাকরণগত কোনো সংশোধন করা হয়নি। তথ্যের মধ্যবর্তী অংশ বা শেষে কোনো শব্দ, বাক্য বা প্যারা অস্পষ্ট থাকলে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার কোনো অংশ না পাওয়া গেলে সেখানে ‘....’ চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নামের বানান একেক সংবাদপত্রে একেক রকম আছে, তা ছবছ রাখা হয়েছে।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালা প্রকাশনার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। গ্রন্থমালার এই খণ্ডটি প্রকাশনার সময় তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের সময় দেয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য পিআইবির সংশ্লিষ্ট গবেষক ও অন্যান্য কর্মী যারা পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। একই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ওয়েবসাইট ‘সংগ্রামের নোটবুক’ থেকেও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে এমন দাবি আমরা করতে পারবো না। ইতিহাসের অনেক কিছুই নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আমরা হয়তো সেখানে পৌঁছতে পারিনি। গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজনে কারো কাছে সংশ্লিষ্ট নতুন কোনো তথ্য থাকলে তা আমাদেরকে সরবরাহ করার অনুরোধ করছি। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংযুক্ত করব। সবার মূল্যবান পরামর্শও আমরা সাদরে গ্রহণ করতে চাই।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের প্রামাণ্য দলিল। ধারাবাহিক এই গ্রন্থ পাঠকের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

সূ | চি | প | ত্র

জুলাই	■ ১১-২০০
আগস্ট	■ ২০০-২৮৮
সেপ্টেম্বর	■ ২৮৮-৩৯৯
অক্টোবর	■ ৩৯৯-৬০৫
প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সংবাদপত্রের নমুনা	■ ৬০৯-৬৩২

আজাদ

১লা জুলাই ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের কোয়েটা সফর

কোয়েটা, ৩০শে জুন।— আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট কোয়েটা এসম্প্রসেস যোগে আগামীকাল নওয়াবশাহ হইতে এখানে আগমন করিবেন। ইহাই তাঁহার এই এলাকায় প্রথম সফর হইবে। —এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা জুলাই ১৯৭০

সোহরাওয়ার্দী একাডেমীতে

শেখ মুজিবের বক্তৃতার অবশিষ্ট বিবরণ
(ইত্তেফাকের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি প্রেরিত)

করাচী, ২৯ শে জুন।— অদ্য করাচীতে সোহরাওয়ার্দী একাডেমী আয়োজিত এক আলোচনা সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন: “ভারত বিভাগোত্তরকাল হইতেই মরহুম সোহরাওয়ার্দী ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাবী চক্র উহা অনুমোদন করে নাই এবং তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তাহারা পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীনকে পরিষদের নেতা পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রেরণ করেন। সুস্পষ্ট কারণে নেতা নির্বাচনে জনাব সোহরাওয়ার্দীর পরাজয় ঘটে এবং তিনি মর্যাদা হারান। তিনি বলেন : একই সময়ে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ পরিষদের নেতা পদে মামদোতের নবাব নির্বাচিত হইলেও পাঞ্জাবী চক্র উহাতে পুনর্নির্বাচনের কোন নির্দেশ দান করে নাই।

তিনি বলেন: ভারত বিভক্তির অব্যবহিত পরে ভারতের কোটি কোটি মুসলমানকে পিছনে ফেলিয়া নেতা ও অফিসাররা যখন পাকিস্তানে পলায়ন করে, তখন জনাব সোহরাওয়ার্দীই এককভাবে অসহায় ভারতীয় মুসলমানদের পিছনে থাকিয়া তাহাদের নিরাপদে পাকিস্তানে হিজরত করার ব্যবস্থা করিলেন। মরহুম মাহাত্মা গান্ধীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিবেশ এত প্রতিকূল ছিল যে, তাহাদের জান মালের স্বার্থে তাহার পক্ষে হিন্দু নেতৃবৃন্দের সহিত মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার ছাড়া অপর কোন গতান্তর ছিল না। আওয়ামী লীগ প্রধান পুনরায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, নির্বাচনকে বানচাল

করার প্রচেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই ষড়যন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করিতে বদ্ধপরিকর। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণকে বৃহৎ ভূস্বামী ও জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানান। এই সকল জন বিরোধীদের নির্বাচনের মাধ্যমে পরাভূত করার জন্যও তিনি তাহাদের প্রতি আহ্বান জানান। যদি ইহারা নির্বাচনের জয়ী হয়, তাহা হইলে ইহারা এমন সব আইন প্রণয়ন করিবে যাহাতে দরিদ্র জনগণের জীবন আরও দুর্বিষহ হইয়া পড়িবে। প্রসঙ্গত: শেখ সাহেব বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর মাসিক আয় অন্যান্য ২৫ হাজার টাকা ছিল; কিন্তু তিনি উক্ত টাকা অকাতরে দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া নিজে সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী এই মহান নেতা বৃটিশ আমলেও কাজ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কখনও খেতাব গ্রহণ করেন নাই।

সংবাদ

১লা জুলাই ১৯৭০

নওয়াবশাহে শেখ মুজিব:

স্বায়ত্তশাসন অবশ্যই আদায় করিব

নওয়াবশাহ, ৩০শে জুন (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এখন স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য এবং “যে কোন কিছুই বিনিময়ে আমরা অবশ্যই ইহা অর্জন করিব।”

তিনি বলেন, তাঁহার দল পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্যও সংগ্রাম করিবে।

অদ্য বিকালে এখানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন, আমরা ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জনে সক্ষম হইব এবং এখানকার ৬-দফা বিরোধিগণ দেখিতে পাইবে যে, পাকিস্তানও টিকিয়া রহিয়াছে।

Morning News

1st July 1970

Mujib urged to contest polls from old city

(By Our Staff Reporter)

A worker's meeting of Natun Paltan Line Unit of Azimpur Union Awami League held near the Azimpur Graveyard on Sunday last requested the Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman to contest in the ensuing general election for the National Assembly from the old city of Dacca.

Presided over by Mr. Shakiluddin Majumdar, President of the Azimpur Union Awami League, the meeting urged the Government to release all students, workers and political workers.

Meanwhile, another worker's meeting of the Wari Union Awami League held on the same day also urged the Sheikh to seek election from the old city.

আজাদ

২রা জুলাই ১৯৭০

কোয়েটায় শেখ মুজিবের বিপুল সমর্থনা

কোয়েটা, ১লা জুলাই।- পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান আজ সকালে নওয়াবশাহ হইতে ট্রেনযোগে এখানে আগমন করেন। কোয়েটা রেল স্টেশনে এক বিরাট জনতা তাকে বিপুল সমর্থনা জানান। বেলুচিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মীর মোহাম্মদ খান রায়হানী প্রথমে তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং পরে অন্যান্য বিশিষ্ট সুধী ব্যক্তিদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

শেখ সাহেব আজ অপরাহ্নে এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি আগামীকাল এখান হইতে লাহোর রওয়ানা হইয়া যাইবেন। -এপিপি

আজাদ

২রা জুলাই ১৯৭০

পুরাতন ঢাকা হইতে শেখ মুজিবকে প্রার্থী হওয়ার অনুরোধ
(স্টাফ রিপোর্টার)

নূতন পল্টন লাইন শাখা আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে পুরাতন ঢাকা শহর এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি অনুরোধ জানাইয়াছে।

গত রবিবার অনুষ্ঠিত উক্ত আওয়ামী লীগের এক কর্মী সভায় ৬ দফা ও ১১ দফা দাবী বাস্তবায়নের দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

জনাব সাকিল উদ্দীন মজুমদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে সকল ছাত্র শ্রমিক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদানের দাবী জানান হয়।

ইহাছাড়া প্রস্তাবে আজিমপুর এলাকায় পানি নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, আজিমপুর কমিউনিটি সেন্টারে একটি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের দাবী করা হয়।

আজাদ

২রা জুলাই ১৯৭০

নওয়াবশাহের জনসভায় শেখ মুজিব:

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য

নওয়াবশাহ, ৩০শে জুন।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য। তিনি বলেন, আমরা যে কোন মূল্যে সুনিশ্চিতভাবে উহা লাভ করিব।

তিনি বলেন যে, তাহার দল পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্যও সংগ্রাম করিবে।

আজ সন্ধ্যায় এখানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ ছাহেব প্রসঙ্গতঃ বলেন, আমরা ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন হাসিল করিব এবং ৬ দফার ঘোর বিরোধীরা তখন দেখিতে পাইবেন যে, পাকিস্তানের অস্তিত্বও বজায় থাকিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, যাহারা 'এছলাম সঙ্কটাপন'ের শ্লোগান তুলিতেছে, তাহারা গত ২২ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে উহার প্রাপ্য অধিকার দেয় নাই। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা জুলাই ১৯৭০

'জসনে-বেলুচিস্তানের' উৎসবমুখর দিনে

কোয়েটায় শেখ মুজিবের বিপুল সমর্থনা

(হাসান শাহরিয়ার প্রেরিত)

কোয়েটা, ১লা জুলাই।-১৫ বৎসর পর আজ এক ইউনিট বিলুপ্ত হইয়া উপেক্ষিত বেলুচিস্তান ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত প্রদেশের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পটভূমিতে বেলুচরা আজ জসনে-বেলুচিস্তান উৎসবে মুখরিত হইয়া উঠে।

বেলুচ গণ-মানসের এই ঐতিহাসিক উৎসবমুখর দিনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ সকালে নওয়াবশাহ হইতে ট্রেন যোগে এখানে উপনীত হইলে ৮০ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত এই শহরের বাসিন্দারা তাঁহাকে প্রাণঢালা সাদর সমর্থনা জানায়।

স্টেশন হইতে তাঁহাকে লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিভ্রমণ করে। পাগড়ী মাথায় কোর্তা ও সেলোয়ার পরিহিত

বেলুচ উপজাতীয় জনসাধারণ আওয়ামী লীগ সভাপতিকে আন্তরিক খোশআমদেদ জ্ঞাপন করেন। আওয়ামী লীগের ছোট ছোট পতাকা দোলাইয়া তাহারা পূর্ব পাকিস্তানী গণ-নেতাকে অভিনন্দন জানান।

১৫ শত মাইল দূর হইতে আগত বঙ্গ-বীরের প্রতি বেলুচরা তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন।

শেখ সাহেবকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য স্টেশনে হাজার হাজার লোক ভিড় করেন। শেখ মুজিব তাঁহার ট্রেনের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়।

স্টেশনে সমাগত জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বাংলার মানুষের শুভেচ্ছা বহন করিয়া এদেশেরই আর এক অবহেলিত প্রদেশ বেলুচিস্তানে আগমন করিয়াছেন এবং বেলুচ ভাইদের শুভেচ্ছা লইয়াই তিনি এখান হইতে প্রত্যাবর্তনের আশা পোষণ করেন।

তিনি বলেন যে, জনতা ঐক্যবদ্ধ হইলে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহাদের দমাইয়া রাখিতে পারে না।

বেলুচ নৃত্য এবং বাদ্য-বাজনা সহকারে প্রায় ১৩শত উপজাতীয় লোক একটি সুদৃশ্য শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া শেখ সাহেবকে লইয়া সৈয়দ খয়ের শাহ জামালীর বাসভবনে গমন করেন। শেখ সাহেব সেখানেই অবস্থান করিবেন।

Pakistan Observer

2nd July 1970

Mujib recounts sacrifice

NAWABSHAH, July 1: The Awami League Chief Sheikh Mujibur-Rahman said “our opponents brand me and G.M. Syed as the enemies of Pakistan while the fact is that we have given sacrifices for Pakistan and passed major part of our lives in jails”, reports APP.

Sheikh Mujibur Rahman who was addressing a public meeting here yesterday said that those who “describe us as enemies of Pakistan I ask them that what part they have played in the creation of Pakistan and how those who sustained untold miseries for Pakistan can be the enemies of Pakistan.”

He said while rupee six hundred crores were being spent on the creation of Islamabad nothing was done for the welfare of oppressed people of Sind, Bengal, Sarhad and Baluchistan.

Sheikh Mujib demanded that only locals should be provided jobs in industries set up in Sind. He said Sind was only for Sindhis

and similarly Bengal for Bengalis, Baluchistan for Baluchis and Punjab for Punjabis and asked all those who came from outside to merge themselves in local and become Sindhis, Baluchis, Bengalis and Punjabis.

He said rich have become richer during last 22 years. They had nothing with them when they came after partition but they were now owners of 200 to 500 crores of rupees. He reiterated his determination that when Awami League would come into power it would nationalise banks, insurance Companies and major industries.

Morning News

2nd July 1970

1300 tribal Pathans welcome Mujib at Quetta

QUETTA, July 1 (PPI): Thirteen hundred tribal pathans paid traditional welcome to the Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman when he reached here from Nawabshah on his first-ever visit to the area by train this morning.

Amidst a fanfare of trumpets and folk dances, he was taken to the resident of Syed Khair Shan Jamali in procession.

On reaching Quetta earlier, he was received by Baluchistan Awami League Chief Mohd. Khan Raisani and others. A big crowd waving Awami League and Pakistan flags and chanting slogans in favour of Six-Points was present at the station.

In a brief address, he said poor people in East and West Pakistan were alike and there was hardly any difference between them. He said people of East Pakistan would always side with their West Pakistani brethren in their struggle for democracy and autonomy.

The Sheikh paid eloquent tributes to the sacrifices made by people of Baluchistan, specially during the tyrannical rule of Ayub Khan.

Amidst applause he declared “If we are together, no power on earth can stop us from achieving our just and legitimate demands.”

This evening Sheikh was addressing a public meeting which coincides with the celebrations of Baluchistan for restoration province.

Morning News

2nd July 1970

Mujib criticises opponents

NAWABSHAH, July 1 (APP): The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, here said: “our opponents brand me and G.M.

Syed as the enemies of Pakistan, while the fact is that we have given sacrifices for Pakistan and passed a major part of our lives in jails.”

Sheikh Mujibur Rahman, who was addressing a public meeting here yesterday, said that those who ‘describe us as enemies of Pakistan, I ask them what part they have played in the creation of Pakistan, and how those who sustained untold miseries for Pakistan can be the enemies of Pakistan.’

He said, while Rs. 600 crores were being spent on the erection of Islamabad, nothing was done for the welfare of the oppressed people of Sind, Bengal, Sarhad and Baluchistan.

Sheikh Mujib demanded that only locals should be provided jobs in industries set up in Sind. He said Sind was only for Sindhis and, similarly, Bengal for Bengalis Baluchistan for Baluchis and Punjab for Punjabis, and asked all those who came from outside to merge themselves in local and become Sindhis, Baluchis, Bengalis and Punjabis. He regretted that even after 22 years of the creation of Pakistan, Muhajirs still use to say themselves as Muhajirs. He said : Muhajirs are our brothers and we are still paying Refugee Tax for them.

He said the rich have become richer during the last 22 years. They had nothing with them when they came after partition, but they were now owners of Rs. 200 to 500 crores. He reiterated his determination that when the Awami League would come into power, it would nationalise banks, insurance companies and major industries.

The Awami League chief said that those who suck blood of the poor would be made accountables for their past deeds.

SIND RIVER

Regarding the shortage of water in the Sind river, Sheikh Mujib promised that he would take up the issue with the Central Government and pursue the Government to provide Sind its legitimate share of agriculture water. He said he would request the Government to convene conference of various provinces and settle the issue of sharing waters among various provinces.

Sheikh Mujib demanded the Government to release all students and political leaders now in jails. He said while elections were reaching nearer, such an action of the Government would help create a congenial atmosphere so necessary for the holding of peaceful elections.

He said that the present Government should not follow the examples of the Ayub regime by keeping patriotic citizens of Pakistan in jails. He said such an action of the Government would be a goodwill gesture and also in the best interest of the nation.

Sheikh Mujib denied the allegations that the Awami League was planning secession of East Pakistan Describing it was ironical, he said while “we are in majority, why we would think of seceding from Pakistan.”

Later Sheikh Mujib left Nawabshah by Tezgam for Quetta along with his party members.

Dawn

2nd July 1970

Any move to foil polls to be resisted, warns Mujib ‘Six Points aim at equitable share for all provinces’

From Our Staff Correspondent

QUETTA, July 1: Sheikh Mujibur Rahman, President of Pakistan Awami League, said here today that the people of East Pakistan would not allow any conspiracy aimed at sabotaging the elections to succeed. The elections, he added, was a popular demand of the people through which the country’s future had to be decided. He said that any such conspiracy which might deter the will of the people to prevail would be resisted, at least by the people of East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman who was addressing a big public meeting held under the chairmanship of Mr Mohammad Khan Raisani, President of Baluchistan Provincial Awami League, this afternoon in Quetta, said that the people of Pakistan had been victims of conspiracies for the past 23 years and they could no longer yield to any other conspiracy against them.

He said that the ensuing elections would in fact be a referendum on Awami League’s Six Points which, he pointed out had been framed realistically with a view to strengthening of Pakistan. He said the Six-Point programme of his party could not in any manner, affect the country’s solidarity and integrity. The people of East Pakistan, he added were as patriotic and sincere to the country’s cause as those in other provinces of the West Wing.

Sheikh Mujibur Rahman re-called the contribution of the people of Bengal during the Pakistan movement and said that those who were always in the forefront in the movement for Pakistan could not just be dubbed as “unpatriotic”.

He said though the people of Bengal fought for Pakistan in no way less than others, their lot was only misery during the past 23 years. "When we demanded food, we received bullets, and when we asked for justice, we were sent to jails", he said.

Awami League's programme was based on justice and fair play, Sheikh Mujib said, and added that its realisation would considerably meet the basic needs of the common man.

EXPLOITATION

Sheikh Mujib re-emphasized that the people's fight was against the 22 families who had accumulated 80 per cent of the country's wealth at the cost of the 12 crore people of Pakistan. Some of the big capitalists, he said had just one lakh rupees in 1947, and now their assets had gone up to crores of rupees. Similarly, those who had 10 lakh rupees at the time of independence were now in possession of hundreds of crores. "Wherefrom had this money come?" He asked. He assented that it was the poor in the country who had been exploited by these big capitalists.

Sheikh Mujibur Rahman said that if his party was voted to power it would bring exploitation to an end and remove all economic disparities existing in the country.

Sheikh Mujibur Rahman pleaded for full autonomy to all the five provinces and said that this was the only solution to the problems of the people. He said that nobody should be made to be scared of the Six Points because they only ensured justice to the people and an equitable distribution of wealth between the five provinces.

The Awami League chief said that East Pakistan had suffered a lot during the past 23 years and currently its people were facing famine conditions. He regretted that whereas money had been made available to unnecessary projects like having more than one capital, the Flood Control Scheme for East Pakistan was kept in cold storage.

NAVAL HEADQUARTERS

The Awami League chief renewed his call for shifting the Naval Headquarters to East Pakistan as a must to counter any possible threat of aggression from the neighbouring India which had remained hostile to Pakistan ever since its establishment.

Sheikh Mujib said that it was proved during the 1965 war that at the time of such eventualities East and West Wing could not come to each other's help because of the vast distance between the two parts with 1,000 miles of Indian territory in between. He said: "We have been demanding for long that the Naval Headquarters

should be located in East Pakistan so that its defence could effectively be looked after. But this demand has never been met."

The Awami League chief said that whenever the Six Points were discussed cries of "Pakistan in danger" "Islam in danger" were promptly raised. Those who raised such slogans, he pointed out, never in fact want that justice should be done to people. He said the Six Points of Awami League did not pose any threat to Pakistan or Islam.

ONE UNIT

He said when Awami League was demanding dismemberment of One Unit and restoration of the provinces, it used to be peddled that if this demand was accepted Pakistan would disintegrate and Islam would be in danger. He said now One Unit was gone and there was no damage done to Pakistan or Islam.

Earlier, during their speeches Mr. Qamaruzaman, General Secretary of Pakistan Awami League, Mr. Zahiruddin, a former MNA, and Mir Mohammad Khan Raisani, President of Baluchistan Provincial Awami League, dwelt upon the programme of the party. They said that the Awami League was determined to win its way through the elections and return in thumping majority in the Assemblies. They said that national salvation depended on the working of the Six Points of the Awami League.

Agency reports add: Earlier, Sheikh Mujibur Rahman was accorded a memorable welcome when he arrived here from Nawabshah by train on his first ever visit to this province.

Thirteen hundred tribal Pathans paid traditional welcome to the Awami League chief and amidst a fanfare of crumpets and folk dances he was taken to the residence of Syed Khair Shah Jamali in procession. At the station he was received by Baluchistan Awami League chief Mohd. Khan Raisani and others. A big crowd waving Awami League and Pakistan flags and chanting slogans in favour of the Six Points was present at station.

In a brief speech there he said the poor people in East and West Pakistan were alike and there was hardly any difference between them. He said the people of East Pakistan would always side with their West Pakistani brethren in their struggle for democracy and autonomy.

Sheikh Mujib paid eloquent tributes to the sacrifices made by the people of Baluchistan, specially during the rule of Ayub Khan.

Amidst applause he declared: "If we are together, no power on earth can stop us from achieving our just and legitimate demands."

During his stay here, the Awami League chief will hold discussions with his party workers organisational matters.

He is scheduled to leave for Lahore tomorrow. –PPI/APP.

সংবাদ

৩রা জুলাই ১৯৭০

৬-দফা সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ নাই: মুজিব

কোয়েটা, ২রা জুলাই (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বলিয়াছেন, তাঁহার দল শক্তিশালী পাকিস্তান পুরাপুরি সমর্থন করে। তবে দেশের উভয় অংশ শক্তিশালী হইতে হইবে। অদ্য সকালে এখানে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে তিনি বলেন, ৬-দফা তাঁহার দলের ঘোষণাপত্রের একটি অংশ এবং এ ব্যাপারে আলোচনার কোন অবকাশ নাই।

তিনি, বলেন আওয়ামী লীগ আইনগত কাঠামো আদেশের ২৫ ও ২৭ নং ধারা প্রত্যাহারের পক্ষপাতি।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ১৯৬৫ সনের যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য কোন সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। কারণ দেশের দুই অংশের মধ্যে হাজার মাইল দীর্ঘ ভারতীয় ভূখণ্ড রহিয়াছে। কাজেই পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা উচিত; যাহাতে জরুরী অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে না হয়।

শেখ মুজিবর রহমান নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর এবং জনগণকে আরও সামরিক ট্রেনিংদানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ইউনিট গড়িয়া তোলার দাবী জানান। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে সেনাবাহিনীতে সিদ্ধ রেজিমেন্টেরও ব্যবস্থা করা হইবে।

দৈনিক পয়গাম

৩রা জুলাই ১৯৭০

কোয়েটায় সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব:

শক্তিশালী পাকিস্তানই আওয়ামী লীগের কাম্য

কোয়েটা, ২রা জুলাই (এপিপি)।— পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, তাঁহার দল শক্তিশালী পাকিস্তানের সমর্থন করেন। তিনি বলেন, শক্তিশালী কেন্দ্র নয় বরং উভয় অঞ্চলই শক্তিশালী হওয়া উচিত।

অদ্য সকালে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা কালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ৬-দফা তাহার দলের মেনোফেষ্টির অংশ বিশেষ এবং এই ব্যাপারে আলোচনার কোন প্রশ্নই উঠে না। তিনি বলেন, আইনগত কাঠামো আদেশের ২৫ ও ২৭ নং ধারা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

শেখ সাহেব বলেন, উভয় অঞ্চলের মধ্যে এক সহস্র মাইল ভারত ভূখণ্ড থাকার ফলে '৬৫ সালের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে কোন পদস্থ সামরিক অফিসার অথবা সরঞ্জাম প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং এই ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত, যাহাতে প্রয়োজনীয় এবং জরুরী সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর পূর্ব পাকিস্তানকে নির্ভরশীল না হইতে হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-বহর স্থানান্তরের জন্য শেখ মুজিব দাবী জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাহার দল ক্ষমতায় আসিলে জনগণকে অধিক সামরিক ট্রেনিং দানের উদ্দেশ্যে প্রদেশে সামরিক ইউনিট বৃদ্ধি করা হইবে।

শিকারপুর যাত্রা

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখান হইতে ১৫ সহযাত্রী লইয়া সড়ক পথে শিকারপুর যাত্রা করেন। —এপিপি

দৈনিক পয়গাম

৩রা জুলাই ১৯৭০

কোয়েটার জনসভায় শেখ মুজিব:

জনতার ইচ্ছানুরূপ সরকার গঠনে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন

কোয়েটা, ১লা জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বানচালের কোন চেষ্টা করা হইলে পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি লোক তা প্রতিরোধ করিবে। তিনি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে সব লোক জনসাধারণকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ সরকার গঠনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহাদিগকে সমুচিত জবাব দান করা হইবে। আজ বিকালে এখানে তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা দান করার সময় উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক ও তৎপর থাকার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে পশ্চিম পাকিস্তানী জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

রেল স্টেশনের বাইরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দিবার ফলে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট হইবে না। তিনি বলেন, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে এবং ইহা টিকিয়া থাকিবে।

এক ইউনিটের বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী জনসাধারণের প্রশংসা করিয়া বলেন এই আন্দোলনে আজ এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি, পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের মনে সীমাহীন বন্ধুত্ব ও আত্মকৃত্ত বোধ রহিয়াছে।

কোন শক্তিই দুই অংশের মানুষকে পৃথক করিতে পারিবে না।

জনাব মুজিবুর রহমান দুঃখ করিয়া বলেন যেসব লোক দরিদ্র লোকদের জীবনের বিনিময়ে গত ২৩ বৎসর যাবত সম্পদের পাহাড় স্তুপীকৃত করিয়াছে তাহাদের হাতে এদেশের মানুষ বারে বারে শোষিত ও প্রতারিত হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন অল্পের দাবী করিলে জনসাধারণ পাইয়াছে বুলেট এবং ন্যায় ও সুবিচার দাবী করিলে তাহাদিগকে জেলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তাহার পার্টি শোষণ ও অন্যায় দূর করার জন্য সংগ্রাম করিতেছে বলিওয়াও জনাব মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেন, এই কারণে তাহার ছয়-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালাইতেছেন। —এপিপি

Morning News

3rd July 1970

AL for strong Pakistan : Mujib

QUETTA, July 2 (APP); Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, has said that his party fully supports strong Pakistan but he said both the wings should be powerful.

Speaking to newsmen here this morning he said that the six points were part of his party's manifesto and there was no question of negotiating about them.

The Awami League, he maintained, wanted that clause numbers 25 and 27 of the President's Legal Framework Order should be withdrawn.

The Awami League Chief said that during the 1965 war no defence personnel or equipment could be sent to East Pakistan because of a thousand miles of Indian territory between the two wings of the country. It was therefore, in the fitness of things that East Pakistan should have self-sufficiency in matters of defence so that it does not have to look to West Pakistan in ease of emergency.

Sheikh Mujibur Rahman demanded that the Naval Headquarters should be shifted to East Pakistan and military raised in

the province to impart more military training to the people. If the Awami League came to power he said Sindh would also have their two regiments in the army.

Morning News

3rd July 1970

Mujib urged to contest from city

(By Our Staff Reporter)

The Working Committee of the Dacca City Awami League yesterday requested the party chief Sheikh Mujibur Rahman to contest the ensuing general election from Dacca City.

The meeting presided over by Dacca City AL President Hafiz Mohammad Musa also expressed grave concern over the soaring prices of the essential commodities and urged the Government to take effective steps to arrest it.

The meeting by a resolution urged the Dacca municipality to reduce the high rate of taxes imposed on the citizens of Dacca.

Dawn

3rd July 1970

Mujib reaching Lahore today

LAHORE, July 2: Sheikh Mujibur Rahman, President, Pakistan Awami League, on reaching Lahore on July 3 by Quetta Express will lead direct from the station to the "Darbar" of Hazrat Data Ganj Bakhsh and then to the mazar of Allama Iqbal.

The same evening he will address a ladies meeting and also attend a dinner being given in his honour by the residents of Lahore.

On July 4 he will address a meeting of the party workers at 9-30 a.m. He will be given a luncheon party by Mr Waseem Sajad at 1 p.m. In the evening he will address a meeting of lawyers at a local hotel and attend a dinner given by Mr Muneer Hussain Qureshi, President Punjab Students League.-APP.

He will address a public meeting in Gol Bagh at 5 p.m. later he will attend a dinner being hosted by A.L. workers. Earlier in the day he will be the guest of honour at a reception arranged by the Punjab Students League.

Sheikh Mujibur will addressing a Press conference on July 6, at 8 a.m. before leaving for Dacca the same morning. —PPI.

আজাদ
৪ঠা জুলাই ১৯৭০
শিকারপুর জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা:
শ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তিদানের দাবী

শব্দর, ৩রা জুলাই।— আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের জন্য অনুকূল এবং সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতরাতে সিন্ধু ও পূর্ব পাকিস্তান এবং অন্যান্য স্থানে শ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তিদানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার নিকট আবেদন জানান।

শিকারপুরে বিরাট এক গণসমাবেশে ভাষণদানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া না হইলে অবাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন “আমাদের তরুণেরা যথেষ্ট রক্ত উৎসর্গ করিয়াছে, ছাত্র এবং তরুণ সমাজের নিকট হইতে আরও অধিকা ত্যাগ ও তিতিক্ষা প্রত্যাশা করা উচিত হইবে না।”

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, শহীদ হওয়ার প্রয়োজন এখন তাহাদের নাই। বহু সংখ্যক তরুণ ইতিমধ্যেই তাহাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। ‘শহীদ’ হওয়ার পরিবর্তে বর্তমান পরিস্থিতিতে ‘গাজী’ হইবার জন্য শেখ মুজিবর ছাত্রদের উপদেশ দেন এবং পাকিস্তানের মেহনতি মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করিতে বলেন।

কোয়েটা হইতে শিকারপুরে উপস্থিত হইলে শেখ মুজিবকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শিকারপুর হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরবর্তী হুমায়নে শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার গুণমুগ্ধ বহুসংখ্যক ব্যক্তি প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেও চার ঘণ্টার বেশী সময় অপেক্ষা করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফ্যাক্টরী, কলকারখানায় যে অর্থ মিলমালিকেরা বিনিয়োগ করেন, বস্তুতঃ সে অর্থ মেহনতি মানুষকে বঞ্চিত করিয়াই সংগৃহীত হইয়াছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে শ্রমিকগণ তাহাদের স্ব স্ব ফ্যাক্টরীতে অংশীদার হওয়ার অধিকার পাইবে বলিয়া শেখ মুজিব জানান। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসিলে ১২ একর পর্যন্ত জমির রাজস্ব হইতে লোককে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, “আমরা কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীর সরকার প্রতিষ্ঠিত করিব।” সিন্ধি, বাঙ্গালী, পাঠান, পাঞ্জাবী এবং বেলুচী সকলের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া শেখ মুজিব মন্তব্য করেন।

তাঁহার কার্যসূচী পাকিস্তানের ঐক্য এবং সংহতি বিনষ্ট করিবে এই অভিযোগের জবাবে আওয়ামী প্রধান প্রশ্ন তুলিয়া ধরেন। “কেন আমরা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিব? আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার অর্জনই আমাদের লক্ষ্য। অনেকে বলেন, বাঙ্গালীরা যুদ্ধ করিতে পারে না। তাহা হইলে কেমন করিয়া সেই বাঙ্গালীরাই লাহোর সেস্টরে ভারতীয় আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়াছিল? লাহোরে যদি বাঙ্গালীরা যুদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে বাংলা দেশেও তাহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে। বাঙ্গালীরা জানে যুদ্ধ কেমন করিয়া করিতে হয়।” শেখ মুজিব সিন্ধিদের প্রতি অন্যায়ের অবসান করিয়া ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করেন।

মোহাজিরদের লক্ষ্য করিয়া শেখ মুজিব বলেন, তাহাদের উচিত প্রতিটি প্রদেশে স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবন যাপন করা এবং স্থানীয় লোকের জীবনপদ্ধতির সহিত নিজেদের জীবনধারাকে মিশাইয়া ফেলা। পাকিস্তানের গরীব জনসাধারণ রিফিউজি ট্যাক্স প্রদান করিতেছে, কাজেই ভারতীয় মোহাজিরদিগকে স্থানীয় পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে বলিয়া শেখ মুজিব অভিমত প্রকাশ করেন।—এপিপি

আজাদ
৪ঠা জুলাই ১৯৭০
লাহোরে মুজিবের বিপুল সম্বর্ধনা

লাহোর, ৩রা জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কোয়েটা হইতে চারদিনের সফরে আজ এখানে পৌঁছিয়াছেন। লাহোর রেলস্টেশনে দলীয় কর্মীগণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

শেখ মুজিবর রহমান হস্তআন্দোলন করিয়া তাঁহার প্রতি হর্ষোৎফুল্ল জনতার অনুভূতির জওয়াব দেন। তিনি ভিড়ের জন্য অপেক্ষমান সাংবাদিকদের নিকট যাইতে পারেন নাই।—এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ঠা জুলাই ১৯৭০
কোয়েটা হইতে লাহোর:
পথে পথে শেখ মুজিবের বিপুল সম্বর্ধনা

লাহোর, ৩রা জুলাই।— পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য কোয়েটা এক্সপ্রেসযোগে কোয়েটা হইতে এখানে উপনীত হইলে তাঁহাকে রেলওয়ে স্টেশনে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। জাতীয় পতাকা ও

আওয়ামী লীগের পতাকা হস্তে বিভিন্ন স্থান হইতে বিপুলসংখ্যক কর্মী আওয়ামী লীগ প্রধানকে সম্বর্ধনা জানান।

শেখ সাহেবকে লইয়া কোয়েটা এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ের ২ ঘণ্টা পরে লাহোর পৌছায়। কোয়েটা হইতে লাহোরের পথে বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন থামিলে সর্বত্র কর্মীরা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেখ সাহেবকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতে থাকায় লাহোরে পৌছাইতে উক্ত ট্রেন বিলম্বের কারণ বলিয়া জানা গিয়াছে।

লাহোর রেলওয়ে স্টেশনে পৌছিলে পাঞ্জাব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক হামিদ সরফরাজ ও পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি বরকত আলী সালিমী শেখ সাহেবকে মাল্যভূষিত করেন।
—এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা জুলাই ১৯৭০

যুব সমাজ প্রচুর রক্ত দিয়াছে, আর ত্যাগ দাবী করা উচিত নয়:

শিকারপুরের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা:

আটক ছাত্রদের মুক্তিদানের আহ্বান

শুক্লর, ৩রা জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতরাতে শিকারপুরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিন্ধু, পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যান্য স্থানে ধৃত ছাত্রদের মুক্তিদানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব বলেন যে, আমাদের যুবসমাজ প্রচুর রক্তদান করিয়াছে। যুবক ও ছাত্রদের নিকট হইতে আর ত্যাগ দাবী করা উচিত নয়।

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা এখন আর শহীদ হইবেন না। ইতিপূর্বেই আপনারদের বহু বন্ধুবান্ধব শহীদ হইয়াছেন। আপনারদের এখন গাজী হওয়ার এবং পাকিস্তানের দরিদ্র মেহনতী জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টায় ত্রুতী হওয়া উচিত।

শেখ মুজিবকে শিকারপুরের প্রায় ১৩ মাইল দূরে হুমায়ুনে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অভ্যর্থনাকারীদল ৪ ঘণ্টাধিককাল পূর্ব হইতেই প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে হুমায়ুনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কোন কোন স্থানে ধূলিঝড় আর কোন কোন স্থানে বৃষ্টিপাতের দরুন শেখ মুজিবের শিকারপুরে পৌছিতে বিলম্ব ঘটে। শেখ মুজিব দলবলসহ শিকারপুরে

পৌছিলে তাঁহাদেরকে জীপ, কার ও স্কুটারের মিছিল করিয়া ‘জিয়ে সিন্ধ’, ‘জিয়ে বাংলা’, ‘শেখ মুজিব জিন্দাবাদ’ ধ্বনি সহকারে আলোকোজ্জ্বল জুমানী হল ময়দানে লইয়া যাওয়া হয়।

শিকারপুরের জনসভায় শেখ মুজিব বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার গঠনে সক্ষম হইলে শ্রমিকদেরকে তাহাদের কলকারখানার অংশীদারে পরিণত করা হইবে। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ সরকার ১২ একর পর্যন্ত জমির খাজনাও মওকুফ করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও ঘোষণা করেন যে, “দরিদ্র জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন। কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণে প্রয়োজন হইলে আবারও কারাগারে যাইব।”

তিনি বলেন, বাঙ্গালীরা যুদ্ধ করিতে জানে না বলা হয়। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে তাহারা লাহোর রণাঙ্গনে ভারতীয় হামলা প্রতিহত করিল কি করিয়া?

পূর্বাঙ্কে সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব জহিরুদ্দীন বক্তৃতাকালে বলেন যে, আওয়ামী লীগ যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করিয়াছে উহা শুধু বাংলার জন্য নহে, সিন্ধু, সরহাদ, বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাবের জন্যও উহা সমভাবে প্রযোজ্য।

সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী আগা গোলাম নবী পাঠান আওয়ামী লীগ প্রধানকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনকালে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক নেতা ও সংবাদপত্র শেখ মুজিব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিতেছে। কিন্তু সিন্ধুর মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা কাইয়ুমী মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ বা জামাতে ইসলামের পক্ষে ভোট দিতে পারে না।

জুনাগড়বাসীদের সাক্ষাৎ

জুনাগড় জনসমিতির একটি প্রতিনিধি দল শেখ মুজিবের করাচী অবস্থানকালে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জাতীয় পরিষদে তাঁহাদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং জুনাগড় ও মানভাদার পাকিস্তানী এলাকা বলিয়া স্বীকারের দাবী জানান। —এপিপি/পিপিআই

সংবাদ

৪ঠা জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিব কর্তৃক প্রেফতারকৃত সকল ছাত্রের মুক্তি দাবী

শুক্লর, ৩রা জুলাই (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আসন্ন নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিন্ধু ও পূর্ব পাকিস্তান

এবং অন্যান্য স্থানে গ্রেফতারকৃত সকল ছাত্রের মুক্তি দানের জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

শিকারপুরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ছাত্র বন্দীদের মুক্তি প্রদান করা না হইলে গোলযোগ সৃষ্টি হইতে পারে।

তিনি বলেন, দেশের যুবকগণ প্রচুর রক্তদান করিয়াছে, কাজেই তাহাদের যেন আর রক্তদান করিতে বাধ্য করা না হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের প্রতি আর জীবন দান না করার এবং পাকিস্তানের দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবুর রহমান শুকুর হইতে আজ লাহোর আগমন করেন।

Morning News

4th July 1970

Mujibi In Lahore

LAHORE, July 3 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of the All Pakistan Awami League arrived here today from Quetta on a four-day visit.

He was given a warm reception at the railway station.

Dawn

4th July 1970

President urged to set free held students: Mujib says he will fight for people's cause

SUKKUR, July 3: Sheikh Mujibur Rehman, chief of the Pakistan Awami League, last night appealed to the President, Gen Yahya Khan, to release all students arrested in Sind, East Pakistan and other places for creating a congenial atmosphere for the forthcoming general elections.

Addressing a big public meeting at Shikarpur, Sheikh Mujib observed that if that was not done there might be trouble.

The Awami League chief said “our youth have sacrificed much blood. Please do not ask for more sacrifices from the youth and the students.”

To the students he advised “do not become martyrs now. A large number of youth have already become martyrs. Now try to become Ghazis and work for the uplift of the poor working classes of Pakistan”.

Sheikh Mujib was accorded rousing welcome on his arrival at Shikarpur from Quetta by car.

Sheikh Mujib, along with his entourage, was greeted at Humayun, about 13 miles from Shikarpur, by hundreds of his admirers, who had waited there in torrential rains for more than four hours.

His arrival was delayed by what was described by one of his associates Sheikh Zahiruddin as “sandstorms at some places and rainfall at others on way from Quetta to Shikarpur”.

From Humayun Sheikh Mujib and his party were taken to a gaily decorated and illuminated Jumman Hall Grounds at Shikarpur in a procession of scooters, jeeps and cars, amidst shouts of “Jiye Sind, Jiye Bengal”, and “Shiekh Mujibur Rahman Zindabad.”

WELFARE OF WORKERS

Sheikh Mujibur Rehman said that Pakistan had been established for the welfare of the poor working classes and observed that money, which the mill owners invested in their factories, had in fact been taken from the workers. He said if the Awami League formed a Government, workers would be given shares in their respective factories. He also said that the Awami League Government would not charge land revenue on holdings up to 12 acres.

The Awami League chief declared that he would do his best for the welfare of the poor people. “I have come out of jail and will go back to jail for the people's cause”, he added.

He said: “We will establish the rule of peasants and workers”. Sheikh Mujib said that he was fighting for the rights of Sindhis, Bengalis, Pathans, Punjabis and Baluchis.

DISINTEGRATION

Replying to those who charged that his programme was aimed at disintegrating Pakistan Sheikh Mujib said “why should we disintegrate Pakistan. We are in a majority. What we want is justice. Bengalis have 15 per cent representation in services in defence. They have only 10 per cent representation. They saw that Bengalis cannot fight. How did they then fight in Lahore and warded off the Indian invasion. If Bengalis can fight in Lahore, they can also fight in Bengal. Bengalis know how to fight and take blood.”

He said that Sindhis should get justice. People from “outside”, he added, should not be brought in here, he added.

Earlier Mr Zahiruddin, former Central Minister in his speech said that provincial autonomy demanded by the Awami League was not for Bengal alone, but was demanded equally for Sind, Sarhad, Baluchistan and Punjab.

He said Pakistan could become strong only when the various regions decided to live together in love and fraternity.

That could be only when there was no exploitation of one region by another. Merely a few subjects with the Centre could not make Pakistan truly strong, he observed. He reiterated that the Awami League would nationalise banks and insurance companies “because these are the weapons of economic exploitation of the poor people.”—APP.

PPI adds Mr Mujib called on the Mohajirs to absorb themselves in the provinces where they had been settled and call themselves, Sindhis, Punjabis or Baluchis.

The Awami League chief referred to the problem of concentration of wealth in a few hands. He said there were 22 families in Pakistan who had amassed wealth at the expense of the common man.

These people, he alleged, did not even have Rs 5,00,000 at the time of partition of the sub-continent. They now had sufficient money. If the Awami League came into power, it would not only take back the money from these persons but would also nationalise banking, insurance and Industries.

Dawn

4th July 1970

Mujib promises Sind Regiment in Army Praises organisation and discipline of our soldiers

QUETTA, July 3: The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, said yesterday that if voted to power his party would in Sind Regiment raise in the Army.

Answering a newsman's question he said there was nothing in name. Praising Pakistan Army as being well-organised and very disciplined he said that it comprised Bengal Regiment, Baluch Regiment, Punjab Regiment and Frontier Force. These names had not destroyed unity and discipline of the Army, he added.

Sheikh Mujibur Rahman reserved his comments on the new Budget. The matter would be discussed in the Working Committee meeting of his party thereafter comments would be released, he said.

When a correspondent wanted to know about the popularity of his party, he said that October 5 general elections would give the reply.

A questioner wanted his views on the reports that certain political parties were receiving foreign funds for their election campaign. He said he did not like to criticise anybody. He told the correspondent that the source of income of his party were the people.

Replying to another question he said he did not think that a socialistic order came in clash with that of the Islamic system. He said no laws would be brought on the statute book which were repugnant to the Quran and Sunnah.

He said that the Kashmir problem should be settled peacefully on the basis of United Nations resolutions. When asked if he was still hopeful of any solution in view of UN's inactivity and India's adamant attitude in the matter, he said: “We should hope for the best and prepare for the worst.”

Last night he was the chief guest at a dinner given by Baluchistan Awami League chief, Mir Mohammad Khan Raisani. It was attended, among others, by the West Pakistan Council Muslim League chief, Mr Yahya Bakhtiar, Baluchistan NAP chief, Nawab Khair Baksh Khan Marri, Nawab Mohammad Kabir Khan Bugti, Qazi Mohammad Isa, NAP leaders Khan Abdus Samad Khan Achakzai and Sardar Ataullah Khan Mengal.

Sheikh Mujibur Rahman yesterday received a deputation of Baluch Students Organisation. The students apprised him of educational and economic conditions of Baluchistan.

Sheikh Mujib assured the students that if voted to power his party would pay special attention to educational and economic problems of Baluchistan and all neglected areas in the country.

Earlier Nawab Mohammad Akbar Khan Bugti, chief of Bugti tribe, gave a luncheon to the Awami League chief. —PPI/APP.

আজাদ

৫ই জুলাই ১৯৭০

লাহোরে শেখ মুজিবের পুনর্ঘোষণা:

৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রই শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা দিতে পারে

লাহোর, ৪ঠা জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে বলেন যে, ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রই একমাত্র শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধানের সক্ষম। কেননা, উহাই সকল অঞ্চলকে সমন্বিত করিতে পারিবে।

আজ সকালে তিনি এখানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিসে দলীয় কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। মালিক হামিদ সরফরাজ উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নই আজ জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ৬-দফার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা উচিত।

শেখ মুজিব বলেন, কায়মী স্বার্থবাদী, জায়গীরদার, জমিদার ও আমলাতন্ত্রের একটানা ষড়যন্ত্রের ফলেই গত ২২ বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় নাই। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, নিছক ক্ষমতা লাভই তাহার রাজনীতির উদ্দেশ্য নহে। বরঞ্চ এই দেশে জনগণের শাসন কায়ম এবং শোষণের অবসানই তাহার কাম্য। তিনি বলেন, এই শোষণই দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে ধ্বংস করিয়াছে। যাহার ফলে গরীব আরও গরীব হইয়াছে এবং ধনী ক্রমশঃ ধনী হইয়াছে।

শেখ সাহেব বলেন যে, তাহার দলের ঘোষণাপত্রে দেশের সকল অঞ্চলে বিরাজিত সমস্যাবলী সমাধানের পথ—নির্দেশের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

তিনি বলেন পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ কিংবা বাঙলার সাধারণ মানুষের প্রাপ্য অংশের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমার কর্তব্য।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বর্তমানে এমন একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার সময় আসিয়াছে, যাহা দেশকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে সক্ষম। তিনি বলেন, পাকিস্তানে দুই ধরনের রাজনীতির প্রাধান্য রহিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি হইল দরিদ্র জনগণের অঙ্গ। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে বৃহৎ জমিদার ও জায়গীরদারদের জন্য রাজনীতি একটি ক্রীড়া বিশেষ। তিনি বলেন, জাতীয় পরিসরে যখন তাহারা এক সাথে বসিবে, তখন নির্যাতনকারী ও নির্যাতিতদের মধ্যে প্রকৃত মোকাবেলা (কন্ফ্রন্টেশন) অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তাহারা সমানভাবে শোষিত। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে কোন জমিদার কিংবা জায়গীরদার পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন স্থান হইতে নির্বাচিত হইবে না।

তিনি বলেন, ২২টি পরিবার গরীবের রক্ত শোষণ করিয়া দেশের ৮০ ভাগ সম্পদ তাহাদের হস্তগত করিয়াছে। এই বিশেষ শ্রেণীই দুই প্রদেশের মধ্যে বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করিয়াছে।

তিনি তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িতে হইলে তাহাদের মনোপলি ও কার্টেল ব্যবস্থার বিলোপ ঘটাইতে হইবে।

তথাকথিত এছলাম দরদী দলগুলির সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, যে দেশে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান সেখানে কিভাবে ‘এছলাম বিপন্ন’ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারেন না। তিনি বলেন, এছলাম ও পাকিস্তান বিপন্ন—এই শ্লোগান নতুন নহে। ইহা ৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে, বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময়ে এক ইউনিট বিলোপ ও ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণার পর একই সুরে শুনা গিয়াছে। তিনি বলেন, বিপন্ন—কে, তাহা জনগণ ভালোভাবেই জানে। যাহারা গরীবের রক্ত শোষণ করিয়াছে তাহারাই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ সাহেব লাহোরের জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সেখানে তিনি ৪ বৎসর পূর্বে ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করিয়া ছিলেন।

তিনি বলেন, বাঙ্গালীরা ভালো সৈনিক নহে—কতিপয় মহলের এই যুক্তি তাহার বোধগম্য নহে। তিনি তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, পাক-ভারতের মধ্যকার রক্তাক্ত যুদ্ধে লাহোর ফ্রন্টে বাঙ্গালী জোয়ানরাই লড়াই করিয়াছে।

সভায় আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব কামরুজ্জামান বলেন যে, তাহার দল সরকার গঠন করিলে জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে না। কেননা, নির্দেশ মোতাবেকই সরকার কাজ করিয়া যাইবেন।—পিপিআই

আজাদ

৫ই জুলাই ১৯৭০

লাহোরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জওয়াবে শেখ মুজিব:

দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট চাই না—

নির্বাচনেই জনগণের সুস্পষ্ট রায় পাওয়া যাইবে

লাহোর, ৩রা জুলাই।—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে বলেন যে, আমার দলের দেশপ্রেম প্রমাণ করার জন্য আমাদের কোন প্রয়োজন মহলের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই। কেননা, আসন্ন অক্টোবর নির্বাচনেই জাতির সুস্পষ্ট রায় পাওয়া যাইবে।

কোয়েটা হইতে এখানে আগমনের স্বল্প পরে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আলী সালিমীর বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে তিনি ইহা জানান।

খান আবদুল কাইয়ুম খানের এক বিবৃতি সম্পর্কে তাকে মন্তব্য প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইলে শেখ মুজিব বলেন যে, পাকিস্তানে এমন কোন ব্যক্তি রহিয়াছেন কি, যিনি কোন পার্টির দেশপ্রেমিকতা সম্পর্কে

সার্টিফিকেট দিয়া থাকেন? যিনি দুইবার সরকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহার সাহস বলিতে কিছু নাই, তিনি গ্রেফতার এড়ানোর জন্য একটি কক্ষে যাইয়া আশ্রয় নিয়াছিলেন, সেই কাইয়ুম খানের নিকট হইতে কি কাহাকে দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে হইবে?

তিনি পেশোয়ার সফর বাতেল করিয়াছেন কেন-জানিতে চাওয়া হইলে শেখ মুজিব বলেন যে, অন্যান্য স্থানে তাহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে বলিয়াই পেশোয়ার সফরসূচী বাতেল করিতে হইয়াছে। মানকী শরীফের পীর ছাহেবের আওয়ামী লীগ হইতে পদত্যাগের ফলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাহার দলের শক্তি কিরূপ হইয়াছে এই মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, মানকী শরীফের পীর ছাহেব নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একজন কর্মকর্তা। তাহার পদত্যাগ সম্পর্কে শেখ মুজিব কোন মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকেন। সাবেক কেন্দ্রীয় আইন উজির জনাব এস এম জাফর তাহার প্রতি যে ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন তিনি কোন উত্তর দিবেন কিনা জানিতে চাহিলে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি কি ইহা পাইতে পারেন? জাফর সাহেবের পক্ষে এখন কয়েক বছর শান্তিতে কাটানো উচিত। তিনি এমন একটি সরকারের সহিত সংযুক্ত ছিলেন যে, দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তাহারাই দেশের মধ্যে এই অসন্তোষ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য দায়ী। শেখ মুজিব বলেন, দেশ ও জাতির জন্য যাহারা কিছু আত্মত্যাগ করিয়াছেন তাহারাই এই ধরনের প্রশ্ন নিয়া আগাইয়া আসুন। আমার দেশের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমেই অবশ্যই এই জিজ্ঞাসার সমুচিত জওয়াব দিয়া দিবে।

শেখ মুজিব বলেন যে, আমি এখনও বলি যে, বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপার কেন্দ্রের হাতেই থাকিবে। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাদেশিক সরকারের নিকট ন্যস্ত করিতে হইবে। কোন পৃথক রাষ্ট্রদূত রাখার কোন প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিরা এখনও তাহাদের সংস্থার জন্য ঋণ ও তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য বিদেশে যাইতেছেন। যেখানে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পক্ষে ইহা সম্ভব হইতেছে তাহা হইলে প্রদেশসমূহের জন্য ইহা সম্ভবপর কেন হইবে না। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাহার দল ছয়দফা কর্মসূচীতে অবিচল থাকিবে। এই কর্মসূচীর ফলে দেশ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে। তিনি বলেন যে, আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তান টিকিয়া থাকিবে এবং ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আগাইয়া যাইবে। আজকাল বিভিন্ন ব্যাপারে বহু নেতাই নানা কথা বলিতেছেন। জনগণের মধ্যে তাহাদের প্রভাব কিরূপ রহিয়াছে অক্টোবর নির্বাচনেই তাহা দেখা যাইবে। জনৈক সাংবাদিকের এক

প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে আরও সুষ্ঠুভাবে তিনি তাঁহার পার্টি সংগঠন করিবেন।

তিনি বলেন যে, এখানে আমাদের পর্যাপ্ত ভিত্তি রহিয়াছে। শীঘ্রই আমরা এখানে আরো ভালোভাবে অগ্রসর হইব।

দেশের উভয় অংশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে অবহিত করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সংবাদপত্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডে একজন অমুছলিমকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কতিপয় রাজনৈতিক দল যে সমালোচনা করিয়াছেন সে সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন যে, সংখ্যালঘুদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন উজির হিসাবে একজন অমুছলিম নিয়োগের বিষয়ে সমালোচনা করার জন্য এইসব তথাকথিত এছলামপ্রিয় দলগুলিকে বলুন। কেহ তো ইহা সমালোচনা করিতেছেন না।

শেখ মুজিবের সহিত পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব জহিরউদ্দিন, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান ও প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান রহিয়াছেন। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই জুলাই ১৯৭০

৬-দফার ভিত্তিতেই বাংলার জনসাধারণ

পাকিস্তানকে এক ও অভিন্ন রাখিতে সংকল্পবদ্ধ:

**লাহোরে আইনজীবীদের প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিব
পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বাঙ্গালীদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা অকৃত্রিম**

(ইত্তেফাকের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

লাহোর, ৪ঠা জুলাই।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই পূর্ব বাংলার জনসাধারণ পাকিস্তানকে এক ও অভিন্ন রাখিতে সংকল্পবদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বাংলার মানুষের প্রীতি ও শুভেচ্ছার মনোভাব অকৃত্রিম। এই কারণেই লাহোর যখন আক্রান্ত হয় তখন প্রত্যেক পূর্ব পাকিস্তানীই মনে করিয়াছে যেন তাঁহার নিজের উপরই হামলা করছে, সেইহেতু দেশরক্ষার ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্য তাঁহারা উদ্বিগ্ন অগ্রহী হইয়া উঠে। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার দল আসন্ন নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান হইতে

কোন জায়গীদার বা পুঁজিপতিকে নির্বাচিত হইতে দিবে না। দেশে সত্যিকার গণরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানেও অনুরূপ প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

আজ অপরাহ্নে আইনজীবীরা স্থানীয় একটি হোটেলে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ-প্রধান বলেন যে, পঃ পাকিস্তানে সাবেক ‘জায়গীরদার’ ও ‘সর্দারদের’ নির্বাচিত হওয়ার পরিণাম দেশবাসীর জন্য কখনই শুভ হইতে পারে না।

শোষক ও কায়েমী স্বার্থের ধারক-বাহকরা যাতে নির্বাচনে জয়ী হইতে না পারে, তজ্জন্য সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার জন্য তিনি আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব বলেন যে, কায়েমী স্বার্থী ও জায়গীরদাররা যদি পশ্চিম পাকিস্তান হইতে নির্বাচিত হন, তাহা হইলে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। তাঁহারা আমাদেরকে এক দিকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিবেন আর অপর দিকে আমরা তাঁহাদিগকে অন্য দিকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিব।

শেখ সাহেবের ভাষণ শেষ হওয়ার পর উপস্থিত আইনজীবীদের নিকট হইতে প্রশ্ন আহ্বান করেন। দলীয় দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি তাঁহাদের সকল প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব দেন।

প্রশ্নকারীরা জানিতে চান পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন উহার জন্য সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করিয়া আওয়ামী লীগ দুই প্রদেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া যে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে, উহা সত্য কিনা। জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, এই ধারণা কায়েমী স্বার্থীরাই ছড়াইতেছে এবং এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি বলেন যে, গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের লইয়া তাঁহার দল গঠিত এবং তাঁহার দল এই ধরনের লোকদেরই শোষক ও জায়গীরদারদের হাত হইতে রক্ষার জন্য সদা চেষ্টিত রহিয়াছে।

সম্বর্ধনা সভায় শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি নবিশ-রাজনীতিক নন। তাই যে কোন প্রশ্নের মোকাবিলা করার সামর্থ্য তাঁহার আছে। তাই বলিয়া দেশের দুই অংশের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির মন লইয়া কোন প্রশ্ন করা হইলে তিনি তার জবাব দিতে রাজী নন।

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস, এম, জাফরের ৬টি প্রশ্নের জবাব দানের জন্য জনৈক আইনজীবী চাপাচাপি করিতে থাকিলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যে শাসকমণ্ডলী দেশবাসীর আজিকার এই অশেষ দুর্গতি ডাকিয়া আনিয়াছেন,

জনাব জাফর ছিলেন তাহাদেরই একজন। অতএব, তাঁহার এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

শেখ সাহেব স্মরণ করাইয়া দেন যে, এই জনাব জাফরই তাঁহার বিরুদ্ধে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্রের’ নামে মিথ্যা মামলা সাজাইয়াছিলেন। অতএব, তাঁহার কোন প্রশ্নের জবাব তিনি দিবেন না, বরং আগামীতে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশবাসীই উহাদের এসব প্রশ্নের জবাব দিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই জুলাই ১৯৭০

লাহোরে কর্মী সভায় আওয়ামী লীগ প্রধানের বক্তৃতা

(ইত্তেফাকের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

লাহোর, ৪ঠা জুলাই।— আজ এখানে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নই জাতির আজ প্রধানতম সমস্যা। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের শক্তিশালী দেশে পরিণত করার জন্য তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে।

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব বলেনঃ ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, বিগত ২২ বৎসরেও পাকিস্তান জনগণের গ্রহণযোগ্য কোন শাসনতন্ত্র লাভে সক্ষম হয় নাই। কায়েমী স্বার্থ, আমলাতন্ত্র, জমিদার-জায়গীরদার এবং ২২ পরিবারের জন্যই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হয় নাই বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ইন্তেকালের পর লাহোরে ইহাই আওয়ামী লীগের প্রথম কর্মী সমাবেশ।

শেখ সাহেব সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, শ্রেফ ক্ষমতা লাভের জন্য তিনি রাজনীতি করিতেছেন না। দেশে গণ-রাজ প্রতিষ্ঠা এবং শোষণের অবসানই তাঁহার রাজনীতির লক্ষ্য। শোষণের ফলে দেশের গোটা অর্থনীতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। গরীব আরও গরীব হইয়াছে এবং ধনী আরও ধনী হইয়াছে।

আওয়ামী প্রধান বলেন যে, তাঁহার দলের ঘোষণাপত্রে দেশের সকল অঞ্চলের সমস্যার সমাধান নির্দেশ করা হইয়াছে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত, বেলুচিস্তান এবং বাংলা-সকল এলাকার সাধারণ মানুষের ন্যায্য হক আদায় করাই আমার লক্ষ্য।

শেখ সাহেব বলেন: দেশে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার সময় আসিয়াছে। কেবল এই ধরনের দলই দেশকে শক্তিশালী করিতে পারে।

শেখ সাহেব বলেন: দেশের প্রধানত: দুই ধরনের রাজনীতি চলিতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে গরীবের রাজনীতি চলিতেছে। অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে বড় বড় জমিদার-জায়গীরদারের খেলা চলিতেছে। তিনি বলেন, আগামীতে দেশে যে জাতীয় পরিষদ গঠিত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে জালিম ও মজলুমের মধ্যেই সত্যিকার মোকাবিলা হইবে।

তিনি বলেন যে, আগামী নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের কোন নির্বাচনী এলাকা হইতেই কোন জমিদার বা জায়গীরদার নির্বাচিত হইতে পারিবে না। জমিদার-জায়গীরদাররা কখনও সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করিতে পারে না। কেননা, গরীবের দুঃখ-কষ্ট বুঝিবার মত মন-মানস ও অন্তর তাহাদের নাই।

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করার জন্য ২২-পরিবারকে একচেটিয়া অধিকার ও কার্টেল প্রথার অবসান করিতে হইবে। শোষণের অবসান ঘটাইতে হইলে দেশে ন্যায়-বিচার কায়েম করিতেই হইবে।

তথাকথিত ইসলামী দলগুলির সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, শতকরা ৯০ জন মুসলিম অধ্যুষিত দেশে মুসলমানরা কিভাবে বিপদাপন্ন হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। তিনি বলেন, ইসলাম ও পাকিস্তান বিপন্ন হওয়ার শ্লোগান নূতন নয়। তবে কাহারা আসলে বিপন্ন তাহা তিনি জানেন। যাঁহারা জনগণের রক্ত শোষণ করিয়াছে তাঁহারা বিপন্ন বলিয়া তাঁহাদেরই নিযুক্ত এজেন্টরা ‘ইসলাম’ বা ‘মুসলমানরা বিপন্ন’ বলিয়া জিগির তুলিয়া মাঠ-ঘাট চষিয়া বেড়ান।

পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক গতিধারার উপর আলোকপাত করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, গরীবের প্রতিনিধিরা, যাঁরা গরীবের পক্ষে কথা বলিবেন তাহারা পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত হইবেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ জেল ও নির্যাতনভোগী গরীব প্রার্থীকে শুধু ভোটই দিবে না, তাঁহাদের নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয়ভারও বহন করিবেন। কর্মী সমাবেশে ভাষণদানকালে শেখ সাহেব লাহোরের জনসাধারণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি গর্বের সহিত উল্লেখ করেন যে, ১৯৪০ সালে এই লাহোরেই বাঙ্গালীর নয়নমণি ‘শেরে বাংলা’ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া মুসলমানদের নিজস্ব আবাসভূমির ছক কাটিয়াছিলেন আর

আজ হইতে চার বৎসর পূর্বে এই লাহোরে তিনি তাঁহার ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সময় লাহোর ও পিণ্ডির জনসাধারণ তাঁহার প্রতি যে গভীর আত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্মরণপথে চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

আওয়ামী প্রধান বলেন : আইয়ুবের পতন কোন এক ব্যক্তির অবদান নয়। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও বাংলার মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই আইয়ুবের পতন ঘটাইয়াছে।

তিনি বলেন : পাঞ্জাব এবং অন্যান্য স্থানে বাঙ্গালীদের ভুল বুঝা হইয়াছে। বাঙ্গালীরা ভাল যোদ্ধা নয় বলিয়া বরাবর যে কথা বলা হইয়াছে তাহার সারবত্তা উপলব্ধিতে তিনি অক্ষম। তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে, বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় বাংলার জওয়ানরাই লাহোর সীমান্তে যে বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের তা অজানা নয়। শেখ সাহেব বলেন যে, দেশমাতৃকার সেবায় বাঙ্গালী জওয়ানদের এই ভূমিকার জন্য বাঙ্গালী হিসাবে তিনি তাই গর্ববোধ করেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী বা পাঠানের নিজস্ব পরিচয় লুপ্ত হইতে পারে না। বরং নিজ নিজ পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহারা সকলে মিলিয়াই শক্তিশালী পাকিস্তান গঠন করিবে।

স্বীয় সংগঠন সম্পর্কে আওয়ামী প্রধান বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় আওয়ামী লীগের শাখা গঠনই তাঁহার কাম্য। পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন, ৪১২টি থানা, ৫৮টি মহকুমা ও ১৯টি জেলায় আওয়ামী লীগের শাখা রহিয়াছে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ-প্রধান মালিক হামিদ সরফরাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মী সমাবেশে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব কামরুজ্জামান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক চীফ সেক্রেটারী জনাব এস, খুরশীদও বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই জুলাই ১৯৭০

কাইয়ুম ও তাঁহার সঙ্গ-পাঙ্গরা ৫ই অক্টোবর তাঁহাদের জবাব পাইবেন:

লাহোরে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবের ঘোষণা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

লাহোর, ৩রা জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে বলেন যে, তাঁহার দল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুই মুদ্রা ব্যবস্থার

পক্ষপাতী। তিনি পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আজ অপরাহ্নে শিকারপুর হইতে এখানে আগমনের পর সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা করিতে ছিলেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, তাঁহার দল মনে করে, বৈদেশিক বাণিজ্য ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটসমূহের হাতেই থাকা উচিত যাহাতে উহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসাকার্য চালাইতে পারে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশের দুই ওয়াপদা ও শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই ঋণ ও অন্যান্য বাণিজ্য সম্পর্কিত আলোচনা চালাইবার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছে। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, উহা অবৈধভাবে করা হইতেছে। তিনি আরও বলেন, “আমরা উহা আইনসঙ্গত করিয়া লইতে চাহি।”

শেখ সাহেব বলেন, ৬-দফাই একমাত্র কর্মসূচী যাহা দেশকে আরও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবে। তিনি বলেন যে, এই কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইবে। তিনি বলেন, “আমরা প্রদেশগুলির নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাই না।”

তিনি বলেন যে, তাঁহার এই কর্মসূচীর উপর কোনপ্রকার আপোষ-আলোচনার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তিনি বলেন, ৬-দফা অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে এবং প্রদেশগুলি তাহাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবে।

পূর্ব পাকিস্তানে অন্যান্য দলের অবস্থা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি অন্যদের সমালোচনার পক্ষপাতী নহেন এবং ৫ই অক্টোবর সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে।

আঁতাত নহে

শেখ সাহেব বলেন যে, তাঁহার দলের পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানে কোন প্রকার নির্বাচনপূর্ব আঁতাত-আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা নাই। ঢাকার তিনটি আসন হইতে শেখ সাহেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন বলিয়া যে গুজব শোনা যাইতেছে, সে সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তাঁহার দলের পার্লামেন্টারী বোর্ডই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা তবে তিনি কোথা হইতে দাঁড়াইবেন, সে সম্পর্কে তিনি এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

আওয়ামী লীগ নেতা আস্থার সহিত অন্যান্য ঘোষণা করেন যে, খুব শীঘ্রই তাঁহার দল পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপকভাবে সুসংগঠিত হইয়া যাইবে। তিনি বলেন যে, সংগঠনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁহার দলের ভিত্তি কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজন রাজনৈতিককে গ্রহণের ব্যাপারে তিনি বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্যেরই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, মুসলিম নাগরিকদের মত তাহাদেরও সকল সুবিধাভোগের যোগ্যতা রহিয়াছে। তবে তিনি বলেন যে, এই ধরনের প্রশ্ন তথাকথিত ইসলামপ্রিয় দলগুলিকেই করা উচিত যাহারা ইসলামের উপর তাহাদের একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে মনে করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন সদস্যকে আইনমন্ত্রী নিয়োগের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে পারে।

খান আবদুল কাইয়ুম খান দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আওয়ামী লীগের নাম উল্লেখ করেন নাই বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন যে, তাঁহার দলের খান আবদুল কাইয়ুম খানের মত লোকের সার্টিফিকেট না পাইলেও চলিবে। কারণ তিনি বলেন যে, খান সাহেব দুইবার ‘মাফি মাগিয়াছিলেন’। তিনি আরও বলেন যে, ৫ই অক্টোবর খান সাহেবকে জবাব দেওয়া হইবে।

করাচীর হোটেল হইতে শেখ সাহেব অগোচরে কয়েকজন রাজনীতিকের সহিত মিলিত হইয়াছেন বলিয়া একটি গুজবের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, তাহার গোপনে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি প্রকাশ্যে যাওয়ার যথেষ্ট সাহস রাখেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আইয়ুব খানের আইনমন্ত্রী জনাব জাফর ও অন্যান্য সহকারীদের অতীত কার্যকলাপের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত, কারণ তাঁহারা দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন এবং দেশের বৃকে বিশৃংখলার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি জনাব জাফর উত্তর আশা করেন তবে বাংলার মানুষ তাহা প্রদান করিবে।

সংবাদ

৫ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

পূঁজিপতি ও জায়গীরদারদের নির্বাচিত হইতে দিব না

লাহোর, ৪ঠা জুলাই (এপিপি)।— শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, তাঁহার দল আসন্ন পরিষদ নির্বাচনে কোন জায়গীরদার কিম্বা পূঁজিপতিকে নির্বাচিত হইতে দিবে না। পশ্চিম পাকিস্তানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির জন্য তিনি সেখানকার জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

স্থানীয় আইনজীবীরা শেখ সাহেবের সম্মানে আজ এক সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। তিনি উক্ত সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, স্বার্থান্বেষী মহল তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাইতেছে। পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম পাকিস্তানী পত্রিকাসমূহে তাঁহার বক্তৃতার বিবরণ যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হয় না বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, দেশ বর্তমানে দুইটি সমস্যার সম্মুখীন, প্রথমতঃ শাসনতান্ত্রিক ও দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক সমস্যা। তাহার মতে আওয়ামী লীগের ৬ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধান সম্ভব।

এখানে এক দলীয় কর্মসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন যে, দেশ হইতে সকল রকমের দারিদ্র্য দূরীকরণে তাহার দল কৃতসংকল্প। জনাব কামরুজ্জামানও দলীয় কর্মসভায় বক্তৃতা করেন।

দৈনিক পয়গাম

৫ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিব প্রাদেশিকতার বিদ্বেষ বিষয় ছড়াইতেছে: কাইয়ুম

মুলতান, ৩রা জুলাই।— মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ) নেতার প্রস্তাবিত কনফেডারেশন পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং এই অভিযোগে জনাব কাইয়ুম খানের বিচারের জন্য আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান যে দাবী জানাইয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে গতকল্য কাইয়ুম খান বলেন যে, এই ঘোষণার মাধ্যমে শেখ মুজিব নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন।

মুসলিম লীগ সভাপতি বলেন যে, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবকারী এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের বিরুদ্ধবাদী জি, এম, সৈয়দের সঙ্গে শেখ মুজিব আঁতাত করিয়াছেন।

সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান সফরের প্রাক্কালে শেখ মুজিবর রহমান যে সকল উক্তি করিয়াছেন, উহার তীব্র সমালোচনা সমালোচনা করিয়া জনাব কাইয়ুম খান বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিকতার বিদ্বেষ ছড়াইতেছেন।

নির্বাচনী ঐক্য প্রসঙ্গে

নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান গতকাল একমুনা দলগুলির সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য জোট গঠন করিবার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন।

এখানে আগমন করিবার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বলেন যে, নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠন সম্পর্কে তাঁহার দল আগামী এক মাসের অথবা অনুরূপ সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

জনাব কাইয়ুম খান পূর্ব পাকিস্তানে পি,ডি,পির সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য জোট গঠন করিতে পারেন বলিয়া ইঙ্গিত দেন। পাকিস্তানের আদর্শে এবং নিরাপত্তায় যে সকল দল দৃঢ় বিশ্বাস কেবলমাত্র সেই সকল দলের সঙ্গে তিনি নির্বাচনী আঁতাত গঠন করিবার পক্ষপাতি।

কোন কোন দলকে তিনি একমুনা দল বলিয়া মনে করেন, এই প্রশ্নের জবাবে লীগ প্রেসিডেন্ট বলেন যে, মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ, জামাতে ইসলাম এবং পিপলস্ পার্টিকে পাকিস্তানের সংহতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি কাউন্সিল মুসলিম লীগকে খাঁটি মুসলিম লীগ বলিয়া বিবেচনা করেন না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে কনভেনশন মুসলিম লীগকে তিনি কদাচিৎ একটি রাজনৈতিক দল বলিয়া মনে করেন।—এপিপি

দৈনিক পয়গাম

৫ই জুলাই ১৯৭০

লাহোরে পার্টি কর্মীদের সমাবেশে শেখ মুজিব:

আওয়ামী লীগ সকল প্রকার ‘পক্ষপাতিত্ব’ বিদূরিত করার প্রচেষ্টা চালাইবে

লাহোর, ৪ঠা জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, দেশ হইতে সকল প্রকার ‘পক্ষপাতিত্ব’ বিদূরিত করার জন্য তাঁহার পার্টি প্রচেষ্টা চালাইবে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মালিক সরফরাজের সভাপতিত্বে সালিমী চেম্বারে অনুষ্ঠিত পার্টি কর্মীদের এক সমাবেশের উদ্দেশ্যে তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন। সমাবেশে পার্টি সেক্রেটারী জনাব কামরুজ্জামান ও পাঞ্জাবের সাবেক পার্টি প্রধান জনাব এস খুরশীদও বক্তৃতা করেন। শেখ সাহেব বলেন যে, তাহার দেশের জনসাধারণকে শোষণ করিয়া ও বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে, সেই আমলাতন্ত্র ও কায়মী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তাহার পার্টি বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, তাহার দল এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিবে, যাহাতে প্রত্যেক অঞ্চল ও ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তানকে উহার প্রাপ্য হিসসা হইতে বঞ্চিত করার জন্য শেখ সাহেব কোন অঞ্চল বিশেষের জনগণকে দোষারূপ না করিয়া এজন্য শোষণ শ্রেণী ও আমলাদের দায়ী করেন। তিনি বলেন, জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জাতীয় অর্থের সুষ্ঠু সুষম বন্টনের জন্য তাহার দল প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, দেশের প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণই পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী ও উন্নত দেশ রূপে গড়িয়া তুলিতে আগ্রহী। প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণের উপরই আস্থা রাখা ও তাহাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। -এপিপি

পূর্বদেশ

৫ই জুলাই ১৯৭০

দেশপ্রেমিকতার সার্টিফিকেট প্রয়োজন নেই: মুজিব

লাহোর, ৩রা জুলাই (এপিপি)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ কোয়েটা এক্সপ্রেস যোগে এখানে ৪ দিনের সফরে এসেছেন।

কোয়েটা থেকে এখানে আসার অব্যবহিত পরে আওয়ামী লীগ প্রধান নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ আলী সেলিমের বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমিকতা প্রমাণ করার জন্য কারো সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। কারণ আসন্ন অক্টোবর নির্বাচনে জাতি তার চূড়ান্ত রায় প্রদান করবে।

খান আবদুল কাইয়ুম খানের বিবৃতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধানকে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি বলেন, পাকিস্তানে কি এমন কেউ আছেন যে, কোন পার্টির দেশপ্রেমিকতা সম্পর্কে তিনি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন? কাইয়ুম খানের মত লোক যিনি সরকারের কাছে দু'বার ক্ষমা চেয়েছেন তাঁর কাছে কি কারো দেশপ্রেমিকতার সার্টিফিকেট নেয়ার প্রয়োজন আছে? জনাব কাইয়ুম খান একজন ভীরা কাপুরুষ, আর তিনি গ্রেফতারের ভয়ে একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, নির্বাচনী জোট গঠন করা হবে কিনা আওয়ামী লীগ এখনও সে সম্পর্কে ভেবে দেখেনি।

Pakistan Observer

5th July 1970

Mujib pledge to remove poverty

LAHORE, July 4: Sheikh Mujibur Rahman Awami League President, said here today that his party sought to remove all types of poverty in the country, reports APP.

He was addressing a meeting of party workers held at the Salimi Chambers under the president-ship of the Provincial Awami League Chief, Malik Hamid Sarfaraz.

The meeting was also addressed by the Secretary-General of the party Mr. Qamaruzzaman and Mr. M. Khurshid, a former Chief Secretary of West Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman said his party was determined to fight against the bureaucracy and vested interest who had “ruined the country by exploiting the people’s and making the people of various regions fight among themselves.”

Sheikh Mujib said his party would frame a constitution for the country which guaranteed a fair deal to every region and individual. None today would allowed to exploit others. The constitution as framed on the basis of the six- Point programme of the Awami League would truly reflect the feeling and aspirations of people he added.

Sheikh Mujib said he knew, fully well that many people in Punjab were “also vary poor” and it was extremely difficult for them to make their both ends meet. The exploiters had thrived at their cost and were responsible for all economic ills, he said.

He said the people of Pakistan who had fought for independence together were now fighting among themselves. Analysing the reasons, he said. It was due to a rift created by the capitalists, industrialists, Jagirdars and the bureaucrats.

Sk. Mujib said people belong to all regions of Pakistan wanted to make the country strong and prosperous. They should be trusted and their feelings respected fully.

He said that the coming elections would determine the representative character of various leaders who had been going to the Press very often with Statements.

He said East Pakistan was sure to send such people to the Assemblies is truly reflected its feelings. In West Pakistan, he said, the prevailing zamindari and jagirdari system might drive “hazardous” in getting the true representative of the people returned to the Assemblies.

Morning News

5th July 1970

No alliance with any party before elections : Mujib

LAHORE, July 4 (APP) : President of the All Pakistan Awami League, Sheikh Mujibur Rahman, said here yesterday that his party did not need a certificate from anyone to prove its patriotism because a clear verdict of the nation on this would be available in October elections.

He was talking to newsmen at the residence of Mr. Ali Salimi Vice-President of the All Pakistan Awami League, shortly after his arrival here from Quetta.

Sheikh Mujib was asked to comment on a statement by Khan Abdul Qayyum Khan.

Sheikh Mujib said does anybody in Pakistan issue certificates about the extent of patriotism of any party or should an individual obtain a certificate to this effect from Khan Qayyum who had apologised to the Government twice, who lacks courage and who took shelter in a room to evade arrest.

Sheikh Mujib told a questioner that his party had not yet considered the question of alliance with any political party.

He then added that his party would not make an alliance with any party before the elections.

A newsman referred to his statement as appeared in the Press that there could be one currency for Pakistan provided there were sufficient safe-guards against the flow of capital from East Pakistan and asked whether there was any shift in his previous stand on the issue. Sheikh Mujib replied that this was precisely covered by the six-point programme.

He asserted that there must be positive ways to check the flight of capital from the eastern wing of the country.

Asked as to why he had cancelled his visit to Peshawar he said since he was busy in other places he had cancelled his visit there.

Questioned about the party strength in the Frontier Province after the resignation of Pir Manki Sharif from the party Sheikh Mujib said Pir Manki was an office-bearer of the All Pakistan Awami League. He said he would not comment on Pir Manki's desertion of the party.

ON ZAFAR'S QUESTIONS

Asked whether he would like to reply to the six questions posed to him by the former Law Minister Mr. S. M. Zafar as appearing in the Press Sheikh Mujib said does he deserve any reply.

He said Mr. Zafar should have rest for a few years now, he belonged to a Government which ruined the economy of the country. They are responsible for dissention and disaffection the country.

Sheikh Mujib said let these questions be put by someone who had made some sacrifices for the country and the nation. My people will most certainly give the reply through elections.

In reply to a newsman's question Sheikh Mujib said he would be organizing his party on more sound lines in West Pakistan. We have got sufficient basis here and would be proceeding further shortly, he added.

He appealed to the Press to play a positive role in keeping the people fully informed of the activities of various political parties in both wings of the country.

Asked about his comments on the criticism being made by some political parties against decision to include one non-Muslim in Awami League's parliamentary board he said the minorities had got every right to contest the elections.

Morning News

5th July 1970

Mujib urged to contest from Dacca

(By Our Staff Reporter)

A joint workers' meeting of the Sarafatganj and Faridabad Union Awami League held on Friday requested the Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman to contest the ensuing general election from Dacca city.

Presided over by Mohammad Mohsin, President of Faridabad Union Awami League, the meeting in a resolution urged the Government to withdraw the salt tax and to reduce the municipal taxes.

Dawn

5th July 1970

Jagirdars, capitalists will not be elected

Mujib urges W. Pakistanis to make efforts

LAHORE, July 4: Shiekh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, today said that his party would not let any "Jagirdar" or capitalist in East Pakistan to return to the assembles in the forthcoming elections and urged the people of West Pakistan to make a similar effort here.

He was speaking at a reception hosted in his honour by the local lawyers at a hotel this afternoon. The Awami League Chief said that he was disturbed to learn that old Jagirdars and "Sardars" were expected to be elected to the Assemblies once again.

He said that poor people seemed to have no place in West Pakistan and urged the lawyers and intelligentsia to make maximum

efforts to organise such people so that exploiters and vested interests could be eliminated from the body-politics of the country.

Sheikh Mujibur Rahman said that if vested classes and Jagirdars from West Pakistan were returned to the National Assembly then a very difficult situation would be created. "They will try to take us one way while we will try to take them the other way," he added.

QUESTIONS

The Awami League Chief was asked a number of questions by the lawyers at the end of his speech.

The questioners said that there was a general impression that Awami League was accentuating differences between the two provinces by blaming the West Pakistan as a whole for the problems being faced by the people in East Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman said that this impression was being spread by vested interests and was entirely wrong. He said that his party comprised of poor and middle class people and was trying to save such from the exploiters and "Jagirdars".

The Awami League leader objected to manner in which some of the questions were asked and said it were such things which created bitter feelings between the two wings of the country.

He said that he was not a "novice" and could face any type of questions. He said that he was ready to discuss any problem on the basis of facts and figures.

FALSE CASE

When pressed by a lawyer, Sheikh Mujibur Rahman again refused to give a reply to the six questions posed to him in the national press by Mr S. M. Zafar, former Central Law Minister. Mr Zafar, he added, belonged to a regime which had brought much misery to the country and as such did not deserve attention. It was Mr Zafar who instituted the false conspiracy case of Agartala against him, he added.

Sheikh Mujibur Rahman said that the vested interests were deliberately spreading false propaganda against him.

His speeches were not being reported fairly in the West Pakistani Press controlled by the capitalists. A story had been spread in West Pakistan that Muslim boys participated in "Kali Puja" in East Pakistan. Spreading of such false rumour, he added, would only cause resentment and hurt the sentiments of the young people in East Pakistan.

The Awami League Chief said that the country was confronted with two problems, constitutional and economical. The constitutional problem, he added, could be solved on the basis of his party's Six-Point programme by the elected representatives of the people.

BUREAUCRACY BLAMED

He said that the country had come to the present impasse because the leaders and the bureaucracy had failed to solve the people's problems and had aggravated the economic situation.

Referring to the peculiar problems faced by the country, said that "geographical separation" was one of the basic factors. While the East Pakistan belonged to the South-East Asian region, the West Pakistan was in the Middle East.

He said that people of accepted parity, national headquarter at Karachi and other things only to facilitate and accommodate a national spirit.

Even six West Pakistani members of the country's first Constituent Assembly were elected unopposed from East Pakistan. He said that present bitter feelings were created because the subsequent leadership failed to solve people's problems.

He said that all the main factors of a national Government, the national capital, the headquarters of the armed forces, military installations and main sources of capital formation were concentrated in West Pakistan. More than 85 percent of the Central revenue was being spent in West Wing and only 10 percent East Pakistanis were in the Central administration.

COMMON THING

The only thing which remained common between the two wings was the federal parliamentary system through which the representatives of the people could meet and tackle their problems. But when the Ayub Khan destroyed this system in 1958, the gulf between the two wings creased.

The 1965 war against India finally exploded the myth that East Pakistan could be defended from West Pakistan. It was a matter of record, he added, that the Commander-in-Chief of Pakistan Army could not visit East Pakistan throughout the war.

The people of East Pakistan were determined to keep the country intact on the basis of his party's Six Points. The feelings of people of East Pakistan towards West Pakistan were very genuine. When Lahore was attacked, every East Pakistani felt as if he had

been attacked and wanted to make their contribution to the defence of their country, Sheikh Mujib said.

He said that two different set of prices for essential commodities in two wings of the country was an entirely untenable situation under one economy. The East Pakistan used to earn most of the foreign exchange initially, but gradually things went in the now reverse and now West Pakistan was earning 56 per cent of the foreign exchange. This surely meant, he added, that development in East Pakistan had been neglected.

OPPORTUNITY

He said that the representatives of the people of two wings must sit and solve their problems, and learn to live together. The coming elections, he added, provided such an opportunity and the people must not allow themselves to be confused by the vested interests out to exploit them once again. Those casting doubts about his loyalty and that of his party men were only trying to create dissension between the poor and middle class people of the country. He said that economic problems of the country could be solved if genuine representatives on the people were returned to the assemblies.

He levelled strident criticism on the bureaucracy and said that this class was guilty of aggravating the people's problems. He said that he trusted Muslims and poor people from whichever province they came and wanted to save them from the machinations and maneuvers of the exploiting forces.

He said that he, had nothing against the poor people of Punjab, Sind, Frontier or Baluchistan, and actually wanted them to stand against the vested interests. He was perturbed to know that Sardars and Jagirdars were expected to be elected from these provinces. He said he was trying to organise his party in West Pakistan in order to make people realise their rights. —APP

আজাদ

৬ই জুলাই ১৯৭০

লাহোরে আওয়ামী লীগের সভায় শেখ মুজিব:

২৩ বৎসরের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রই জাতিকে পঙ্গু করিয়াছে

লাহোর, ৫ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে পুনরুর্ঘোষণা করেন যে, তাহার দল ক্ষমতাসীন হইলে সমস্ত ব্যাঙ্ক ও

বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ করিবেন। এছাড়া শিল্পে শ্রমিকদের অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আজ অপরাহ্নে তিনি স্থানীয় গুলবাগে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিতেছিলেন। পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মালিক হামিদ সরফরাজ উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব কামরুজ্জামান, শেখ জাহের উদ্দিন ও দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব বরকত আলী সলিমীও এই সভায় বক্তৃতা করেন।

শেখ মুজিব প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, পিকিক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গৃহীত জনগণের অর্থের দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা হইয়াছে। এই সমস্তের শোষণ হইতে জনগণকে রক্ষার একমাত্র উপায় হইল এই জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করা। তিনি ১২ একরের কম জমির মালিকদের উপর কর ধার্য না করার দাবী জানান।

সভায় গোলযোগ

শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলে জনতার একটি ক্ষুদ্র অংশ তাহার বিরুদ্ধে শ্লোগান দান করেন। ফলে সভার কার্যক্রম কয়েক মিনিটের জন্য স্থগিত থাকে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা পালটা শ্লোগান দান করে এবং গোল যোগকারীদের সভা হইতে বিতাড়িত করার পর সভার কাজ পুনরায় চলিতে থাকে।

শেখ সাহেব বলেন যে, যাহারা সভায় গোলমালের চেষ্টা করিতেছে, তাহারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে কেবলমাত্র অসন্তোষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করিতেছে।

তিনি বলেন যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে কোনরূপ ভিক্ষা করিতে আসেন নাই। বরঞ্চ সমগ্র দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের অধিকার আদায়ের জন্যই তিনি আসিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, যদি তাহার জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি করা হয় তবে আগামীবার মওলানা মওদুদী কেবলমাত্র তাহার (শেখ) অনুমতি লইয়াই পূর্ব পাকিস্তানে আসিতে পারিবেন। এই সময় বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী জামাতে এছলামীর আমিরের বিরুদ্ধে শ্লোগান প্রদান করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণ তাহার দলকে ভোট না দিতে পারেন। কিন্তু তাহাদেরকে অবশ্যই সৌজন্য ও সুরূচি প্রদর্শন করিতে হইবে। তিনি বলেন, লাহোর যখন আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেদেরই আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিয়াছে।

তিনি বলেন, গত ২৩ বৎসরে দেশ বহু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের দরুন জাতি পঙ্গুস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরিণতিতে গরীবের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার নির্ধারিত সফরসূচী শেষ হওয়ার একদিন পূর্বে লাহোর হইতে আজ সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আজাদ

৬ই জুলাই ১৯৭০

৬ দফা দেশকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে: ফরিদ আহমদ

গাইবান্ধা, ৩রা জুন।— সম্প্রতি স্থানীয় টাউন হল ময়দানে পি,ডি,পির উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আফতাব আহমদ। সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দান কালে পি,ডি,পির সহসভাপতি মওলবী ফরিদ আহমদ বলেন যে, এছলামের আদর্শের বাস্তবায়নের ওয়াদাতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ইছলামী শাসনতন্ত্রই বাস্তবায়িত হইবে, অন্য কোন ইজম অথবা তন্তুর মন্তুর পাকিস্তানের জনসাধারণ গ্রহণ করিবেনা। তিনি বলেন, যে সকল দল আইন গত কাঠামো মানিয়া লইয়াছে এক মাত্র তাহাদিগকেই ভোট দেওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান। তিনি ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের ৬ দফা দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। তিনি দেশে অরাজকতার একটি করুণ চিত্র তুলিয়া ধরেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জুলাই ১৯৭০

আজ লাহোরে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা

লাহোর, ৫ই জুলাই।— সোমবার, ৬ই জুলাই সকাল ৯টায় লাহোরে ১৫৯নং শাহ জামাল রোডে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়াদি আলোচনা করা হইবে বলিয়া দলের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান গতকাল ঘোষণা করেন।

তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে যথাসময়ে বৈঠকে উপস্থিত হইতে বলিয়াছেন। পার্টি-প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন।—পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জুলাই ১৯৭০

পশ্চিম পাকিস্তানে ঐতিহাসিক সফরশেষে

আজ শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

পশ্চিম পাকিস্তানের তিনটি প্রদেশে নয়দিনব্যাপী ব্যাপক ও ঐতিহাসিক সফরশেষে আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে অদ্য (সোমবার) অপরাহ্ন ছয়টায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। গত ২৭শে জুন তিনি সদলবলে পশ্চিম পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে করাচী গমন করেন।

গত ২৭শে জুন করাচী পৌঁছিলে করাচী বিমান বন্দরে তাঁহাকে এক ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ২৮শে জুন তিনি করাচীর নিশতার পার্কে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় বক্তৃতা করেন। ২৯শে জুন করাচীর বীচ লাক্সারী হোটেলে তিনি সোহরাওয়ার্দী একাডেমী আয়োজিত সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কিত এক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসাবে ভাষণদান করেন।

৩০শে জুন তিনি সদলবলে করাচী হইতে নওয়াব শাহে গমন করেন। ঐদিনই তিনি নওয়াবশাহে বিরাট এক জনসভায় ভাষণ দেন। ১লা জুলাই জশনে বেগুচিস্তান উৎসবের মাহেন্দ্রলগ্নে শেখ সাহেব কোয়েটায় যান। কোয়েটায় তাঁহাকে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে এক বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেদিন তিনি কোয়েটায় এক জনসভায় ভাষণ দেন। দোসরা জুলাই তিনি কোয়েটায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ৩রা জুলাই শিকারপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। গত ৪ঠা জুলাই তিনি লাহোরে আইনজীবী সমাবেশে ভাষণ দেন।

পশ্চিম পাকিস্তান সফরের সকল পর্যায়ে সর্বত্র আওয়ামী লীগ প্রধানকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান, দফতর সম্পাদক জনাব শফিউল আলম, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহির উদ্দিন, ডক্টর কামাল হোসেন ও জনাব তোফায়েল আহমদ পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে দলীয় প্রধানের সঙ্গে ছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান করাচী গমনের পর তাঁহার প্রস্তাবিত পেশোয়ার সফর বাতিল করেন। গত ৪ঠা জুলাই তাঁহার পেশোয়ার যাওয়ার কথা ছিল। সারহাদ আওয়ামী লীগের অন্যান্য চারদিন শেখ সাহেবকে সীমান্ত প্রদেশ সফর করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তাঁহারা শেখ সাহেবের প্রস্তাবিত একদিনের

সফরকে অত্যন্ত অপ্রতুল মনে করেন। পরবর্তী কর্মসূচী ইতিপূর্বেই প্রণীত থাকায় শেখ সাহেব এ যাত্রায় সারহাদ আওয়ামী লীগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তবে পরবর্তীকালে তিনি শুধু সীমান্তের জন্য একটি সফরসূচী প্রণয়ন করিবেন বলিয়া সারহাদ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জুলাই ১৯৭০

৬-দফায় লাহোর প্রস্তাবই বিমূর্ত হইয়াছে:

পাঞ্জাব ছাত্রলীগের সমাবেশে শেখ সাহেবের ভাষণ

(ইত্তেফাকের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি প্রেরিত)

লাহোর, ৫ই জুলাই।— নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে বলেন যে, ৬-দফা লাহোর প্রস্তাবেরই অপর একটি রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

স্থানীয় একটি হোটেলের পাঞ্জাব ছাত্রলীগের এক সমাবেশে ভাষণদান প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, লাহোর প্রস্তাবে পরিকল্পিত স্বায়ত্তশাসনই ৬-দফায় বিমূর্ত হইয়াছে। অতঃপর আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেনঃ আমার বক্তব্য অসত্য হইলে তাহা প্রমাণ করার জন্য আমি যে কাউকে চ্যালেঞ্জ দিতেছি।

শেখ সাহেব বলেন : লাহোর প্রস্তাবের জন্য আমি গর্ববোধ করি এবং লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের জন্যই আওয়ামী লীগ দাবী জানাইতেছে।

তিনি বলেন যে, এক ইউনিটের জন্য পাঞ্জাব ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৬-দফা তাহাদের এই ক্ষতি পূরণের সুযোগ প্রদান করিবে।

আওয়ামী লীগ দেশের সংহতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে বলিয়া কোন কোন মহল হইতে যে অভিযোগ করা হয়, আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার ভাষণে তাহা সরাসরি অস্বীকার করেন।

শেখ সাহেব বলেন: কোন নাগরিকের আনুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোন অধিকার অপর কাহারো নাই। তিনি বলেন যে, ৭ কোটি মানুষের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অথচ ইহারাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং পাকিস্তানের জন্য শতকরা ৯৭টি ভোট দান করিয়াছিল।

তিনি প্রশ্ন করেন: সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণই যদি পাকিস্তান বিরোধী হয়, তাহা হইলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব কোথায় থাকে?

শেখ সাহেব বলেন: ইহা ভাগ্যেরই পরিহাস যে, যাঁহারা পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ অন্যদের আনুগত্যের সার্টিফিকেট প্রদান করিতেছেন।

শেখ সাহেব বলেন, ইহা অজানা নয় যে, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমরাই কায়েদে আজমের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়াছিলেন এবং মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবীদারদের কাফের আখ্যা দিয়াছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান জমিদার, জায়গীরদার ও আমলাতন্ত্রের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, তাঁহারা বরাবরই নির্বাচন অনুষ্ঠান ও শাসনতন্ত্র রচনার কাজ বানচাল করিয়াছেন।

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শেখ সাহেব ঘোষণা করেন যে, দেশের গরীব জনসাধারণ এবার তাহাদের ন্যায্য হিস্যা পাইবে।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদীরা দেশের সকল এলাকার মানুষকেই শোষণ করিতেছে। ইহাদের নির্মূল করার জন্যই আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করিতেছে।

শেখ সাহেব ঘোষণা করেন: আমি দেশের মজলুম মানুষের পক্ষে রহিয়াছি, সে মজলুম বাঙ্গালী হউক বা পাঞ্জাবী হউক, আমি মজলুমের পক্ষেই থাকিব।

পাঞ্জাব সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের পল্লীবাসী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই পাঞ্জাবের মালিক। কিন্তু কিছুসংখ্যক সামন্ত প্রভু ও জায়গীরদার তাহাদের শৃংখলিত করিয়া রাখিয়াছে। শেখ সাহেব ঘোষণা করেন যে, তিনি পাঞ্জাবের মধ্যবিত্ত ও পল্লীবাসীদের জন্য সংগ্রাম করিবেন।

জামাতে ইসলামী ও আহরার দলের সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, ইহারাই পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে জামাতে ইসলামীর পাকিস্তানের একমাত্র রক্ষকরূপে ভান করা সত্যই বিস্ময়কর।

নিজের কারা-নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, আমি কখনও কাইয়ুম খানের মত আত্মসমর্পণ করি নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জুলাই ১৯৭০

দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট একমাত্র জনগণই দিতে পারে: শেখ সাহেব

লাহোর, ৩রা জুলাই।— কোয়েটা হইতে এখানে আগমনের পর সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ছয়-

দফার কোনরূপ রদবদল বা সংশোধনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কেননা, আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে, ছয়-দফাকে ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান অধিকতর শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিবে। এ ব্যাপারে যাহারা বর্তমানে অন্য মত পোষণ করেন দুইদিন পরে তাহারাও তাহার মতে আসিবেন বলিয়া শেখ মুজিব দাবী করেন।

বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া তিনি বলেন যে, উহা কেন্দ্রের হস্তেই থাকিবে।

জনৈক সাংবাদিক শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করেন যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের প্রতিই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমর্থন নাই এবং তাহাদের কার্যকলাপ অঞ্চলকেন্দ্রিক। উহার উত্তরে তিনি বলেন, দলগুলিকে যথাযথভাবে কাজ করিতে না দেওয়ার ফলেই অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র দেশে তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইবে। নিজের দলের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, সকল প্রদেশেই আওয়ামী লীগ সংগঠিত করা হইয়াছে এবং সমগ্র দেশেই উহার শাখা রহিয়াছে।

অতঃপর শেখ মুজিব বলেন যে, আগামী নির্বাচনে জনগণ তাহাদের রায়দানের সুযোগ পাইবে এবং নির্বাচনের ফল বাহির হইবার পর “আপনারা দেখিবেন যে, দেশের দরিদ্র জনগণ সুখী হইয়াছে।”

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডে একজন অমুসলমানের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কোন কোন ইসলামপন্থী দলের সমালোচনা সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা হইলে শেখ মুজিবর রহমান জবাবে বলেন, পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকেরই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে সমান অধিকার রহিয়াছে। এক সময় তা পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির পদটিও একজন অমুসলমান অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং বর্তমানে দেশের আইনমন্ত্রীও একজন অমুসলমান। কিন্তু তথাকথিত ইসলামপ্রিয় দলগুলিকেও ইহার প্রতিবাদ করিতে দেখি নাই। সাহস থাকে ত ইহার প্রতিবাদ করিতে বলুন।

কাইয়ুম খানের সাম্প্রতিক একটি বিবৃতির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উক্ত বিবৃতিতে কাইয়ুম খান কতিপয় দলকে দেশপ্রেমিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহার উক্ত তালিকার মধ্যে আওয়ামী লীগের নাম ছিল না। জবাবে শেখ সাহেব বলেন ৪ কাইয়ুম খানদের মত লোকের নিকট হইতে কাহারও দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট গ্রহণের আদৌ প্রয়োজন আছে কি? অতঃপর তিনি বলেন, কাইয়ুম খান একজন কাপুরুষ। তিনি দুইবার সরকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং একবার গ্রেফতার এড়াইবার জন্য ঘরের ভিতর লুকাইয়াছিলেন। আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে টুশন্ট করেন

নাই। এক্ষণে আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া জনাব কাইয়ুম তাহার আস্তানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কাইয়ুম খান এবং দেশের তথাকথিত ইসলামপ্রিয় দলগুলি যাহারা আওয়ামী লীগের এবং উহার ৬-দফার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক প্রচারণা চালাইতেছে তাহারা ৫ই অক্টোবর দেশবাসীর নিকট হইতে যথাযথ উত্তর পাইবেন বলিয়া শেখ মুজিব মন্তব্য করেন। তথাকথিত ইসলামপ্রিয় দলগুলিকে তিনি জনগণের রায় দান পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দেন এবং আজ যাহারা তাহার দলের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহাদের তখন অনুশোচনা করিতে হইবে বলিয়া মন্তব্য করেন।

আইয়ুব আমলের সাবেক আইনমন্ত্রী এস, এম, জাফরের ছয়টি প্রশ্ন সম্পর্কিত বিবৃতির উপর মন্তব্য করিতে বলা হইলে শেখ মুজিব বলেন: উহার উত্তর দানের কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি কি জবাব লাভের যোগ্যতা রাখেন? এই জাফর সাহেবই আইয়ুব খানের আইনমন্ত্রী হিসাবে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আগরতলা মামলা সাজাইয়া দিয়াছিলেন। আইয়ুবের লেজুড় হিসাবে এইসব লোকই দেশকে ধ্বংসের মুখে লইয়া গিয়াছেন। তাহারা দেশের অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করিয়াছেন, শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছেন, দেশবাসীর মধ্যে বিভেদের জন্ম দিয়াছেন। আর এখন তাহারা সেইসব লোকের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জুলাই ১৯৭০

পশ্চিম পাকিস্তানে শেখ মুজিবের বিপুল সমর্থনায় গাত্রদাহ!

রাওয়ালপিণ্ডি, ৪ঠা জুলাই।— পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাওয়ালপিণ্ডি শাখার সভাপতি জনাব মঞ্জুর ইলাহী কোরেশী গতকাল এখানে বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে স্বীয় নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের উচিত নিজেকে আদালতে সোপর্দ করা। বিচারে নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পরই তিনি পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমর্থন দাবী করিতে পারেন।

গতকাল এক বিবৃতিতে জনাব কোরেশী বলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী আপোষ আলোচনা সাপেক্ষ নয় বলিয়া শেখ মুজিবর রহমানের সাম্প্রতিক মন্তব্য দেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম পাকিস্তানে চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি যে সমর্থনা লাভ করিতেছেন তাহাতে তাহার সংকল্প আরও দৃঢ় হইতেছে।

পিডিপি নেতা বলেন, এমন কি এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) আসগর খানের মত লোকও ক্রমাগত এই ধরনের ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন যে, ৬-দফার ব্যাপারে শেখ সাহেব ততটা অনড় মনোভাব পোষণ করেন না। রাজনৈতিক লাভালাভের খুঁটি হিসাবেই তিনি ইহাকে ব্যবহার করিতেছেন। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জুলাই ১৯৭০

লাহোরে আইনজীবী সমাবেশে মুজিবের বক্তৃতার অবশিষ্ট বিবরণ

লাহোর, ৪ঠা জুলাই।- শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এখানে আইনজীবীসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন (আংশিক বিবরণ ইতিপূর্বে প্রকাশিত) যে, কায়েমী স্বার্থবাদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁহার বিরুদ্ধে নানাবিধ অপপ্রচার চালাইতেছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, পুঁজিবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম পাকিস্তানী পত্র-পত্রিকায় তাঁহার পূর্ব পাকিস্তানে থাকাকালীন বক্তৃতা-বিবৃতি সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এমন গল্পও মুখরোচক করিয়া প্রচার করা হইয়াছে যে, মুসলিম ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানে কালিপূজায় অংশগ্রহণ করিতেছে। এই মিথ্যা গাল-গল্প প্রচার করিয়া পূর্ব পাকিস্তানী যুবকদের অনুভূতিতে কেবল আঘাত প্রদান ও তাহাদের মনে অসন্তোষ পয়দা করাই যাইতে পারে, দেশের কোন কল্যাণ করা সম্ভব নহে।

দেশের সমস্যাগুলির উল্লেখক্রমে তিনি বলেন: দেশের দুই অংশের মধ্যে দূস্তর ভৌগোলিক ব্যবধানই এইসব সমস্যার মূল কারণ। পূর্ব পাকিস্তান যেক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে পড়িয়াছে পশ্চিম পাকিস্তান সেইক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি বলেন: বাংলার জনগণ জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই সংখ্যাগম্য, করাচীতে জাতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য বিষয়ে রাজী হইয়াছিল। এমনকি দেশের প্রথম গণ-পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান হইতে ৬টি আসনে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। তিনি বলেন: পূর্ব পাকিস্তানের বদান্যতার কোন কদর পরবর্তী পর্যায়ে নেতারা করেন নাই। উপরন্তু তাঁহারা জনগণের সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। শেখ সাহেব আরও বলেন, জাতীয় রাজধানী, সশস্ত্র বাহিনীর সদর দফতরগুলিসহ সকল সামরিক অবস্থান এবং মূলধন গঠনের প্রধান সূত্র ও অবলম্বনসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানেই অবস্থিত এবং দেশের রাজস্বের শতকরা ৮০ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়। আর কেন্দ্রীয়

চাকুরীতে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানীর স্থান। শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেন যে, দেশের দুই অংশের মধ্যে যে বিষয়টি সাধারণ ছিল উহা হইল ফেডারেল পার্লামেন্টারী শাসন রীতি। কিন্তু ১৯৫৮ সালে মার্জা-আইয়ুবচক্র উহারও অবসান ঘটাইয়া দেশের দুই অংশের ব্যবধান আরও ব্যাপকতর করিয়াছে। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জুলাই ১৯৭০

ক্ষমতায় গেলে পরিকল্পনা কমিশনের খোল নৈচা পাল্টাইব: শেখ মুজিব

কোয়েটা, ২রা জুলাই।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ সকালে সাংবাদিকদের সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে চতুর্থ পরিকল্পনা কার্যকরী করার তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন, তৃতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১ হাজার ১ শত কোটি টাকা যেখানে অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে, সেখানে চতুর্থ পরিকল্পনা কার্যকরী করার কি যুক্তি থাকিতে পারে? তিনি বলেন, ঐ এগার শত কোটি টাকা আগে পূর্ব পাকিস্তানে খরচ করার পর চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইতে পারে।

তিনি আরও বলেন, পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধিরাই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, তাঁহার দল ক্ষমতাসীন হইলে পরিকল্পনা কমিশনের খোল নৈচা পাল্টাইয়া ফেলিবে।

এ.পি.পি ও পি.পি.আই-এর খবরে কোয়েটায় শেখ মুজিবের সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের এই তথ্যগুলি পরিবেশিত হয় নাই।

দীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের ইতিহাস তুলিয়া ধরিয়া সাংবাদিকদের কাছে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, এই ২৩ বৎসরে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৩ হাজার ২ শত কোটি টাকা খরচ করিয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৩ শত ৩ কোটি এবং বাকী সমস্ত টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হইয়াছে। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ২ হাজার ২ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিয়াছে, কিন্তু সেখানে খরচ হইয়াছে মাত্র ১৭ শত কোটি টাকা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তান এই সময়ে ১৬ হইতে ১৭ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সত্ত্বেও সেখানে ৩ হাজার ৮ শত কোটি টাকা খরচ হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান বৈষম্যের বিস্তারিত ইতিহাস বিবৃত করিতে যাইয়া বলেন, ২ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়িয়াছে মাত্র ৫ শত কোটি টাকা এবং বাদ বাকী দেড় হাজার কোটি টাকাই পড়িয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা উল্লেখ করিয়া সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিবর রহমান অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলেন যে, কেন্দ্রীয় চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা শতকরা ২৫ জনের বেশী হইবে না। প্রতিরক্ষা বাহিনীতেও পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা শতকরা ১০ জনের বেশী হইবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিভিন্ন চাকুরীতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৫৬ ভাগ প্রতিনিধিত্ব আদায় করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, সরকার করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি এবং ইসলামাবাদে রাজধানী নির্মাণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের বেলায় তাহাদের অর্থের অভাব পড়ে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলিত এলাকাগুলিকেও উন্নত এলাকাগুলির সমপর্যায়ে আনিতে হইবে।

তাহার দলের জনপ্রিয়তা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ৫ই অক্টোবরের নির্বাচন এ প্রশ্নের সঠিক জবাব প্রদান করিবে। -ডন/পাকিস্তান টাইমস

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিবের সফরসূচী

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর আগামী ৯ই জুলাই কাওরান বাজার ডি, আই, টি, মার্কেটে তেজগাঁও পূর্ব-পশ্চিম ও শিল্প এলাকার কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দান করিবেন। তেজগাঁও পূর্ব ও পশ্চিম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কমিটি যৌথভাবে এই কর্মসভার আয়োজন করিয়াছে।

ফরিদপুর-বরিশাল ও পটুয়াখালী সফর

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এক সপ্তাহব্যাপী ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা সফর করিবেন। তিনি ১৩ই জুলাই ভেদরগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

ভেদরগঞ্জ যাওয়ার পথে তিনি ঐদিন সকাল ১০টায় শাখিপুর ও দুপুর ১টায় ইদিলপুরে জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হইবেন।

শেখ মুজিবর রহমান ১৪ই জুলাই বরিশাল জেলার উজীরপুর, ১৫ই জুলাই পাতারহাট এবং ১৬ই জুলাই বাউফলে জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

১৭ই জুলাই তিনি পটুয়াখালী জেলার কুনাপাড়া ও ১৮ই জুলাই বরগুণায় এবং ১৯শে জুলাই বরিশাল জেলার ঝালকাঠিতে জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। এই সকল জনসভায় বক্তৃতা দান ছাড়াও তিনি বরিশাল জেলার গৌরনদী, চাখার, বাকেরগঞ্জ, গলাচিপা, আমতলী, বামনা ও রাজাপুরে জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হইবেন। ১৩ই জুলাই সকাল ৫টায় শেখ সাহেব মোটরলঞ্চযোগে ভেদরগঞ্জ রওনা হইবেন।

সংবাদ

৬ই জুলাই ১৯৭০

লাহোরে মুজিবের জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা:

ক্ষমতায় গেলে ব্যাঙ্ক-বীমা জাতীয়করণ করিব

লাহোর, ৫ই জুলাই (এপিপি)।- পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বলেন, তাহার দল ক্ষমতায় গেলে শিল্প কারখানাসমূহে শ্রমিকদের হিস্যার নিশ্চয়তা বিধান ছাড়াও সকল ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ করিবে।

তিনি অদ্য বিকালে এখানে গুলবাগে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক হামিদ সরফরাজ সভায় সভাপতিত্ব করেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য শেখ জহিরুদ্দিন এবং দলের সহ সভাপতি জনাব বরকত আলী সলিমীও সভায় বক্তৃতা করেন।

শেখ মুজিব বলেন, অন্যান্য ব্যাঙ্ক ছাড়াও শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং পিকিক হইতে জনগণের টাকা নিয়া শিল্প কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। একমাত্র এই সব প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের মাধ্যমেই জনগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। তিনি ১২ একরের কম জমির উপর কর ধার্য না করার দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বক্তৃতা করিতে উঠিলে জনতার একটি ক্ষুদ্র অংশ তাঁহার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। ফলে সভায় কাজ কয়েক মিনিট স্থগিত থাকে।

আওয়ামী লীগ কর্মিগণ পাল্টা শ্লোগান দেয় এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের তাড়াইয়া দেওয়ার পর সভার কাজ পুনরায় শুরু হয়।

শেখ মুজিব বলেন, সভায় গোলযোগ সৃষ্টিকারিগণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করিতেছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যখন লাহোর আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি লোক নিজেই আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছে। তিনি বলেন, লাহোরের জনগণের তাহাদের পূর্ব পাকিস্তানী ভ্রাতাদের প্রতিনিধিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, গত ২৩ বৎসরের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে জাতি পঙ্কু হইয়া পড়িয়াছে এবং সাধারণ লোকের ভাগ্য আরও খারাপ হইয়াছে। তিনি বলেন, তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের ১২ কোটি লোকের ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা বিধান এবং সকল শোষণকারী শক্তিকে উৎখাত করিবে।

তিনি বলেন, ঢাকার জনসভায় ১০ হাজার লোক তাঁহার দলের পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাতে পরিস্কার বুঝা যায় পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের তাহাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের জন্য কিরূপ ভালবাসা রহিয়াছে।

তিনি বলেন, জনাপঞ্চাশেক লোক কর্তৃক তাঁহার লাহোরের জনসভা বানচালের চেষ্টা তাহার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিবে না। তিনি লাহোরের মহান জনগণের ভালবাসা নিয়া যাইতেছেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, বাস্তব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই জনগণের সমস্যাবলী সমাধান করা সম্ভব। ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসমূহ জাতীয়করণ করা ছাড়াও অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে।

তিনি পুনরায় বলেন, তাঁহার দল পূর্ব পাকিস্তানে কোন জায়গীরদার বা পুঁজিপতিকে পরিষদের নির্বাচিত হইতে দিবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে এখনও ভূস্বামী এবং পুঁজিপতিদের নির্বাচনের সম্ভাবনায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং জনগণকে এরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান।

আইয়ুবের সমালোচনা

শেখ মুজিব সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন, তাহার ১০ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে তিনি শুধু জনগণের সমস্যা

বৃদ্ধি করিয়াছেন। দরিদ্র ও সাধারণ লোকের সমস্যার সমাধান না করিয়া সরকারের নয়া সদর দফতর স্থাপন করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, দেশের সকল অংশের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য তিনি সংগ্রাম করিতেছেন। তাঁহার দলের ৬-দফা শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই নহে, সকল প্রদেশের জন্যই তাহা প্রযোজ্য। তিনি বলেন, উন্নয়ন কাজে ব্যয়িত ২ হাজার কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র পাঁচ শত কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছে। প্রতিরক্ষা কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাজে ব্যয়িত ৩ হাজার ২ শত কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে কদাচিৎ ৩ হইতে ৪ শত কোটি টাকা লাভ করিয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনে তাহার ভূমিকার উল্লেখ করিয়া বলেন, ১৯৪৩ সনে তিনি নিখিল পাকিস্তান-ভারত মুসলিম লীগের সদস্য হইয়াছিলেন। তখন তিনি বালক মাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, এখন যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাইতেছে তখন তাহারা পাকিস্তান আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

সংবাদ

৬ই জুলাই ১৯৭০

লাহোর গুলবাগের জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণা:

৬ দফা লাহোর প্রস্তাবেরই আর এক রূপ

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন, তাঁহার ৬-দফা লাহোর প্রস্তাবের আর এক রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে।

অদ্য সকালে এখানে একটি স্থানীয় হোটেলে পাঞ্জাব ছাত্রলীগ কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দানকালে তিনি বলেন, লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন তাঁহার ৬-দফায় গ্রহণ করা হইয়াছে।

তিনি বলেন, “আমার বক্তব্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আমি যে কোন লোককে চ্যালেঞ্জ দিতেছি।”

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, ১৯৪০ সনে এখানে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় গৃহীত লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি গর্বিত। তিনি বলেন, পাঞ্জাবীদের ৬ দফার বিরোধিতা করা উচিত নয়। কারণ, ৬-দফায় তাঁহাদের জন্যও স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হইয়াছে।

তিনি বলেন, এক ইউনিটে পাঞ্জাব যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাইয়াছে। ৬-দফা তাহাদের সেই ক্ষতি পূরণ করার সুযোগ প্রদান করিবে।

শেখ মুজিব বলেন, যে কায়মী স্বার্থবাদী মহল দেশের সকল অঞ্চলের জনগণকে শোষণ করিতেছে তাঁহার দল তাহাদের উৎখাতের সংগ্রাম করিতেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, “যে কোন নির্ধারিত ব্যক্তি বাঙ্গালী হউক বা পাঞ্জাবী হউক তাহার পাশে আমি আছি।” তিনি আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচনে পাঞ্জাবিগণ বাঙ্গালীদের সমর্থন করিলে আমি বলিতে পারি, ১৯৭০ সনের ৫ই অক্টোবর বাঙ্গালীরাও আপনাদের ব্যাপারে অনুরূপ সাড়া দিবে।”

আওয়ামী লীগ নেতা আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ করিয়া বলেন, “শাসনতন্ত্র তৈরী হইবে।”

শেখ মুজিব জামাতে ইসলামী এবং আহরার পার্টির সমালোচনা করিয়া বলেন, “এইসব দলের লোকেরাই পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছে।”

আওয়ামী লীগ নেতা তাঁহার কয়েক বছর কারাবরণের বর্ণনা দিয়া বলেন, “কাইয়ুম খানের মত আমি কখনও আত্মসমর্পণ করি নাই।”

বাঙ্গালীদের সম্পর্কে এখানে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

পূর্বাফে পাঞ্জাব ছাত্র লীগের সভাপতি জনাব মুনীর কোরেশী শেখ সাহেবকে মানপত্র প্রদান করেন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের ১১-দফা ব্যাখ্যা করেন।

দৈনিক পয়গাম

৬ই জুলাই ১৯৭০

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে

ব্যাঙ্ক ও শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে: শেখ মুজিব

লাহোর, ৫ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, তাঁহার দল ক্ষমতাসীন হইলে শিল্পসমূহে শ্রমিকদের অংশীদার করা ছাড়াও সকল ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীকে জাতীয়করণ করা হইবে।

অদ্য অপরাহ্নে এখানে গুলবাগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন, জনগণের অর্থেই এসব শিল্প স্থাপিত হইয়াছে এবং শোষণ হইতে জনগণকে বাঁচাইতে হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্যই জাতীয়করণ করিতে হইবে। অনধিক ১২ একর জমির উপর খাজনা মওকুফ করিয়া দেওয়ার দাবীও তিনি জানান।

জনসভায় গোলযোগের চেষ্টা

সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিতেই কিছুসংখ্যক লোক আওয়ামী লীগ প্রধানের বিরুদ্ধে শ্লোগানে সেচোচার হইয়া উঠে। আওয়ামী লীগ কর্মীরাও পাণ্টা শ্লোগান প্রদান করিতে থাকে এবং গোলযোগকারীদের সভাস্থল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইলে পুনরায় সভার কার্য শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, যাহারা এখানে আওয়ামী লীগের সভাকে পণ্ড করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা প্রকারান্তরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিবাদ ও ইর্ষারই সৃষ্টি করিতেছে। তিনি বলেন, কোন কিছু ‘ভিক্ষা’ চাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আগমন করেন নাই। তিনি আসিয়াছেন সমগ্র দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণে অধিকার আদায় করার জন্য। তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন আজ যদি তাহার জনসভাকে পণ্ড করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পরবর্তী সময়ে কেবল তাহার অনুমতি লাভ করার পরই মওলানা মওদুদী পূর্ব পাকিস্তানে যাইতে পারিবেন।

শেখ সাহেব বলেন, এখানকার জনগণ তাহার দলকে ভোট না দিতে পারে, কিন্তু তাঁহার দলের প্রতি তাহাদের অবশ্যই সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রদর্শন করা উচিত। লাহোর যখন আক্রান্ত হইয়াছিল তখন প্রত্যেক পূর্ব পাকিস্তানীই মনে করিত যে, সে নিজেই আক্রান্ত হইয়াছে। কাজেই লাহোরবাসীদের তাহাদের পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের প্রতিনিধিদের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধা পোষণ করা উচিত।

২ ব্যক্তি গ্রেফতার

লাহোর ৫ই জুলাই।— আজ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান যে জনসভায় বক্তৃতা দেন তথা হইতে সামরিক শাসনের ৬০ নম্বর রেগুলেশন ভঙ্গের জন্য ২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।—এপিপি

দৈনিক পয়গাম

৬ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিবের অদ্য ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য (সোমবার) সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া শেখ মুজিব এক সপ্তাহের সফরে ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী গমন করিবেন। সফরকালে তিনি বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

পূর্বদেশ

৬ই জুলাই ১৯৭০

লাহোরের জনসভায় শেখ মুজিব:

‘ভিক্ষা নেবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে আসিনি’

লাহোর, ৫ই জুলাই (এপিপি)।— আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান আজ বলেন যে, তার দল ক্ষমতাসীন হলে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের জন্য অংশ আদায় ছাড়াও দেশের সকল ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ করবে।

তিনি আজ বিকালে গুলবাগে এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মালীক হামিদ সরফরাজ এ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, অন্যান্য ব্যাঙ্ক ছাড়াও শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও পিকিং থেকে জনসাধারণের অর্থ নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা হয়েছে। এ ধরনের শোষণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো এসব প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা। তিনি যে সব চাষীর ভূমির পরিমাণ বারো একরের কম তাদের ওপর কর ধার্য না করার দাবী জানিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বক্তৃতা করতে উঠার সাথে সাথেই জনতার একটি ক্ষুদ্র অংশ মুজিব বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। এতে হটগোলের ফলে কয়েক মিনিট ধরে সভার কাজ স্থগিত ছিল। আওয়ামী কর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে শ্লোগানের জবাবে পাল্টা শ্লোগান দান করে এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী দলটিকে সভা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

শেখ মুজিব বলেন, যারা তার জনসভায় বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করছেন তারা শুধু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করছে।

তিনি উল্লেখ করেন, তিনি কোন কিছু ভিক্ষে চেয়ে নেবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে আসেননি। তিনি এখানে দেশের সকল দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকার আদায়ের জন্য এসেছেন। তিনি বলেন, তাঁর জনসভায় গোলযোগ বাঁধলে পরবর্তী সময়ে মওলানা মওদুদীকে পূর্ব পাকিস্তানে যাবার জন্য তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এ সময় আওয়ামী লীগ সমর্থকগণ জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ধ্বনি প্রদান করে।

তিনি বলেন, জনগণ তাঁর দলকে ভোট না দিতে পারেন তবে তাদের অবশ্যই ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, যখন লাহোর আক্রান্ত হয়েছিল তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি লোক মনে করেছিল তারা আক্রান্ত হয়েছেন। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের ভাইদের প্রতিনিধির প্রতি তাদের অবশ্যই সম্মান দেখাতে হবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব বলেন যে, বিগত তেইশ বছরে বহু প্রাসাদ যড়যন্ত্র জাতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে ফলে দরিদ্রদের ভাগ্যের আরও অবনতি ঘটেছে।

তিনি বলেন, তাঁর দলের ছয় দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের বারো কোটি মানুষের জন্য ন্যায় বিচার আদায় করবে এবং রাজনীতিতে সকল শোষণ গোষ্ঠীর অদৃশ্য হাতের খেলা বন্ধ করে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দেবে।

শেখ মুজিব বলেন যে, তাঁর দলের পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ঢাকায় দশ লাখ লোকের সম্মুখীন লাভ করেছেন। এটা তাদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভালবাসার পরিচয় বহন করে। তিনি উল্লেখ করেন তার জনসভায় প্রায় ৫০ জন লোক গোলযোগের চেষ্টা করলেও লাহোরের জনগণের গভীর ভালবাসার অনুভূতি নিয়েই তিনি ঢাকা ফিরে যাবেন।

লাহোরে আজ আওয়ামী লীগের জরুরী সভা

লাহোর, ৫ই জুলাই (পিপিআই)।—আগামীকাল লাহোরে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। দলের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান গতকাল এখানে একথা ঘোষণা করেন।

তিনি দলের কার্যকরী কমিটির সব সদস্যকে যথা সময়ে উল্লিখিত বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য কারো কাছে পৃথকভাবে নোটিশ প্রদান করা হবে না।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এতে সভাপতিত্ব করবেন।

জনসভা থেকে দুজন গ্রেফতার

লাহোর, ৫ই জুলাই (এপিপি)।— আজ এখানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের জনসভায় গণগোল সৃষ্টির জন্য ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে ৬০নং সামরিক আইন বিধি ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে।

Pakistan Observer

6th July 1970

Mujib hits out at Lahore hecklers

LAHORE, July 6: Sheikh Mujibur Rahman, President, All Pakistan Awami League today said that if his party came to power it would nationalise all banks and insurance companies, besides securing workers' share the industries.

He was addressing a big public meeting at the Gol Bagh here this afternoon. The meeting was presided over by Malik Hamid Sarfraz, President of the Punjab Awami League.

Sheikh Mujibur Rahman said that industrial concerns had been established with the people's money taken out from Industrial Development Bank and PICIC, besides other banks. The only way to save the people from such exploitation was to nationalise such institutions. He also demanded that no tax should be levied on land holdings less than 15 acres. A small section of the crowd raised slogans against the Awami League chief as he stood up to speak and proceedings had to be adjourned for a few minutes. The Awami League workers raised counter-slogans and the meeting continued after the hecklers had been chased out of the meeting. Two persons were arrested later in this connection.

Sheikh Mujib said that those trying to disturb the meeting were only "creating dissension and hatred between the people of East and West Pakistan."

Maudoodi to visit with permission

He said that he had not come to West Pakistan to beg anything but to secure the rights of the poor and middle-class people living all over the country. He said if his public meeting was disturbed, next time Maulana Maudood could come to East Pakistan only with his permission. At this stage a large number of Awami League workers raised slogans against the Amir of Jamaat-e-Islami.

He said the people here might not give votes to his party but they must show courtesy and decency. He said that when Lahore was attacked, every East Pakistani felt as if he had been attacked. The people of Lahore, he added, must show respect to the representatives of their brethren in East Pakistan.

He said an attempt by about 50 persons to disrupt his public meeting in Lahore would not change his outlook. He was taking away with him feelings of love from the people of Lahore.

Morning News

6th July 1970

Mujib Defends Six Points

LAHORE, July 5 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of the All-Pakistan Awami League, said here today his Six Points were nothing else but another form of the Lahore resolution.

Addressing the Punjab Students League at a local hotel here this morning, he said that the regional autonomy, as envisaged in Lahore resolution, have been demanded in the six points.

"I challenge anyone to disprove my contention," he added. The Awami League leader said that he was proud of the Lahore resolution, adopted here in 1940 at a meeting of the All-India Muslim League Council, and said Punjabis should not oppose the Six Points, because these points also envisaged autonomy for them.

He said the Punjab had suffered greatly from One Unit.

The Six Points would give them a vehicle to make up for their sufferings, he added.

VESTED INTERESTS

Sheikh Mujib said his party was striving for the liquidation of vested interests who had been exploiting the people of all regions of the country.

"As for me, I am for the oppressed whether he is a Bengalee or a Punjabi", Sheikh Mujib said, and added that if the Punjabis supported the Bengalis in the forthcoming election, "have it from me the Bengalees will give you a befitting reply on October 5, 1970."

The Awami League leader struck an optimistic note on the outcome of the forth coming elections, saying, "the constitution will be framed."

Talking more of the Punjab he said province, in reality, belonged to the villagers and the middle class. But there were feudals and jagirdars who were keeping them in bondage. He said he stood for the oppressed villagers and the middle class people in the Punjab.

Sheikh Mujib lashed at the Jamaat-e-Islami and Ahrar party saying, "these were the people who were opposed to the Pakistan Movement."

"Pakistan, they alone can protect it," he added. He wondered with what face the Jamaat was going about posing as the only protectors of Pakistan.

NOBLE CAUSE

The Awami League leader said that the cause for which he was fighting was a noble cause. "I fight for fair deal to all people of Pakistan, particularly the Bengalees."

After narrating his "jail suffering for several years", Sheikh Mujib said : "I never surrendered like Khan Qayyum Khan."

He told the gathering that it was unfortunate that the case of the Bengalees was being misunderstood.

He said the Bengalees were exploited ruthlessly by vested interests. They simply wanted a fair deal and justice. He said this was all the more shocking that injustice was done to the big brother who represented 56 per cent of the family's population.

Attacking the capitalists, Sheikh Sahib said in 1947 they did not have more than few lakh of rupees but now they have crores of rupees, so much so that each one of them can buy the Central Government of Pakistan. These money came through exploitation of the people of Pakistan.

Earlier, Mr. Munir Qureshi, President of the Punjab Students League, which hosted the reception, in his welcome address said that Sheikh Mujib was the voice of 6 crores people of East Pakistan. He said it was wrong that Sheikh Mujib was working for the disintegration of Pakistan.

Mr. Tufail Ahmed, a former President of the East Pakistan Students League, explained the 11-points demands of the student community of East Pakistan.

Morning News

6th July 1970

AL to oppose jagirdars returning to power : Mujib

LAHORE, July 5 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, chief of Pakistan Awami League, yesterday, said that his party would not let any jagirdar or capitalist in East Pakistan to return the assemblies in the forthcoming elections and urged the people of West Pakistan to make a similar effort here.

He was speaking at a reception hosted in his honour by the local lawyers at a hotel yesterday afternoon. The Awami League chief said that he was disturbed to learn that old jagirdars and sardars were expected to be elected to the assemblies once again. He said the country, once again. He said the poor people seemed to have no place in Pakistan. He urged the lawyers and intelligentsia to make maximum efforts to organise such people so that exploiters and vested interests could be eliminated from the body politic of the country.

Sheikh Mujib said that vested classes and jagirdars from West Pakistan were returned to the National Assembly then very difficult situation would be created. They will try to take us one way while we will try to take them the other way he added.

The Awami League chief was asked a number of questions by the lawyers at the end of his speech. The questioners said that there was a general impression that Awami League is accentuating difference between the two provinces by blaming the West Pakistan as a whole for the problems being faced by the people in East Pakistan. Sheikh Mujib said that this impression was being spread by vested interests and was entirely wrong. He said that his party comprised poor and middle class people and was trying to save such people from exploiters and jagirdars.

Morning News

6th July 1970

Mujib Due In City Today

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, will return to Dacca today from Lahore, reports ENA.

The Awami League leader is arriving here one day ahead of the schedule.

After his return from West Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman will go on a week's tour of Faridpur, Barisal and Patuakhali districts. He will address a public meeting on July 13 at Bhederganj. On his way to Bhederganj he will also meet the people at Shakhipur at 10 a.m, and at Edilpur at 1 p.m.

He will address a public meeting on July 14 at Ujeerpur in Barisal district, on July 15 at Patarhat, and July 16 at Bauphal.

Morning News

6th July 1970

AL will nationalise banks, insurance cos. if voted to power: Mujib

LAHORE, July 5 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, today said that if his party came to power it would nationalise all banks and insurance companies, besides securing workers' share in the industries.

He was addressing a big public meeting at the Gol Bagh here this afternoon. The meeting presided over by Malik Hamid Sarfraz, President of the Punjab Awami League, was also addressed by Mr. Kamruz Zaman, General Secretary of the Awami League, Sheikh Zaheeruddin, a member of the Central Working Committee of the party and Mr. Barkat Ali Saleemi, Vice-President of the party.

Sheikh Mujibur Rahman said that industrial concerns had been established with the people's money taken out from the Industrial

Development Bank and PICIC, besides other banks. The only way to save the people from such exploitation was to nationalise such institutions. He also demanded no tax should be levied on land holdings of less than 12 acres.

COUNTER-SLOGANS

A small section of the crowd raised slogans against the Awami League chief as he stood up to speak and the proceedings had to be adjourned for a few minutes. The Awami League workers raised counter-slogan and the meeting continued after the hecklers had been chased out of the meeting.

Sheikh Mujib said that those trying to disrupt the meeting were only creating dissension and hatred between the people of East and West Pakistan.

He said he had not come to West Pakistan to beg anything but to secure the rights of the poor and middle-class people living all over the country. He said if his public meeting was disturbed, next time Maunumber of Awami League workers raised slogans against the Amir of Jamaat-e-Islami.

He said people might not give votes to his party but they must show courtesy and decency. He said that when Lahore was attacked, every East East Pakistani felt as if he had been attacked. The people of Lahore, he added must show respect to the representatives of their brethern in East Pakistan.

CONSPIRACIES

Sheikh Mujibur Rahman said that the nation had been paralysed because of many drawing room conspiracies during the past 23 years, and in the process the poor man's lot became worse. He said that the Six-Point Programme of his party would secure justice for the 12 crore people of Pakistan and would eliminate all forces of exploitation by putting an end to under hand methods in politics.

He said that 10 lakh people of Dacca gave a standing ovation to the West Pakistani leaders of his party when they attended a public meeting there. This clearly showed, he added the amount of love and affection the people of East Pakistan had got for their West Pakistani brethern.

He said an attempt by about 50 persons to disrupt his public meeting in Lahore would not change his outlook. He was taking away with him a feeling of love from the great people of Lahore.

Sheikh Mujibur Rahman said that what he was fighting for was justice for all parts of the country. The Six-Point Programme

of his party was valid not only for East Pakistan but for all the provinces. He said out of Rs. 2,000 crore spent on development, only Rs. 500 crore had been spent in East Pakistan, out of Rs 3200 thousand crore spent on defence and Central administration, the East Pakistan's share was hardly Rs. 300 crore to 400 crore.

Sheikh Mujibur Rahman recounted his part in the Pakistan Movement, and said that he became a member of All-India Muslim League in 1943 when he was just a boy. Those who were now trying to spread false propaganda against him were at the time vehemently opposing the Pakistan Movement.

আজাদ

৭ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন:

পশ্চিম পাকিস্তান সফর ফলপ্রসূ হইয়াছে
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল সোমবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ কোন ঐক্যজোট গঠন করিবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানে ১০ দিন সফরের পর লাহোর হইতে ঢাকা পৌছিয়া নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে শেখ মুজিব উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

পূর্বাফে তেজগাঁ বিমান বন্দরে অবতরণের পর তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিমান বন্দর হইতে একখানি খোলা গাড়ীতে শেখ ছাহেব জনতার মিছিলের সহিত অগ্রসর হইতে থাকেন। আওয়ামী লীগ প্রধান সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে কোন রাজনৈতিক নেতার সহিত তাঁহার আলোচনা হয় নাই। তিনি বলেন যে, আলোচনা জনতার সহিত হইয়াছে এবং তাহা একান্তই প্রকাশ্যে।

শেখ মুজিব বলেন যে, তাঁহার পশ্চিম পাকিস্তান সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সাধারণ মানুষের সহিত তাঁহার যোগাযোগের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তিনি দাবী করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানেও তাহার দল একটি শক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন যে, তাহার দলের বক্তব্য পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের নিকট তিনি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিগত ২২ বৎসর

কায়েমী স্বার্থবাদী মহল বাংলা দেশকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকেও শোষণ করিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাখ্যা করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদার, জায়গীরদারদের হাতেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব। আর পূর্ব পাকিস্তানে তাহার ঠিক বিপরীত অবস্থা। তিনি বলেন যে, এখন পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত রাজনীতি গড়িয়া উঠিতেছে।

শেখ মুজিব আলোচনাকালে পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের অতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আজাদ

৭ই জুলাই ১৯৭০

মুজিবের সভায় গোলযোগ: মওদুদীর দুঃখ প্রকাশ

লাহোর, ৬ই জুলাই।— জামাতে এছলামীর আমীর মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী গতকাল গুলবাগে অনুষ্ঠিত শেখ মুজিবের সভায় গোলযোগ সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, উক্ত দুঃখজনক ঘটনার জন্য জামাতের কোন সদস্যই দায়ী নহেন।

আজ এখানে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগের সভায় গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করার খবর শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছেন এবং কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় নেতা উক্ত গোলযোগের জন্য জামাতে এছলামীকে দায়ী করায় তিনি আরও বেশী মর্ম্মহত হইয়াছেন।

মওলানা মওদুদী আরও বলেন যে, তিনি সকল সময়ই এক দল কর্তৃক অন্যদলের সভায় গোলযোগ সৃষ্টি করার ঘোর বিরোধী কারণ উহার ফলে জনসাধারণ অন্য দলের মতামত অবগত হওয়া হইতে বঞ্চিত হয়। —পিপিআই

আজাদ

৭ই জুলাই ১৯৭০

নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ পিছানো যাইতে পারে না: শেখ মুজিব

লাহোর, ৬ই জুলাই।— পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ৫ই অক্টোবর নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের ঘোর বিরোধিতা করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে দশদিনব্যাপী সফরের পর লাহোরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, তাঁহার দল সাধারণ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের যে কোন উদ্যোগের বিরোধিতা করিবে।

৭৫

তিনি বলেন যে, জনগণ আগামী ৫ই অক্টোবর নির্বাচনের জন্য মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ঋতু পরিবর্তন আমাদের জীবনেরই অংশ বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভাইদের জন্য সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রগাঢ় মনোভাবের জন্য তিনি অভিভূত হইয়াছেন। জনগণ ছয় দফা কর্মসূচী সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং এই ছয়দফার মাধ্যমেই তাহাদের মুক্তি আসিবে বলিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে।

এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি অত্যন্ত নির্ভরতার সহিত বলেন যে, দেশের সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ ও ছয়দফা কর্মসূচীর প্রতি ক্রমেই আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে। ছয়দফা কর্মসূচী পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, তাঁহার দল পাকিস্তানের উভয় অংশে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, জায়গীরদারী ও সকল প্রকার শোষণের অবসানের জন্য অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছে। শক্তিশালী পাকিস্তান ও পাকিস্তানের সমগ্র প্রদেশের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনেরই তিনি পক্ষপাতি। শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। আগ্রহহীন পদক্ষেপ দ্বারা সমস্যার কোন সুরাহা হইতে পারে না।

তিনি বলেন যে, প্রাদেশিক সরকার পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থ হওয়ায় অধিক অর্থ বরাদ্দ সম্ভব হইতেছে না বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন যে অজুহাত দিয়াছেন, তাহা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। শেখ মুজিব পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বলেন যে, গত ডিকেডী আমলে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন ছিল। সে সময় কেন পরিকল্পনা কমিশন পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বগ্রাসী বন্যার কবল হইতে রক্ষার জন্য কোন সক্রিয় কর্মসূচী প্রণয়ন করেন নাই? —এনা

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই জুলাই ১৯৭০

ঢাকা বিমান বন্দরে পশ্চিম পাকিস্তান-ফেরত

আওয়ামী লীগ নেতার অবিস্মরণীয় সম্বর্ধনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

‘টার্মাক ছাড়িয়া আপনারা যদি সরিয়া না যান তাহা হইলে শেখ সাহেবকে বহনকারী বিমানখানিকে বাধ্য হইয়া কলিকাতা অভিমুখে ফিরাইয়া দিতে হইবে।’ তেজগাঁ বিমান বন্দরের সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের এই উপর্যুপরি

৭৬

ঘোষণা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা আত্মপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের টার্মাক হইতে সরানো সম্ভব হয় না। আর সরিয়া তাঁহারা যাইবেই বা কোথায়?

বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক ও ডোমেস্টিক উইং ছাপাইয়া গতকাল (সোমবার) বিনা আমন্ত্রণে, বিনা প্রচারে, বিনা প্রস্তুতিতে সমাগত বিশাল জনতার উত্তাল-উদ্দাম শোতে তেজগাঁ বিমান বন্দরের সমগ্র টার্মাকটি সয়লাব হইয়া যায়। আওয়ামী লীগ প্রধানকে লইয়া পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত বোয়িং বিমানটি যখন ঢাকার আকাশে উদ্ভিত হয়, তখন সমগ্র বিমান বন্দরের জনতাসাগরে উত্তাল তরঙ্গের যে মাতামাতি চলিতে দেখা যায় ভাষায় তাহা বর্ণনাতীত। সে দৃশ্য কেবল নয়ন ভরিয়া দেখিবার, প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিবার। বিমানখানি বাংলার মাটি স্পর্শ করিতেই জনতা সাগরের গর্জন বোয়িং-এর গর্জনের ছাপাইয়া ইখারের বুকে লক্ষ কোটি মানুষের অন্তর বিজেতা বঙ্গবীর শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি বিশাল জনতার প্রাণঢালা ঐতিহাসিক সম্বর্ধনার আল্পনা আঁকিয়া দেয়। বিমানটি রানওয়ে হইতে ট্যাক্সিৎ গ্রাউণ্ডের দিকে সামান্য আগাইয়া আসিতেই বাদ্য-বাজনা, নাচ-গান আর আনন্দ উল্লাসে মত্ত বিশাল জনতা বিমানখানিকে ঘিরিয়া ধরিয়া কণ্ঠবিদারী জিন্দাবাদ ধ্বনিতে দিগমঙ্গল কাঁপাইয়া তোলে। ছয়-দফার প্রবক্তা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব বাংলার আপামর মানুষের অন্তরে কতখানি আসন গাড়িয়া আছেন, গতকল্যকার বিমান বন্দরের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনার দৃশ্য তাহারই সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। এ সম্বর্ধনা কেবল শেখ সাহেবরই রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কারামুক্তির পর ঢাকা আগমনের দিনের সেই ঐতিহাসিক সম্বর্ধনার দৃশ্যকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। মোটকথা, কাহারও ডাকের অপেক্ষায় না থাকিয়া ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মানুষ গতকাল নেতৃত্বরণের যে ইতিহাস রচনা করিয়াছে, সে ইতিহাস শুধু অভূতপূর্বই নয়-প্রীতির পরশে অনবদ্যও বটে।

গতকল্যকার বিমানবন্দরে শেখ মুজিবের সম্বর্ধনার দৃশ্য দেখিয়া বার বার কেবল বিশ্বকবি কবিতার সেই পংক্তিটি মনে পড়িতেছিল—

“মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের বাঁধন কিসের ভয়।”

গতকাল ঢাকায় যেন বানডাকা নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিকাল তিনটার দিক হইতেই কেহ-বা পায়ে হাঁটিয়া অথবা শোভাযাত্রা সহকারে অথবা বাস, ট্রাক ও রিকশায় চড়িয়া হাজার হাজার ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-জনতা বিমান বন্দরে পৌঁছিতে থাকে। বিকাল ৫টা নাগাদ বিমান বন্দর লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। অসংখ্য মহিলাকেও নেতৃসম্বর্ধনায় শরীক হইবার জন্য

বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়। বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক উইং ও আভ্যন্তরীণ উইং ভবনের সকল তলা লোকে ভর্তি হইয়া যায়। স্থানাভাবে অবশেষে লোক বিমান বন্দরের টার্মাকে প্রবেশ করিতে শুরু করে।

শোভাযাত্রীরা যে সব পরিচয়সূচক ব্যানার বহন করে তা বিমান বন্দরে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেন একটা প্রদর্শনী প্রাচীর রচনা করে। বিমান অবতরণের বহু পূর্বেই বিমান বন্দরের টার্মাকটি লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। ব্যাণ্ডবাদের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোককে নৃত্য করিতে দেখা যায়। তাহারা মুহূর্তে শ্লোগান দিয়া বিমান বন্দর প্রকম্পিত করিয়া তোলে। সমগ্র টার্মাক জনতায় পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে অবতরণ করা সম্পর্কে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন। বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ হইতে বারবার ঘোষণা করা হইতে থাকে যে, যদি অভ্যর্থনাকারীরা টার্মাক না ছাড়িয়া আসেন তাহলে শেখ মুজিবকে বহনকারী বিমানকে কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে। কিন্তু এই সব ঘোষণাও সমবেত জনসমুদ্রে কোন সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয় না।

অতঃপর দিগন্তে বিমানটি দেখা দিলে জনতা চরম উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে। বিমানটি অবতরণ করিতে শুরু করিলে জনতা বিমানের দিকে দৌড়াইতে শুরু করে। বিমানটি কোনক্রমে টার্মাকের নির্ধারিত স্থানের অনেক দূরে থামিতে সক্ষম হয়। থামার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনতা যেন পঙ্গপালের ন্যায় বিমানটিকে চারদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। অতঃপর বহু চেষ্টার পর বিমানের একটিমাত্র সিঁড়ি কোনক্রমে বিমানের নিকট পৌঁছান সম্ভব হয়। শেখ সাহেবকে দরজায় দেখিয়া জনতা গগনবিদারী ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়ে। কার আগে কে মাল্যদান করিবে তা নিয়া শুরু হয় প্রতিযোগিতা। একটি খোলা জীপে আরোহণ করিয়া শেখ সাহেব কচ্ছপগতিতে বিমান বন্দরের গেটের দিকে চলিতে থাকিলে বিপুল জনতা জীপটিকে অনুসরণ করিতে থাকে।

বিমান বন্দরে অপেক্ষমাণ বিপুল সংখ্যক মহিলা ভিড়ের ফলে শেখ মুজিবকে এক জনজর দেখিবারও সুযোগ পান নাই। কারণ তাঁহারা ভিড়ের জন্য বিমান বা খোলা জীপের কাছে যাইতে সাহস পান নাই।

খোলা জীপে শেখ মুজিবকে নিয়া বাস, ট্রাক, কার, বেবী ট্যাক্সি, রিকশা, মোটর সাইকেল, সাইকেল ও পায়ে হাঁটা মানুষের এক বিশাল শোভাযাত্রা শহর অভিমুখে রওয়ানা হয়। এই শোভাযাত্রা সামান্য অগ্রসর হইলেও জনতার ভিড়ে শেখ মুজিবকে বহনকারী জীপটি বিকল হইয়া যায়। ফলে তিনি অন্য গাড়ীতে আরোহণ করিতে বাধ্য হন। রাস্তার দুইটি চ্যানেলই শোভাযাত্রার গাড়ীতে ভর্তি হইয়া যায়। দুই মাইল পথ প্রায় দুই ঘন্টায় অতিক্রম করিয়া শেখ মুজিব বাড়ীতে পৌঁছেন। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিপুল

জনতা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বাস ও ট্রাকে উদ্দাম জনতা শ্লোগানে শ্লোগানে রাস্তাঘাট মুখরিত করিয়া তোলে। অনেককে ট্রাকের উপরেও নৃত্য করিতে দেখা যায়।

বিনা আমন্ত্রণে ও বিনা প্রচারেই শহরের বিভিন্ন এলাকা হইতে আওয়ামী লীগ ইউনিটসমূহ, তেজগাঁও হইতে শ্রমিক সমাজ, বাস্তহারা সমিতি, ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন, আদমজীর শ্রমিকরা শোভাযাত্রা করিয়া এবং বাস ও ট্রাকে চড়িয়া বিমানবন্দরে আগমন করে। নারায়ণগঞ্জ হইতে ২০টি বাসে চড়িয়া বহু লোক বিমান বন্দরে আগমন করে।

গতকাল শেখ সাহেবের সঙ্গে একই বিমানে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান, জনাব জহিরুদ্দিন, ডঃ কামাল হোসেন, জনাব তোফায়েল আহমেদ, অবসরপ্রাপ্ত লেঃ মতিউর রহমান, প্রমুখও ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই জুলাই ১৯৭০

প্রতিরক্ষা শক্তিশালী বিষয় না হইলে

আইয়ুব খানেরা নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিতে পারিতেন না: শেখ মুজিব
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

লাহোর, ৫ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন, ‘যে ৬-দফা কর্মসূচীর জন্য তাঁহার সমালোচনা করা হইতেছে, উহাতে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন বিষয় অর্থাৎ প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের হাতে রাখা হইয়াছে। তিনি বলেন, যদি প্রতিরক্ষা বিষয়টি সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন না-ই হইত, তাহা হইলে আইয়ুব খানেরা নিজেদের বেসামরিক সরকারের চাইতে অধিক শক্তিশালী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেন না।’

তিনি বলেন, ৬-দফা বাস্তবায়িত হইলে পাকিস্তান একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। তিনি বলেন, বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলে শোষণের অবসান অবশ্যই ঘটাইতে হইবে। তিনি বলেন, ‘আমরা সংগ্রাম করিতে জানি এবং জনগণকে কেহই দমাইয়া রাখিতে পারে না। শেখ সাহেব ছাত্রদের প্রতি এই শোষণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। কারণ তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে নির্যাতিত ও বিত্তহীন শ্রেণীর পক্ষে কিছু বলার কেহ নাই। তিনি বলেন, ছাত্রদের এই অন্যায়ে বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তৈরী হইতে হইবে। কারণ এই সংগ্রাম চালাইতে যাইয়া তাহাদের স্বার্থাশ্রমী মহলের হাতে নির্যাতন ভোগ করিতে হইতে পারে।

শেখ মুজিব বলেন, ছাত্রদের দেশের ব্যাপারে আগ্রহ থাকা উচিত। কারণ মহান ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমেই গুপ্ত কোন মহান কার্য সমাধা করা সম্ভব হইতে পারে।

নিখিল পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রসঙ্গ

শেখ সাহেব বলেন, তাহার নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মতই এক্ষণে নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক এক ছাত্রলীগ গঠনের সময় আসিয়াছে। সমাবেশে প্রাক্তন ছাত্রনেতা জনাব তোফায়েল আহমদ বিগত গণ-আন্দোলনের বিশদ বিবরণ প্রদান করেন এবং আইয়ুব সরকারকে উৎখাতের জন্য কেমন করিয়া ছাত্রসমাজ দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করিয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যা করেন। তিনি আন্দোলনের পটভূমির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া উল্লেখ করেন যে, সেইসময় দেশে ১২ কোটি মানুষের আশা-আকাংক্ষার রূপ দিয়া ১১-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছিল। এই ১১-দফা কর্মসূচীর বিশদ বিবরণ দিয়া তিনি বলেন যে, উহাতে আওয়ামী লীগের ৬-দফাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই জুলাই ১৯৭০

২৩ বৎসরের ‘প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে’ জাতি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে:

লাহোরের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

লাহোর, ৫ই জুলাই।— আজ স্থানীয় গুলবাগে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, কেহ ইচ্ছা করিলে তাঁহার দলকে ভোট না দিতে পারেন, কিন্তু সৌজন্য ও শালীনতা অবশ্যই বজায় রাখিতে হইবে।

অতঃপর শেখ সাহেব বলেন যে, লাহোর আক্রান্ত হইলে প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানীর মধ্যে এই অনুভূতিই সঞ্চারিত হইয়াছিল যে, যেন সে নিজেই আক্রান্ত হইয়াছে। যে মতের অনুসারীই হউন না কেন, লাহোরের জনসাধারণের তাই তাঁহাদের সেই পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের প্রতিনিধিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার ভাষণে বলেন যে, বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ বৈঠকখানার ষড়যন্ত্রের ফলে জাতি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে এবং এইভাবে গরীব জনসাধারণের ভাগ্যে চরম বিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের ১২ কোটি জনসাধারণের জন্য সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করিবে এবং সর্বপ্রকার শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান করিবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ঢাকায় ১০ লক্ষ লোকের বিরাট গণ-জমায়েত তাঁহার দলের পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিল। ইহাই পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রীতি ও ভালবাসার প্রমাণ।

তিনি বলেন যে, দেশের সকল এলাকার মানুষের জন্যই তিনি সংগ্রাম করিতেছেন। ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই নয়, সকল প্রদেশের জন্য।

শেখ সাহেব উল্লেখ করেন যে, দেশের উন্নয়নের জন্য মোট দুই হাজার কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাত্র পাঁচশত কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন বাবত ৩ হাজার ২ শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৩ হইতে ৪ শত কোটি টাকার বেশী খরচ করা হয় নাই।

পাকিস্তান আন্দোলনে স্বীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, ১৯৪৩ সালেই তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সদস্য হন এবং সেই সময় তিনি বয়সের দিক দিয়া মাত্র কিশোর ছিলেন।

তিনি আরও বলেন যে, এখন যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হইয়াছেন, তৎকালে তাঁহারা পাকিস্তান আন্দোলনের গৌড়া বিরোধী ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, দরিদ্র জনসাধারণের সমস্যাগুলি শুধু বাস্তব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই দূরীভূত করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসমূহ জাতীয়করণ ছাড়াও অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

তিনি পুনরুল্লেখ করেন যে, তাহার দল পূর্ব পাকিস্তানে জমিদার বা পুঁজিপতিকে পরিশুদ্ধে নির্বাচিত হইতে দিবে না।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান জমিদার বা পুঁজিপতিকে এখনও নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ বিদ্যমান থাকার ব্যাপারটি খুবই বিরক্তিকর। তিনি এইরূপ পরিস্থিতি বিদূরিত করার জন্য সকল মতের লোকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবার আহ্বান জানান। শেখ সাহেব প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহার দশ বৎসরের একনায়কত্বে দ্বারা তিনি শুধু দেশবাসীর সমস্যাকেই বহুগুণে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন। শেখ সাহেব বলেন যে, দেশের গরীব ও সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান না করিয়া সরকারের নয়া সদর দফতর স্থাপনের কোন প্রয়োজন ছিল না।

আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন যে, দেশের সকল অংশের প্রতি ন্যায় বিচারই তাঁহার সংগ্রামের উদ্দেশ্য। তিনি বলেন যে, তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই নহে বরং সকল প্রদেশের জন্যই প্রযোজ্য।

শেখ মুজিব বলেন যে, তাহার দল পবিত্র কোরান ও সুন্না মোতাবেক দেশের ভবিষ্যৎ আইন প্রণয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি বলেন যে, তথাপি তথাকথিত ইসলাম-প্রিয়রা তাঁহার দলের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়া বেড়াইতেছে।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের মত ইসলামিক রাষ্ট্রে ইসলাম কখনও বিপন্ন হইতে পারে না, শুধু পুঁজিপতি ও তাহাদের দালালরাই বিপন্ন হইতে পারে।

তিনি বলেন যে, কিছু সংখ্যক লোক শক্তিশালী কেন্দ্রের জন্য গলা ফাটাইয়া বেড়াইতেছে। তিনি বলেন যে, তিনি নিজেও শক্তিশালী পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তিনি ইহাও বিশ্বাস করেন যে, এইরূপ শক্তিশালী পাকিস্তান তখনই গড়িয়া উঠিবে যখন-দেশের সকল অংশের প্রতি ন্যায় বিচার করা হইবে।

তথাকথিত ‘আগরতলা’ ষড়যন্ত্র মামলা

জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আগরতলা ‘ষড়যন্ত্র’ সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাহিলে শেখ সাহেব উক্ত মামলার ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া বলেন যে, ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র’ যখন পাকানো হইতেছিল বলিয়া অভিযোগ করা হয়, সে সময় তিনি কারাগারে ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি জীবনে কখনও আগরতলা যান নাই। তিনি বলেন যে, জনগণকে তাহাদের ন্যায় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার উদ্দেশ্যেই ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি’ সাজানো হয়। শেখ সাহেব জানান যে, কারাগারে তাঁহাকে উন্মাদ ব্যক্তিদের সহিত রাখা হয়। কিন্তু পরম শক্তিশালী আব্দুল হাভালা গণবিরোধীদের দূরভিসন্ধি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

শেখ সাহেব তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিয়া করিয়া আরও বলেন যে, দেশের ভৌগোলিক অবস্থানই ফেডারেশন ভুক্ত ইউনিটগুলিকে সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি বলেন, শুধু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রাখা যাইতে পারে তবে সেই সঙ্গে দেশের এক অংশ হইতে অন্য অংশে মূলধন পাচার বন্ধেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

শেখ সাহেব তাঁহার দলীয় কর্মীদের পত্নী এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়া জনগণকে তাহাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, শুধু এই ভাবে জনগণকে স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্ত হইতে রক্ষা করা যাইবে। —এপিপি

সংবাদ
৭ই জুলাই ১৯৭০
শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন:
নির্বাচনের পূর্বে ঐক্যজোট করিব না

ঢাকা, ৬ই জুলাই (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রাতে এখানে সরাসরিভাবে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার দল নির্বাচনের পূর্বে অন্য কোন দলের সহিত ঐক্যজোট গঠন করিবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানে ৯ দিন সফর শেষে লাহোর হইতে এখানে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগ উহার নিজস্ব কর্মসূচীর ভিত্তিতে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে তদানুযায়ী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার কোন প্রকার আলোচনা হয় নাই। প্রকাশ্য ময়দানে তিনি জনসাধারণের সহিত মতামত বিনিময় করিয়াছেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁহার সফর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, আমার এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের সহিত সংযোগ বৃদ্ধি করা। এই সফরে তিনি সেই লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার দল পশ্চিম পাকিস্তানে এখন একটি শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—এই দাবী তিনি করিতে পারেন।

তাঁহার সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তাঁহাকে আন্তরিক আতিথেয়তা প্রদর্শন করিয়াছে। তিনি বলেন যে, লাহোরে অবশ্য তাঁহার জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কিন্তু খুশীর বিষয়, লাহোরের জনগণ হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করিয়াছে এবং সভা হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। লোকজন বলাবলি করিয়াছে যে, জামাতে ইসলামী, পিডিপি এবং মুসলিম লীগ কাইয়ুম গ্রুপের লোকেরা এই গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল। শেখ সাহেব জানান যে, ১ জন আওয়ামী লীগ কর্মীসহ ২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া এবং তাঁহার দলের কর্মীকে মুক্তিদানের দাবী জানাইয়া তিনি পাঞ্জাবের গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের

জনসাধারণের নিকট তাঁহার পার্টির বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কায়েমী স্বাধীনবাদীরা বাংলার জনগণকে বিগত ২২ বৎসর ধরিয়া শোষণ করিয়াছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সম্পর্কে কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উপর যে দোষারোপ করিয়াছেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বলা হইলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, সরকার এই বক্তব্যের দ্বারা স্ববিরোধী বক্তব্য বলিতেছেন। কারণ, প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট মাত্র। শেখ মুজিব বলেন যে, পরিকল্পনা কমিশনে আইয়ুব আমলের সেই পুরাতন ব্যবস্থাই রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে কি করিয়া সুবিচার আশা করা যায়।

শেখ মুজিব বলেন যে, সরকারের ভিতরে ও বাইরে যে সকল লোক অতীতে গণস্বার্থের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া আসিতেছে তাহারাই নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত চালাইতেছে।

শেখ সাহেব বলেন যে, নির্বাচনের পূর্বে তাঁহার আর একবার পশ্চিম পাকিস্তান সফরের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণই পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলা নামে অভিহিত করিয়াছে। যখন সময় আসিবে তখন আমরাই এই ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করিব। নাম পরিবর্তনের জন্য কাহারও অনুমতির প্রয়োজন হইবে না।

শেখ মুজিব বলেন, যাহারা সংহতির বড় প্রবক্তা তাহাদের নিজেদের ভূমিকার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। সেই সকল নেতারা পশ্চিম পাকিস্তান হইতে এখানের জনসভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া বাংলায় একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারে না। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে আমরা ভাঙ্গা ভাঙ্গাভাবে হইলেও উর্দুতে বক্তৃতা করিয়া থাকি।

দৈনিক পয়গাম
৭ই জুলাই ১৯৭০
পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন:
এদেশে যাহা বলিয়া থাকি প: পাকিস্তানেও
সাহসের সহিত তাহাই বলিয়াছি
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলিয়াছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে তিনি কোন রাজনৈতিক নেতার সহিত আলোচনা করেন নাই। তিনি বলেন, “আমি সাধারণ মানুষের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিয়াছি এবং বুঝাইয়াছি যে গত ২২ বৎসর একটি স্বার্থান্বেষী মহল পূর্ব বাংলাসহ পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চল নির্বিচারে শোষণ করিয়াছে।”

৯ দিন ব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে গতকল্য (সোমবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর রাত্রি সোয়া আটটায় শেখ মুজিবর তাঁহার বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে এই কথা বলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান গতকল্য (সোমবার) সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ঢাকা আগমন করেন। পি, আই, এ বোয়িং ঢাকার আকাশে দৃষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বহুক্ষণ পূর্ব হইতে গ্যাং-ওয়ের বাহিরে অপেক্ষমাণ বিরাট জনতা আনন্দ উচ্ছ্বাসে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় সারা গ্যাংওয়ে ছাইয়া ফেলে। বিমান বন্দরের টার্মিনাল ভবনের ছাদেও বহুলোক দণ্ডায়মান ছিল। জনতার চাপে শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিমান হইতে কোন প্রকারে নামিয়া আসেন। বিমান বন্দরের বাহিরেও রাস্তার উভয়ার্শ্বে বিরাট জনতার ভিড় হয়।

বিমান বন্দর হইতে বাসভবনে পৌছিয়া শেখ মুজিব সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে তাঁহার পশ্চিম পাকিস্তান সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে জানান যে, তাহার সফর সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। তাঁহার দলের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের আস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একটি শক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

লাহোর জনসভায় সামান্য গোলযোগ হইলেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাহাকে সাদর আতিথেয়তা প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়া তিনি সাংবাদিকদের জানান।

তিনি এই মর্মে আনন্দ প্রকাশ করেন যে, লাহোর জনসভায় উপস্থিত জনতা গোলযোগ সৃষ্টিকারী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের সভাস্থল হইতে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। তিনি জানান যে, জনসাধারণের মতে জামাত, পিডিপি ও কাইয়ুম গ্রুপের লোকেরা সভায় গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল।

শেখ সাহেব সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানে যাহা বলিয়া থাকেন পশ্চিম পাকিস্তানেও সাহসিকতার সহিত তাহাই বলিয়াছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে নেতৃত্বের ব্যাপারে তিনি বলেন যে, সেখানে সামন্ত প্রভুরা নেতৃত্ব দান করিতেছেন। তবে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে দেওয়া হইতেছে। তিনি ইহার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নির্বাচনী ঐক্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইলে শেখ সাহেব পার্টির পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আওয়ামী লীগ দলীয় নীতির ভিত্তিতে এককভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবে। নির্বাচনের পূর্বে কোন প্রকার ঐক্য করিবে না।

পূর্বদেশ

৭ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন:

আমরা পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলা রেখেছি

(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন যে, তাঁর দল পূর্ব পাকিস্তানকে “বাংলা” নামকরণ করেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানে নয় দিনব্যাপী সফর শেষে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা কালে শেখ মুজিব উপরোক্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, সময় আসলে এই ব্যাপারে আইন করা হবে। নাম পরিবর্তনের জন্যে অনুমতি লাভের কোন প্রয়োজন নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এক ইউনিট বিলোপের পর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি সাবেক নাম পেয়েছে।

গতকাল ঢাকা বিমানবন্দরে শেখ মুজিবর রহমানকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শহর ও আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক লোক বহু সংখ্যক ট্রাক ও বাসে করে বিমানবন্দরে উপস্থিত হন।

বিমানবন্দর থেকে মিছিল সহকারে শেখ মুজিবকে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। শেখ মুজিবের সাথে জনাব জহীরউদ্দিন, জনাব কামাল হোসেন প্রমুখ দলীয় নেতাও ঢাকা পৌঁছেছেন।

বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে পাকিস্তানের সংহতির কথা যারা বলেন, এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে যে ভূমিকা তাঁরা নিয়েছেন সে জন্যে লজ্জিত হওয়া উচিত। এই সম্পর্কে তিনি বলেন, যে সমস্ত নেতা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসছেন তারা এখানে জনসভায় বক্তৃতাকালে এক শব্দও বাংলা বলতে পারেন না। অথচ “আমরা উর্দু বলতে পারি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু হলেও উর্দুতে কথা বলি।”

বিমানবন্দর থেকে বাসভবনে পৌঁছবার পর সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব বলেন যে নির্বাচনের পূর্বে তাঁর দল অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে একতাবদ্ধ হবেন না। তিনি বলেন যে আওয়ামী লীগ দলীয় কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান জানান যে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক নেতার সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হয়নি।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব তাঁর পশ্চিম পাকিস্তান সফরকে সাফল্যজনক সফর হিসাবে উল্লেখ করেন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের প্রকাশিত বিবৃতির সম্পর্কে অভিমত জানতে চাইলে শেখ মুজিব বলেন যে, সরকার তার নিজস্ব বক্তব্যের বিরোধিতা করছেন।

Morning News

7th July 1970

Sheikh Mujib repeats go-it-alone stand

(By Our staff Reporter)

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman last night ruled out the possibility of any electoral alliance with other political parties and said, “My party will contest the election single handedly on the basis of its programme”.

After his return from a ten day tour of West Pakistan the Awami League chief told newsmen that his party “does not favour pre-election alliance with other political parties”. The council session of both the Central and Provincial Awami League held in Dacca early last month had by a resolution rejected the idea of electoral alliance, he added.

Earlier on his arrival at the Tejgaon airport Sheikh Saheb was given a rousing reception. Several thousand slogan chanting and banner waving people who had gathered at the airport much before the arrival of the Awami League chief lustily cheered him when the plane carrying the leader touched the runway. The tarmac and part of the runway near it was occupied by eager people belonging to almost all age groups to have a glimpse of the Sheikh.

The crowd at the tarmac and runway was so big that the airport authorities had to request the people to vacate the runway before the arrival of the plane. An airport announcement said “We request you to leave the tarmac. If the tarmac, and the runway is not cleared immediately we will be constrained to divert the plane to Calcutta.”

The plane which landed a couple of minutes behind schedule had to stop half way on the tarmac as the people rounded the plane bringing it to a halt.

After much difficulty the Sheikh was allowed by his enthusiastic supporters to board an open jeep. The jeep with Awami League flags aflutter headed a long motorcade which took over an hour and a half to cover a distance of one mile. Several

truck and bus loads of people with bands playing martial tunes formed part of the procession.

Later at his residence the Awami League chief told newsmen that his party was now well-rooted in all the provinces of West Pakistan and “it was a force”. He said his party will put up candidates in all the provinces in Pakistan. But he was not sure if the party candidates will contest for all the seats in the four provinces of West Pakistan.

Asked as to what in his opinion was the prospect of his party’s success in the election in West Pakistan, he said ‘Let us hope for the best and prepare for the worst’. He however, hastened to add that the chances of his party’s success in West Pakistan was far brighter now than ever. He said that during his tour of West Pakistan he had been able to explain to the people the Six-Points and the economic programme of his party. The people, particularly the intelligentsia in West Pakistan, have “started appreciating our stand and are joining the party in large numbers.” He was hopeful that his party will have solid backing of the people of all the four provinces of West Pakistan.

He said he had been finally able to make contact with the people there at the grass-root level, “I entered into dialogue with the people in the open field and talked to them about their problems and the problems faced by the nation and how to solve them”. He said, “People have started realising what good the Six-Points can do for the under developed regions of West Pakistan. The people of Punjab were as poor and as exploited as those of any other region and they also are getting convinced of the sincerity behind Awami League’s programme.”

He told a correspondent that he detested the idea of closed door-political dialogues between the leaders aimed at capturing power. He said “I did not enter into any dialogue with any leader in West Pakistan” and added “nor do I intend to do so till the elections”.

He said that after his tour of West Pakistan he “was once again more than convinced that the poor in West Pakistan were as much exploited as their brethren in Bangla Desh”. The whole of West Pakistan was echoing with the agonies of the down trodden people. But the people were now coming up and have started realising the fact that they had been cheated and exploited. This he said was one of the main factors why people are joining Awami League. This party is voicing their demands and hopes and aspirations.

He, however, said that the leadership in West Pakistan belonged to the landlords, zamindars, jajgirdars and the vested interest who were determined to keep the people under subjugation and exploited them. The exploitation of the poor and the middle class will no longer be tolerated. The Awami League will see to it that the people of all regions and all classes were allowed to live an undisturbed decent and peaceful life.

He said that the Awami League programme which was being criticised by a section of West Pakistan leaders, was based on equality and fair-play. The mission of the Six-Point Programme will be reached to all the people and all efforts will be made to implement it both in words and spirit.

Responding to a question he said that there was a positive political swing in West Pakistan towards the pro-people forces. This he said will further solidify when the election was over if of course the pro-people parties were allowed to function.

APP adds: Giving his impression of his visit, Sheikh Saheb said that the people of West Pakistan extended him all hospitality and cordiality. He, however, said that there was trouble in his public meeting at Lahore and was glad to see that people of Lahore resisted it and chased the trouble makers out of the venue of the meeting. People say that the trouble was created by the men of Jamaat-e-Islami, Pakistan Democratic Party and Pakistan Muslim League (Qayyum Group). He said that two persons, including an Awami League worker, were arrested by the police. He said that he had sent telegrams to the Governor of Punjab and martial law authorities to intervene and release his party man.

When asked to comment on a reported statement made by Deputy Chairman Planning Commission, apportioning blame on provincial government about flood control scheme, the Awami League chief said that Government was contradicting its own statement. They should blame themselves as the provincial Government was the agent of the Central Government.

He said that the same old set up of Ayub regime was in the Planning Commission. "How could we expect justice from them", he asked. He said that 110 crore rupees earmarked for development in East Pakistan had lapsed.

Sheikh Saheb said that East Pakistan continued to suffer and the people of Bengal would no more suffer. "I want money for flood control", he added.

Replying to another question, Sheikh Saheb said that the same people both within and outside government, who conspired against the people in the past, were trying to sabotage the elections.

He said that there was likelihood of his visiting West Pakistan again before the election. He said that due to shortage of time, he could not visit Rawalpindi.

He said that the protagonists of the integrity of Pakistan should be ashamed of their role in the achievement of their objective.

He said those leaders coming from West Pakistan could never utter a word of Bengali while addressing the people here. "We can speak and we do speak in Urdu, of course the broken variety, in West Pakistan" he added.

Morning News

7th July 1970

Mujib explains AL stand on taxation

(From Our Staff correspondent)

LAHORE, July 6: Sheikh Mujibur Rahman, Chief of Pakistan Awami League, has said that taxation part of his six-Point gave absolute power to a sovereign parliament to ask for funds from provincial governments to run affairs of Central Government. Provincial governments, he said, could not refuse or hesitate to obey a parliament comprising representatives of the people.

In an interview with this correspondent in VIP lounge of Lahore Airport, Sheikh Mujibur Rahman said that the country was already and groaning under heavy and double taxation. Why should centre have its own taxation structure when federating provinces were there to finance central expenditure, he asked.

Sheikh Mujib said that when he criticised certain West Pakistan leaders, especially Nawab and Nawabzada Nasrullah Khan and Moulana Maudoodi, he did it because those particular leaders had never protested against injustices done to the Bengalis during last 22 years. He named Chaudhry Mohammad Ali and remarked that he was author of all ills which East Pakistanis were facing.

About his West Pakistan tour the Awami League chief said that it was a great success and he would visit West Wing again and tour rural areas of various provinces.

He was seen off at Lahore Air port by a large number of Awami League workers.

About his reported meeting with Council Muslim League President, Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana which later had also contradicted Sheikh Mujib said that Mian Daultana was his personal friend and he had all respect for him but as far as his meeting with Mian Saheb is concerned, he did not communicate with at all during his stay in Lahore. If at all he had met he must have met him openly and without any fear or hesitation, he said.

Earlier, late on Sunday night during an informal chat with his workers at a post-dinner meeting, Sheikh Mujib said that his party would resist with all means if proposal of certain quarters for postponement of elections was accepted by the government.

This morning the working committee of the Pakistan Awami League held its session for five hours where a number of resolutions were passed. These resolutions will be released by Mr. Qamaruzzaman, Secretary General of the party, at Dacca.

Dawn

7th July 1970

Awami League is now a force in W. Wing, says Mujib

Praises people's hospitality during his tour

Party's stand against election alliance reiterated

(From Our Staff Correspondent)

DACCA, July 6: Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman said today that the Awami League has caught the imagination of the people in West Pakistan and "it is now a force there."

Addressing a Press conference here just after his return from Lahore this afternoon on completion of a 10-day tour of Sind, Baluchistan and Punjab. Sheikh Mujibur Rahman said that he was accorded "all hospitality, cordiality and warmth of heart by the people in West Pakistan."

Of course, he said, trouble occurred at Lahore meeting. "But the people chased the hooligans out of the meeting place". He said that those elements, "not more than 30 in number were from the Jamaat-i-Islami, PDP and Qayyum Muslim League who jointly made a futile attempt to disturb his meeting at Lahore."

The A.L. chief said that the oppressed and intelligentsia in particular in West Pakistan "have started appreciating the Awami League, its Six Points and other economic programmes by this time, despite the criticism of the so-called politicians belonging to the vested interests." He said that what "I said here in Bengal, I also said it in Sind, Baluchistan and Punjab"- and I had that courage to say

"that in the last 23 years that the ruling junta had exploited the people of Bengal and the common people of West Pakistan."

POLITICAL SWING

Replying to a question he affirmed that in West Pakistan "a significant political swing has taken place" with his tour. He added that he had a dialogue with the people of West Pakistan and that was in open fields," but not with the leaders." He said that he spoke in Urdu and sometimes in English and could communicate his words and feelings to the people whereas leaders from West Pakistan, who talked of "their Islam", and integrity never tried to speak in Bengali here.

Answering a question he said that his tour was successful in terms of "talking to the poor people." His party leadership in West Pakistan also came from the poor and the middle classes.

Sheikh Mujibur Rahman told newsmen that he did not hold talks with any political leader in West Pakistan. He said that his party had clearly stated in a resolution that there would be no election alliance. So far as his party's election prospects in West Pakistan were concerned he hoped for the best and was prepared for the worst.

Asked whether he would pay another visit to that Wing Sheikh Mujibur Rahman said that he hoped to visit the Frontier and Rawalpindi before the election.

PPI adds: Referring to the trouble at Lahore public meeting Sheikh Mujibur Rahman pointed out that unfortunately the police, instead of arresting the miscreants, had arrested one Awami League worker.

He said that he had already sent telegrams to the Governor of Punjab and the Martial Law Administrator, Zone A requesting them to release the Awami League worker.

Dawn

7th July 1970

Mujib Receives Big Welcome

DACCA, July 6: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League Chief, was accorded a tumultuous welcome when he returned here this evening after a nine-day tour of West Pakistan.

Thousands of jubilant people dancing and chanting slogans, had crammed the tarmac and the runway at the airport to greet their leader. The Civil Aviation authorities had to make repeated appeals to the crowd to clear the tarmac and the runway or there would be no alternative but to divert the plane to Calcutta.

The Awami League volunteers had a tough time in keeping the vast crowd at bay to enable the plane to taxi to the tarmac. As the plane came to a halt the crowd surrounded it and it was with great difficulty that PIA people managed to take the gangway to the plane.

Sheikh Sahib, who was accompanied by other leaders of his party including Mr Zahiruddin, Mr Abdul Mannan, Dr. Kamal, was taken out in a procession to his house.

The mile-long procession passed the airport road at snail's pace causing a heavy traffic jam and took nearly two hours to reach Sheikh Sahib's house covering about two miles.

A large number of people who had lined up the route lustily cheered the Awami League leader. —APP

দৈনিক পয়গাম

৯ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিব সকাশে স্বর্ণকার প্রতিনিধিদল
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান জুয়েলারী গ্রুপের প্রতিনিধি বৃন্দ গতকল্য (বুধবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিনিধিবৃন্দ আওয়ামী লীগ প্রধানকে স্বর্ণের উপর নতুন আবগারী শুদ্ধ আরোপের ফলে যে সমস্ত অসুবিধার উদ্ভব হইয়াছে তাহা অবহিত করান। শেখ মুজিব প্রতিনিধিবৃন্দকে তাঁহার সহানুভূতিশীল প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন।

শেখ মুজিবের সহিত গতকল্য ট্যানার সমিতি প্রতিনিধিরাও সাক্ষাৎ করেন। বাজেটে শতকরা ১৫ ভাগ আরোপিত নতুন আবগারী শুদ্ধ যদি প্রত্যাহার করা না হয় তাহা হইলে ক্ষুদ্র ট্যানাররা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া তাঁহাকে জানান। শেখ মুজিব তাঁহাদের দাবী সমর্থন করেন।

আজাদ

১০ই জুলাই ১৯৭০

ধর্মঘটী কর্মচারীদের সম্পর্কে শেখ মুজিব:
দাবীদাওয়াগুলি সরকারের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ছিল
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কাওরান বাজারে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ধর্মঘটী

চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের বরখাস্ত করার নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে তাহাদের চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবী জানান। আওয়ামী লীগ নেতা আটক কর্মচারীদের অবিলম্বে মুক্তিদানের ও তাহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহারেরও দাবী জানান। তিনি বলেন যে, তাহাদের দাবী-দাওয়া সরকারের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ছিল। নতুন করিয়া সমস্যা সৃষ্টি না করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

তেজগা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি অবিলম্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ খোলার দাবী জানান।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গত ২২ বৎসর ধরিয়া যে শোষণ শ্রেণী পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করিয়াছে তাহারা পশ্চিম পাকিস্তানের গরীব জনসাধারণকেও শোষণ করিয়াছে। তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নহে। উক্ত শোষণ শ্রেণীর বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিব এই প্রথম ঢাকায় জনসভায় বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের নিকট হইতে পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য শুভেচ্ছা নিয়া আসিয়াছেন।

শেখ মুজিব উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে, তাহাদের হক কাড়িয়া নেওয়ার জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আসেন নাই। তাহাদের নিকটে তিনি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার চান। ইহার প্রত্যুত্তরে তিনি তাহাদের নিকট হইতে অনুকূল সাড়া পাইয়াছেন। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হইতে মুক্ত হইয়া সত্যিকারভাবে গরীবের সেবার করার জন্য তিনি সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আবেদন জানান। যে সকল মিল ও কলকারখানা ইতিমধ্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে অবিলম্বে তাহা খোলার জন্য তিনি মালিকদের প্রতি আহবান জানান। তিনি অভিযোগ করেন যে, প্রদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্যই কলকারখানা সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। তেজগাঁ ও টংগী থানা এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য শেখ মুজিবের নিকট প্রস্তাব করা হইলে তিনি বলেন যে, প্রস্তাবটি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের নিকট পেশ করা হইবে। পার্লামেন্টারী বোর্ড অনুমতি দিলে তিনি এই এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই জুলাই ১৯৭০

সক্কটের পর সক্কট সৃষ্টি করিয়া নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করা হইতেছে:

সরকারের ভিতরের ও বাহিরের এক শ্রেণীর লোকের ভূমিকা সম্পর্কে

শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সরকারের অভ্যন্তরে এবং সরকারের বাহিরের যে বিশেষ শক্তিসমূহ সংঘবদ্ধভাবে জাতীয় জীবনে সক্কটের পর সক্কট সৃষ্টি করিয়া নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের রহমান তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, দেশবাসী যে রক্তের বিনিময়ে আইয়ুবের তখ্তে তাউস নিশ্চিহ্ন করিয়াছে, আগরতলা ‘ষড়যন্ত্র’ মামলার নাগপাশ হইতে আমাদের ছিনাইয়া আনিয়াছে, প্রয়োজন দেখা দিলে সেই রক্তের বিনিময়েই অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করা হইবে।

আওয়ামী লীগ-প্রধান গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকার কাওরান বাজারে তাঁহার পশ্চিম পাকিস্তান সফর উত্তরকালে প্রথম জনসমাবেশে ভাষণ দিতেছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র শ্রমিক, ছাত্র, সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণের পর্যায়ে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ-প্রধান বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জাতীয় জীবনে নূতন নূতন সক্কট সৃষ্টি না করিয়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, সরকার কেন্দ্রীয় বাজেটে অসহনীয় করভার চাপাইয়া, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার মুখে একের পর এক মিল বন্ধ করিয়া, ধর্মঘটী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নির্বিচারে সাসপেন্ড করিয়া মামলা দায়ের করিয়া, গ্রেফতার করিয়া, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া, তাহাদের কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া জাতীয় জীবনে আজ নূতন নূতন সক্কট সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইসব সক্কটদৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের ভিতরের একদল এবং বাহিরের আর একদল লোক একটা ষড়যন্ত্রে মতিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ তাহারা নির্বাচন বানচাল করিতে চান। এইসব মহলের কাছে আমার স্পষ্ট জিজ্ঞাসা, আপনারা নির্বাচন চান কি চান না? শেখ সাহেব তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন, আপনারা মনে রাখিবেন যে, নির্বাচন কাহারও করণার দান নয় বা দেশবাসী কাহারও কাছে নির্বাচন ভিক্ষাও চায় না। রক্তের বিনিময়ে দেশবাসী ভোটাধিকার অর্জন করিয়াছে

এবং প্রয়োজনবোধে আবার রক্তের বিনিময়েই তাহারা অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবে।

সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি জাতিত বাঙ্গালীদের চেতনাবোধ সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিবের রহমান বলেন, ১৯৫৪ সালে আদমজী মিলে শ্রমিকে শ্রমিকে দাঙ্গা লাগাইয়া পূর্ব বাংলায় ৯২ ধারা যারা আমদানী করিয়াছিল সেইসব কায়েমী স্বার্থবাদের এজেন্টরা আজ আবার তৎপর হইয়া সেই পুরানো খেলায় মতিয়াছে। তাহাদের স্পষ্টভাষায় আমি বলিয়া দিতে চাই, চুয়ান্ন সাল আর সত্তর সাল এক নয়। বাঙালী আজ প্রাণ দিতে শিখিয়াছে-- বাঙ্গালীর আজ আর মৃত্যুর ভয় নাই। আপনাদের এই ষড়যন্ত্র তাই আর বরদাশত করা হইবে না।

সাড়ে সাতকোটি বাঙ্গালীতে দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের আপোষহীন ভূমিকার কথা পুনরুল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদের গণবিরোধী কোন ষড়যন্ত্রই আর বরদাশত করা হইবে না। তিনি বলেন যে, কায়েমীস্বার্থীরা কোটি কোটি টাকা ছড়াইয়া মানুষের বিবেক খরিদ করার সার্বিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদের জানাইয়া দিতে চাই যে, তোমাদের তহবিলে এত টাকা নাই যা দিয়া আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান বা তাহার নেতৃবৃন্দকে তোমরা খরিদ করিতে পার। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী বানাইবার লোভ দেখাইয়া আমার বিবেক ক্রয় করা যাইবে না। এদেশের মানুষের রক্তের ঋণ আমি নিজের রক্ত দিয়া পরিশোধ করিতে বদ্ধপরিকর। বিপুল জনতা শেখ সাহেবের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাইয়া উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে এবং আত্মপ্রত্যয়সিক্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থনসূচক ধ্বনি দিয়া জনতা আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তোলে। জনতা শান্ত হইলে শেখ সাহেব বলেন, এই পরিস্থিতিতে সকল চক্রান্তকারীকে চক্রান্তের পথ ছাড়িয়া দিয়া খোলা মনে সমৃদ্ধিশালী সমাজ ব্যবস্থা পত্তনের নবতর প্রচেষ্টায় শরিক হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাই।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রসঙ্গে

আওয়ামী লীগ-প্রধান ধর্মঘটী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, ৪র্থ শ্রেণীর ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়া সরকার যে নির্দেশ দিয়াছেন আমি সে নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। যে সব ধর্মঘটী কর্মচারী গ্রেফতার করা হইয়াছে আমি তাহাদের আশু মুক্তি দাবী করিতেছি। তিনি সরকারকে জিজ্ঞাসা করেন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কি চাহিয়াছিলেন? সরকার তাহাদের সঙ্গে আলাপ-

আলোচনা করেন নাই কেন? ধর্মঘটি শ্রমিকদের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা-আলোচনা করিয়া সমস্যার সমাধান করার জন্য শেখ সাহেব সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার ব্যাপারে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আলহাজ আলী আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিপুল জনসভা রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত চলে। দীর্ঘ ৮০ মিনিট বক্তৃতা করার পরও জনতা তাঁহাকে আরও কিছু বলার অনুরোধ করে। শেখ সাহেব অসুস্থ রহিয়াছেন বলিয়া কোনক্রমে তিনি জনতার হাত হইতে অব্যাহতি পান।

সভার প্রারম্ভে তিনি সমবেত জনতাকে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী গরীব জনসাধারণের নিকট হইতে আমি আপনাদের জন্য শুভেচ্ছার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছি। তাহারা আপনাদের তসলিম জানাইয়াছে। জনতা বিপুল করতালির মাধ্যমে তাহাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের শুভেচ্ছাবাণী গ্রহণ করে।

কাওরানবাজারের এই জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোহসিন, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহিরুদ্দিন, ডক্টর কামাল হোসেন, নগর আওয়ামী লীগের সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সময়াভাবে তাঁহাদের কেহই বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। খোন্দকার মোশতাক, জনাব তাজুদ্দিন ও জনাব জহিরুদ্দিনকে মালাভূষিত করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই জুলাই ১৯৭০

জনতার অনুরোধ—

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

তেজগাঁও পূর্ব পশ্চিম ইউনিয়ন, কাওরানবাজার ও সন্নিহিত অপরাপর এলাকাবাসীদের পক্ষ হইতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে আগামী নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা (তেজগাঁও-টঙ্গী) হইতে জাতীয় পরিষদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) কাওরান বাজারে অনুষ্ঠিত জনসভায় স্থানীয় জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা শেখ সাহেবের নিকট উক্ত প্রস্তাব পেশ করেন।

প্রস্তাবের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন: আমার প্রতি অত্র এলাকাবাসীর প্রেম-প্রীতি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন রহিয়াছি। আপনাদের প্রস্তাবের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার

ব্যাপারটি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এখতিয়ারাধীন। আমি আপনাদের প্রস্তাব পার্লামেন্টারী বোর্ডের কাছে পৌছাইয়া দিব। এই পর্যায়ে বিপুল জনতা শেখ সাহেবকে এই নির্বাচনী এলাকা হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। জনতা চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন: “এই আসন হইতে অবশ্যই আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে।” শেখ সাহেব স্মিতহাস্যে বলেন: ‘আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড আমাকে নির্দেশ দিলেই আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারি।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই জুলাই ১৯৭০

আগামীকাল ধূপখোলা মাঠে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল (শনিবার) সন্ধ্যা ৭টায় গেঞ্জারিয়ার ধূপখোলা মাঠে এক কর্মী-সমাবেশে ভাষণদান করিবেন। শরাফতগঞ্জ ও ফরিদাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ যৌথভাবে এই কর্মীসভার আয়োজন করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহিরুদ্দিন, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ এই কর্মীসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

সংবাদ

১০ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিব কর্তৃক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী মানিয়া লওয়ার আহ্বান

ঢাকা, ৯ই জুলাই (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এখানে এক জনসভায় ভাষণদানকালে সরকার কর্তৃক ধর্মঘটি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বরখাস্তের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাহাদের ন্যায্য দাবী মানিয়া তাহাদিগকে পুনরায় কাজে যোগদানের সুযোগ দেওয়ার দাবী জানান।

শেখ মুজিব আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, কোন শক্তিই জনগণকে তাহাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রামকে স্তব্ধ করিতে পারিবে না। কাওরান বাজারে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়া শিল্পে অশান্তি সৃষ্টির এক প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আদমজী জুট মিলে সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, ১৯৫৪ সালে আদমজী জুটমিলে দাঙ্গা বাধাইয়া যে ষড়যন্ত্র কার্যকরী করা হইয়াছিল আজ আনুগুণ্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। শেখ মুজিব বলেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পশ্চিম পাকিস্তানের তাঁহার সাম্প্রতিক সফরের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। এ কথা তিনি যেখানেই বলিয়াছেন, যে সকল লোক দেশকে সত্যিকারভাবে ভালবাসে তাহারা একথার সহিত একমত পোষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণ একইভাবে জমিদার ও ২২টি বৃহৎ ধনী পরিবার দ্বারা শোষিত।

দৈনিক পয়গাম

১০ই জুলাই ১৯৭০

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার থাকুন: শেখ মুজিব
(স্টাফ রিপোর্টার)

নির্বাচন বানচালের সকল ষড়যন্ত্রের প্রতি সজাগ থাকিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য বৃহস্পতিবার রাতে সকলকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। তিনি বলেন, আইন সংগত দাবী দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে কোন শক্তি কিংবা ষড়যন্ত্রই জনসাধারণকে রুখিতে পারিবে না।

কাওরান বাজারে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) রাতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে উপরোক্ত কথা বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান অধিকার আদায়ের পথে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান জানান।

আদমজী মিলে শ্রমিক অসন্তোষের উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান উহাকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে আদমজী মিলে সংঘটিত দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেন।

পূর্বদেশ

১০ই জুলাই ১৯৭০

বাজেট সম্পর্কে মুজিব:

গরীব মারার ‘প্ল্যান’

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এবারকার বাজেটকে “গরীব মারার প্ল্যান বলে অভিহিত করেছেন।”

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাওরান বাজারে তেজগাঁও আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাজেটের বিভিন্ন দ্রব্যাদির উপর করের বোঝা চাপানোর নিন্দা করে শেখ মুজিব বলেন, চামড়া ও সোনার উপর কর ধার্য করার ফলে দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবেন। লবণ কর প্রত্যাহার না করার জন্যেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গতকালের সভা নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে আরম্ভ হয়। সভার শুরুতে মধ্যে শেখ মুজিবর রহমানের আগমনের পূর্বে বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করা হয়। এই সময় জনগণ বেশ শান্ত ছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আওয়ামী লীগ প্রধানকে নিয়ে একটি খোলা গাড়ী মধ্যে দিকে শব্দ গতিতে এগুতে থাকলে সভাস্থলে বেশ বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়।

পরে জনতার ভীড় ঠেলে আওয়ামী লীগ প্রধান মধ্যে এসে পৌছলে তাঁকে মাল্যভূষিত ও নানা রকম উপহার দেয়ার জন্যে মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় এবং এ নিয়ে বেশ অনেকক্ষণ কেটে যায়। মাল্যদান ও উপহার এবং এ নিয়ে অনেক সময় ব্যয় হয়ে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ প্রধান বেশ বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং দীর্ঘ একটি মানপত্র ছোট করে পড়ার জন্যে তিনি নির্দেশ দেন।

পূর্ব পাকিস্তান চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, প্রদেশের আশি হাজার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বরখাস্ত করার আগে সরকারের উচিত ছিলো এদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা। তিনি চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া মেনে নেয়ার জন্যে এবং আটক কর্মচারীদের মুক্তি দেবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়া ইন্টানী ডাক্তারদের সমস্যা, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডগোল, পোস্তগোলা শ্রমিক গ্রেফতার এবং দেশের বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রমিক অসন্তোষ ও মিল লক-আউট ইত্যাদি সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, স্বাধীনতা লাভের বাইশ বছর পরেও দেশ থেকে শোষণ ও নির্যাতন নির্মূল করা গেল না।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, যে বাইশ পরিবার সুজলা-সুফলা বাংলা দেশকে শোষণ করছে, তাদের বিরুদ্ধেই বাঙালীরা সংগ্রাম করছে, পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়। তিনি বলেন, যারা বাইশ বছর বাংলার মানুষকে শোষণ করছে, তারাই পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে শোষণ করছে।

শোষণের তারতম্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, এই শোষণগোষ্ঠী বাঙালীদের শোষণ করেছে সম্পূর্ণভাবে। তবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বেলায় তা হয়নি। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যারা পূর্ব বাংলায় “ইসলাম খতম হো যারাহা” বলে চোঁচামেচি করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আল্লাহর ইসলাম আল্লাই রক্ষা করবে। জামাতে ইসলাম মওলানা মওদুদীর সমালোচনা করে তিনি বলেন, এটি জামাতে ইসলাম না, একে মওদুদী জামাতই বলা উচিত।

তিনি প্রদেশের বড় বড় মিল কারখানা সমূহ বন্ধ করার ব্যাপারটিকে এদেশের অর্থনীতির মেরদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ষড়যন্ত্র করে আগের মতো বাংলার মানুষকে আর বঞ্চিত করা যাবে না।

লক-আউট ঘোষিত মিলগুলো চালু করার জন্যে মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান এবং শ্রমিকদের প্রতি এই মর্মে অনুরোধ জানান, তারা যেনো মিল চালানোর ব্যাপারে নিজ নিজ কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করেন।

প্রদেশের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, বাংলার গ্রামে গ্রামে এখন দুর্ভিক্ষ, গ্রামাঞ্চল থেকে বাড়ী ওয়ারেন্ট ও সার্টিফিকেট প্রথা তুলে দেয়ার জন্যে তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

পূর্বদেশ

১০ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিবুর সফরসূচী পরিবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বরিশাল ও পটুয়াখালী সফরের কর্মসূচী পরিবর্তন করা হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ই জুলাই খেপুপাড়ায়, ১৫ই জুলাই বরগুনায় এবং ১৮ জুলাই কালিয়ায় বক্তৃতা করবেন।

১৬ই জুলাই তারিখে তিনি বরিশাল জেলার ঝালকাঠিতে, ১৭ই জুলাই পাথরহাটে এবং ১৯শে জুলাই গোরভিতে বক্তৃতা করবেন।

Pakistan Observer

10th July 1970

Mujib urges Govt.:

Accept demands of Class IV employees

(By A Staff Correspondent)

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman strongly protested the suspension of the striking Class IV employees and

demanding immediate withdrawal of the order and release of the arrested employees. He also appeared to the Government to accept their legitimate demands.

The Awami League chief was addressing a public meeting at Karwan Bazar on Thursday night. Arranged by the Tejgaon east and west units of Awami League, the meeting was presided over by Al-haj Ali Ahmed, President of the Tejgaon Union Awami League.

In course of his speech Sheikh Mujib referred to his West Pakistan tour and said that he had advised the people there to rise against “vaderas” and other oppressors.

‘Conspiracy’ by vested interest

While criticising the injustice meted out to the interne doctors, closure of the Engineering University, lock out of mills and factories and fresh arrests of workers of the mills Sheikh Mujib said that these actions seemed to be part of a conspiracy hatched by a section of people inside the government and vested interest. He challenged the wisdom of the interim government to take such drastic steps causing dislocations. He also urged the mills and factory owners to immediately reopen their establishments on the one hand and requested the workers on the other to join their works. He also asked the workers to continue their struggle for the realisation of their demands in accordance with the provisions of the labour law.

Touching upon local problems Sheikh Mujib regretted that the railway lines were completed on the requisitioned lands of the people of the area and new DIT market was established after evacuating the small traders from their shops and establishments, but the affected people were not provided with promised lands and business. He urged the government to immediately allocate fresh plots of lands and compensation money to the affected people. He further appealed to the government to rehabilitate the evacuees of the area.

The Awami League President slated the Jamaat workers for spreading propaganda that Islam would be endangered if Jamaat-e-Islami were not voted into power and said that the question should not have arisen in a country where 96 per cent of the population were Muslims.

95 p.c. seats expected

Sheikh Mujib hoped that his party would secure 95 per cent seats in the assemblies in East Pakistan and said that his party did not do

politics with hired people or lent money as the ‘Maududi’s Jamaat’ did. He also ridiculed those who were shouting against Awami League that the party would not get even five per cent seats.

Pakistan Observer

10th July 1970

Sheikh Mujib to contest from Tejgaon area

(By A Staff Correspondent)

The Awami League President Sheikh Mujibur Rahman is likely to contest the ensuing election from a Dacca city NA constituency comprising Tejgaon and Tongi police stations. This was the impression one could get from a public meeting which he addressed at the Karwan Bazar on Thursday night.

The meeting by a resolution requested Sheikh Mujib to contest from the constituency. Sheikh agreed but said that he would refer the matter to the Awami League Parliamentary Board.

Morning News

10th July 1970

No more conspiracies, warns Sheikh Mujib

(By Our staff Reporter)

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman yesterday warned that “people of Bangla Desh would not tolerate any conspiracy to subvert the election.”

He was addressing a huge public meeting last night held under the auspices of Tejgaon East and West Awami League unit Alhaj Ali Ahmed presided.

Sheikh Mujibur Rahman called upon the Government to create peaceful conditions and refrain from creating problems which might hamper the election for which people of Pakistan had made great sacrifices. He said there were elements within and outside who were trying to subvert the election. He warned them that people were now wide people awake and would not allow their design to succeed.

Sheikh Mujibur Rahman called upon the Government immediately withdraw dismissal and suspension order against the striking class iv employees of the East Pakistan whose demand needed sympathetic consideration. He felt it was not proper for a caretaker government to create problems and make mass arrests of workers, students and political workers.

He said in the last two months a large number of workers of Awami League and Chattra League had been arrested from various places in the province on complaints by leaders of such political parties as were afraid to face the people. He demanded that they should be immediately released and cases against them withdrawn.

He also demanded that Medical Colleges should be opened without further delay and the doctors should be given facility to carry on their duties without any restrictions. He said of late he had noticed that attempts were being made by for some elements within and without the Government to create industrial unrest. Mills were being closed whenever workers made any demands, workers were victimised for voicing their legitimate rights.

In this connection he mentioned the closure of engineering university.

He said conditions were being again created for the closure of the Adamjee Jute Mills. He said the industrialists in collaboration with certain government officers were trying to jeopardise the economic condition of East Pakistan. He warned the industrialists to behave and refrain from these practices. He said people of East Pakistan would in no case allow a repeat performance of 1954 when the industrialists conspired to sabotage the United Front Government and engineered sectional riots inside the mills. Since then much water had water flown down Buriganga and now people were not prepared to tolerate any such conspiracy.

Referring to his recent tour of West Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman said he had explained to the people there how East Pakistan was being exploited and gross injustice was done to people of this wing in almost every sphere of life. He said East Pakistan had been given very few jobs in defence services comparison and people’s economic plight over the years had gone from bad to worse. He said people of West Pakistan appreciated his points and felt sorry for this. He had told his audiences in West Pakistan his fight was against the Jagagirdars, big landlords, capitalists, vested interest and bureaucracy who had exploited the poor people in both the wings.

He appealed to the people to be beware of “Mir Jafars” who had all along been working against the interest of East Pakistan and misguiding the people. In this connection he mentioned Mr.

Nurul Amin, Prof. Ghulam Azam and others who were out to sabotage the cause of people of East Pakistan. Sheikh Saheb said after his release from the so-called Agartala Conspiracy Case he called on Maulana Bhashani and Nurul Amin and also tried to prevailed up-on the leaders attending the Round Table Conference convened by former President Ayub Khan that it was the time to act unitedly and realise the demands. But his appeal was ignored by these leaders and "to cover up their misdeeds they were spreading all sorts of falsehood against him and his party."

The Awami League chief reiterated that the Six-Point Programme of his party aimed at giving full autonomy to the provinces which would make Pakistan strong and prosperous. He said some of the West Pakistan leaders were telling people in West Pakistan the Six- Points would destroy Pakistan. They were also creating had blood between people of East and West Pakistan and telling people in West Pakistan people of East Pakistan were against Islam and they worship goddesses.

Turning to the propaganda of Jamaat-e-Islami that Islam was in danger he said Islam had never been in danger in Pakistan. He said when Islam survived during the colonial rule of British Government, it could very well flourish in Pakistan where 99 percent population was Muslims. He termed Jamaat-e-Islami as the Jamaat of Moudoodi who were out to sabotage the people's struggle. He asked the people to be on guard against such persons and frustrate their nefarious design.

Referring to the demand made by the people of Tejgaon that he should seek election for National Assembly from Tejgaon and Tongi area Sheikh Saheb said he would place this proposal before the Parliamentary Board of the Awami League and if it approved this he would be glad to seek election from this area.

Sheikh Mujibur Rahman strongly criticised the central budget which he said increased the burden of the poor people who were already hit hard by the soaring prices of essential commodities. He said, big business had been spared. An interim government had no right to take such measures, he said. Sheikh Mujibur Rahman demanded that people of Tejgaon who had been uprooted due to railway projects and DIT development programme should be immediately compensated and be provided with houses and shops.

Among those who were present in the meeting included Mr Tajuddin Ahmed, Khondokar Mushtaq Ahmed, Mr. Zahiruddin and Dr. Kamal Hussain.

আজাদ

১১ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিবের ঢাকা ত্যাগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

এক সপ্তাহব্যাপী ফরিদপুর ও বরিশাল সফরের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল সোমবার লঞ্চযোগে ঢাকা ত্যাগ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই জুলাই ১৯৭০

বাঙ্গালীর ভাগ্য পরীক্ষায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বের গুরুত্ব:

মারকাযে তরীকাতুল্লবীর অভিমত

(স্টাফ রিপোর্টার)

মারকাযে তরীকাতুল্লবীর প্রতিষ্ঠাতা ফকির আফসার উদ্দীন আহমদ শাহ হাসনাবাদী এক বিবৃতিতে 'মারকাযের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব' পর্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন: আসন্ন নির্বাচনে বাংলার সাত কোটি বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হইতে চলিয়াছে। দীর্ঘ ২৩ বৎসরের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও শোষণ-বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বাংলার ভাগ্য কি দাঁড়াইবে তাহা নির্ভর করিতেছে ৭ কোটি বাঙ্গালীর বিচার-বুদ্ধির উপরে। ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙ্গালীরা অতীতে নানা ভুয়া নেতৃত্বের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া জালিমের শিকারে পরিণত হইয়াছে। আজও যে তাহারা সে পাকমুক্ত তাহাও নয়। এহেন মুহূর্তে বাঙ্গালীর সবচাইতে বড় প্রয়োজন নিঃস্বার্থ বলিষ্ঠ দুর্জয়ী ও কার্যকর নেতৃত্ব। সেই বহু প্রতীক্ষিত অতীব আকাংক্ষিত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ বীর্যবান, শৌর্যবান অদম্য নেতৃত্ব আজ শেখ মুজিবের মধ্যে বিপুলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিপ্লবী বীর উন্নত শির লৌহ-মানব মুজিবর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বের উষার আলোকে বাঙ্গালী আজ অর্থনৈতিক মুক্তিপথের নিশানা পাইয়াছে। বাঙ্গালী আজ বুঝিতে পারিয়াছে। আওয়ামী লীগের সূচিন্তিত ছয়দফা বাঙ্গালী তথা সমগ্র পাকিস্তানের নির্যাতিত মানুষের একমাত্র মুক্তিসনদ। শেখ মুজিবরের ইস্পাত-দৃঢ়, সবল নেতৃত্বের সামনে একে একে সকল বিভ্রান্তিকর নেতৃত্বের মুখোশ খসিয়া পড়িতেছে। চক্রান্তকারীর দল ত্যাগ করিয়া মজলুম বাঙ্গালী আজ আওয়ামী লীগের পতাকাতে এককভাবে সমবেত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।

পাকিস্তান আল্লাতালার এক মহা আমানত ও পরম নেয়ামত। এই আমানত সংরক্ষণে ও নেয়ামতের ভোগে সকল পাকিস্তানীর সমান জন্মগত

অধিকার। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই এই আমানত ও নেয়ামতের সার্থকতা। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদ হইতেছে জনসংখ্যার অনুপাতে রাষ্ট্রের অর্থ ও সম্পদের ন্যায়াচারসম্মত সূষ্ঠা বিলি-বণ্টন। মানুষকে তার জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া শুধু ইসলামের নামে যাহারা সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ফাঁকা বুলি আওড়াইতেছেন তাহারা ইসলামেরই ক্ষতি করিতেছেন। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, গত ২২ বছর যাবৎ যখনি বাঙ্গালীর অধিকার তথা বাঁচার প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখনি জঘন্য স্বার্থবাদী একটি বিশেষ মহল ইসলামের নামে ধোঁকা দিয়া সরল বাঙ্গালী মুসলমানকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু নিরঙ্কুশ মুসলিম অধ্যুষিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বৃহত্তর অংশকে অভুক্ত রাখিয়া ইসলামের নামে এই ধোঁকাবাজি আর কতদিন চলিবে? আঘাতে আঘাতে আজ বাংলার সাত কোটি মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছে-ব্যাপ্তবিক্রমে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাঘত বাঙ্গালীকে তাই আজ আর ধোঁকা দিয়া বিভ্রান্ত করার উপায় নাই।

ধর্ম পালনের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পৃথিবীর এমনকি কোন মুসলিম রাষ্ট্রের তুলনা হয় না। পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজজীবনের ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ আজ আর কাহারও অজানা নয়। অথচ যখনই বাঙ্গালীরা কোনও দাবী তোলেন বা আন্দোলনে যান, তখনই ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক দলগুলি ছুটিয়া আসেন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের নামে এই অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধোঁকা দিয়া বিভ্রান্তির পক্ষে ঠেলিয়া দিতে। প্রশ্ন উঠিয়াছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভাগ-বণ্টন লইয়া। আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে এই সমস্যাটিরই সমাধানের চেষ্টা চলিবে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ধর্মের কোন ঝগড়া নয়-ঝগড়া হইতেছে অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে। সুতরাং নির্বাচনী আন্দোলনে ধর্মকে টানিয়া আনা অবাস্তব, অন্যায় ও অসৎ-উদ্দেশ্যমূলক।

আমাদের মারকাযে তরীকাতুলনবী আওয়ামী লীগের ছয়-দফা বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, ছয়-দফা পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডত্বের মেরুদণ্ডস্বরূপ। ছয়দফার বাস্তবায়নের মাধ্যম মানুষ তাহাদের অধিকার ফিরিয়া পাইলে কেবল তখনই নিশ্চিত মনে ধর্মে-কর্মে মনোনিবেশ করা সকলের পক্ষে সহজ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে আস্থাবান থাকিয়া আমাদের মারকাযে তরীকাতুলনবী শেখ মুজিবুর রহমানের সূযোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করিতেছে। বাঙ্গালীর দুর্দিনে তাঁর নেতৃত্বই কেবল নির্যাতিত মানুষের সত্যিকার মুক্তি আনিতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই জুলাই ১৯৭০

কাওরানবাজার জনসমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ (স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান আগামী নির্বাচনকে গণভোট মনে করিয়া আওয়ামী লীগ, ৬-দফা ও শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ভোট দেবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার শেখ সাহেব কাওরানবাজারে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। (আংশিক বিবরণ গতকল্যকার ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে)।

আগামী নির্বাচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আগামী নির্বাচন শুধু প্রতিনিধি নির্বাচন নয়, এই নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায় দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রাম। তাই এই নির্বাচন ব্যক্তিভিত্তিক নির্বাচন নয়, এই নির্বাচন আদর্শভিত্তিক নির্বাচন। সুতরাং এই নির্বাচনে ব্যক্তিবিশেষের বিজয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয়, তাৎপর্যপূর্ণ হইতেছে দলের বিজয় ও আদর্শের বিজয়। তাই এই নির্বাচনে ব্যক্তিগত প্রার্থীকে ভোট না দিয়া, ভোট দিতে হইবে আওয়ামী লীগকে, ৬-দফাকে এবং আমাকে।

নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া যেসব দল, উপদল বা ব্যক্তিবিশেষ দেশবাসীর সামনে আসিবে তাহাদের স্বরূপ উন্মোচন করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, কায়মী স্বার্থবাদ পূর্ব পাকিস্তানের জাঘত জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে এবং এই টাকার থলে লইয়া ইতিমধ্যেই কায়মী স্বার্থবাদের এজেন্টরা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আওয়ামী লীগ কি ও কেন? মনে রাখিতে হইবে, আমরা যখন ভাত চাই, তখন গুলী পাই, কাপড় চাহিলে জেলে যাই। দাবী করিলে লাঠি মারে। যারা গুলি করিয়াছে, জেলে দিয়াছে এবং লাঠি মারিয়াছে তাহারা কে বা কারা? এই প্রশ্নের জবাব আমাদের স্পষ্টভাবে জানিতে হইবে। এই প্রশ্নের জবাব যদি আমরা জানি তবেই আমরা কায়মী স্বার্থবাদ বা তার এজেন্টদের স্বরূপ যথার্থভাবে জানিতে পারিব এবং নির্বাচনে তাহাদের জন্যে আমাদের কি ভূমিকা থাকা উচিত সে সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

শিক্ষা দিতে চায়

এক শ্রেণীর শিল্পপতির মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, ইহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করিয়া দিয়া দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিতে

চায় এবং সংকটে নিষ্ক্ষেপ করিয়া ইহারা আমাদের শিক্ষা দিতে চায়। এই শ্রেণীর শিল্পপতিদের কুমতলব পরিত্যাগ করিয়া সরল সোজা পথে থাকিয়া দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, এই দেওলিয়া নীতির ফলাফল ভাল হইবে না। অবিলম্বে বন্ধ কলকারখানা চালু করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট শিল্প মালিকদের পরামর্শ দেন। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী দাওয়া মানিয়া নেওয়া হইলে শিল্পে শান্তি ফিরিয়া আসিবে বলিয়া তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। কারখানা বা শিল্প চালাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব শ্রমিকদের বলেন, শ্রম আইনের আওতায় ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য আপনারা সংগ্রাম করুন, আমাদের সমর্থন আপনারা সর্বদাই পাইবেন।

এক শ্রেণীর আমলার প্রতি—

প্রদেশের এক শ্রেণীর বড় দরের আমলার ভূমিকায় উদ্বিগ্ন প্রকাশ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বাঙ্গালীরা রক্ত দেয় আর আমাদের বড় আমলা সাহেবরা প্রমোশন পান। আর প্রমোশন পাইয়াই উনারা বাঙ্গালীদের স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া আরেকটি প্রমোশন পাওয়ার জন্য তলে তলে কাজ করেন। আমি তাঁহাদের হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলিতে চাই যে, দেশে জনগণের সরকার কায়েম হইলে ইহাদের অনেকের ক্রিয়াকলাপের হিসাব দিতে হইবে। তিনি অফিসারদের জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করার আহ্বান জানান। জনগণের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ না করার জন্য তিনি অফিসারদের উপদেশ দেন। তিনি অফিসারদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, আপনারা ভুলিবেন না যে, দেশবাসী যে কর দেয় সেই করে, আপনাদের সংসার চলে। তাই আপনারা দেশবাসীর সেবা করুন প্রভুত্ব করিবেন না।

গরীব মারার কল

কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন যে, ইহা তো বাজেট নয়, ইহা গরীব মারার কল। সমাজের এমন একটা স্তর নাই যেখানে বাজেটের করের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। বাজেটের কর প্রস্তাব সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন কি তাহা বুঝা দুষ্কর। আমি সরকারকে বলি, জনগণের কল্যাণের জন্য আপনারা জনগণের উপর আর কর আরোপ করিবেন না। দেশে জনগণের সরকার কায়েম হোক, তাহাই দেশের মানুষের কল্যাণ চিন্তা করিবে।

সম্পাদকীয়

পূর্বদেশ

১১ই জুলাই ১৯৭০

অর্থ-অনুমতিপত্র সমাচার

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে দিখিজয় সেরে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেছেন। ওদিকে জামাতের নেতা মওলানা মওদুদীও ঢাকা সফর শেষে লাহোরে ফিরে গেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে শেখ সাহেবের জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানে মওলানা মওদুদীর জন্য সরকার যে কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা ক্ষমতাসীন নেতাদের জন্যও সচরাচর করা হয় না। অন্ততঃ এদিক থেকে বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগ এবং মওদুদী জামাত এই উভয় দলের প্রতিই যে পক্ষপাতহীন মনোভাব দেখিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই দেশের ‘জনপ্রিয় নেতাদের’ যদি এইভাবে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পুলিশ প্রহরায় দেশের এক অংশ থেকে অপর অংশে গমনাগমন করতে হয় এবং ‘গণসংযোগ’ অব্যাহত রাখতে হয়, তাহলে অনেকেই মনে করেন, জনপ্রিয়তার একটা নতুন সংজ্ঞা ও অর্থ অভিধানে যুক্ত হওয়া আবশ্যিক। আওয়ামী প্রধান ও জামাত প্রধানের দেশের এক অংশ থেকে অপর অংশে গমনাগমন ও সফরের জন্য বর্তমানে যেভাবে পুলিশ মোতায়েন করতে হচ্ছে, তাতে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য ছোট বড় দলের নেতারাও যদি নিজেদের ‘গণ-সংযোগ অভিযানের’ জন্য পুলিশ প্রহরার দাবী জানান, তাহলে এই বহুদলীয় রাজনীতির দেশে কেবল নেতাদের প্রহরার জন্যই ‘অস্ত্রলিয়ারী পুলিশ ফোর্স’ গঠন করতে হবে বলে অনেকের ধারণা। এই পুলিশ বাহিনী এবং তাদের কর্তৃপক্ষ গ্রামাঞ্চলে করদাতা সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে পারুন আর নাই পারুন, বিপুল সরকারী অর্থব্যয়ে বেসরকারী মুষ্টিমেয় নেতার সরকারী পাহারার ব্যবস্থা যে সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারবেন, সে সম্পর্কে কারো মনে তিল মাত্র সন্দেহ নেই।

আমরা বহু বারই বলেছি, হিংসাত্মক রাজনীতির খাবা আপন-পর বিচার করে না। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মত সে আপন শত্রুকে হত্যার জন্য ধাবিত হয়। এ জন্যই গত বছর মওলানা মওদুদী যখন প্রতিপক্ষের ‘জিহবা টেনে ছিঁড়ে ফেলার’ হুমকি প্রদান করেছিলেন, তখন অনেকেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, এর পরিণতি ভালো হতে পারে না। এই বছর জানুয়ারী মাসেই হাতে হাতে ফল প্রত্যক্ষ করা গেল। ঢাকায় উপস্থিত থেকেও মওলানা মওদুদী স্টেডিয়ামের জনসভায় উপস্থিত হতে সাহসী হননি। আবার সেদিন

জামাতের জনসভায় যারা আওয়ামী লীগের শ্লোগান উচ্চারণ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন এবং শেখ মুজিবর রহমান যে দুর্ঘটনা সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশের কিছু মাত্র প্রয়োজন বোধ করেন নি, তাকেই লাহোরে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়েছে, “আপনারা আমাকে ভোট না দিতে পারেন, কিন্তু সামান্য ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শনে আপত্তি কি?” ঠিক এই প্রশ্নটিই কিন্তু পূর্ব বাংলায় পি, ডি, পি, মওদুদী জামাত ও জাতীয় প্রগতি লীগের নেতারাও তাদের সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আওয়ামী সমর্থকদের করতে পারেন—“আপনারা আমাদের ভোট না দিতে পারেন, তাই বলে আমাদের প্রতি সামান্য ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শনে আপত্তি কোথায়?” বাংলায় একটা কথা চালু আছে ‘দেখে শেখা এবং ঠেকে শেখা।’ লাহোরের জনসভায় আওয়ামী প্রধান সম্ভবতঃ এই প্রথম ঠেকে শিখলেন যে, শ্রোতাদের কাছ থেকে ভোট ছাড়াও সৌজন্য এবং ভদ্রতা প্রত্যাশা করার রয়েছে এবং এই প্রত্যাশা একামাত্র তিনিই করতে পারেন, যিনি নিজ সমর্থকদের অন্যের প্রতি এই ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করেন। ‘আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাবে।’ পূর্ব বাংলায় নিজ দলের সমর্থকদের হাতে বর্ষিয়ান ও প্রবীণ রাজনৈতিক নেতারা অপমানিত হলে যিনি মুখ খুলে সামান্য দুঃখ প্রকাশও প্রয়োজন মনে করেন না, তিনি যখন বেকায়দায় পড়ে অন্যের কাছ থেকে সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রত্যাশা করেন, তখন তাকে ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যাবে? হিংসার রাজনীতির পরিণতি যে সর্বত্র একই।

লাহোরের জনসভায় শ্রোতাদের কাছ থেকে সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রত্যাশা করলেও আওয়ামী প্রধান নিজে কিন্তু এই সৌজন্য প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেন নি। আওয়ামী পত্র-পত্রিকাগুলোর মতে তাঁর জনসভায় মাত্র জন পঞ্চাশেক লোক গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং শ্রোতারাও তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এই খবর সত্য হলে শেখ সাহেব কেন স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে হুমকি ছেড়ে বলেছেন যে, “সভায় গোলমাল করা হলে মওলানা মওদুদীকে এর পর তার অনুমতি নিয়ে পূর্ব বাংলায় যেতে হবে?” এটা কি শেখ সাহেবের মত নেতার সহজাত বিনয় ও গণতান্ত্রিকতাবোধের পরিচয়? মওদুদী জামাতের কথাবার্তা এবং কার্যকলাপ আমরাও পছন্দ করি না। তাই বলে তাদের বক্তব্য প্রকাশ এবং দেশের অভ্যন্তরে অবাধে চলাচলের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণে হুমকি তো স্বাভাবিক কথা নয়। কোন নেতা যদি ক্ষমতায় না যেতেই এ ধরনের হুমকি উচ্চারণ করেন, তাহলে তাঁর মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার কারণ রয়েছে বৈকি। আইয়ুবকে বলা হয় স্বৈরাচারী শাসক। তিনি এক সময় সর্বময় রাষ্ট্র-ক্ষমতা কজা করেছিলেন।

কিন্তু তার মত ডিক্টেটরও প্রতিপক্ষ সম্পর্কে কখনো প্রকাশ্যে এ ধরনের হুমকি উচ্চারণে সাহসী হননি। অম্মাদের দুর্ভাগ্য, দেশ যখন ডিক্টেটরশিপের অভিশাপ মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতির আলোকিত পথে আবার জয়যাত্রা শুরু করবে বলে সবাই আশা করছে, ঠিক তখনই এমন এক নেতার কণ্ঠ থেকে এই হুমকিটি উচ্চারিত হয়েছে, যিনি নিজেকে ‘নির্যাতিত গণতান্ত্রিক নেতা’ বলে ভাবতে এবং পরিচয় দিতে ভালবাসেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে জাহির করে থাকেন।

গণতন্ত্রের জন্ম গণতান্ত্রিক মানসিকতায়। দেশে রাজনৈতিক নেতারা নিজেরা যদি এই গণতান্ত্রিক মানসিকতা অর্জনে সক্ষম না হন, তাহলে কেবল ‘প্রাসাদ চক্রান্ত’ বা ‘আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের’ দোহাই পেড়ে তারা নিজেদের দোষক্ষালন করতে পারবেন না। নেতা হওয়ার একটা বড় পরীক্ষা সহিষ্ণুতার পরীক্ষা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ‘বৃটেনের ত্রাণকর্তা’রূপে খ্যাত চার্লিস নির্বাচনী প্রচার অভিযানে বেরিয়ে পচা ডিম দ্বারা ‘সমর্থিত’ হয়েছেন, কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করেন নি। সুয়েজ যুদ্ধের সময় প্রধান মন্ত্রী ইডেনকে মদের বোতল ছুঁড়ে মারা হয়েছে। উইলসন পচা ডিম, টমাটো এবং প্রচণ্ড বিদ্রূপ-ধ্বনির মধ্যে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। এই সেদিন কম্বোডিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ-বিরোধী জন-সমাবেশের প্রচণ্ড প্রতিবাদে প্রেসিডেন্ট নিক্সন হোয়াইট হাউসে বিন্দ্র রাত কাটিয়েছেন এবং খুব সকালে প্রহরীবিহীন অবস্থায় বিক্ষোভকারীদের সম্মুখীন হয়েছেন। এই অবস্থার পাশাপাশি জনসভায় মাত্র কয়েকজন বিক্ষুব্ধ শ্রোতার আচরণে যদি আমাদের কোন নেতা ধৈর্য হারা হন এবং ফ্যাসিবাদী কায়দায় প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকি প্রদর্শন করেন, তাহলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট নেতা গণতান্ত্রিক মানসিকতা অর্জনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ গণতান্ত্রিক মানসিকতা অর্জন ছাড়া কোন দল বা নেতার পক্ষে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম চালানোর কথা বলা প্রহসন মাত্র। ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই যারা প্রতিশোধ গ্রহণের কথা চিন্তা করেন, ক্ষমতায় গিয়ে তারা কি করবেন, সে সম্পর্কে অতীতের নজির সম্ভবতঃ ঘাঁটাই ভালো।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা আমরা এখানে বলতে চাই। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব যদি সত্যিই মনে করেন যে, ভবিষ্যতে কোন কোন নেতাকে তার অনুমতি পত্র নিয়ে পূর্ব বাংলা সফরে আসতে হবে, তাহলে খামোকা পুলিশী খরচা না বাড়িয়ে তারও উচিত, পশ্চিম পাকিস্তান সফরের জন্য সংশ্লিষ্ট কোন কোন দলের কাছ থেকে আগে-ভাগেই অনুমতি-পত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। কেবল জনসাধারণ মনে করে, এই দেশ কোন নেতার বা অন্য কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। সুতরাং তারা অনুমতি পত্র ছাড়াই নিজ দেশে অবাধে ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়।

Morning News

11th July 1970

Mujib starts tour of Faridpur, Barisal on July 13

(By Our staff Reporter)

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman along with some other party leaders will go on a week-long tour of Faridpur and Barisal starting from July 13.

On his way to Bhaderganj the Sheikh will meet the people at the Shakhipur and Shureshwar the same day. He will leave Dacca for Bhaderganj on July 13 by motor launch.

Meanwhile the revised tour programme of Barisal and Patuakhali says that the Awami League leader will address a public meeting at Khepupara on July 14, at Barguna on July 15 and at Kaliya on July 18.

On July 16, Sheikh Saheb will address a public meeting at Jhalokathi in Barisal district, at Patherhat on July 17 and at Gaurnadi on July 19.

Besides these public meetings he will also meet the people at different places including Golachipa, Amtali, Patharghata, Muladi, Bakerganj and Chakar.

Morning News

11th July 1970

No trouble created in Mujib's meeting, says Nasrullah

Nawabzada Nasrullah Khan, President of the West Pakistan PDP, said here yesterday that was "absolutely wrong" to say that PDP workers had created disturbances at the Lahore public meeting of Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman.

Talking to PPI at Tejgaon Airport on his arrival from Lahore, the Provincial PDP chief remarked that his Party did not believe in creating disturbances in the meetings of other parties.

The Nawabzada said that no party or political elements had created disturbances in the meeting of the Awami League chief throughout his West Pakistan tour.

He observed that the Sheikh must have realised that he could not capture a single corporation seat in West Pakistan. He however, did not make any observation on rural seats.

Nawabzada Nasrullah Khan who was carrying his traditional "hukka" in his hands, said that Sheikh Mujibur Rahman could not attract any "presentable or respectable" persons from West Pakistan to support him by his present party programme.

Asked about his own Party programmes, the PDP leader said that the programme had been accepted by the people of both the Wings. He remarked that the people had been realising that the PDP was a national organisation.

He further said that the position of his party in West Pakistan was strong enough and it was becoming popular day by day. The PDP leader, he added held meetings all over the Wing and received good response from the people.

Asked to comment on his reported statement that the students of Dacca University engaged themselves in the worship of Hindu Goddess Kali, the PDP leader pointed out that he had already contradicted the report.

"I only said, a section of students behaved at the Shahid Minar in such a manner as the Hindus worshipped Goddess Kali, he said and added that the general students and public in general in East Pakistan were Islam-loving and patriotic in their outlook.

POLL ALLIANCE

About the prospect of election alliance among the rightist political parties, he said that the recent meeting of like-minded parties had some informal talks which were still in progress.

Nawabzada Nasrullah Khan, who was accompanied by the Secretary General of the Party Sheikh Naseem Hasan was received by the East Pakistan PDP leaders, including Messrs Abdus Salam Khan, Abdur Rahman Khan, Rafiqul Hussain and Fazlul Huq at the Tejgaon airport.

The Nawabzada was garlanded by them, and a few hundred PDP workers were present at the airport to receive the Nawabzada raised slogans.

Strong security measures were adopted at the airport and two riot platoons, led by a PSP officer, guarded the airport area long before the arrival of the plane.

Dawn

11th July 1970

Mujib urges negotiations with striking employees

Tough approach deprecated

(From Our Staff Correspondent)

DACCA, July 10: Sheikh Mujibur Rahman, President of Pakistan Awami League, yesterday urged the withdrawal of the Provincial Government order which sought to dismiss the striking Class IV

employees (partly reported in Friday's "Dawn"). Sheikh Mujib was addressing a workers' meeting which later turned into a public meeting, at Kaoran Bazar, Dacca.

Sheikh Mujib also called upon the Government to withdraw cases against the striking employees, release the arrested employees and put an end to other "repressive measures."

Sheikh Mujib said the administration itself was creating problems "by adopting the big-stick method."

He also urged the Government to go for negotiations with the striking employees to help solve their problems.

He also impressed upon the Government of accept demands of interne house physicians and surgeons, re-open all medical colleges in the province and the Engineering and Technological University which were closed sine die recently "on a very insignificant matter." He asked the Government "to stop harassing workers of Tongi, Postogola and in other districts." He said that a positive assurance was given to him by the administration that the workers of Postogola would not be put to trouble.

Recalling his recent tour of West Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman said that he told the people of Sind, Baluchistan and Punjab that in spite of achievement of independence "they had remained fettered till now because the 22 families perpetuated the exploitation of the people." He said the people should unitedly fight the exploiters and also those who raised old bogey of "Islam in danger in East Pakistan."

In this context, Sheikh Mujib lashed out at the Jamaat chief Maulana Maudoodi and said that "Now this Maulana has come out with the Fatwa' that on who would not vote for the Jamaat, shall not remain a Mussalman." Sheikh Mujib asked the people to give a befitting reply to this by casting 95 per cent vote in favour of him, his party Awami League and the six-point programme. He called the six-point programme as involving "life and death of the people."

He warned his audience that "huge amount of money would pour into East Pakistan for purchasing votes" and hoped that the people would answer appropriately by working hard for the Awami League against this trap from vested interests.

He said that local Mir Jafars should also be weeded out, this time. Recalling that after he was released from Agartala Case trial he had called on Maulana Bhashani and Nurul Amin to press for the realisation of people's rights including autonomy which, he

said, went unheeded by these leaders. But now Nurul Amin, Abul Quasem and Ghulam Azam had started saying that if the six-point formula was achieved "Pakistan would be destroyed". He asserted that the six-point formula would be realised and Pakistan would also exist.

Warning these forces of "local Mir Jafars" he reiterated that there was no fund or power with which one could either purchase him or suppress him.

The Awami League President told the Government that people's representatives would decide budgetary allocation and the disbursement of the flood fund and the taxation proposals and not a "Government of caretaker nature". He warned corrupt officials about their attitude to the common people which was not of a spirit of service but of the nature of malpractice inherited from the Ayub regime. Sheikh Mujib assured his audience that adequate investigation would be made against these bureaucrats if Awami League was voted to power.

Earlier a labour requested the Awami League chief to contest his NA seat from the Tejgaon-Tongi constituency upon which Sheikh Mujib said it should be decided by the AL Parliamentary Board. Sheikh Mujib, however, accepted the demand tentatively with approval from the cheering crowd, mainly coming from the industrial belt which had welcomed him among them lustily on his first appearance before public after his recent tour of West Pakistan.

আজাদ

১২ই জুলাই ১৯৭০

ধূপখোলা মাঠের জনসভায় শেখ মুজিব:

দেশের সাধারণ লোকের স্বার্থরক্ষা ৬-দফার লক্ষ্য

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

ঢাকা, ১১ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ রাতে এখানে বলেন যে, "বাঙলা" ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ লোকের স্বার্থরক্ষা করাই ৬-দফা কর্মসূচীর লক্ষ্য।

আজ ধূপখোলা ময়দানে বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন, সেইহেতু ৬-দফা শোষকদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করিয়াছে। এই শোষকরা এখন এই ধূয়া তুলিয়াছে যে, দেশের সংহতি বিনষ্ট হওয়ার সম্মুখীন ও এছলাম সঙ্কটাপন্ন।

তিনি প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, বিভিন্ন সমস্যা এতই স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে যে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছে। তিনি জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন যে, সরকারী মহলের কেহ কেহ ও তাহাদের দালালগণ নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এইসব মহলকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, দেশবাসী তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে। শেখ ছাহেব জানান যে, পূর্ব পাকিস্তানের একশ্রেণীর বাঙ্গালী নেতা বাংলার বিরুদ্ধে কথা বলিতেছে এবং জনৈক জামাত নেতা দুঃখ করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সংগ্রাম করিয়া ভুল করিয়াছেন।

শেখ মুজিব বলেন, বাংলার মানুষ তাহাদের অধিকার আদায়ের জন্য বহু রক্ত দিয়াছে এবং এই জাতীয় গণবিরোধী লোকদের কার্য কলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে। তিনি বলেন, এই সকল নেতারা বিশেষ করিয়া ৬-দফা ও সাধারণভাবে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে বিযোদগার করিবেন। কারণ বিশেষ বিভ্রান্তী মহল তাহাদেরকে সানন্দে আর্থিক সাহায্য দান করিবেন। তিনি বলেন, “আমি তাহাদেরকে বলিয়া দিতে চাই, শেখ মুজিব এই সমস্ত রক্ত শোষকদের নিকট হইতে অর্থ চাহে না।” তিনি বলেন যে, তাহার অর্থ ও সবকিছুই হইল পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবকে পুরাতন শহর থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুরোধ করা হয় এবং চূড়ান্তভাবে তাহা গ্রহণের দাবী জানান হয়। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই জুলাই ১৯৭০

কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যবসায়ী ও একশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী

বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছে: শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান একশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী, ব্যবসায়ী এবং একশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী একযোগে বিপুল অর্থ নিয়োগ করিয়া দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য উস্কানিমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত আছেন বলিয়া দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থবাদ ও তাহাদের এজেন্টদের ভরাডুবির আশঙ্কা করিয়া এই অশুভ চক্র দেশে জনগণের সরকার কায়েমের পথে সর্ব প্রকারে অন্তরায় সৃষ্টির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

গতকাল (শনিবার) শেখ সাহেব প্রাচীন ঢাকার ধূপখেলা ময়দানে বর্ষপুত্রের রাত্রিতে অনুষ্ঠিত অভূতপূর্ব এক জনসভায় ভাষণ দিতেছিলেন।

কায়েমী স্বার্থী ব্যবসায়ী ও তাহাদের দোসর সরকারী কর্মচারীদের আঁতাতের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই অশুভ চক্রের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া আওয়ামী লীগ-প্রধান বলেন, নির্বাচন বানচাল করাই এই গণ-দুশমনদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা ইহাদের স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতে চাই যে, দেশে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে না দেওয়া হয়, তবে আমরা এমন দুর্বীর গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিব, যে আন্দোলনের মুখে গণ-দুশমনদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের শাঙ্গাদী বেহেশত ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। আমি এই গণ-দুশমনদের বলিয়া দিতে চাই, আগুন লইয়া খেলা করিবেন না, ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবেন না।

শেখ সাহেব তাঁহার ভাষণে বলেন যে, বহু জেল-জুলুম-নির্যাতন এবং জীবনের বিনিময়ে যখন দেশে জনগণের ভোটাদিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন একশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী ও তাহাদের এজেন্টরা নির্বাচনী অভিযানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এই সকল নেতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, আগামী নির্বাচনে বাংলার মানুষ এই পরগাছা রাজনীতিকদের উৎখাত করিতে বদ্ধপরিকর। তিনি জনগণকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেন যে, আগামী নির্বাচন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নয়, ৬-দফার ভিত্তিতে বাংলার মানুষ স্বায়ত্তশাসন চায় কিনা আগামী নির্বাচনে উহারই চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। তিনি আরও বলেন, শুধু আচকান-পাঞ্জাবী পরিয়া নেতা হওয়া যায় না। নেতা হইতে হইলে মানুষকে ভালবাসিতে হয়, মানুষের জন্য জেল খাটিতে হয় প্রয়োজনবোধে জীবনও দিতে হয়। বাংলার একশ্রেণীর নেতা পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলিয়া প্রচুর ইনাম ও বাহবা পাইয়া থাকেন বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি গ্রাম-বাংলার তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের উল্লেখ করিয়া বলেন, বাংলার মানুষের চোখে-মুখে আজ আগুন জ্বলিতেছে। বাংলার মা আজ পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সন্তান বিক্রি করিতেছে।

তিনি বলেন, বাংলার মানুষ আজ বেকার হইয়া অনাহারে অর্ধাহারে পথে পথে ঘুরিতেছে আর পরগাছারা বাংলার সম্পদ লুট করিয়া লইতেছে। অফিস-আদালতে ও জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের দাবী জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন যে, শুধু সরকার নয় ঢাকা পৌরসভা আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে কদর দিতে শিখে নাই। তাহারা খাজনার বিলটা পর্যন্ত ইংরাজীতে করেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া বাংলায় শুধু বিল করা নয়, সকল অফিস

আদালতের কাজ বাংলায় সম্পাদন করার জন্য তিনি জোর দাবী জানান। তিনি পুরাতন ঢাকা শহরের ট্যাক্সের হার কমানোর জন্যও দাবী জানান। তিনি বলেন, নূতন ঢাকায় যে সব সুযোগ-সুবিধা আছে। পুরাতন ঢাকায় তাহা নাই। তাই নূতন ঢাকার সমান হারে পুরাতন ঢাকায় পৌরকর ধার্যের কোন যৌক্তিকতা নাই। তিনি পুরাতন শহরে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার দাবী জানান। ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনাব সিরাজুল ইসলাম এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পথে পথে সম্বর্ধনা

আষাঢ়ী বর্ষগ উপেক্ষা করিয়া আড়াই মাইল পথব্যাপী জনসাধারণ শেখ সাহেবকে অভূতপূর্ব ও হৃদয়স্পর্শী সম্বর্ধনা জানায়।

সংবাদ

১২ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষাই ৬-দফার লক্ষ্য

ঢাকা, ১১ই জুলাই (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রাত্রে এখানে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান এবং বাংলা উভয় অংশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের নিরাপত্তা বিধানই ৬-দফার লক্ষ্য।

গেণ্ডারিয়া ধূপখোলা ময়দানে বৃষ্টির মধ্যে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন, এই জন্যই ৬-দফা শোষকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে।

এইসব শোষণকারী এখন হৈচৈ শুরু করিয়া দিয়াছে যে, দেশের সংহতি নষ্ট এবং ইসলাম বিপন্ন হইতেছে।

বৃষ্টিপাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের তিন ঘণ্টা পর সভা শুরু হয়। শেখ মুজিব বলেন, বাংলা ভাষাকে যখন রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উঠে, তখনও দেশ বিপন্ন বলিয়া ধূয়া তোলা হয়। তিনি বলেন, দেশের শতকরা ৯০ জন লোক যেখানে খাঁটি মুসলমান এবং দুই শত বছরেরও ইংরেজগণ এদেশ হইতে ইসলাম নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই তখন কিভাবে বলা যায় যে, ইসলাম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আসলে গত ২৩ বছরে যাহারা বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহারাই এখন অসুবিধায় পড়িয়াছে। কাজেই জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এসব কথা বলিতেছে।

শেখ সাহেব বলেন, এত সমস্যা জমা হইয়াছে যে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং অন্যান্য স্বল্প আয়ের লোকেরা তাহাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া

আদায়ের জন্য ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছে। তিনি বলেন, জনগণ চরম অর্থ সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। অথচ বাংলার সম্পদ অহরহ শোষিত হইতেছে।

তিনি বলেন, তাঁহার দল ক্ষমতায় গেলে এসব শোষণের অবসান ঘটাইবে। শেখ মুজিব বলেন, একশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী এবং তাহাদের ক্রীড়নকগণ নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করিতেছে। তিনি এসব লোকদের সতর্ক করিয়া দেন এবং বলেন, জনগণ তাহাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করিতেছে।

শেখ সাহেব বলেন, এক শ্রেণীর বাঙ্গালী নেতা পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়া বাংলার বিরুদ্ধে কথা বলেন। একজন জামাত নেতা তো বলিয়াই ফেলিয়াছেন যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার আন্দোলন করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। এসব লোক হয়ত একদিন বলিয়া বসিবেন যে, বাংলা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াই ভুল করিয়াছি।

শেখ মুজিব বলেন, বাংলার লোকেরা তাহাদের অধিকার আদায়ের জন্য অনেক রক্ত দিয়াছে। এসব গণ-বিরোধী কার্যকলাপ অবশ্যই মনে রাখা হইবে।

তিনি বলেন, এসব নেতা সাধারণভাবে ৬-দফার বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতেছে। কারণ, কিছু সংখ্যক সম্পদশালী লোক যাহারা নিজেদের নিরাপত্তাহীন বলিয়া মনে করিতেছে, তাহারা এই সব নেতাকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিবে। তিনি বলেন, আমি তাহাদের জানাইয়া দিতে চাই যে, শেখ মুজিব এসব রক্ত শোষণকারীদের টাকা চায় না। পাকিস্তানের সাধারণ লোকেরাই তাঁহার সম্পদ।

পুরাতন ঢাকা হইতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সভায় তাঁহাকে অনুরোধ জানান হয়। তিনি বলেন, দলের পার্লামেন্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্তের উপরেই ইহা নির্ভর করিতেছে।

দৈনিক পয়গাম

১২ই জুলাই ১৯৭০

৬-দফা সারা পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করিবে: শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য রাতে (শনিবার) প্রবল বারিপাতের মধ্যে গেণ্ডারিয়া ধূপখোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বলেন, তাঁহার ৬-দফা বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করিবে। এই কারণেই ৬-দফা শোষক শ্রেণীর মনে দারুণ ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, এদেশের জনসাধারণ এক চরম অর্থনৈতিক দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অপর দিকে সম্পদ পাচার অব্যাহত রহিয়াছে।

পূর্বদেশ

১২ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিব:

নির্বাচন বানচালের চেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়া হবে

ঢাকা, ১১ই জুলাই (পিপিআই)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, আসন্ন নির্বাচন বানচাল করার যে কোনো প্রচেষ্টা বাংলাদেশের সদা সতর্ক মানুষ নস্যাৎ করে দেবেন।

ধূপখোলা ময়দানে কর্মসভায় বক্তৃতা দানকালে শেখ মুজিব এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

তিনি বলেন যে, সরকারের মধ্যকার কিছু লোক বাইরের এজেন্টদের সাথে আঁতাত করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, জনগণ এখন সচেতন। কাজেই এ ধরনের প্রচেষ্টা তারা নষ্ট করে দেবে।

শেখ মুজিব বলেন যে, এই সকল লোক যখন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলা হয়েছিল তখন বলেছিলেন যে, দেশ বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে, যখন শতকরা ৯০ ভাগ লোক ইমানদার মুসলমান, তখন ইসলাম বিপদাপন্ন হয় কি করে?

তিনি বলেন যে, সমস্যা এতো জটিল হয়ে পড়েছে যে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ও অন্যান্য নিম্ন আয়ের মানুষ ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, বাংলাদেশের সম্পদ যখন অন্য কাজে লাগছে তখন এখানকার জনগণ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বাংলার মানুষ অনেক রক্ত দিয়েছেন। কাজেই গণবিরোধী কার্যকলাপ দমনেও তারা তৎপর হবেন।

Morning News

12th July 1970

Moves to sabotage polls will be frustrated : Mujib

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman yesterday warned that any attempt at sabotaging the forthcoming election would be frustrated by the ever-vigilant people of Bangla Desh.

Sheikh Sahib was addressing a Awami League workers meeting at Dhupkhola Maidan (Gandaria) organised jointly by the Sharafatganj and Faridabad Union Awami League last evening. After a heavy shower in the evening, it was still drizzling his when the Sheikh started speech. But a big crowd listened to him in rapt attention. The Awami League chief was to attend the meeting at 7 p.m. but he was two and half an hour behind schedule because of a wayside reception.

He said that some elements within the government, in collusion with agents from outside, were trying to sabotage the election at the behest of vested interest. He warned them that people were now wide awake, and any machination to and attempt at foiling it would be an exercise in futility on their part.

Sheikh Sahib also strongly criticised what he termed repressive policies of the Government against the labourers, students, poor employees and said that the present should not create new problems in the country when the general election is only three months ahead.

He said he was nothing with deep concern that in the course of the last several months good number of labourers, students particularly of Students League and Awami League workers had been put behind the bar. Moreover, a good number of class IV employee, he added, had been arrested for lawful bargaining activities. He castigated this measure of the Government and demanded immediate release of detained political workers and class IV employees. He also called for withdrawal of suspension orders against these employees and meeting their legitimate demands.

He asked to the Government to refrain from doing anything that would create chaos in the country and stand in the way of peaceful holding of the election.

Sheikh Mujib was also very critical about the closure of Medical Colleges and the Engineering University on flimsy grounds and asked the authorities concerned to reopen those educational institutions.

He also warned those who are trying to create industrial unrest by lock-out in mills and factories at the cost of poor labourers and said that this measure would never land them to safe position.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ই জুলাই ১৯৭০
আজ শেখ মুজিবের ভেদরগঞ্জ যাত্রা
(স্টাফ রিপোর্টার)

ফরিদপুর, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলায় সপ্তাহব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (সোমবার) সকালে লঞ্চযোগে ভেদরগঞ্জ রওয়ানা হইবেন। তিনি আজ ভেদরগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন। শেখ মুজিব ২০ শে জুলাই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ই জুলাই ১৯৭০

বাংলাকে একটি নির্বাচনী এলাকা বিবেচনা করিয়া ৬-দফার পক্ষে রায় দিন:
ধূপখোলা মাঠের জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান
শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বান
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গত শনিবার রাতে ধূপখোলা ময়দানে আয়োজিত জনসভায় স্বার্থান্বেষীদের নির্বাচনবিরোধী উস্কানিমূলক কার্যকলাপ এবং হুমকির বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলার মানুষ ২৩ বৎসরে বহুবার জেল খাটিয়াছে, বহু ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হইয়াছে, বহু আত্মহত্যা দিয়াছে; সুতরাং আর তাহারা কোন কিছু ভয়ে ভীত নহে। তিনি বলেন, বাঙ্গালীকে ভয় দেখাইবার প্রয়াস পাইলে ভুল করা হইবে। [আংশিক বিবরণ গতকালের (রবিবার) ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছে]

ফরিদাবাদ ও শরাফতগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সভাটি একটি কর্মসভা ছিল। সন্ধ্যা ৭টায় এই কর্মসভা অনুষ্ঠানের কথা থাকিলেও বিকাল হইতেই ধূপখোলা ময়দান লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, গত শনিবার প্রায় সারাদিনই ভরা আষাঢ়ের আকাশের বুক হইতে বৃষ্টি ঝরিতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রবল বর্ষণে রাজধানীর পথঘাট বিশেষ করিয়া ধূপখোলা ময়দানে পানি জমিয়া যায়। এই সব কিছুকেই উপেক্ষা করিয়া হাজার হাজার মানুষ ধূপখোলা ময়দানে বিকাল হইতে জমায়েত হইতে থাকে এবং পরম ধৈর্য সহকারে নীরবে দাঁড়াইয়া শেখ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। বস্তুতঃ, আওয়ামী লীগ কর্মীসম্মেলনটি শেষ পর্যন্ত একটি বিশাল জনসমাবেশে পর্যবসিত হয়।

ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ ময়েজউদ্দিন এডভোকেট, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

শেখ সাহেব তাঁহার ভাষণে বলেন যে, তিনি সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালেও বাংলার করুণ অবস্থার কথা পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের অবহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ কাহারও করুণা চায় না, বাংলার মানুষ তাহাদের হক চায়। পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের নিকট ইনসাফ চায়। তিনি ৬-দফার বিরোধীদের উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে ঘোষণা করেন, আমরা ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চাই। পাকিস্তান বা ইসলাম ধর্মসংক্রান্তে চাই না। তিনি বলেন, যে ২২ পরিবারের শোষণে বাংলাদেশ আজ উজার হইয়াছে সেই ভাগ্যবান ২২ পরিবারের নিকট হইতে বাংলার লুপ্তিত ধন-সম্পদ ছিনাইয়া আনিয়া উহা জনসাধারণের নিকট ফিরাইয়া দিতে চাই। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার দিতে চাই।

শেখ সাহেব তিন মুসলিম লীগের সমালোচনা করিয়া বলেন, ইহাদের অন্যায়-অবিচার-জেল-জুলুমের কথা বাংলার মানুষের স্মৃতি হইতে বিস্মৃত হয় নাই।

তিনি কনভেনশন লীগের দুই গ্রুপের সমালোচনা করিয়া বলেন, ইহাদের একজন পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়া বাংলার স্বার্থ-বিরোধী ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বড় বড় চ্যালেঞ্জ দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের কায়মী স্বার্থবাদীদের নিকট হইতে বাহবা কুড়ায় এবং বখরা আদায় করে। এই তথাকথিত নেতা আইয়ুব খান কর্তৃক কনভেনশন লীগ ও মন্ত্রীত্ব হইতে বরখাস্ত হইয়া ইদানীং কাইয়ুম খানের লেজুড় ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, কথায় চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী এই নেতা ১৯৫৪ সালেও বড়বড় চ্যালেঞ্জ দিয়া জনগণের হাতে নির্বাচনে ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। এই নেতারই জনৈক ভ্রাতা গত মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনের সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হইতে পারে নাই। এতসব পরাজয়ের গ্লানি লইয়াও বড় বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া দিয়া উক্ত নেতা নিজের দুর্বলতা ও হতাশাকে ঢাকিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

তিনি অতঃপর কনভেনশন লীগের সমালোচনা করিয়া বলেন, এই গ্রুপের নেতা একদিন আইয়ুব খান কর্তৃক দল ও ক্ষমতার মসনদ হইতে বিতাড়িত হইয়া আর দালালী করিবনা বলিয়া কড়ায় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সেই সব ভঙ্গ করিয়া পুনরায় “দেশের খেদমতে” নামিয়াছেন। শেখ সাহেব বলেন, ইহারা ই বাংলায় সর্বস্বকে পশ্চিমা স্বার্থান্বেষীদের হাতে তুলিয়া

দিয়া বাংলার মানুষকে কাঙ্গাল করিয়াছে। ইহারা ই গত ১০ বৎসর বাংলায় মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করিয়া মানুষকে গরু-ছাগলের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে।

খান এ, সবরের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, খান সবুররা পশ্চিমা খানদের সাথে হাত মিলাইয়া বাংলার মানুষের উপর গত ১০ বৎসরব্যাপী যে সীমাহীন অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাইয়াছে, গুলী চালাইয়া বাংলার কত মায়ের বুক খালি করিয়াছে, কত মা-বোনকে অকালে বিধবা করিয়াছে, কত রাজপথ রক্তাক্ত করিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। আজও সেই রক্তের দাগ মুছে নাই, আজও সেই মায়ের অশ্রু ঝরা বন্ধ হয় নাই, কান্না থামে নাই। তিনি বাংলার এই মীরজাফরদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার এবং আগামী নির্বাচনে বাংলার রাজনীতি হইতে ইহাদের চিরতরে নির্মূল করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

পি.ডি.পি'র সমালোচনা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, সব দলছাড়া রাজনৈতিক এতিমের পিডিপিতে সমাবেশ ঘটিয়াছে। বাংলার মানুষের নিকট এই দলের নেতার পরিচয় সুবিদিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, পূর্ব বাংলার মানুষ ইহাদের কোন পাত্র দেয় না, পশ্চিম পাকিস্তানেও ইহাদের পাত্র নাই।

শেখ সাহেব বর্তমান সরকারকে একটি 'তদারকী' সরকার বলিয়া অভিহিত করিয়া এই সরকার কর্তৃক তাড়াহুড়া করিয়া পরিকল্পনা পেশ করার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে তিন তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠার এবং তারবেলা-মঙ্গলার ন্যায় দৈত্যাকৃতির বাঁধ নির্মাণের জন্য অর্থের অভাব দেখা না গেলেও বাংলার বন্যারোধের অর্থ জোটে না। চলতি বাজেটে বাংলার বন্যা প্রতিরোধের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে “উহা কেবল বাঙ্গালীকে সাত্তনা দেওয়ার জন্য বরাদ্দ” বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ঢাকা নগরের বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য চ্যানেল নির্মাণের দাবী জানান।

আগামী নির্বাচনে বাংলার মানুষ ৬-দফার পক্ষে রায় দান করিলে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান এই উপলক্ষে সারা পূর্ব বাংলাকে ৬-দফার জন্য একটিমাত্র নির্বাচনী এলাকা বিবেচনা করার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়া এখন হইতেই ৬-দফাকে জয়যুক্ত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ার আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব একশ্রেণীর মেকীইসলামদরদীদের স্বরূপ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া বলেন, ইহারা পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়া বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কথা

বলিয়া কায়েমী স্বার্থবাদী প্রভুদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। তিনি এই প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারাও পাকিস্তানের সমান নাগরিক। এখানকার অন্যান্য মানুষের মত তাঁহাদেরও সমান অধিকার রহিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলার মুসলমানরা কোন দিন সংখ্যালঘুদের উপর কোন অন্যায়-অত্যাচার করে নাই। সকলে মিলিয়া-মিশিয়া পরস্পরের উপর পরস্পরের গভীর আস্থা ও সহানুভূতি রাখিয়া বসবাস করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানান। আওয়ামী লীগ কোনদিন কোন ধর্মবিরোধী আইন প্রণয়ন করিবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ সাহেব চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের হয়রানি না করিয়া তাহাদের চাকুরী ফিরাইয়া দেওয়ার এবং এই উপলক্ষে শ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবী জানান। তিনি বাওয়ানী জুট এবং টেক্সটাইল মিল অবিলম্বে চালু করার এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। আগামী নির্বাচনে ৬-দফার ব্যঞ্জে ভোটদানের আহ্বান জানাইয়া বাস্পরুদ্ধ কর্তে শেখ মুজিব বলেন, বাংলার কোটি কোটি মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাদের ভালবাসা ও গভীর আস্থাকে সম্বল করিয়া আমি আমার যৌবন জেলে কাটাইয়া দিয়াছি। হাসিমুখে কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে ফাঁসীর মধ্যে দাঁড়াইয়া বাংলার কোটি কোটি মানুষের আশীর্বাদ লইয়া শোষণ হইতে বাঙ্গালীকে মুক্তকরার জয়গান গাহিয়াছি। গগনবিদারী শ্লোগানের মধ্যে তিনি বলেন, তবু বাংলার দরিদ্র মানুষের রক্তের সাথে বেইমানী করি নাই, বাংলার মানুষের সাথে আমি বেইমানী করিতে পারি না। প্রয়োজনবোধে আবার জেলে যাইব কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে মৃত্যুবরণ করিব, তবু বাংলা ও বাঙ্গালীর সঙ্গে বেইমানী করিতে পারিব না।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই জুলাই ১৯৭০

আষাঢ়ী বাদলে পথে পথে সম্বর্ধনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত শনিবার ধূপখোলা মাঠে শেখ সাহেবের সভা ছিল কিন্তু আষাঢ়ের আকাশ হইতে অঝোর ধারায় বর্ষণ হওয়ায় ধূপখোলা মাঠে পানি জমিয়া যায়।

বিকালে লোকজনের আনাগোনা মাঠ কর্দমাক্ত হইয়া যায়। এতদসত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ গতকাল বিকাল হইতে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত উন্মুক্ত আকাশের নিচে বৃষ্টিতে ভিজিয়া অধীর আগ্রহের সহিত নেতার বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন রোড, হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরী, ওয়ারী, নারিন্দা, সুত্রাপুর বাজার, ধূপখোলা প্রভৃতি স্থানে শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, 'বঙ্গবন্ধু' প্রমুখ নেতার নামে প্রায় ১৫টি তোরণ নির্মাণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত নারিন্দা হইতে ধূপখোলা মাঠ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন রোড হইতে ধূপখোলা মাঠ পর্যন্ত দীর্ঘ পথের দুই ধারে হাজার হাজার মানুষ বিকাল হইতে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকেন। রাস্তার দুই ধারের বাড়ীঘরের ছাদের উপরে বহুসংখ্যক মহিলাও বৃষ্টির মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন নেতাকে দেখার জন্য। সন্ধ্যার পর একটি খোলা জীপে ভিজিয়া শেখ সাহেবের ধূপখোলায় যাওয়ার পথে দুই পার্শ্বের হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন শ্লোগান এবং তুমুল করতালি দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে জনতা নেতাকে মাল্যভূষিত করেন। ছাদের উপর হইতে মহিলাগণ পুষ্পবৃষ্টি করেন। উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ অফিস হইতে ধূপখোলা মাঠ পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাইল পথঅতিক্রম করিতে তাঁহার সাড়ে ৩ ঘন্টা সময় লাগে। কর্দমাক্ত এবং সিক্ত অবস্থায় শেখ সাহেব সভায় হাজির হইলে বিশাল জনতা উল্লাস ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়ে। জনতা শেখ সাহেবকে পুরাতন ঢাকা নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দাবী জানান। শেখ সাহেব তাঁহাদের এই অনুরোধ পার্লামেন্টারী বোর্ড সমীপে পেশ করিবেন বলিয়া আশ্বাসদান করেন।

ঐতিহাসিক বলধা গার্ডেনের নিকট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয়। আশে পাশের কয়েকটি এলাকা হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলারা বলধা হাউসের নিকট প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া সমবেত হন। শেখ সাহেব ঐ পথে যাওয়ার সময় সংখ্যালঘু মহিলারা তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি এবং তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া আনন্দধ্বনি করেন। শেখ সাহেব তাঁহাদের আন্তরিক সম্বর্ধনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার খোলা জীপ হইতে অবতরণ করেন। বলধা গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অতুল প্রসাদ রায় চৌধুরীর বিধবা স্ত্রী শেখ সাহেবকে আশীর্বাদ করেন। অতঃপর সমবেত মহিলাদের পক্ষ হইতে গণনেতাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়।

Morning News

13th July 1970

Mujib Urged To Contest From Old Dacca

A big workers conference four units under Wari Union Awami League was held on Friday at 8 p.m. at Jorpool Square under the Presidentship of Mr. Karbon Ali, Advocate, President of Wari Union Awami League.

The meeting was addressed by Mr. Md. Sirajul Islam Vice-President of Dacca City Awami League, Mr. Abdur Rahim and Dr. Ahmed, both Dacca city Awami League leader, Mr. Abdur Rashid, Vice-President of Wari Union Awami League, Mr. Lutful Haq Majumder and Mr. Sailesh Bhomic.

Mr. Md. Sirajul Islam in his speech appealed to the workers to work hard to implement Six- point Programme of Awami League by which the people of Pakistan will get rid of all vested quotaries.

Mr. Islam strongly criticised Dacca Municipality, WASA and DIT for not paying proper attention to the old areas of Dacca city whereas the people of Dacca city have been hard hit with various unreasonable taxes.

The meeting by a resolution appealed to Sheikh Mujibur Rahman to contest the next NA election from Dacca city old area.

Dawn

13th July 1970

Mujib urges Govt. to annul 'unjust taxes' Six Points to benefit common man

DACCA, July 12: Sheikh Mujibur Rahman, President of Pakistan Awami League, called upon the Government last night to withdraw salt levy, tax on gold and certain other "unjust" new levies. He said various measures contained in the Central Budget would only add to the sufferings of poor people.

Speaking at a public meeting at Dhupkhola Maidan, Gandaria, a Dacca city suburb, Sheikh Mujib said the people of Bangla Desh were now groaning amidst misery, starvation and want. Situation had come to such a pass that, he said, mothers were now selling their children for their survival.

He blamed the "dictatorial regime" of Ayub Khan for the present miseries of the common people of this province.

Describing the plight of the common man Sheikh Mujib asked the Government to take up the flood control measures without any

delay on the line suggested by the Krugg mission and other expert studies. He deplored that when the ravages of the floods were destroying crops and properties worth over Rs. 200 crores annually the Government was leaving out this vital project on the plea of survey.

Sheikh Mujib reiterated that the Awami League's Six Points aimed at safeguarding the interests of the common man and that was why the exploiters were so upset about it.

These exploiters, he said, had now raised a hue and cry that the country was facing disintegration and Islam was in danger.

“FALSE ALARMS”

The Sheikh told the meeting, which began three hours behind schedule because of the rains, these people had raised alarm that country was in danger when the demands for Bengali as State language was demanded. He said how could Islam be in danger when 90 per cent people were true Muslims and even Britishers could not wipe out Islam in 200 years.

In fact those people who had created all the problems in the last 23 years were in trouble and, therefore, had raised the alarm to hoodwink the people.

Sheikh Sahib said that the problems had accumulated to such an extent that class IV employees and other lower level people had to resort to strikes to get redressed their rightful demands. He told the audience that the people had been facing great economic crisis while the wealth of Bangla had been consistently exploited. His party, if voted to power, would end this exploitation, he added.

Sheikh Mujib said that some elements within the Government in collusion with “agents from outside” were trying to sabotage the coming elections at the behest of the vested interests. He warned them that people were now wide awake, and any machination to foil the elections would be an exercise in futility.

ARRESTS

The Awami League President said he was noting with deep concern that during the last few months a good number of labourers, students-particularly of the Students' League-and the Awami League workers had been imprisoned. Moreover, a number of Class IV employees, he said, had been arrested lawful bargaining activities. He deplored these actions and demanded immediate release of the political workers including the also Class IV employees. He also called for withdrawal of suspension order against these employees and for meeting their legitimate demands.

He asked the Government to refrain from doing anything that would create chaos in the country and stand in the way of peaceful holding of the elections.

Sheikh Mujibur Rahman also very critical about the closure of the Medical Colleges and the Engineering University on what he termed “flimsy grounds” and asked the authorities concerned to reopen those educational institutions for the greater interest of the students.

He also warned those who were trying to create industrial unrest by lock-out in mills and factories at the cost of poor labourers and said that this measure would never do them any good.

“LAST CHANCE”

He stressed the importance of the coming election and said that this election provided the last chance to the Bengalees to realise their rights. “If you let this opportunity slip away, you will have to repent forever,” he warned.

Sheikh Mujib called upon the people to use their right of franchise judiciously and elect those who would fight for the realisation of their rights and demands. In this context he asked them to beware of the “Mir Jafars” of Bengal who, he said, were more responsible for the sorrows of Bengal than their West Pakistani counterparts. He also asked the audience to weed out these “parasites” for good through ballots in the coming elections.

The meeting requested the Awami League chief to contest from the old part of the Dacca city and urged for his final acceptance.

Sheikh Mujib asked the people to await and rely upon the decision of the Parliamentary Board of the Awami League. —APP/ PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিবের ঢাকা ভ্যাগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় সপ্তাহব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে
আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (সোমবার) সকালে

লঞ্চযোগে ফরিদপুর জেলার ভেদরগঞ্জ রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। গতকাল তাঁহার ভেদরগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা দানের কথা। এই সফরে শেখ মুজিবের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুর রাজ্জাক ও জনাব তোফায়েল আহমদ রহিয়াছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান ২০শে জুলাই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই জুলাই ১৯৭০

আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের সঙ্গে গোলাম আজমের গোস্যা

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজম গত রবিবার মোহাম্মদপুরের জয়েন্ট কোয়ার্টার্সে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই ধরনের কতিপয় দল ফ্যাসিষ্ট পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করিতেছে এবং ইহারা জনসাধারণের অবাধ ভোটদানের অধিকার নস্যাত্ত করার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে।

জনাব গোলাম আজম বলেন যে, ‘জয় বাংলা’ পাকিস্তান হাসিল করে নাই, দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই এই তত্ত্ব অনুযায়ী বাঙ্গালী মুসলমান এবং বাঙ্গালী হিন্দুরাও দুইজাতি।

তিনি আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানও পাকিস্তানের আদর্শগত ভাবধারায় বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি ক্ষমতা দখল করার জন্য তাঁহার আদর্শ পরিবর্তন করিয়াছেন এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের কংগ্রেসী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। শেখ মুজিব পাকিস্তানকে একটি সার্বজনীন জাতিতে পরিণত করিতে চান।

জামাত নেতা বলেন যে, গত ২৩ বৎসরের কুশাসনে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে একমাত্র সৃষ্ট ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমেই তাহার সমাধান করা যায় এবং ইহাই হইতেছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ।

অধ্যাপক আজম বলেন, অসদুপায়ে যেসব দল ক্ষমতা দখল করিতে চাহিতেছে, সেইসব ফ্যাসিবাদী দলগুলির মোকাবিলা করিতে হইবে। আসন্ন নির্বাচনে জনসাধারণকেই তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করিতে হইবে। জনসাধারণ সচেতন হইলেই ফ্যাসিপন্থীদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

জনাব আজম গণতন্ত্রকে সম্মান করার জন্য এবং অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে অন্যান্য দলকে সহযোগিতা করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান। –এপিপি

সম্পাদকীয়

পূর্বদেশ

১৪ই জুলাই ১৯৭০

রাজনৈতিক নেতারা ভেবে দেখুন

দেশে এখন স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজিত নাই। শাসনতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক এই দু’দিক থেকেই দেশ এখন এক অনিশ্চিত ও অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়ে পথ কেটে স্বাভাবিক ও নিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে এগুচ্ছে। এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও দূরদর্শিতা দ্বারা। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এখন এক গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তারা যদি এই চ্যালেঞ্জের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন, ভালো কথা। যদি না পারেন, তাহলে ব্যক্তি বিশেষ, গোষ্ঠী বিশেষ বা দল বিশেষকে দায়ী করে লাভ হবে না। সামগ্রিক বিপর্যয়ের দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক দল এবং তার সকল নেতাকেই বহন করতে হবে। হয়ত ভাবীকালের কোন ঐতিহাসিক বিনোদন্য এই সত্যভাষণ করবেন যে, দীর্ঘ ২৩ বছরেও পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেননি, যে কর্মপদ্ধতি দেশের রাজনৈতিকশূন্যতা পূরণে প্রকৃতই সহায়ক হতো। সুতরাং কোন অশুভ ও অবাঞ্ছিত শক্তি যদি দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্বলতা ও শক্তিশূন্যতার অবকাশে আবার নতুন করে সুযোগ অন্বেষণের চেষ্টা করে, তাহলে দায়ী হবে কারা? কেবলমাত্র সেই অশুভ শক্তি, না সেই সঙ্গে অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতারাও?

সম্প্রতি এক রাজনৈতিক দলের নেতা অভিযোগ করেছেন, “বর্তমান সরকারের ভিতরে ও বাইরে এমন প্রেসার গ্রুপ রয়েছে যারা নির্বাচন বানচাল করতে চায়।” এ অভিযোগ কতটা যথার্থ সে সম্পর্কে আমরা এখনই মন্তব্য করতে চাইনা। কিন্তু এ কথা কি সত্য নয় যে, নির্বাচন বানচাল হতে পারে এ ধরনের অশুভ তৎপরতা কোন কোন রাজনৈতিক দলের ভেতরে আগেও ছিল এবং এখনো রয়েছে? গত ১লা জানুয়ারী থেকে দেশে অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হওয়ার আগে এবং পরে আমরা বহুবার রাজনৈতিক দলের নেতাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছি, দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে আইয়ুব নামক একজন ব্যক্তি মাত্র বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তার সৃষ্ট গোটা ‘মেশিনারী’ রয়ে গেছে। এই মেশিনারীর কোন ফাঁকে কি ভাবে গণতন্ত্রের জন্য বিপদ ওৎ পেতে রয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। সুতরাং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হওয়ার মাধ্যমে

দেশে প্রশাসনিক নতুন ‘মেশিনারী’ চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের উচিত, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া। নিজেদের কাজ এবং কথাবার্তা দ্বারা তাদের এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা উচিত নয়, যে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের জন্য তাদেরই কথিত ‘অশুভ শক্তি’ ওৎপেতে থাকতে পারে। আমাদের এ সতর্কবাণী সকলেই সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। এই সতর্কবাণীকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হলে কোন কোন রাজনৈতিক দলের নেতাকে সম্ভবতঃ আজ দেশের এক অংশ থেকে অপর অংশে গমনের জন্যে কঠোর পুলিশ পাহারার আশ্রয় গ্রহণ করতে হতো না এবং কোন কোন জনসভায় শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশকে সর্বক্ষণ লাঠি উঁচিয়ে মোতায়েন থাকতে হতোনা। দেশে এখনো গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোন রাজনৈতিক দলই এখনো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি। তার আগেই কোন কোন দল অপর কোন কোন দলকে অবোধে মত প্রকাশ ও সভানুষ্ঠান করতে না দিয়ে এবং এক নেতা অপর নেতার দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রকাশ্যে কটাক্ষ ও বক্রোক্তি করে বহির্বিষয়ের কাছে কি এটাই প্রমাণ করা হচ্ছে না যে, এই রাজনৈতিক দলগুলোর একটিও আসলে গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে বিশ্বাসী নয়। এদের প্রকৃতই কোন গণতান্ত্রিক কর্মসূচী নেই। এরা শুধুমাত্র শ্লোগানের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, যে নেতা এই কিছু দিনমাত্র আগে প্রবল গণ-দাবীর মুখে বিনাবিচারে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা থেকে মুক্ত হয়েছেন, এক্ষণে তিনিই তার এক প্রতিপক্ষ স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা শুরু করার সুপারিশ জানিয়েছেন। এবং সেই প্রতিপক্ষ নেতা আবার জবাবে পূর্বতন মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করার হুমকি প্রদর্শন করেছেন। সামনে নির্বাচন। নিজেদের সম্পর্কে গণ-আদালতের রায়ের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করে যে সব ‘গণতান্ত্রিক’ নেতা দেশে আবার আইয়ুবী আমলের ষড়যন্ত্র মামলার বিভীষিকা সৃষ্টি করতে চান, তাদের মানসিকতা লক্ষ্য করে শুধু একটি দুঃখই প্রকাশ করতে হয়-হায়রে হতভাগ্য দেশ! যে রাজনৈতিক দল ও নেতারা দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন, ‘অশুভ শক্তির’ তৎপরতা থেকে জাতি এবং গণতন্ত্রকে বাঁচাবেন, এক্ষণে তারা সেই গণতন্ত্রবিরোধী ‘অশুভ শক্তির’ কথা বিস্মৃত হয়ে পরস্পরকে ‘বিদেশের এজেন্ট’, ‘দেশদ্রোহী’ এবং ‘জাতির শত্রু’ প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এর পরিণতি কি, তা কি একবারও তারা ভেবে দেখতে চাননা? ‘রাজনৈতিক দলের নেতারা আজ পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সব মারাত্মক অভিযোগ তুলছেন, এই অভিযোগগুলো একদিন তাদের সকলের বিরুদ্ধেই সামগ্রিকভাবে প্রযুক্ত ও

ব্যবহৃত হতে পারে এবং তারা নিজেরাই সেই পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন না কি? এ কথা সত্য, পরিস্থিতির একদিকে যেমন উন্নতি হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অবনতিও ঘটেছে। অন্যদলের সভা-সমিতি বলপূর্বক ভেঙ্গে দেয়া সম্পর্কে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে কোন কোন দল সংযত হয়েছেন। কিন্তু অনেকেরই মুখের লাগাম এখনো সংযত হয়নি। বরং অসংযত কথাবার্তা এবং অশোভন প্রচারণার মাত্রা বেড়েছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যদি একটিমাত্র কথা স্মরণ রাখতেন যে, আগামী নির্বাচন ক্ষমতায় যাওয়ার নির্বাচন নয়, বরং দেশে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা পূরণ এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার নির্বাচন মাত্র, তাহলে তারা সম্ভবতঃ আরো দায়িত্ববোধ ও সংযত মনোভাবের পরিচয় দিতে পারতেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই লক্ষ্য সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি তারা করতে না পারেন, তাহলে আমরা জানিনা, দেশের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রয়েছে?

Pakistan Observer

14th July 1970

Lahore Resolution And Six Points

by M. A. Malik

WITTINGLY or not, Sheikh Mujibur Rahman has started showing his cards one after another. Early in June, his intriguing plea for referendum on the Six-Points left people wondering how it could purport anything else than separation of the two wings. Two subsequent announcements of the volatile Awami League chief have given greater clarity to his mission. One, Mujib has reiterated recently that if the coming elections fail to materialise what he thinks to be “People’s demands” then “I shall launch a movement to materialise them.” Two, he confessed in unambiguous terms to his Lahore audience the other day that his Six- Point scheme “is nothing but another form of the Lahore Resolution”, “The regional autonomy” Mujib further asserted, “as envisaged in the Lahore Resolution have been incorporated in the Six- Points. I challenge any one to disprove my contention.”

Those nourishing some respect for democratic values must have been shocked by Mujib’s threat to launch movement as a counter-action against the possible results of election. In other words, if the verdict of the nation expressed through election on the basis of ‘one man one vote’- the best democratic process

known to political history- does not conform to his personal conception of 'people's demands', he will disapprove of it and try to create a situation to nullify it.

History, it is said, repeats itself. One may wonder if our history of the past dark decade is going so soon to be repeated. For the attitude reflected in Mujib's announcement is precisely the same as what constituted rationale the of Ayub regime. Ayub abrogated the 1956 constitution framed as it was by the representatives of the people on the plea that it was on his own judgment of course unsuitable to the "genius of our people". There is however one difference. In rejecting the democratically adopted system, Ayub was candid enough to confess his scepticism, about the democratic process as we understand it. Now we hear the threat of a strikingly similar action from a politician who seems wiser than the soldier-dictator not to make any such frank admission.

Yet those who may be trying to emulate Ayub, or harbouring ambition akin to his, seem to require a little more wisdom to learn from the fate of the dictator. Ayub could rule for 10 years by misusing the army, the officialdom, the vested interests and big business and above all 80,000 basic democrats. Nevertheless, when the nation awoke, it all had to give way like a house of cards. The nation is still awake and on the other hand, no other adventurer can expect such a broad base of strength today. Angels will fear to tread the path Ayub had once the occasion to stroll along to a certain distance. The ambitious among us need realise it for their own sake as also for the nation's.

I would not dilate here on what according to Mujib are "people's demands," which to one can trace in his Six-Point programme. But when the Sheikh talks about movement (in the event of elections falling to materialise his 'people's demands'), does he not also betray his pessimism about his party's prospects in the election? Obviously, he is perturbed by the apprehension that the people of East Pakistan may reject his so-called referendum (which, it was explained in a preceding article by this writer, is a misnomer having no constitutional or logical basis)? The fact, queer though, is that Mujib is bent on materialising his personal brand of 'people's demands', in spite of the people themselves. This is the crux of his declaration of movement.

The Awami League chief, however, deserves a word of gratitude from his adversaries for ingenuously (or inadvertently?) drawing the analogy between the Six-Points and the Lahore

Resolution, 1940. He has thereby vindicated the very contention of the critics of Six-Points. Hence none will perhaps volunteer to contest his "challenge to disprove my contention."

Six-Points envisage, inter alia, two currencies, two economies, independent foreign trade provisions for either wing creation of a militia under each provincial Govt. and above all, a confederal Central Government hinging for its existence on the contribution bestowed by the provincial authorities. The main criticism against the scheme has been that if set in operation it will end up with the creation of two independent states instead of one Pakistan. It is a different matter if the two wings of Pakistan, more particularly East Pakistan, fails to maintain its independent existence and is swallowed by the long awaiting hawks around it. And the original Lahore Resolution, too, can be construed to suggest two 'Independent States' instead of One Pakistan.

"Resolved" the resolution reads, "that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz. that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern Zones of India should be grouped to constitute "Independent States" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."

Noticeably, Sk. Mujib while advocating the resuscitation of the Lahore Resolution carefully avoided any analysis of the resolution itself. He is not the first to make the claim.

There are a host of others traceable in certain mushroom organisations who are harping on it for long. And none has so far told people squarely what they want to achieve through the implementation of the Lahore Resolution. The Lahore Resolution itself, as cited above, is more eloquent than its present-day advocates. It prescribes two 'Independent States' one comprising the areas now included in West Pakistan plus East Punjab and the other consisting of the whole of Bengal and Assam.

We would not in this discourse recapitulate the reasons for which the Late Mr. Hussain Shaheed Suhrawardy (subsequently the founder of the Awami League) piloted the amendment to the Resolution in the All India Muslim League Legislators Convention

in 1946. Let us not also enter into the controversy if the amendment was subsequently dittoed by the Muslim League Council.

Nevertheless those insisting today on the implementation of the original Lahore Resolution of 1940 fail utterly to demonstrate any appreciable memory or knowledge about the genesis of Pakistan. Some one needs to remind them the historical fact that Pakistan was not created according to the original scheme chalked out in 1940, but according to the 3rd June Plan. And the very fact that the 3rd June Plan was accepted by the Muslim League and the Muslim Indian Millions (including today's advocates of Lahore Resolution) amounts decisively to an amendment, if not nullification, of the 1940 resolution. One may well ask: why did they not allude to the Lahore Resolution even for once during the past 23 years of our constitution-making? Did they not finally forfeit their right to recall the Resolution when they participated in Constituent and Legislative Assemblies and cracked one another's skulls for the posh ministerial chairs of Pakistan created as it has been as one state? Is it not these gentlemen who had been the very protagonists of the 1956 Constitution which re-declared Pakistan as one indivisible sovereign nation?

The masterminds of the post-Shuhrawardy Awami League know they have no case for Lahore Resolution. They know people would jump out of their skin to be told of the creation of two 'Independent States' instead of one Pakistan. Hence the contrivance of the 'Six-Points which are nothing but another form of the Lahore Resolution.'

We do not obviously agree with the Awami League boss on many political issues. Yet we bravoed him sincerely when he demanded Qaiyum Khan's trial for advocating confederation of West Pakistan with Iran and Afghanistan. For this amounted to an act of treason. One has reason to question if Mujib will still stand by his demand for hanging Qaiyum Khan after his advocacy of the Lahore Resolution.

Dawn

14th July 1970

**Six Points clarified in West Wing:
Mujib's tour a complete success, says Khan Gul**
(From Our Staff Correspondent)

PESHAWAR, July 13: The Vice-President of Pakistan Awami League (Six-Point), Master Khan Gul, has described the visit of

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman to West Pakistan as a complete success "which has helped in removing certain misunderstandings and has brought the people of the two Wings closer."

He was addressing a Press conference here today.

He said due to paucity of time Sheikh Mujibur Rahman did not tour the NWFP. He has decided to visit the Frontier early in September and his visit will last for three days. He will visit a number of places, including Peshawar, Kohat, Bannu and some rural areas where he will address public meetings and workers conventions.

Master Khan Gul said the six points of Awami League have been "amply clarified" by Sheikh Sahib in West Pakistan and the people who had the opportunity to listen to him and meet him have fully realised that "there was nothing in six points which harms the interests of Pakistan or injures its integrity and solidarity." On the other hand, he said, the six points "ensure people's interests in both Wings and when implemented will prove to be the saviour of people from the clutches of the capitalist colossuses who will be ousted from the body politic of the country and the economic system will be revolutionised to benefit the poor and the middle classes, as well as and labour classes of the country."

Master Khan Gul urged President Yahya Khan "to dismiss the present Cabinet and take over the Government in his own hands because a number of Ministers in the Cabinet seem to be involved in politics and supporting the parties of their own choice."

He said: "This is great hindrance in the smooth working of democratic political activity because certain parties are publishing the real or imaginary facts that they are being supported by the Government and thus putting undue pressure upon the people to support them."

QAYYUM CRITICISED

He severely criticised Khan Abdul Qayyum Khan "for working against the interests of the people and against the democratic elections." He said: "Qayyum Khan was one of the political elements who do not believe in democracy. His past role is vitally significant. When in power in the NWFP for seven years he abused to the entire detriment of the people his dictatorial powers, killed all democratic urges, slaughtered Pukhtoons, broke open the ballot boxes, stole the votes and got those of his stooges elected who were even opposing his own party (Muslim League) candidates."

The Vice-President of the Awami League said that “Qayyum’s politics revolves round his selfish desires to secure power at all costs whether through vote or by fraud and deceit.” He endorsed the claim of Khan Abdul Wali Khan, the NAP chief, that “Qayyum was secretly working in collusion with anti-democratic forces, including some Cabinet Ministers.” But, he said, the hopes and aspirations “of this frustrated politician will never be fulfilled.”

He predicted that “Khan Qayyum will not be able to secure even 20 seats in the National Assembly for his party out of 313 seats while in the NWFP Assembly his party’s chances are even far remote which may not even secure ten out of the total number.”

He advised Khan Qayyum Khan “to retire from politics in this old age and pass the rest of his life in prayers and seclusion to justify that his last days were passed in peace and harmless pursuits.”

He warned Khan Qayyum that the people’s Governments in the Centre and Provinces “will not spare him from taking into account his past misdeeds and if found guilty he will not even be pardoned on submitting apology.”

He said that even after the restoration of provinces in West Wing there were individuals and elements who were residing here and have their economic and future interests in this province “but are working against the interests of this province.” They will not be pardoned for such offences, he said.

He asked them to see “the writing on the wall” and added politics has been “provincialised and every citizen living in a province should work for the wellbeing of the people of that province.”

আজাদ

১৫ই জুলাই ১৯৭০

গোলাম আজমের বক্তৃতা: শেখ মুজিবের সমালোচনা

ঢাকা, ১৩ই জুলাই।— পূর্ব-পাকিস্তান জামাতে এছলামের প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম গত রবিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুরে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, একমাত্র নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ দেশে গণতান্ত্রিক বিবর্তনের পথ প্রস্তুত করিতে পারে ফ্যাসীবাদী পদ্ধতিতে ক্ষমতালান্ডের অভিল্যাবী এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অধ্যাপক গোলাম আযম জনগণকে হুশিয়ার করিয়া দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের নাম উচ্চারণ করেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে, ‘জয়

বাংলা’ ধ্বনি পাকিস্তান সৃষ্টি করে নাই। তিনি বলেন যে, বাঙ্গালী মুছলমান ও বাঙ্গালী হিন্দু দুইটি আলাদা জাতি এবং এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই পাকিস্তান কায়ম হইয়াছিল এবং আওয়ামী লীগ প্রধানও এককালে পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি এক্ষণে ক্ষমতা লাভের মানসে কংগ্রেসের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সন্ধীর্ণ আঞ্চলিকতা ও ‘বাঙ্গালী জাগো’ ধ্বনি পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষতিকারক।

পরিশেষে অধ্যাপক গোলাম আযম মোহাম্মদপুরে উর্দু হাই স্কুল স্থাপনের দাবী জানান।—এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই জুলাই ১৯৭০

ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়, ভোট চাই ৬-দফার জন্য:

ভেদরগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিব

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

ভেদরগঞ্জ (ফরিদপুর), ১৪ই জুলাই।— গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আসন্ন নির্বাচনে ৬-দফার পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একমাত্র ৬-দফাই বাংলাকে স্থায়ীভাবে শোষণের হাত হইতে মুক্তি দিতে পারিবে এবং মূলধন পাচারও চিরদিনের জন্য বন্ধ করা সম্ভব হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য আমি আপনাদের ভোট চাই না, আপনারা ভোট দিবেন ৬-দফাকে।

গতকাল প্রায় সারাদিনই বৃষ্টি ছিল। শেখ সাহেবের বক্তৃতাদানের সময়ও বৃষ্টি হইতেছিল। সভাস্থলে লোকজনের হাটাচলায় হাঁটু-কাদা জমিয়াছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও জনসাধারণ অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত শেখ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করে। আবহাওয়ার শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই থানা সদর দফতরে ইতিপূর্বে এত বড় জনসভা আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

ভেদরগঞ্জ বাজারের দোকানীরা শেখ সাহেবের সম্মানে কয়েকটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করেন।

পূর্বাঙ্কে শেখ মুজিবের লঞ্চখানি ঘাটে গিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। লঞ্চঘাট হইতে তাঁহার সভাস্থল অভিমুখে যাওয়ার সময় বিরাট একটি নৌকা শোভাযাত্রা তাঁহাকে অনুসরণ করে।

সভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব ৬-দফার পটভূমিকা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, আগামী নির্বাচনই হইতেছে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের সীমাহীন শোষণের কবল হইতে বাঙ্গালীদের মুক্তির সর্বশেষ সুযোগ। তিনি বলেন, ছাত্র ও শ্রমিকসমাজ এবং আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সংগ্রামের পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবার আপনারা ভোটের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করুন। (অসমাপ্ত)

সংবাদ

১৫ই জুলাই ১৯৭০

আগামী নির্বাচন বাংলার অধিকার আদায়ের শেষ সংগ্রাম : মুজিব

ভেদরগঞ্জ (ফরিদপুর), ১৪ই জুলাই (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আগামী নির্বাচনকে বাংলা দেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা আদায়ের শেষ সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করেন এবং আগামী নির্বাচনের জন্য জনগণকে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

গতকাল মূষলধারায় বৃষ্টির মধ্যে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন, আগামী নির্বাচন শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার নির্বাচন নয়, বরং বাংলা দেশের ভাগ্য নির্ধারণের একটি পরীক্ষা।

শেখ মুজিব হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে, আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে সকল প্রকার লুপ্তায়িত বা অন্যবিধ প্রতিবন্ধকতা নস্যাৎ করিয়া ৬-দফার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারিলে বাংলার জনগণের চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখা দিবে।

তিনি বলেন, বাংলার জনগণ তাহাদের অধিকার দাবী করিতেছে দেখিয়া সেই পুরাতন নেকড়ে বাঘগুলি মেঘের ছদ্মবেশে পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন এবং ইসলাম বিপদগ্রস্ত বলিয়া হৈচৈ শুরু করিয়াছে।

তিনি বলেন, গত ২৩ বছর যখন বাংলাকে অনবরত শোষণ করা হয় তখন তাহাদের কেহ চোখের পাতা খুলিয়াও দেখেন নাই। কিন্তু যখন দেখিয়াছে যে, তাহাদের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তখন তাহারা ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

শেখ মুজিব বরিশাল যাওয়ার পথে ফরিদপুর জেলার তরাবানিয়া, সুরেশ্বর ও পট্টিতে আরও তিনটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। এইসব সভায়ও তিনি বলেন, তাহারা জনগণকে আর ধোঁকা দিতে পারিবে না। তিনি বলেন, তাহার ৬-দফায় বাংলা দেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছে। কারণ বাংলার জনগণই ইতিমধ্যেই ৬-দফার প্রতি তাহাদের ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাতে অন্যদের হৃদকম্প শুরু হইয়াছে। এবার আমাদের ব্যর্থ হইলে চলিবে না।

অন্যান্য সভায় শেখ সাহেব মূলতঃ ৬-দফা ও তাহার দলের ঘোষণাপত্র ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যখন পাকিস্তানের দরিদ্র জনগণের জন্য ন্যায় বিচার দাবী করেন তখন আমাদের জেলে যাইতে হয়, কিন্তু এখন অন্যেরাও জনগণের কাছে একই অঙ্গীকার করিতেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ লোকেরাও তাহার কর্মসূচীর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছে।

জনাব তোফায়েল আহমদ এবং জনাব আবদুর রাজ্জাকও সভায় বক্তৃতা করেন।

দৈনিক পয়গাম

১৫ই জুলাই ১৯৭০

ভেদরগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিব:

আগামী নির্বাচন বাংলার অধিকার আদায়ের জন্য শেষ সংগ্রাম

(স্টাফ রিপোর্টার)

ভেদরগঞ্জ (ফরিদপুর), ১৪ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আগামী নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি এই প্রসঙ্গে বর্তমান নির্বাচনকে বাংলা দেশের অধিকার আদায়ের জন্য শেষ সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করেন।

গতকাল এখানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান উপরোক্ত আহ্বান জানান। প্রবল বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও উক্ত সভার কাজ সুষ্ঠুরূপে চলে। তিনি বলেন যে, আগামী নির্বাচন কেবলমাত্র ক্ষমতার জন্যই নহে বরং বাংলা দেশের ভাগ্য নির্ধারণের জন্যও উহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জনাব শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের প্রতি হুঁশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া ৬-দফার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং লক্ষ্য অর্জনের অক্ষমতা বাংলা দেশের জনগণের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। কিছু সংখ্যক নেকড়ে বাঘ ভেড়ার ছাল গায়ে লাগাইয়া চীৎকার করিতে শুরু করিয়াছে যে, পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন এবং ইসলাম বিপদগ্রস্ত। বাংলা দেশের জনসাধারণ তাহাদের অধিকার দাবী করার কারণেই তাহারা উহা বলিতে শুরু করিয়াছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, গত ২৩ বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশ লুপ্তিত হইয়া আসিতে থাকিলেও এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে তাহাদের চেহারাও দেখা যায় নাই।

কিন্তু যখনই তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদের স্বার্থ বিপন্ন হইতেছে তখনই তাঁহারা তাঁহাদের ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

বরিশাল গমনের পথে আওয়ামী লীগ প্রধান আরও তিনটি সভায় বক্তৃতা দান করেন। এই তিনটি স্থান হইতেছে তারবানিয়া, সুরেশ্বর এবং পট্টি। এই সকল জনসভায় তিনি বলেন যে, জনগণ পুনরায় এই সকল লোকের প্রতারণার শিকারে পরিণত হইবে না। তিনি বলেন যে, তাহার ৬-দফা কর্মসূচীতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফল রহিয়াছে এবং সেই কারণেই তাহারা উহার প্রতি সমর্থন দান করিয়াছে।

জনাব তোফায়েল আহমদ এবং জনাব আবদুর রাজ্জাকও এই সকল সভায় ভাষণ দান করেন। —এপিপি

পূর্বদেশ

১৫ই জুলাই ১৯৭০

ভেদরগঞ্জে শেখ মুজিব:

দাবী আদায়ের শেষ সংগ্রাম

ভেদরগঞ্জ (ফরিদপুর), ১৪ই জুলাই (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আগামী নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলার ন্যায্য দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে এই নির্বাচন হবে বাংলা দেশের শেষ সংগ্রাম।

গতকাল এখানে এক জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, আগামী নির্বাচন ক্ষমতা লাভের নির্বাচন নয়, এ নির্বাচন বাংলা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, সেই একই নেকেড়েরা মোষের চামড়া পরে পাকিস্তানের সংহতি গেল, সংহতি গেল বলে চীৎকার করছে।

বরিশাল যাবার পথে ফরিদপুর জেলার তারাবুনিয়া, সুরেশ্বর এবং পট্টির বিভিন্ন জনসভায় শেখ সাহেব ছ' দফার কর্মসূচীর উপর আলোকপাত করেন।

Pakistan Observer

15th July 1970

Mujib in Faridpur:

Next polls will decide fate of Bangladesh

BHEDARGANJ (Faridpur) July 14: Pakistan Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman called upon the people to unite under the banner of Awami League for next election for what he

termed as last fight of 'Bangla Desh' in establishing and realising its right., reports, APP.

Addressing a huge meeting in torrential rains yesterday the Sheikh said next polls would not merely be an exercise for going into power but a test for deciding the fate of Bangla Desh.

Failure to unite under six- point by frustrating all attempts concealed or otherwise to negate the process of achieving our goal would mean ultimate disaster for people of Bengal the Sheikh warned,

He said same wolves in the guise of sheeps' skin had raised huge and cry that integration of Pakistan was at stake, and that Islam was in danger because people of Bengal demanded their rights.

While Bengal was plundered during last 23 years consistently none of them even raised their eyebrows but when they saw their interest were at stake they lost their balance, he said.

The Sheikh, who addressed three other meetings at Tarbania Sureshawar and Patti in Faridpur district on way to Barisal said people would not be hoodwinked by these people again. He said his six-point programme reflected the aspirations of the people of Bangladesh as they have already shown their love for it. This has unnerved others, he added. "We must not fail this time," he said.

In other meeting, Sheikh Shaheb mostly dealt on Six-Point programme and his party manifesto vis-a-vis criticism of other political parties. He said, we had to go to goal when Awami League demanded justice and fair play for poor people of Pakistan but now others have to promise the same to the people.

He said common people of West Pakistan had also demonstrated their love for his programme. Sheikh pointed out among others the Awami League demanded for remission of taxes on 25 bighas of land. The meeting was also addressed by Messrs. Tofail Ahmed and Abdur Razzaq.

Morning News

15th July 1970

Mujib urges people to unite under AL banner

BHEDARGANJ (Faridpur), July 14 (APP) Pakistan Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman called upon the people to unite under the banner of Awami League for next election for what he termed as last fight of Bangla Desh in establishing and realising its right.

Addressing a huge meeting in torrential rains yesterday, the Sheikh said next poll would not merely be an exercise for going into power but a test for deciding fate of Bangla Desh.

Failure to unite under six- point by frustrating all attempts concealed or otherwise to negate process of achieving our goal would mean ultimate disaster for people of Bengal, the Sheikh warned.

He said same wolves in guise of sheep's skin had raised hue and cry that integration of Pakistan was at stake and that Islam was in danger because people of Bengal demanded their rights.

While Bengal was plundered during last 23 years consistently none of them even raised their eyebrows but when they saw their interest were at stake they lost their balance, he said.

The Sheikh who addressed three other meetings at Tarbania, Sureshawar and Patti in Faridpur districts on way to Barisal said people would not be hoodwinked by these people again.

He said his six-point programme reflected the aspirations of the people of Bangla Desh as they have already shown their love for it.

This has unnerved others, he added, 'We must not fail this time' he said.

In other meeting, Sheikh Saheb mostly dealt on six-point programme and his party manifesto vis-a-vis criticism of other political parties. He said we had to go to goal when, Awami League demanded justice and fair-play for poor people of Pakistan but now others have to promise same to the people. He said common people of West Pakistan had also demonstrated their love for his programme.

Sheikh Saheb pointed out, among others the Awami League demand for remission of taxes on 25 bighas of land. Meeting was also addressed by Messrs Tofail Ahmed and Abdur Razzaq.

আজাদ

১৬ই জুলাই ১৯৭০

গলাচিপায় শেখ মুজিব:

চক্রান্তকারীদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী

গলাচিপা, ১৫ই জুলাই।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বাংলা দেশের জনগণের স্বায়ত্তশাসন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টির যে কোনরূপ চক্রান্তের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

এখানে এক জনসভায় ভাষণদান কালে শেখ মুজিব আরও বলেন যে, জনগণের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই।

শেখ মুজিব ফরিদপুর, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলায় ১ সপ্তাহ ব্যাপী সফরে বাহির হইয়াছেন।

শেখ মুজিব আইন কাঠামোর সমালোচনা করিয়া উহা প্রত্যাহারের দাবী জানান। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া শেখ মুজিব জনগণের স্বার্থবিরোধী শক্তিগুলি সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ হইতে মীরজাফরদের উৎখাত করার আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব উপস্থিত জনতার নিকট এক শ্রেণীর পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃক বাংলাদেশকে শোষণের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন।

৬দফা কর্মসূচীর পেছনে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে না পারিলে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবিচারের অবসান ঘটান যাইবে না বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই জুলাই ১৯৭০

গলাচিপার জনসভায় শেখ মুজিব:

ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গলাচিপা, ১৫ই জুলাই।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বাংলার জনগণের হাতে ক্ষমতা ও স্বায়ত্তশাসন ফিরাইয়া দেওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির যে-কোন প্রকার কারসাজির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি ঘোষণা করেন, দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নাই যে, জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে।

শেখ মুজিব ফরিদপুর, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলাসমূহে এক দীর্ঘ সফরে বাহির হইয়াছেন। সফরের দ্বিতীয় দিবসে পটুয়াখালী ও খেপুপাড়ায় দুইটি বিরাট জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন।

শেখ সাহেব আইনগত কাঠামো আদেশের কয়েকটি ব্যবস্থার সমালোচনা করেন এবং উহাদের প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার দাবী জানান। তবে তিনি বলেন যে, জনগণ ৬-দফার পক্ষে তাহাদের রায় ঘোষণা করিলে এই সকল বিধিনিষেধ অর্থহীন বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, জনগণকে অবশ্যই গত ২২ বৎসরের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে। তিনি বাংলার মাটি হইতে এই সকল মীরজাফরকে নির্মূল করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এবং বলেন যে, এই মীরজাফররাই, প্রকৃতপক্ষে দেশের জনগণের জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি করিয়াছে।

জনগণ তাহার কর্মসূচী কেন সমর্থন করিবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শেখ সাহেব পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় সহায়তায় পশ্চিম পাকিস্তানের একশ্রেণীর লোক কর্তৃক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপর শোষণকার্য পরিচালনার কাহিনী বর্ণনা করেন।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে, সরকার বন্যার মত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানী প্রকল্পে অর্থের ব্যবস্থা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, অথচ এই বন্যার জন্যই প্রতি বৎসর ২ শত কোটি টাকা ক্ষতি হইয়া যাইতেছে।

তিনি বলেন, জনগণ ৬-দফার পিছনে দৃঢ়ভাবে না দাঁড়াইলে এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবিচার ও বৈষম্যের অবসান ঘটান সম্ভব হইবে না। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিবের পশ্চিম পাকিস্তান সফর:

দুই অংশের জনগণকে নিকটতর ও ভুল বুঝাবুঝি দূর করিয়াছে:

মাষ্টার খান গুল

পেশোয়ার, ১৩ই জুলাই।- পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাষ্টার খান গুল আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের পশ্চিম পাকিস্তান সফরকে সম্পূর্ণ সফল বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, তাহার এই সফরের ফলে কতিপয় বিষয়ে ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়াছে এবং দেশের উভয় অংশের জনগণকে নিকটতর করিয়াছে।

আজ এখানে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

মাষ্টার খান গুল বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের ছয় দফার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং ঐ সময় যাহারা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন বা তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা এ কথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, “ছয় দফার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব এবং ঐক্যের ক্ষতি সাধন করিতে পারে। পক্ষান্তরে ছয় দফা উভয় প্রদেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা

করিবে এবং ছয় দফার বাস্তবায়ন হইলে পুঁজিপতিদের দুঃসহ শোষণ হইতে জনগণ মুক্তি লাভ করিবে, পুঁজিপতিগণ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন হইতে উৎখাত হইবে এবং দেশের শ্রমিক ও কৃষক সমাজসহ দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কল্যাণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইবে।”

কাইয়ুম খানের সমালোচনা

মাষ্টার খান গুল ‘জনগণের স্বার্থের এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বিরুদ্ধে তৎপর’ হওয়ার জন্য কাইয়ুম খানের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন : কাইয়ুম খান এমন এক ব্যক্তি যিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন। তাঁহার অতীত ভূমিকা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সাত বৎসরকাল ক্ষমতাসীন থাকাকালে তিনি সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে তাঁহার একনায়কত্বসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সকল গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার গলা টিপিয়া হত্যা করেন, পাখতুনদের হত্যা করেন, ব্যালট বাস্তব ভাঙ্গিয়া ভোট চুরি করেন এবং নিজ দলের (মুসলিম লীগ) প্রার্থীদের বিরোধিতা রত নিজস্ব ভাঁড়দের নির্বাচনে জয়লাভে সহায়তা করেন।

আওয়ামী লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, কাইয়ুম খানের রাজনীতির লক্ষ্য হইল যে-কোনভাবে ক্ষমতা দখল করা- সে ভোটের মাধ্যমেই হোক, জুরাচুরি করিয়াই হোক বা চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই হোক।

কাইয়ুম খান কতিপয় মন্ত্রী সহ দেশের গণতন্ত্র বিরোধী শক্তির যোগসাজশে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান যে অভিযোগ করিয়াছেন, আওয়ামী লীগ নেতা তাহা সমর্থন করেন। জনাব গুল খান অতঃপর বলেন, কিন্তু এই হতাশ রাজনীতিকের আশা আকাংক্ষা কখনই পূরণ হইবে না।

মাষ্টার খান গুল এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে কাইয়ুম খানের দল ২০টি আসনও অধিকার করিতে পারিবে না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পরিষদে তাঁহার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ-সেখানে তাহারা সর্বমোট দশটি আসন লাভেও ব্যর্থ হইবে।

মাষ্টার খান গুল কাইয়ুম খানকে রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অপরের অনিষ্ট হইতে বিরত থাকা এবং শান্তি ও ধর্মকর্মে বাকী জীবন অতিবাহিত করার উপদেশ দেন।

কাইয়ুম খানের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া তিনি বলেন যে, কেন্দ্রে এবং প্রদেশে গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা তাঁহার অতীত অপকর্মের হিসাব-নিকাশ লইবেন। এবং দোষী প্রমাণিত হইলে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াও তিনি রেহাই পাইবেন না।

মাষ্টার খান গুল উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির পুনরুজ্জীবনের পরও কতিপয় ব্যক্তি-যাঁহারা এখানে বসবাস করিতেছেন এবং যাহাদের অর্থনৈতিক ও ভবিষ্যৎ স্বার্থও এখানকার মাটির সহিত জড়িত তাঁহারা এই প্রদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া যাইতেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই জুলাই ১৯৭০

২৩ বছরে প্রদেশ হইতে লুপ্তিত সম্পদের হিসাব চাই:
সুরেশ্বরের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা
(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

সুরেশ্বর (ফরিদপুর), ১৪ই জুলাই।- গতকাল (সোমবার) দ্বিপ্রহরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সুরেশ্বরে হজরত মওলানা জান শরিফ শাহের মাজার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গত ২২ বৎসরের বাংলার করুণ চিত্র তুলিয়া ধরেন।

তিনি বলেন, বিগত বৎসরগুলির শোষণে গ্রাম-বাংলা নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। ইহার গোলাভরা ধান আর পুকুরের মাছ নিঃশেষ হইয়াছে। আজ কৃষকের কর্তে গান নাই। তাহাদের মা-বোনের পরনে কাপড় নাই।

শেখ সাহেব বলেন, এই দুঃসহ অবস্থা হইতে বাঁচিতে হইলে আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইবে হইবে।

তিনি উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর হইতে এ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবার পূর্ব বাংলার সম্পদ লুপ্তন করিয়াছে, এবার আমরা ইহার কড়ায় গণ্ডায় হিসাব চাই। আমরা মুসলমান, আমরা ইনসাফ চাই। এই সব সমস্যার যাতনা হইতেই ৬-দফার উদ্ভব। আমরা আজ যে দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হইয়াছি, একমাত্র ৬-দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই উহা হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

তিনি বলেন, অসংখ্য শহীদের রক্তের বিনিময়ে, বহু মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষার আর আজ যখন দেশে সাধারণ নির্বাচন হইতে চলিয়াছে, মওলানা মওদুদী সাহেব তখন ধর্মের নামে এদেশের নিরীহ মানুষকে প্রতারণা করার চেষ্টা করিতেছেন এবং বাংলার মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন মিথ্যা উক্তি করিতে শুরু করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাংলার মুসলমানরা মাঠে দাঁড়াইয়া গামছা গায় দিয়া নামাজ আদায় করে। এই ধরনের উক্তির জবাব আপনাদিগকে দিতে হইবে আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে। সভায় সভাপতিত্ব করেন নড়িয়া থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মমিন আলী বেপারী।

শেখ মুজিবের আগমন উপলক্ষে এখানে সকাল হইতে হাজার হাজার লোক পদ্মার পাড়ে ব্যানার ও রং-বেরংয়ের প্লাকার্ড হাতে অপেক্ষা করিতে থাকে। প্রিয় নেতার লঞ্চখানি ঘাটে গিয়া ভিড়িলে উল্লাসিত জনতা মুহুমুহ আনন্দধ্বনি সহকারে তাহাকে অভ্যর্থনা জানায়।

শেখ মুজিবর রহমান মাজার প্রাঙ্গণে পৌছিয়াই প্রথমে হজরত মওলানা জান শরিফ শাহের মাজার জিয়ারত করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মাজারের গদিনসীন (পীর) শাহ জালাল নুরে এবং শাহনুরের গজমুল মাজার তরফ হইতে নেতাকে মাল্যভূষিত করেন।

সংবাদ

১৬ই জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিবের আহ্বান: ‘মীরজাফরদের নির্মূল করুন’

গলাচিপা, ১৫ই জুলাই (এপিপি)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল ক্ষমতা হস্তান্তর ও বাংলা দেশের মানুষের স্বায়ত্তশাসন লাভের পথে যে কোন চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী জ্ঞাপন করেন।

ফরিদপুর, পটুয়াখালী ও বরিশালে সপ্তাহব্যাপী সফরের দ্বিতীয় দিনে পটুয়াখালীতে এক পথসভায় এবং খেপুপাড়ায় এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন।

শেখ সাহেব আইনগত কাঠামো আদেশের সমালোচনা করিয়া অবিলম্বে উহা প্রত্যাহারের দাবী জানান। তিনি বলেন যে, জনগণ ৬-দফার পক্ষে রায় দিলে এই আদেশের কোন অর্থ থাকিতে পারে না।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিতে যাইয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, যাহারা গত ২২ বৎসর যাবৎ জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।

তিনি বাংলার বুক হইতে এই সমস্ত মীরজাফরদের উচ্ছেদ করবার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইহারাই জনগণের ভাগ্যে দুঃখকষ্ট ডাকিয়া আনিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই জুলাই ১৯৭০

বার্তাসংস্থার ব্যাখ্যা মতে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র’ মামলার নেপথ্য কাহিনী:
মামলা সাজানো ও শেখ মুজিবকে জড়ানোর চক্রান্তে জাফরের ভূমিকা ফাঁস

গতকাল (বৃহস্পতিবার) বার্তা প্রতিষ্ঠান পি,পি,আই তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কিভাবে শেখ মুজিবর রহমানকে জড়িত করা হয় সেই নেপথ্য কাহিনীর বিবরণ দিয়াছেন।

এই কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বার্তা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান প্রেস ইন্টার ন্যাশনালের রাজনৈতিক সংবাদদাতা বলেন : এই তথাকথিত মামলার তদন্ত সমাপ্ত এবং এ ব্যাপারে সাধারণ্যে ঘোষণা প্রকাশের পর আইয়ুব সরকারের মন্ত্রীদের নিম্নসূচক বিবৃতিদানের ‘উপদেশ,’ দেওয়া হয়। দশজন মন্ত্রীর সাতজন সঙ্গে সঙ্গে সে ‘উপদেশ’ পালন করেন। কিন্তু তিনজন মন্ত্রী জনাব সবুর খান, জনাব আলতাফ হোসেন ও সৈয়দ শরিফ উদ্দিন পীরজাদা উহাতে অসম্মতি জানান। পরে জনাব সবুর খান এবং আলতাফ হোসেনও তদানীন্তন প্রেসিডেন্টের চাপ ও ভীতি প্রদর্শনের মুখে নতি স্বীকার করেন। সংবাদদাতা বলেন : সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব জনাব সবুর খানকে তলব করিয়া বলেন যে, ষড়যন্ত্র মামলার কিছু সংখ্যক সাক্ষী তাহার (সবুর) নামও উল্লেখ করিয়াছে। জনাব আলতাফ হোসেনকে বলা হয় যে, মন্ত্রী থাকিতে হইলে তাঁহাকে প্রেসিডেন্টের কথামত বিবৃতি দিতে হইবে। এই সময় বিদেশে চিকিৎসা বাবত জনাব আলতাফ হোসেন যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, উহা মঞ্জুরী প্রাপ্তিও তোলা হয়। একমাত্র জনাব পীরজাদাই কোন বিবৃতিদান হইতে বিরত থাকেন। সম্ভবতঃ কয়েক মাস আগেই তিনি পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাকে আর এ ব্যাপারে চাপ দেওয়া হয় নাই। চারিমাস পরে তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়।

পি,পি,আই প্রতিনিধি আরও বলেন, “যখন স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্সি চূড়ান্ত করা হইতেছিল, সেই সময় সকল মহলেই এ কথা ব্যাপকভাবে জানাজানি হইয়া যায় যে, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে তীব্র মতভেদ রহিয়াছে। জনাব পীরজাদা অর্ডিন্যান্সিটির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। অপরপক্ষে তদানীন্তন আইনমন্ত্রী জনাব এস, এম, জাফর অর্ডিন্যান্সের পক্ষে ওকালতি করেন। জনাব সবুর খান ও জনাব আলতাফ হোসেন আইন বিষয়ে সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞ জনাব পীরজাদার বক্তব্য সমর্থন করেন, অন্যরা জনাব জাফরের পক্ষ নেন। স্মরণ্যযোগ্য যে, প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ উইলিয়ামস শেখ মুজিবের পক্ষে ঢাকা হাইকোর্টে রীট আবেদন দাখিল করিয়া অর্ডিন্যান্সিটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। উহা প্রায় ১ বছরকাল বিচারাধীন থাকে এবং জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পর মামলাটির ভিত্তিই কাঁপিয়া ওঠে। অর্ডিন্যান্সিটি চূড়ান্ত করিয়া যখন মন্ত্রিসভার সামনে পেশ করা হয়, আইয়ুব খান তখন অসুস্থ এবং খাজা শাহাবুদ্দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন।”

পি,পি,আই আরও জানান, “তদানীন্তন আইনমন্ত্রী জনাব জাফর মামলাটি পরিচালনার জন্য বিশেষ আইনজীবী হিসাবে জনাব মনজুর

কাদেরকে অবিশ্বাস্য রকম ফি দিয়া নিয়োগ করেন। এইভাবেই তদানীন্তন এটর্নী জেনারেল শেখ গিয়াস মোহাম্মদ, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল জনাব নুরুল হুদা, পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল জনাব আসগর হোসেন প্রমুখকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া হয়। জনাব মনজুর কাদেরকে সহায়তা করার জন্য নিয়োজিত তিন চারিজন আইনজীবীর মধ্যে শুধু বর্তমানে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব টি, এইচ, খানকে বাদীপক্ষের কৌশলীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জনাব টি, এইচ, খান এই মামলায় শেখ মুজিবর রহমানকে জড়ানোর বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাহার কথা উড়াইয়া দেওয়া হয়। আইন দফতরের তদানীন্তন সেক্রেটারী জনাব আমিনুল ইসলাম মামলার বিচারের ব্যাপারে কোন কোন বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন জনাব জাফর ও জনাব মনজুর কাদের। দুইজনই আইনজীবী বিধায় তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ, আর, খান তাহাদের মতামতই মানিয়া নেন। গোড়ায় পূর্ব পাকিস্তানী একজন বিচারপতিকে এই ট্রাইব্যুনালের প্রধান করার কথা হয়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ হইতে এস, এ, রহমানের অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেই ট্রাইব্যুনালের প্রধান নিয়োগ করা হয়। পরে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহত ও মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রবর্তিত হইলে জনাব জাফরই স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল হইতে মামলাটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করেন।”

পিপিআই’র রাজনৈতিক সংবাদদাতা দাবী করেন যে, “মৌলভী ফরিদ এবং অন্যরা মামলাটি প্রত্যাহারের দাবী জানান এবং এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান শেষ পর্যন্ত জনমতের কাছে নতি স্বীকার করেন।”

সংবাদদাতা বলেন, “এদিকে রাজসাক্ষীদের জেরাকালীন বক্তব্য মামলাটির অবস্থা কাহিল করিয়া তোলে এবং অন্ততঃ সংখ্যাধিক্য রায়ে শেখ মুজিবর রহমানের সসম্মানে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।” উল্লেখযোগ্য যে, মামলাটি খাড়া করার জন্য জনাব মঞ্জুর কাদেরকে ৫১ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়াও তাহাকে রোজ ৫ হাজার বা মাসে ৩৫ হাজার টাকা এবং তাহার স্ত্রীর জন্য মূল ফির শতকরা দশভাগ দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে জনাব জাফরের সাম্প্রতিক উক্তি দেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই অপচেষ্টামাত্র এবং সে কারণেই উহা নিন্দনীয়।

আজাদ
১৮ই জুলাই ১৯৭০
বরগুনার জনসভায় শেখ মুজিব:
আসন্ন নির্বাচনে স্বায়ত্তশাসন প্রাঙ্গণে সুস্পষ্ট রায় দিতে হইবে

বরগুনা (পটুয়াখালী), ১৭ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান স্থানীয় স্কুল ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, আগামী নির্বাচন কেবলমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরেরই উপায় নহে, বরং বাংলা দেশের জনগণ চিরকালের জন্য শোষণের অবসান চাহে কিনা তাহার পরিচয় দেওয়ার শেষ সুযোগ। শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের নির্ধারিত ও দরিদ্র জনগণের প্রতি আশ্বাস দিয়া বলেন যে, জমিদার, জায়গীরদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের কবল হইতে মুক্তির সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও অতীতে শোষণ, নির্যাতন, অন্যায় ও অবিচারের শিকার হইয়াছে। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব ভোটের মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের উৎখাত এবং স্থানীয় মীরজাফরদের “খতম” করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা না গেলে দেশে রক্তপাত ও গোলযোগ দেখা দিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান গত বুধবার পটুয়াখালীর অন্তর্গত আমতলিতে অপর এক জনসভায় বক্তৃতাকালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী মানিয়া লওয়ার এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।—পিপিআই/এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ই জুলাই ১৯৭০
কলোনী হিসাবে নয়, যথার্থ অধিকার লইয়া বাঁচিতে চাই:
খেপুপাড়ার জনসভায় শেখ মুজিবের দৃষ্ট ঘোষণা
(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

খেপুপাড়া (পটুয়াখালী), ১৪ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান কিছুসংখ্যক তথাকথিত মওলানার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, ইহারা পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি ধনী পরিবারের স্বার্থরক্ষার জন্য পবিত্র ইসলামকে লইয়া রাজনৈতিক খেলা করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন মওলানা আবার কায়েমী স্বার্থীদের ভাড়াটিয়া এজেন্ট হিসাবে কাজ করিতেছেন এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে তাহারা ইসলামের পবিত্র নাম লইয়া টাঁকার শুরু করিয়াছেন।

আজ বিকালে স্থানীয় পাবলিক হল ময়দানে খেপুপাড়া থানা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ডাঃ আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব বলেন যে, বাংলা দেশে ইসলাম কখনও বিপন্ন হয় নাই কিংবা ভবিষ্যতেও হইবে না।

ভারত, চীন কিংবা রাশিয়ার মত অমুসলিম দেশেও ইসলামের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আল্লাহই ইসলামের রক্ষক। সুতরাং মুসলিম-প্রধান এই দেশে ইসলাম বিপন্ন হওয়ার ধূয়া তোলা অবাস্তব। তাই ইসলামের নহে, ৭ কোটি বাঙ্গালীর ভাগ্য নির্ধারণের জন্যই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে।

তিনি বলেন, আমরা ৬-দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিব কিনা এবং আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে কি-না আগামী নির্বাচনে তাহাই নির্ধারিত হইবে। আমরা যদি এই স্বায়ত্তশাসন অর্জন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ চিরদিনের মত দাসে পরিণত হইবে। আগামী শাসনতন্ত্রে বাংলা দেশের স্বায়ত্তশাসন এবং ইহার ন্যায় অধিকার স্বীকৃত না হইলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইবে এবং দেশে রক্তপাত ঘটবে।

দৃষ্টকণ্ঠে শেখ মুজিব বলেন, মুসলমানিত্ব লইয়া যাহারা বড়াই করেন তাহারা গুনিয়া রাখুন, বাংলা দেশের মুসলমানরা ছেঁড়া কাপড় আর গামছা গায়ে দিয়া নামাজ আদায় করে। না খাইয়া তাহারা রোজা রাখে। সত্যিকার ধর্মভীরু মুসলমান যদি কোথাও থাকিয়া থাকে, তাহারা বাংলা দেশেই রহিয়াছে।

মওলানা মওদুদী এবং তাঁহার অনুসারীদের উদ্দেশে শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি যেন পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থীদের নিকট ইসলামের সাম্যের বাণী প্রচার করেন। এই সব কায়েমী স্বার্থী তাহাদের বাঙ্গালী মুসলমান ভাইদের সম্পদ লুট করিয়াছে ইহারা বাঙ্গালীদের ন্যায় হিস্যা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে।

শেখ সাহেব ইসলামের দৃষ্টিকোণ হইতেই তাহাদের নিকট ন্যায় বিচারের আবেদন জানান।

তিনি বলেন, একটি অঞ্চলের কলোনীতে পরিণত হইবার জন্য আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি নাই। সমান অধিকারের সহিত আমরা বসবাস করিতে চাই। পশ্চিম পাকিস্তানী কাপড় চালানর জন্য বাংলার তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করা হইয়াছে। বাংলার ২০ লক্ষ তাঁতী আজ বিভিন্ন রকমভাবে জর্জরিত হইয়া নামোমাত্র বাঁচিয়া আছে।

বাংলার তামাক ও লবণ শিল্পও আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। এখানকার পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট কর জমা দেন না, তাহারা এমনকি এখানে ভিক্ষা বা জাকাত ফেতরাও দেন না।

শেখ সাহেবের বক্তৃতার সময় আকাশ মেঘমুক্ত থাকিলেও সভাস্থল কর্মমাজ ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করে। দূর-দূরান্ত হইতে অসংখ্য নৌকাযোগে লোকজন সভায় আগমন করে। এমনকি মহিলারাও শেখ মুজিবকে একনজর দেখার জন্য বিভিন্ন দালানের ছাদে আশ্রয় নেন। ইহার আগে শেখ সাহেবের লঞ্চখানি আগুনমুখী নদী হইতে নৌকা-শোভাযাত্রা সহকারে খেপুপাড়া লইয়া আসা হয়।

দৈনিক পয়গাম

১৮ই জুলাই ১৯৭০

বরগুনার জনসভায় শেখ মুজিব:

অতীত বঞ্চনার ক্ষতিপূরণের দাবী ব্যতীত ৬ দফায় আর কিছু নাই

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বরগুনা (পটুয়াখালী), ১৭ই জুলাই।- স্থানীয় স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিরাট এক জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন, আগামী নির্বাচনের অর্থ শুধু ক্ষমতা দখল নয়, ইহা বাংলা দেশের জনগণের চিরতরে শোষণমুক্ত হইয়া স্বকীয় লক্ষ্যে পৌঁছিব্যারও একটি সুযোগ বটে।

শেখ সাহেব বর্তমান উপকূলীয় জেলাগুলিতে সফর করিতেছেন। তিনি আমতলীর এক জনসভায় বক্তৃতা করেন এবং সেখানে হাট ও আওয়ামী লীগ অফিস পরিদর্শন করেন। গত বুধবার তিনি পটুয়াখালী, গলাচিপা ও খেপুপাড়ার জনসভায় বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি আপনারা এই সুযোগ হারান, তবে এই সুযোগ অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে যে ত্যাগ স্বীকার করা হইয়াছে, বাংলার ভাবী বংশধরদের চির দাসত্বের মুক্তিকল্পে যাহারা আত্ম বিসর্জন দিয়াছেন, তাহারা আপনারদের ক্ষমা করিবেন।

তিনি বলেন, শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের আঞ্চলিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নির্ধারিত হইবে যদি আওয়ামী লীগ ও তাঁহার ৬-দফা কর্মসূচীর পশ্চাতে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে বাংলা দেশের অধিকার আদায় করা সম্ভব হইবে।

তিনি বলেন, সাধারণ বাংগালীর মত পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিটি প্রদেশে জায়গীরদার ও স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক সাধারণ মানুষ শোষিত ও নির্যাতিত হইতেছে। তিনি তাহাদের কবল হইতে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের মুক্তির সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন দানের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের জন্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সাধারণ মানুষের জন্য ইনসাফ কামনা করি। শোষকের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম।

কয়েকটি রাজনৈতিক দল বিশেষতঃ জামাত, পিডিপি, ও আইয়ুব লীগ- ৬ দফার বিরুদ্ধে যে মিথ্যার জাল বুনিতেছে এ মিথ্যা ফতোয়ার তুবড়ী ছুটাইতেছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, যে বাংগালীকে তাহারা আরও অধিক দিন যাবৎ শোষণ করার ইচ্ছা পোষণ করে সেই বাংগালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন ঘটিয়াছে এই ৬-দফার মধ্যে।

৬-দফার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইহার মধ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অতীতের বঞ্চনার ক্ষতিপূরণের দাবী ছাড়া ইসলাম বিরোধী বা রাষ্ট্রে অখণ্ডত্বের প্রতি ক্ষতিকারক কিছুই নাই। আজ যাহারা ‘ইসলাম গেল’ রব তুলিতেছে, বিগত ২৩ বৎসর যাবত যখন বাংগালীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়া চরম দুরবস্থায় কাল কাটাইতেছিল, তখন তাহারা কোন উচচবাচ্য করে নাই। তিনি বলেন, ১৩ শত বৎসরেও ইসলাম ধ্বংস হয় নাই, অথচ যে দেশের ৯০ ভাগ লোক মুসলমান সেখানে কি করিয়া ইসলাম বিপদগ্রস্ত হইতে পারে? এই সকল লোকই যুক্ত নির্বাচন ও বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার আন্দোলনের সময়ও ‘ইসলাম গেলো’ ধুয়া তুলিয়াছিল। ইহারাই ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করিয়াছিল। -এপিপি

Morning News

18th July 1970

Mujib urges Govt. to concede Class IV employees demands

AMTALI (Patuakhali) July 17 (APP): Sheikh Mujibur Rahman has asked the Government to concede the demands of Class IV employees and restore normal situation.

Addressing a big public meeting here on Wednesday the Sheikh warned Government not to complicate matters by simply dragging it and sustain trouble. He asked the Government not to compel him to launch movement to realise their just demands.

He said wrong economic policy of the past Governments had widened gaps between haves and have nots and living had been made impossible for lower grade employees. He said that these people were further ex- compelled to adopt such extreme measures as strike because of stringent economic condition.

It is the right of every free citizen to have assurance of living, he added.

He asked the Government to release arrested employees and reinstate sacked ones. He said such situations would not have occurred if efforts to keep standard of living within means of all lower grade bread earners. Government should make efforts for arresting soaring prices and solving problems such as floods

directly connected with production as all temporary measures would be futile, he said.

POLLS OPPORTUNITY

The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, said in Barguna that next election would not merely be means for induction into power but an opportunity for people of Bangla Desh to demonstrate whether they wanted to end exploitation once for all and be master of their own destinies.

Sheikh Mujib was addressing a big public meeting at a local school ground. The Sheikh was touring coastal district of Patuakhali. He also visited a local hat and Awami League office at Amtali. On Tuesday the Sheikh addressed public meetings at Patuakhali, Golachipa and Khepupara.

He said, “If you (people) fail to exploit this opportunity which had come after enormous sacrifices through unity and by choosing those persons who can fight for Bengal posterity, who would have to live life of slaves, would not pardon you.”

Rights of Bangla Desh would only be realised if they could stand unitedly behind the Six- Points and the Awami League which suffered for Bengal, he said.

Sheikh said like Bengalis common men of West Pakistan every province were subject to oppression and exploitation by jaigirdars and vested interests. Sheikh assured West Pakistani brethren all support in their struggle for emancipation from the clutches of these jaigirdars and vested interests. He said, “We want justice, for us as for common man of the Western Wing. Our fight is against exploiters.”

Narrating why certain political parties particularly Jamaat, PDP and Ayub-Leaguers were spreading patent lies and circulating false fatwas against the Six Points and the Awami League, Sheikh said that they are scared of the Six Points which contained aspirations of Bengalis whom they intend to exploit for some time more. Six Points had not only denuded their evil designs against Bengal but also stood as deterrent against any further onslaught on Bengalis.

আজাদ

১৯শে জুলাই ১৯৭০

গবর্ণরের নিকট মুজিবের তার

বরিশাল, ১৮ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায় দাবী দাওয়া মানিয়া

লওয়ার এবং বিরোধের ন্যায় সমাধানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রাদেশিক গবর্ণরের নিকট আহ্বান জানাইয়াছেন।

গবর্ণর ভাইস-এডমিরাল এস এম আহসানের নিকট প্রেরিত তারবার্তায় শেখ সাহেব বলেন যে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায় দাবী মানিয়া লওয়ার ব্যর্থতার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তিনি উদ্ভিগ্ন।

তিনি এই সঙ্গে তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত সকল মামলাও ও কর্মচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহার এবং সকল আটক কর্মচারীকে মুক্তিদানের দাবী জানাইয়াছেন।—এপিপি

আজাদ

১৯শে জুলাই ১৯৭০

ঝালকাঠিতে শেখ মুজিব

ঝালকাঠি, ১৮ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান জনগণকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, কনভেনশন লীগ নেতারা একদিন জনগণের নাগরিক অধিকার হরণ করিয়াছে, তাহারা আজ আবার জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত।

শেখ মুজিব বলেন, ইহারা জনগণের ভোটাধিকার হরণের মাধ্যমে অতীতে তাহাদের সাবেক ‘হীরা’ আইয়ুবের পদতলে সব কিছু বিসর্জন দিয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি জনগণের নিকট অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান। কারণ বহু প্রাণের বিনিময়ে উহা ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে।

শেখ সাহেব এই সভায় প্রায় পাঁচঘণ্টা বিলম্বে পৌছেন। এই সময় বৃষ্টি ও কাদার মধ্যে শত শত ব্যক্তি তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে।

এই একই সময়ে ৫০ মাইল দূরবর্তী বরগুনা হইতে এখানে আগমনের পথে তিনি ৮টি বড় বড় জনসমাবেশে বক্তৃতা দেন।

শেখ মুজিব তাহার বক্তৃতায় দেশের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের উল্লেখ করিয়া বলেন, গত ২৩ বৎসরের ইতিহাস ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। বাঙ্গালীদের বঞ্চনার ইতিহাস। এই অবস্থায় আজ জনগণের সামনে হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের শেষ সুযোগ আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাদের উহার অপব্যবহার করিলে চলিবে না।

তিনি বক্তৃতায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিকটও জাগিয়া উঠার আহ্বান জানান এবং বলেন, জায়গিরদার ও কায়মী স্বার্থবাদীদের নির্বাচনে জয়ী হইতে দিলে চলিবে না।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে জুলাই ১৯৭০

আসন্ন নির্বাচনে জনগণের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে

সামান্যতম ভুল ও বাংলার বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে:

মুলাদীর জনসভায় ভোটদেদের দায়িত্ব সম্পর্কে শেখ মুজিবের সতর্কবাণী

মুলাদী (বরিশাল), ১৮ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর আজ এখানে বলেন যে, আগামী ৫ই অক্টোবর জনগণের রায়ে বাংলা দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে।

তিনি আজ দুপুরে মুলাদী হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বলেন যে, জনগণের অধিকার ও আশা-আকাংক্ষাসম্বলিত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য লইয়াই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। কাজেই জনগণ উহাতে যে রায় দিবেন তাহা দেশের ভবিষ্যতের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিবে। তিনি জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন যে, তাহাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভুল হইলেও বাংলাদেশের জন্য বিপর্যয় নামিয়া আসিবে।

সেইজন্যই তিনি মনোনিয়ন কাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের পক্ষে ভোটদানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি ৬-দফা কর্মসূচীর লক্ষ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, উহা দেশের উভয় অংশকেই শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

শেখ সাহেব জামাতে ইসলামী, পিডিপি ও মুসলিম লীগ নেতাদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহারা ইসলামের নামে গলা ফাটাইতেছেন এবং জনগণ তাহাদের প্রত্যাখ্যান করিলেও পুনরায় বৃহৎ শিল্পপতিদের স্বার্থে কাজ করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইসলাম স্বীয় শক্তিতেই চিরদিন টিকিয়া থাকিবে। তিনি বাঙ্গালীদের আর শোষণ না করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ শিল্পপতিদের এবং শোষকদের অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য মওলানা মওদুদী ও তাহার অনুসারীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এইভাবেই শুধু মওলানা মওদুদী ইসলামের খেদমত করিতে পারেন। শেখ সাহেব আরও উল্লেখ করেন যে, ইসলাম কখনও কোন প্রকার শোষণকে উৎসাহ প্রদান করে নাই। কিন্তু মওলানা মওদুদী ও নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের মত লোক কোনদিনই বাংলা দেশের প্রতি অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নাই। তিনি বলেন, আইয়ুবী আমলে যখন ঢাকা ও প্রদেশের অন্যান্য স্থান পুলিশের

গুলীতে শহীদানের রক্তে ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন এই সকল লোককে একটুও প্রতিবাদ করিতে দেখা যায় নাই। কিন্তু তিনি বলেন, আজ এই তথাকথিত ইসলাম-প্রিয় ব্যক্তিরাই জনগণের দুয়ারে ভোট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন।

শেখ সাহেব বাংলা দেশকে কিভাবে সর্বপ্রকারে বঞ্চনা করা হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ দান করেন।

পূর্বাঙ্কে মুলাদী আগমনের পর এখানে তাহাকে এক বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি লঞ্চের ছাদের উপরে উঠিয়া হস্ত উত্তোলনপূর্বক সমবেত জনতার প্রীতি ও শুভেচ্ছার জবাব দেন। শেখ সাহেব আজ অপরাহ্নে পাতারহাটে অপর এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা বাংলা দেশের জনগণের আশা-আকাংক্ষারই প্রতীক। তিনি উল্লেখ করেন যে, ৬-দফায় পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্যই স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং উহাতে অনৈসলামিকও কিছু নাই।—পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে জুলাই ১৯৭০

অন্যের হিস্যায় হাত দিতে চাই না,

এতদিন বাংলার যে সম্পদ লুণ্ঠন করা হইয়াছে তাহাই ফেরত চাই:

বরগুনার বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান

শেখ মুজিবের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

বরগুনা (পটুয়াখালী), ১৫ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র এবং নির্যাতিত জনসাধারণকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেন যে, ভূস্বামী এবং জমিদারদের শোষণ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করার জন্য তিনি সংগ্রাম করিবেন। তিনি তাহাদের প্রতি এইসব শোষণকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ৭ কোটি বাঙ্গালী তাহাদের পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত ভাইদের সমর্থনে আওয়াজ তুলিবে।

আজ বিকালে বরগুনা হাই স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী জনসাধারণ শোষণ ও নির্যাতনের হাত হইতে তাহাদের মুক্তি সংগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানীদের নেতৃত্বের অপেক্ষা করিতেছে। আগামী নির্বাচনে এজন্য আপনাদের মধ্যে নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বাংলা দেশের প্রতি প্রদর্শিত অবিচারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে তাঁহার কিছু বলার নাই। তাহাদের ন্যায় হিস্যা হইতে তিনি ভাগ চাহেন না। বাংলার যে সম্পদ এতদিন লুণ্ঠন করা হইয়াছে তাহাই তিনি ফিরিয়া পাইতে চাহেন।

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের সম্পর্কে তাঁহার দলের বক্তব্য পুনরুল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ কোরান ও সুন্নাহার পরিপন্থী কোন আইন পাস হইতে দিবে না। কিছুসংখ্যক ভাড়াটিয়া মওলানা যে মিথ্যা প্রচারণা চালাইতেছেন, তিনি তাহাদের সম্পর্কে সকলকে হুঁশিয়ার থাকিতে বলেন। এইসব মওলানাকে তিনি ‘ফতোয়ার বেপারী’ বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইহাদের কার্যকলাপ পবিত্র ইসলামের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতেছে। এ-সম্পর্কে তিনি সকলকে ভাষা আন্দোলন ও যুক্ত নির্বাচন আন্দোলনকালে প্রদত্ত ফতোয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি মওলানা মওদুদী এবং তাহার সহযোগীদের উদ্দেশে বলেন যে, তাহারা যেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, এই প্রদেশ হইতে মূলধন পাচার বন্ধ, প্রতিরক্ষা বিভাগসহ কেন্দ্রের সকল বিভাগে বাঙ্গালীদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বে নিশ্চয়তা বিধান এবং কেন্দ্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা দিতে বাংলার ন্যায় বরাদ্দের ব্যবস্থা সম্বলিত কর্মসূচী পেশ করেন।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল লতিফ মাষ্টার। স্মরণকালের মধ্যে বরগুণায় এত বড় জনসভা আর কখনও হয় নাই। নব-প্রতিষ্ঠিত পটুয়াখালীর এই মহকুমা শহরটি দূর-দূরান্তর হইতে আগত অগণতি লোককে যেন আর জায়গা দিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শেখ মুজিবের সভাস্থল অভিমুখে ধাবিত জনতার বিশাল শ্রোত স্থানীয় নাগরিকদের চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্যের অবতারণা করে। পূর্বাঞ্চে মুজিবের লঞ্চখানি এখানে আসিয়া পৌঁছিলে জনতা তাহাকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। এই লঞ্চ শোভাযাত্রা দুই মাইল দূর হইতে শেখ মুজিবের লঞ্চখানি ঘিরিয়া ইহাকে বরগুনা ঘাটে লইয়া আসে। শেখ মুজিবের আগমন উপলক্ষে এখানে শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও ‘বঙ্গবন্ধু’ নামে কতকগুলি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয় এবং শহরটি উৎসবমুখর হইয়া উঠে।

আমতলী

বরগুনা আগমনের পূর্বে শেখ মুজিবর রহমান পটুয়াখালীর অন্যতম থানা সদর দফতর আমতলীতেও এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন।

আমতলী হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত এই সভায় তিনি ধর্মঘটি ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়ার জন্য সরকারের প্রতি

আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান শ্রেফতারকৃত কর্মচারীদের মুক্তি এবং ধর্মঘটজনিত কারণে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃতদের অবিলম্বে পুনর্নিয়োগ করার জন্যও দাবী জানান।

Pakistan Observer

19th July 1970

Mujib cautions people against conspiracies

JHALAKATI, July 18: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman cautioned the people that Conventions politicians who had wrested civil liberties were again active in conspiracies against people's causes particularly against the people of Bengal, reports APP.

Sheikh Mujib said these pro Ayub elements had so long sacrificed everything at the altar of their hero former President Ayub Khan by taking away voting right from people.

Addressing a mammoth public meeting here on Thursday Sheikh Mujib urged the people to be most cautious in exercise of voting right which was regained after enormous sacrifices.

Sheikh Mujib wondered how pro Ayub elements dared raise their head after last mass up-surge the wrath of which entirely felt on these people. These people when forgetting history that Pakistan was born through votes did first thing to take away this fundamental right of frees people.

These people he said were speaking in the same manner as they did during the decade of oppression, drawing encouragement and inspiration from present special circumstances. He urged the people to watch every step of these people carefully guard against committing mistakes so that huge sacrifices of Shahids were not dishonored.

Sheikh Mujib recounting the political development in the country said last 23 years of history was replete with conspiracies and betrayal against Bengal.

This was the last chance to restore their right which is possible only by unity through six- points.

He repeated his appeal to common men of West Pakistan who are also equally oppressed like Bengalees to rise and see that no jagirdars and big vested interests were sent to Assembly.

Morning News

19th July 1970

Oct. 5 to decide future of Bangla Desh : Mujib

MULADI (Barisal). July 18 (PPI) : Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman said here today that the future of Bangla Desh will be decided by the verdict the people will give on October 5.

He was addressing a massive public meeting at Muladi High School grounds this noon. He told the gathering that the coming election was solely meant for framing a constitution incorporating the rights and aspiration of the people so any verdict the people gave on October 5 would have far reaching consequences on the future events of the country, he added.

The Sheikh who is now touring the coastal districts of Patuakhali and Barisal in connection with the electioneering campaign cautioned the people that slight mistake on their part in making right decision would spell disaster for the Bangla Desh.

He, therefore, called upon the people to cast their votes in favour of Awami League nominees without asking who has been nominated. He pointed out that anybody casting votes in favour of his nominees would mean that he had voted for six point programmes which aimed at eliminating vested interests, exploitation and their agents and creating a society free from hunger, miseries and disease.

Sheikh Mujib explained to his vast audience how the Bengalees had been indiscriminately exploited and deprived of their rights during the last 22 years and said Ayub's wrath fell on him because of his fight for regaining the rights and shares which he snatched away from the people.

He castigated Jamaat, PDP and Muslim League leaders for crying wolf in the name of Islam and said that these leaders though had been rejected by the people had come to the political field at the instance of big industrialists to serve their interests.

Earlier on arrival at Muladi Sheikh was accorded a rousing reception by hundreds of enthusiastic people.

Addressing another vast public meeting at Patharhat this afternoon the Sheikh said that the six point programme of Awami League had symbolised the hopes and aspiration of the people of Bangla Desh.

APPEAL TO HINDUS

Addressing a big public meeting at Galachipa on Tuesday Sheikh Mujib made an appeal to the Hindus not to migrate to India from their motherland.

Sheikh Sahib said he was pained to know that some Hindus were living this province. He told them that they had equal right in Pakistan like their Muslim brothers. In this connection he maintained all men are equal to Allah who, he said, is Rabbul Alamin and not Rabbul Musleemins.

Hence every citizen in Pakistan irrespective of his religious faith should live here without any feeling of insecurity, he added.

He said it was sacred duty of every Muslim to protect members of minority community and live in complete communal harmony with them. He was confident that the Muslims of this province would spare no pains to reserve the rights and privileges of the Hindus.

CONSPIRACIES AGAIN

APP adds : Addressing a mammoth public meeting at Jhalakati on Thursday the Awami League Chief cautioned the people that conventionists politicians who had wrested civil liberties were again active in conspiracies against people's causes particularly against the people of Bengal. Sheikh Mujib said these pro-Ayub elements had so long sacrificed everything at the alter of their hero former President Ayub Khan by taking away voting right from the people.

The Sheikh urged the people to be most cautious in exercise of voting right which was regained after enormous sacrifices. The Sheikh was about five hours behind schedule to address the meeting because on his 50-mile way from Barguna Sheikh addressed eight largely attended wayside meetings while hundreds of people awaited Awami League leader in mud and rain.

The Sheikh wondered how pro-Ayub elements dared raise their head after last mass upsurge the wrath of which entirely fell on these people. These people who forgetting history, that Pakistan was born through votes did first thing to take away this fundamental right of free people.

Mujib's telegram to Governor : Class IV employees

BARISAL July 18 (APP) : Sheikh Mujibur Rahman, Chief of Awami League, has urged the Provincial Governor to accept the legitimate demands of Class IV employees of the East Pakistan Government and create necessary condition for a just solution.

In a telegram sent to Vice- Admiral S. M. Ahsan, the Sheikh said that he was gravely concerned by the situation created due to failure to accept legitimate demands of Class IV employees. He also urged the Governor to release all persons detained and withdrawal of all cases of suspension and dismissal order in this connection in order to create necessary condition, for a just solution.

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে জুলাই ১৯৭০

নির্বাচনের ফলাফলই হইবে স্বায়ত্তশাসন ও

বঞ্চনামুক্তির প্রশ্নে চূড়ান্ত রায়: শেখ মুজিব

কালাইয়া (পটুয়াখালী), ১৮ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে পুনর্বার উল্লেখ করেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য এক সুখ ও সমৃদ্ধির যুগের সূচনা করবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ইহা শোষণ নির্যাতন ও ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাইবে এবং পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিবে।

শেখ সাহেব আজ বিকালে কালাইয়া গার্লস স্কুল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিতেছিলেন। তিনি বলেন, গত ২২ বৎসরে শোষণকারীরা বাংলা দেশের রক্ত শুষিয়া খাইয়াছে। এখানকার লোক আজ সীমাহীন দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত। এই বিপদ হইতে বাঁচিবার একমাত্র হাতিয়ার হইতেছে ৬-দফা।

শেখ সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, বিশেষ করিয়া আইয়ুবী আমলে এই প্রদেশের প্রতি কতখানি অবিচার করা হইয়াছে, সশস্ত্র বাহিনীসহ কেন্দ্রের অন্যান্য চাকুরীতে কিভাবে বাংলা দেশকে ইহার ন্যায্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে এবং প্রাপ্ত বিদেশী ঋণ বরাদ্দের বেলায় কি পাহাড়-প্রমাণ বৈষম্য প্রদর্শিত হইয়াছে একে একে তাহার বিবরণ প্রদান করেন।

তিনি বলেন, বাংলা দেশের কথা বলার জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) মত লোক একনায়ক আইয়ুবের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়া অসহ নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাকেও (মুজিবকে) কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং অগণিত আওয়ামী লীগ কর্মী নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। যে জনসাধারণ তাঁহাকে তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন তিনি

তাহাদের জন্যই তাহার শেষ রক্ত বিন্দুটি পর্যন্ত উৎসর্গ করিবেন। বাংলার প্রতি সামান্যতম বিশ্বাসঘাতকতা করার পরিবর্তে তিনি মৃত্যুকেই শ্রেয় বলিয়া গণ্য করিবেন; জনসাধারণের ভোটে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বিজয়ী হইতে পারিলেই ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হইতে পারিবে যাহা সব সমস্যার অবসান ঘটাইয়া পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

৬-দফা ইসলামকে বিপন্ন করিবে এই অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি বলেন যে মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার এবং অঞ্চলের প্রতি অঞ্চলের নির্যাতনের চাইতে অনৈসলামিক কিছু হইতে পারে না।

পূর্বাঞ্চে শেখ মুজিব এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র কালাইয়া আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। নেতার লঞ্চখানি নদীর ঘাটে ভিড়িবার সময় নদীর তীরে অপেক্ষমাণ বিরাট জনতা বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়। —পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে জুলাই ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (সোমবার) বরিশাল হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। সফরকালে তিনি উল্লিখিত তিনটি জেলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতা দান করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে জুলাই ১৯৭০

প্রদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণে টাকার অভাব হয়,

কিন্তু ইসলামাবাদের জন্য ৬ শত কোটি টাকা আসে কোথা হইতে?

গলাচিপার জনসমাবেশে শেখ মুজিব কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি

বিমাতাসুলভ আচরণের নিন্দা

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

গলাচিপা (পটুয়াখালী), ১৪ই জুলাই— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ইসলামাবাদে পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী নির্মাণের জন্য মোট কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহার নির্দিষ্ট অংক প্রকাশ করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

আজ দুপুরে এখানে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা দানকালে শেখ মুজিব বলেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, ইসলামাবাদে ফেডারেল রাজধানীর জন্য ৬০০ কোটি টাকার একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনের জনৈক মুখপাত্রের বিবৃতি হইতে তিনি আরও জানিতে পারিয়াছেন যে, ইসলামাবাদে রাজধানী নির্মাণের জন্য নাকি এ পর্যন্ত মাত্র ৭০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে।

শেখ সাহেব অভিযোগ করেন, ইসলামাবাদের জন্য এত টাকার ব্যবস্থা করা হইলেও ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী এবং জাতীয় পরিষদ ভবন নির্মাণের কাজ চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে।

গলাচিপায় স্মরণকালের এই বৃহত্তম সমাবেশে শোভামণ্ডলী পায়ে নীচে কাদা এবং উপরে প্রখর সূর্যরশ্মি মাথায় করিয়া অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে প্রিয় নেতার মুখ হইতে তাহাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার কারণ এবং ইহা হইতে তাহাদের মুক্তির পথনির্দেশ শ্রবণ করেন। নদী-প্রধান এই এলাকার দূর-দূরান্তের গ্রামগুলি হইতে অসংখ্য লোক নৌকাযোগে শেখ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য এখানে আগমন করেন।

পূর্বাঞ্চে শেখ সাহেবের লঞ্চখানি গলাচিপা ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। স্থানীয় ছাত্রলীগ, ঘাট শ্রমিক সমিতি এবং আওয়ামী লীগের কর্মীবৃন্দ নেতাকে মাল্যভূষিত করেন। ঘাট হইতে গলাচিপা হাইস্কুল প্রাঙ্গণের সভাস্থল পর্যন্ত গমনের সময় জনতা রাস্তার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে তাঁহাকে খোশ আমদেদ জানায়। নেতাকে এক নজর দেখার জন্য মহিলারাও ঘরের বাহির হইয়া আসেন।

সমাবেশে আওয়ামী লীগ-প্রধান বাংলা দেশের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের নিন্দা করিয়া বলেন যে, গত ২২ বৎসরে বাংলা দেশকে ইহার ন্যায় হিস্যা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে পর পর তিনটি রাজধানী নির্মাণ করা হইয়াছে। অথচ এই গলাচিপা ও খেপুপাড়া সহ প্রদেশে প্রতি বৎসর বন্যায় মানুষের মুখের আহার ও মাথা গুঁজিবার ঠাই ধ্বংস হইয়া যাইতেছে আর প্রাণহানি ঘটিতেছে। কিন্তু বাংলা দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এখনও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আলামত দেখা যাইতেছে না।

গলাচিপা আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল বারেক মিয়া র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে জনাব তোফায়েল আহমদও বক্তৃতা করেন।

পূর্বদেশ

২০শে জুলাই ১৯৭০

পটুয়াখালীতে শেখ মুজিব:

স্বায়ত্তশাসনই দেশকে শক্তিশালী করবে

কলায়কা (পটুয়াখালী), ১৯ শে জুলাই (পিপিআই)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, ছয় দফা কর্মসূচীর আলোকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের মধ্যেই জনগণের সুখ-শান্তি- ও অগ্রগতি নিহিত আছে। তিনি বলেন এর মাধ্যমেই পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শোষণ-শাসন, অবিশ্বাস ও ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হবে। তিনি বলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনই দেশকে শক্তিশালী করবে।

কলায়কা বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন, ছয় দফা সকল রোগের মহৌষধ। বাঙ্গলা দেশের প্রতি এ পর্যন্ত যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে ও শোষণ করা এ পর্যন্ত বাঙলা দেশের যে পরিমাণ রক্ত চুষে খেয়েছে তার একমাত্র জবাব ছয় দফার উপর ভিত্তি করে দাবী আদায়ের সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়া।

আওয়ামী লীগ প্রধান গত সরকারগুলো শোষণদের সাথে এক জোট হয়ে কি করে এই প্রদেশকে তার ন্যায়্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে সে সব কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বিশেষ করে আইয়ুব সরকার কেন্দ্রীয় চাকুরী, সশস্ত্র বাহিনীতে লোক নিয়োগ, উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থ ও বিদেশী ঋণ বন্টনের মধ্যে বাঙলা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছেন।

শেখ মুজিব ছয় দফার ভিত্তিতে যাতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা যায় সে উদ্দেশ্যে পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট দানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দেশের সঙ্কটকালে দাবী আদায়ের সংগ্রাম করতে গিয়ে যে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতারা যে পরিমাণ জেল-জুলুমের শিকার হন তিনি সে সবার কথাও উল্লেখ করেন।

তিনি তার উপর আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন যে, জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে জেলের বাইরে এনেছেন এবং সে জন্য সে ঋণ তিনি তাঁর নিজের রক্ত দিয়ে শোধ করবেন।

শেখ মুজিব বলেন, বাংলা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

Morning News

20th July 1970

Mujib returns to Dacca today

The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, will return to Dacca today (Monday) after a week-long tour of Faridpur, Barisal and Patuakhali districts, reports ENA.

He addressed a number of meetings in the above-mentioned districts.

Morning News

20th July 1970

6 Points will usher in an era of happiness : Mujib

KALAIYA (Patuakhali) July 19 (PPI): Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman reiterated here today that the achievement of provincial autonomy on the basis of Six-Point programme would usher in an era of happiness and prosperity for the people of Pakistan. It would bring an end to all exploitation, remove causes of mistrust and misunderstanding between people of different regions of Pakistan. The implementation of this programme he said, would also make Pakistan strong.

He was addressing a huge public meeting at Kalaiya Girls School premises this afternoon. He said his Six-Point programme was the panacea for all miseries caused and injustices done to Bangla Desh in the past. It is also the best weapon to fight out the vested interests and exploiters who sucked the blood of Bangla Desh during the last 22 years.

Sheikh Mujib dwelt at length on how the past governments in collusion with exploiters deprived this province of its legitimate shares which, he said, resulted in disparity and sorrows of Bangla Desh, resentment was visible among many of the audiences when Sheikh Sahib with the help of figures showed how past governments, specially Ayub regime did great injustice to this province in regard to appointment in central services, armed forces and also in the distribution of development money and foreign loan.

Sheikh Mujib called upon people to vote Awami League to power with overwhelming majority so that it can frame the constitution on the basis of Six- point programme guaranteeing full regional autonomy.

The Awami League Chief recalled people's struggle to secure their rights with particular reference to Awami League's role. He

described how Awami League workers and himself suffered imprisonment faced torture and harassments in their struggle to get back people's rights which were snatched away by the dictatorial regime of Ayub Khan. He told the audience that Ayub Government put Suhrawardy and Tafazzal Hussain (Manik Mia) behind the bar because, he said, these two great men of Bengal fought for the cause of Bangalees during the dictatorial rule of Ayub Khan. This insult on these two noble sons of the soil in their old age was an insult on the entire Bengalees. It was an irony of fate that the two valiant fighters of Pakistan... the cause of Bangla Desh.

RELIGION

He repudiated the allegation that Islam was endangered by his Six-Point programme and maintained that nothing that promoted justice between man and man and also between region and region could be un-Islamic.

He strongly criticised Maulana Maudoodi for shedding "crocodile tears" for Bengalees and pointed out that his sommersault was well known to the people who would never in future, be hoodwinked by his misleading slogan. He said that Moulana Maudoodi never protested against injustices and exploitation done to this province in the past. He asked the Jamaat Chief not to create confusion any more in the country in the name of Islam.

The Awami League Chief cautioned the people that certain West Pakistani industrialists and big capitalists were financing some political parties to defeat Awami League in the coming elections. He however, said that he was least afraid of this because, he said, his source of strength was people.

Earlier the Sheikh was given a grand reception when he reached Kalaiya an important commercial center, by speed boat. Hundreds of people waiting on both sides of a canal burst into wild cheers of "Banga Bhandhu, Zindabad, Sheikh Mujib Zindabad", etc. Crowds of women dressed in their best were also seen standing in front of their respective premises to have a glimpse of him as his boat manned slowly towards the meeting venue. Many of the enthusiastic crowd and Awami League volunteers showered flower petals on him.

He was also profusely garlanded. A number of ceremonial arches bearing welcoming inscriptions were also put up.

Earlier in the day the Sheikh addressed two big wayside gathering at Bakharganj and Baufal on his way to Kalaiya from Barisal.

Dawn
20th July 1970

Six Points will bring an end to exploitation

KALAIYA (Patuakhali), July 19: Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman reiterated here today that the achievement of provincial autonomy on the basis of Six-point programme would usher in an era of happiness and prosperity for the people of Pakistan.

It would bring an end to all exploitation, remove causes of mistrust and misunderstanding between the people of different regions of Pakistan. The implementation of this programme, he said would also make Pakistan strong.

He was addressing a huge public meeting at Kalaiya Girls School premises this afternoon. He said his Six-Point programme was the penacea to all miseries caused and injustices done to “Bangla Desh” in the past. It is also the best weapon to fight out the vested interests and exploiters who sucked the blood of Bangla Desh during the last 22 years.

Sheikh Mujib dwelt at length on how the past Governments in collusion with exploiters deprived this province of its legitimate shares which, he said, resulted in disparity and sorrow of “Bangla Desh” and resentment was visible among many of the audiences. When Sheikh Sahib with the help of figures showed how past governments, specially Ayub’s regime, did great injustice to this province in regard to appointments in Central Services, Armed Forces and in the distribution of development money and foreign loans.

He called upon the people to vote the Awami League to power with overwhelming majority that it can frame the constitution with overwhelming majority so that it can frame the constitution on the basis of Six-Point Programme guaranteeing full regional autonomy.

The Awami League chief recalled peoples’ struggle to secure their rights with particular reference to the Awami League’s role. He described how Awami League workers suffered imprisonment, faced inhuman torture and harassments in their struggle to get back people’s rights which were snatched away by the dictatorial regime of Ayub Khan.

He told the audience that the Ayub Government put Mr Suhrawardy and Mr Tofazzal Hussain (Manik Mia) behind the bar because, he said, these two great men of Bengal fought for the cause of Bengalis during the rule of Ayub Khan. This insult on

these two noble sons of the soil in their old age was an insult on the entire Bengalis. It was an irony of fate that the two valient fighters of Pakistan had to die in bitter anguish.

While narrating the torture inflicted on him he declared that he would pay with his blood for the sacrifices the people made for his release from the so-called Agartala case. Amid cheer of the vast multitude of people he solemnly assured them that he would prefer death to betraying the cause of “Bangla Desh.”

Yesterday in Muladi, (Barisal), Sheikh Mujibur Rahman said that the future of “Bangla Desh” will be decided by the verdict of the people on Oct 5.

MULADI

Addressing a big public meeting at Muladi High School ground, he said that the coming election was solely meant framing a constitution incorporating the rights and aspiration of the people. Any verdict the people give on Oct 5 would have far reaching consequences on the future events of the country, he added.

Sheikh Sahib who is now touring coastal districts of Patuakhali and Barisal cautioned the people that slight mistake on their part in making right decision would spell disaster for the “Bangla Desh.”

He pointed out that anybody casting votes in favour of his nominees would mean that he had voted for Six-Point programmes which aimed at eliminating vested interests, exploitation and their agents and creating a society free from hunger, miseries and disease.

He explained to his audience how the Bengalis had been indiscriminately exploited and deprived of their rights during the last ten years and said Ayub’s wrath fell on him because of his fight for regaining the rights and shares which he snatched away from the people.

He formulated the Six-Point programmes for the salvation of Bengalis from the wheels of oppression let loose by the capitalist in collusion with anti-people government that came and went during the past two decades. He however, made it clear that the Six-Points implementation would never disintegrate Pakistan, on the contrary; he asserted, it would make both wings of Pakistan strong.

OTHER PARTIES SLATED

He castigated Jamaat-i-Islami, PDP and the Muslim League leader crying wolf in the name of Islam and said that these leaders when rejected by the people had come to the political field at the instance of big industrialists to serve their interests.

He affirmed that, Islam can survive on its own strength for eternity and asked Maulana Maudoodi and his fellow travellers to plead with their West Pakistani masters, big industrialists and exploiters not to exploit the Bengalis any more. He (Maudoodi) would thus render great service to Islam, he added.

Sheikh Shahib said Islam never encouraged exploitation of any form. But men like Maulana Maudoodi and Nasrullah Khan never raised a finger against the injustices and exploitation meted out to “Bangla Desh.” These people never protested when the streets of Dacca and other places of the provinces were being spilled with the blood of martyrs who fell to Police bullets during the Ayub regime. The so-called lovers of Islam had, now come to the people to beg votes. He stressed that people are now wide awake and all their machinations and tricks to hoodwink them in the name of religion was bound to fail.

With the help of statistics the Sheikh showed how “Bangla Desh” was deprived in all spheres of national life. He however emphasised that neither the Bengalis envy the development of West Pakistan.

“What we want is justice. We want to get back our money of which we were deprived in the past and we want to ensure that no one can exploit Bangla Desh any more.”

He deplored that while deserts of West Pakistan were being transformed into green land, the condition of “Bangla Desh” was going from bad to worse. This process should have to be reversed, he remarked and he launched his emancipate the people of this province.

On arrival at Muladi, Sheikh was accorded a rousing reception by hundreds of people. As soon as the launch carrying the Sheikh called at Muladi Launch Ghat the huge crowd awaiting his arrival burst into loud cheers of “Mujib Zindabad”, “Banga Bhandho Zindabad” and so on. Though the weather was sultry and the sun was beating down excessive heat, hundreds of people came here by boat and on foot. The surge of the crowd was so great that Sheikh Mujib had to stand atop the roof of the launch to allow people to have a glimpse of him.

Addressing another public meeting at Patharhat this afternoon, the Sheikh said that the Six-Point programme of Awami League symbolised the hopes and aspirations of the people of “Bangla Desh.” He maintained that the realisation of provincial autonomy on the basis of six-points would usher in an era of prosperity for

all. He dispelled misgiving about his formula and clearly in unequivocal term said that Six-Point programme sought provincial autonomy not only for “Bangla Desh” but also for other provinces of West Wing to take Pakistan on the road to prosperity. Neither there is anything un-Islamic in his programme, he claimed.

He made a fervent appeal to the people to cast their vote in favour of the Awami League in view of its people’s oriented programme. He recalled how he and his party men suffered tortures and jail for championing the cause of people of this province.

Narrating harassment inflicted on him, he said he had no personal rivalry either Ayub or Mr Nurul Amin.

They singled me out for harassment and imprisonment because they considered me as the greatest impediment in their way of exploitation and misrule against my people.

I suffered so that people can live in happiness, he added.

আজাদ

২১শে জুলাই ১৯৭০

শোষণকারীদের সমূলে বিনাশ করার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে: শেখ মুজিব

গৌরনদী (বরিশাল), ২০ শে জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য এখানে বলেন যে বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ যাহারা জনসাধারণকে আজাদীর ফল হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে এখন তাহাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলার সময় জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। হঠাৎকালে বিপুল জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন, বাংলা দেশের মীরজাফরদের সহায়তায় যে সকল শোষণকারী এবং কায়েমী স্বার্থবাদী মহল জনসাধারণকে বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ শোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের স্বরূপ জনসাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন যে, এখন পুরাতন কায়দায় আদর্শ, পাকিস্তানের সংহতি এবং এছলাম বিপন্ন হইতেছে বলিয়া প্রচারণা চালাইয়া বিশেষ কোন ফললাভ করা যাইবে না।

শেখ সাহেব বলেন যে, বাংলা দেশের জনসাধারণ যখনই তাহাদের অধিকারের দাবী তুলিয়াছে তখনই এই সকল শোষণকারী এই ধরনের প্রচারণা চালাইয়াছে। তিনি বলেন যে, এখন জনসাধারণ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে যে, ৬-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের সংহতি বা এছলাম কোনটারই বিরোধী নহে। তবে ইহা কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এবং

শোষণকারীদের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণার ফলে তাহাদের ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ ৪০ মিনিটকাল বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। তিনি জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য নসরুল্লাহ খান, কাইয়ুম খান এবং মওলানা মওদুদীর তীব্র সমালোচনা করেন। সংহতি এবং এছলামের নামে তিনি জনসাধারণকে আর ভাওতা না দেওয়ার জন্য তাঁহাদের প্রতি আহ্বান জানান। -এপিপি/পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে জুলাই ১৯৭০

নির্যাতনমূলক কার্যক্রম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সরকারী প্রতিশ্রুতি
মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া পরিস্থিতিতে অবনতির মুখে ঠেলিয়া দিতেছে:

শেখ মুজিব

এম এ আজিজসহ ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মীদের

মুক্তি ও দণ্ড মওকুফের আহ্বান

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বিনাশর্তে আওয়ামী লীগ নেতা এম, এ, আজিজের মুক্তিদান, বিচারাধীন সমস্ত মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের দণ্ডদেশ মওকুফ করিয়া দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর আহ্বান জানাইয়াছেন।

নয় দিনব্যাপী দক্ষিণবঙ্গ সফর শেষে ঢাকা ফিরিয়া গতকাল (সোমবার) রাতে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি এই আহ্বান জানান।

অবিলম্বে চতুর্থ শ্রেণীর এবং অন্যান্য নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীর দাবী-দাওয়া পূরণ এবং মেডিক্যাল কলেজসমূহ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গ ঘোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিয়া দেওয়ার জন্য দাবী জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন, “অন্যথায়, বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির আরও অবনতি যে চরম পরিণতি ডাকিয়া আনিবে তজ্জন্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষই দায়ী হইবেন।” বিবৃতিতে শেখ সাহেব উল্লেখ করেন যে, তিনি বার বার সরকারের নিকট ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং দণ্ডদেশ মওকুফের দাবী জানাইয়াছেন। কিন্তু উহার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া বরং নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হইয়াছে। শেখ সাহেব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আওয়ামী লীগ এই পরিস্থিতির নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারে না।

বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বরিশাল, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী সফরশেষে ঢাকা ফিরিয়া তিনি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব এম, এ, আজিজের গ্রেফতারের সংবাদ পাইয়াছেন। ইহার আগে মাদারীপুর, পটিয়া, সাতকানিয়া, ফেনী, মিরেশ্বরাই, সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নোয়াখালী এবং প্রদেশের আরও বহু জায়গায় ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের পাইকারী হারে গ্রেফতার ও কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন, পোস্তগোলা, ডেমরা সিদ্ধিরগঞ্জ, খুলনা ও অন্যান্য জায়গায় শিল্প শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালানো হইয়াছে। তিনি বলেন, চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের দাবী পূরণে ব্যর্থতা এবং মেডিক্যাল কলেজসমূহ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা প্রদেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবনতির মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, “প্রশাসনিক মহলের এক শ্রেণীর লোকের এই সব কার্যকলাপ গণতন্ত্র প্রবর্তনের সপক্ষে বিঘোষিত সরকারী প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে এবং প্রদেশে অস্বাভাবিক ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছে।” বিশ্বয় ও ক্ষোভের সঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, বার বার দাবী জানানো সত্ত্বেও উহাতে কর্ণপাত না করিয়া নির্যাতন অব্যাহত রাখা হইয়াছে। তিনি বলেন, এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নীরব দর্শক হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। -পিপিআই

সংবাদ

২১শে জুলাই ১৯৭০

গৌরনদীর জনসভায় মুজিব:

বাংলার জনগণ অধিকার আদায়ে বঙ্গপরিকর

গৌরনদী (বরিশাল), ২০শে জুলাই (এপিপি)।- শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এখানে ঘোষণা করেন যে, বাংলা দেশের জনগণ ২৩ বছর ধরিয়া যে অধিকার হইতে বঞ্চিত তাঁহারা উহা আদায় করিতে বঙ্গপরিকর।

স্থানীয় কলেজ ময়দানে শেখ সাহেব এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন।

তিনি বলেন যে, বাংলার মিরজাফরদের সাহায্যপুষ্ট শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের চেহারা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আদর্শ, পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলাম সংকটাপন্ন-এই ধরনের পুরাতন প্রচারণায় আর কোন

কাজ হইবেনা। শেখ সাহেব বলেন যে, বাংলার জনগণ যখনই তাহাদের দাবী-দাওয়ার কথা তোলে তখনই ইহারা এই ধরনের প্রচারণায় লিপ্ত হয়। এখন জনগণ পরিকল্পনাভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ৬-দফা পাকিস্তানের সংহতি ও আদর্শ এবং ইসলামের পরীপন্থী নহে। ৬-দফা কায়েমী স্বার্থবাদী ও ইহার দালালদের বিরুদ্ধে।

শেখ মুজিব বলেন যে, এই শোষকরা ইসলামের নামে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠ করিয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন যে, আগামী নির্বাচনে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হইবে; কিন্তু এই নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত লোকজন কিভাবে অংশ গ্রহণ করিবে উহা বিস্ময়ের ব্যাপার।

বাংলার সম্পদ কিভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছে ও বাংলার জনগণকে কিভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে শেখ মুজিব উহা বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করেন।

জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও ৪র্থ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করায় শেখ সাহেব সরকারের সমালোচনা করেন। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত যে ১১ শত কোটি টাকা ফেরত গিয়াছে উহা ব্যয়ের জন্য শেখ সাহেব সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব ইতিপূর্বে শিকারপুর, চাখারে জনসভায় বক্তৃতা দেন।

চাখারে বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন যে, ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায় করা হইলেই শেরে বাংলার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। এই জনসভায় শেরে বাংলার পুত্র জনাব ফয়জুল হক সভাপতিত্ব করেন।

অপর এক খবরে প্রকাশ, শেখ সাহেব বরিশাল, পটুয়াখালী ও ফরিদপুর সফর শেষে আজ ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

পূর্বদেশ

২১শে জুলাই ১৯৭০

গৌরনদীতে শেখ মুজিব:

জনগণ বাংলার মীরজাফরদের চিনে ফেলেছে

গৌরনদী (বরিশাল), ২০শে জুলাই (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এখানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে, বাংলা দেশের জনগণ এবার তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।

স্থানীয় কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই জনসভায় শেখ সাহেব বলেন যে, বাংলার মানুষকে তাদের বাস্তব সমস্যা গুলো সম্পর্কে অবহিত করার

জন্য এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তাঁর দল অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি দৃষ্টান্তে ঘোষণা করেন যে, শোষক আর কায়েমী স্বার্থবাদী মহল গত ২৩ বছর ধরে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাংলার মীরজাফর জগৎশ্রেষ্ঠ আর উমিচাঁদের দলের সাথে সহযোগিতা করেছিলো। কিন্তু এবার জনগণের আদালতে তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। পাকিস্তানের আদর্শ, সংহতি আর ইসলাম বিপ্লবের ধূয়া তুলে এখন আর তারা জনগণকে ধোকা দিতে পারবে না।

শেখ সাহেব বলেন, বাংলার মানুষ যখনই তাদের অধিকার আদায়ের কথা বলে, তখনই এই স্বার্থবাদী মহল এসব ধূয়া তোলে। কিন্তু জনগণ আজ স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর দলের ছ' দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের আদর্শ, সংহতি বা ইসলাম বিরোধী কিছু নয়, পরন্তু শোষকদের প্রতি মরণাঘাত।

তিনি বলেন, এই শোষক গোষ্ঠীই ইসলামের নামে বাংলার ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। স্বাধীনতার মর্মবাণীকে এরা সস্তা শ্লোগানের বেদীমূলে বিসর্জন দিয়েছে। এদের জন্যই ধনী আরো ধনী হয়েছে আর গরীব সমূলে ধ্বংস হচ্ছে।

শেখ সাহেব বলেন, এই কায়েমী স্বার্থবাদীদের তল্লাবাহক সরকারই পাকিস্তান আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম সিপাহসালার শেরে বাংলা ফজলুল হক আর শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বন্দী করেছে। শেরে বাংলার শেষ জীবন কেটেছে গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় আর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করেছেন বিদেশে- এদের অত্যাচারেই। কাজেই তাদের ওপর যে নির্যাতন চলেছে, সে তুলনায় আমি বা আমার দলীয় নেতৃবৃন্দের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়, তা আমি কিছুই মনে করি না।

ঢাকা প্রত্যাবর্তন

আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছেন ফরিদপুর, পটুয়াখালী এবং বরিশাল জেলায় সপ্তাহব্যাপী নির্বাচনী অভিযান শেষ করে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল সোমবার ঢাকা ফিরে এসেছেন।

Pakistan Observer

21st July 1970

Mujib's call Withdraw duty on newsprint

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman Monday night demanded the immediate withdrawal of excise duty on newsprint and writing papers, reports PPI.

In a statement on the eve of the countrywide token strike by the newspaper industry, he expressed his grave concern over the difficulties being faced by the newspaper industry due to imposition of tax on newsprint.

He said that the taxation would directly hamper the newspaper industry and in- directly on the newspaper readers at a time when the country was going to have its first general election.

Morning News

21st July 1970

People determined to realise their rights, says Mujib

Gournadi (Barisal), July 20 (APP): Sheikh Mujibur Rahman President of Pakistan Awami League said here yesterday that the people of Bangla Desh were determined to realise their rights which had been denied to them in last 23 years.

Addressing a huge public meeting at the local college ground the Sheikh said that his party fought ceaselessly to translate the efforts of Bengalis into reality.

He told his cheering crowd that the exploiters and the vested interest who were always aided by the 'Mir Jafars' of Bengal had been thoroughly exposed to the people and the old patent propaganda that ideology integrity of Pakistan and Islam were in danger was proving fruitless. Sheikh Saheb said that these exploiters had always spread such propaganda whenever people of Bengal demanded their rights. Now people clearly understood that the Six-Point programme was neither against integrity and ideology of Pakistan nor Islam. It is solely against those vested interests and exploiters and their agents who have become extremely shaken.

He said these exploiters looted the wealth of Bengal in the name of Islam and other cheap slogans foisting the real objective of the sacrifices for freedom. As a result there had been steady deterioration in the condition of the people while the rich grew richer and poor poorer.

Sheikh described how, in the process of exploitation, the foremost freedom fighters like Shahid Suhrawardy and Fazlul Huq were harassed interned and led to live days in anguish. These took away the very vitality of these stalwarts who could not be touched even by the Britishers. He said Fazlul Huq, the mover of Pakistan Resolution, was harassed and abused by the vested interest through inspired, concocted stories in the foreign Press and was

also interned at his 85th year in Karachi. He lived his last days in house arrest, he said.

Suhrawardy, another valiant fighter but for whose personal efforts Pakistan may not have been a reality, had to die in foreign country. The only fault they had was that they championed the cause of the people of Bangla, he said. The Sheikh said the harassment torture and suffering he had to undergo with his followers were nothing comparing to the stature of these two great sons of Bangla.

He told his audience that such harassment and deprivation would continue if the people failed to unite under Six Point and eliminate the Mir Jafars once for all.

Sheikh wondered how those people who had been thrown away by the people could again participate the election where the fate of the country, particularly Bangla would be decided. These people have adopted the trodden path and have joined hands with the exploiters he said.

The Sheikh quoted profusely how Bangla had been denied of its wealth and said whenever people raised any voice against the exploitation there were false alarms. He said in spheres Bangla was deprived and said while the number of primary schools was reduced from 27,000 at the time of partition to 26,000, now the number of such school increased from 8000 to 38000 West Pakistan. Similarly, the number of hospital beds were 6000 for seven crores of Bengalis, while there were 26,000 beds for six crores West Pakistanis. I do not want the share of my West Pakistani brethren but I want only justice. What I want is that both of us must prosper equally, he said.

He strongly criticised the launching of the Fourth Plan in spite of the protests by the people. He said the Fourth Plan should have been launched the by Peoples Government. He reiterated his demand for spending the unused part of Rs. 1100 crores of the Third Plan which was returned from East Pakistan.

Before launching this plan, this money must be spent, he said.

Morning News

21st July 1970

Mujib criticises M.M. Ahmad for misleading people

AMTALI (Patuakhali), July 20 (APP) : The Awami League chief on Wednesday strongly criticised the Deputy Chairman, Planning Commission, and some other Central Government officials for misleading the people by their jugglery of figures.

Addressing a public meeting here the Awami League chief referred to Mr. M. M. Ahmed's statement in which he stated, "I have said that only Rs 70 crores were spent on Federal Capital at Islamabad and not Rs. 600 crores which, the Sheikh said to have claimed". The Sheikh said what he said was that the total outlay proposed for the Federal Capital was Rs. 600 crores, and asked Mr. Ahmed to say who gave sanction for expenditure of even this amount.

He said that in 23 years, three Federal Capitals were built in Pakistan, while the work on the Second Capital in Dacca was halted. He asked the Deputy Chairman of the Planning Commission to publish figures of the expenditure on the Second Capital vis-a-vis the three successive capitals.

He regretted that flow of money did not lack for construction of Islamabad, but money was wanting for flood control in East Pakistan.

The Sheikh said these officials always flout cause of people and befool nation through jugglery of figures.

Morning News

21st July 1970

Mujib back in city

The chief of Awami League, Sheikh Mujibur Rahman returned to Dacca yesterday after a week-long visit to Faridpur, Patuakhali and Barisal districts, reports APP.

The Sheikh addressed as many as 30 public meeting in the interior of these districts during the week-long electioneering campaign.

আজাদ

২৩ শে জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিবের বিবৃতি:

বৃটেনে প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টির নিন্দা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী পূর্ব পাকিস্তানীদের যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এই প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহারের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, 'এনোচ পাওয়েল'-এর বর্ণবিদ্বেষী মনোভাবের প্রেক্ষিতে নব-গঠিত রক্ষণশীল সরকারের নীতি সম্পর্কে পাকিস্তানের সকলেই যখন গভীর উদ্বেগ বোধ করিতেছেন, তখন পাকিস্তান সরকার যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী পাকিস্তানী, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের স্বার্থসংরক্ষণে আগাইয়া আসার পরিবর্তে তাহাদের যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছেন ইহা খুবই দুঃখজনক।

তিনি বলেন যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক চাকুরীজীবীদের টিকিট ক্রয়ের জন্য ২ হাজার ৯৯ টাকার সম্মুখ্যের (বোনাসের সুবিধা ব্যতীত) বৈদেশিক মুদ্রা দিতে বলা হইয়াছে। ইহার বিকল্প হিসাবে তাহাদিগকে এই মর্মে একটি ব্যাঙ্ক গারান্টি দিতে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর তিন মাসের মধ্যে তাহারা প্রত্যেকে ১শত ৮৩ পাউণ্ড প্রেরণ করিবেন। উপরোক্ত মর্মে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি লাভের জন্য ব্যাঙ্কে নগদ ৩ হাজার ৮ শত টাকা জমা দিতে হয়। একজন সাধারণ লোকের পক্ষে যুক্তরাজ্যে তিন মাসের মধ্যে ১ শত ৮৩ পাউণ্ড সঞ্চয় করা সম্ভব নহে। তাহাছাড়া বাড়ীতে অবকাশ যাপনের পর যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য স্বাভাবিক পথ খরচ ২ হাজার টাকা সংস্থান করাই তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। কাজেই যাতায়াতের ব্যয় বাবদ প্রায় ৬ হাজার টাকার মত অর্থের সংস্থান করা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীদের এই অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না। কারণ তাহাদের অধিকাংশই আফগানিস্তান হইয়া যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে। এবং এইভাবে তাহারা পাকিস্তান সরকারের আরোপিত প্রতিবন্ধকতা এড়াইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানীদিগকে ঢাকা হইতে সরাসরি বিমানযোগে যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন যে, সরকারের এই ব্যবস্থা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইহা প্রত্যাহারের জন্য তিনি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে জুলাই ১৯৭০

৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আসিলে

বাংলাকে আর একচেটিয়া বাজার করা যাইবে না:

গৌরনদীর ইতিহাসের বৃহত্তম জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধানের বক্তৃতা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

গৌরনদী (বরিশাল), ১৯ শে জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী বানচালের উদ্দেশ্যে বাংলার একশ্রেণীর

রাজনৈতিক দলের পিছনে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিগোষ্ঠী কোটি কোটি টাকা ঢালিতেছেন বলিয়া জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের সমর্থনে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে জনগণের জোর প্রস্তুতি দেখিয়া ইহারা দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। কারণ ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হইলে ইহাদের ভরাডুবি হইবে এবং তখন ইহারা আর বাংলা দেশকে একচেটিয়া বাজার হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইহাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া তিনি বলেন, বাংলার মানুষ যখন আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, রক্ত দিতে শিখিয়াছে, তখন ভোটে জয়লাভ করি আর নাই করি, বাংলার বুকে আর তোমাদের শোষণ চলিতে দিব না।

আওয়ামী লীগ প্রধান আজ (রবিবার) বিকালে স্থানীয় কলেজ মাঠে গৌরনদীর ইতিহাসের বৃহত্তম জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

শেখ সাহেব বলেন, এই পুঁজিপতিগোষ্ঠীর হাতেই রহিয়াছে বাংলার শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবসা। ইহারা এখানে ব্যবসায় করিলেও এখানে জনকল্যাণমূলক কোন কাজে অর্থ ব্যয়— এমনকি ট্যাক্স-খাজনা কিংবা কোরবানী-জাকাত পর্যন্ত দেয় না। বাংলার মানুষের ঘরবাড়ী যখন বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ায় ভাঙ্গিয়া যায়, বাংলা মানুষ যখন অর্ধাহারে-অনাহারে থাকে এবং রোগে যখন চিকিৎসার সুযোগ পায় না, তখন ইহাদের মনে দয়ার ভাবটুকুও দেখা যায় না; কিন্তু আজ বাংলার মানুষ যখন দাবী আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে, তখন ইহারা সে দাবী বানচাল করার জন্য জামাতে ইসলামী, পিডিপি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের পিছনে কোটি কোটি টাকা ঢালিয়া চলিয়াছে।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, রূপপুর আগবিক প্রকল্প, যমুনার সেতু এবং জামালগঞ্জের কয়লা উত্তোলনের প্রকল্প সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকায় আওয়ামী লীগ প্রধান গভীর দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলেন, বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও যমুনার সেতুর জন্য অর্থের অভাব দেখা দেয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানে তিন তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠা এবং তারবেলা-মঙ্গলা বাঁধের বেলায় অর্থ পাওয়া যায় কোথা হইতে? তিনি মওলানা মওদুদী ও তাঁহার সঙ্গপাদদের সমালোচনা করিয়া বলেন, বাংলার দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য ইহাদের মুখে কোন কথা শোনা যায় না। বাংলার মানুষের দাবী উঠিলেই ইহারা ইসলাম গেল, পাকিস্তান ধ্বংস হইল প্রভৃতি ধূয়া তুলিতে থাকে। জনগণের ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলনে ইহাদের পাওয়া

যায় নাই। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব দাবীর সমর্থনেও ইহাদের কোন কথা বলিতে শোনা যায় নাই। এই প্রসঙ্গে শেখ সাহেব আলেমসমাজকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আপনারা ওয়াজের মহফিল করুন, মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন, মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করুন, ইহাতে কেহই বাদ সাধিবে না, প্রয়োজন হইলে আমিও আপনাদের সাথে থাকিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু বাংলার দাবীকে বানচাল করার জন্য পবিত্র ধর্মের নামে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদিগকে আর ধোকা দিবেন না।

আওয়ামী লীগ প্রধান আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া বলেন, এই নির্বাচন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নয়, বাঙ্গালীর অধিকারের দলিল রচনার নির্বাচন। তাই বাঙ্গালীর অধিকার বানচাল করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার স্বার্থবিরোধী মহল আজ নূতন চক্রান্তের পায়তারা করিতেছে। আগামী নির্বাচনে বাংলার এই গণ-দুশমনদের কবর রচনা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি তিনি আকুল আবেদন জানান। তিনি আরও বলেন, ৬-দফা প্রতিষ্ঠিত হইলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এবং অন্যান্য পন্থায় বাংলা দেশ হইতে পুঁজি পাচার চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়াই ইহারা বাংলার মীরজাফরদের হাত করিয়া একদিকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করিতেছে এবং অপরদিকে ৬-দফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইতেছে।

শেখ সাহেব বাংলার গণ-মানুষের স্বার্থে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া বলেন, যে-কোন উপায়েই হউক, বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা বদ্ধপরিকর। বাংলার মানুষকে আমরা না খাইয়া মরিতে দিতে পারি না।

সভায় আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন যে, বাংলার গণ-দুশমনরা বাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে আজ ঐক্যবদ্ধ হইতেছে। বাংলার দাবীর প্রশ্নে ইহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে রাজী নয়। তিনি ইহাদের সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, বাংলার মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি আপনারা করিয়াছেন। বাংলার স্বার্থের সহিত আর বেঙ্গমানী বরদাশ্বত করিতে বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ প্রস্তুত নহে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, শেখ সাহেব সদলবলে আজ বিকালে শিকারপুর ফেরীঘাট হইতে মোটরযোগে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে এক বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি শিকারপুর, বামরাইল, বাটাজোড়, মাইলাড়া প্রভৃতি স্থানে পথিপার্শ্বস্থ অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। এই সকল স্থানে তাঁহার সম্মানার্থ শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বঙ্গবন্ধু প্রমুখ নামে সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ

করা হয়। এতদ্ব্যতীত ছোট গৌরনদী থানা সদরে মনোরম ৮টি তোরণ নির্মাণ করা হয়। টর্কী বন্দরের প্রবেশ পথে নকশা করা মাটির কলসী দিয়া আকর্ষণীয় তোরণ নির্মাণ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য, তাঁহাকে বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া গৌরনদীতে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই উপলক্ষে নৌকা বাইচেরও আয়োজন করা হইয়াছিল। গোপালগঞ্জ, খুলনা এবং মাদারীপুর হইতে নৌকাযোগে অসংখ্য লোক গৌরনদীর এই জনসভায় যোগদান করেন। গোপালগঞ্জ হইতেও একটি সুরম্য নৌকা এই বাইচে অংশগ্রহণ করে। তাহারা ৬-দফার সমর্থনে জারীগান গায়। বিকালে গৌরনদী কলেজের বিস্তীর্ণ মাঠ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। মাঠে ঠাঁই না পাইয়া বিপুলসংখ্যক মানুষ কলেজের ছাত্রাবাস এলাকা, ছাত্রাবাসের ছাদে, কলেজের ছাদে এবং কলেজের অদূরে অবস্থিত ঢাকা-বরিশাল হাইওয়েতে দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। কলেজের চারপাশের বাড়ী-ঘরের পর্দানসীন মহিলাগণও নিজ নিজ বাড়ীর ছাদের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সভা ভাঙ্গিবার পর মানুষের শ্রোতে গৌরনদীর রাস্তায় চলাচল করা দুরূহ হইয়া উঠে।

শেখ সাহেব জনসভার পর টর্কী বন্দরে আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে জুলাই ১৯৭০

প্রদেশের প্রতি বঞ্চনার প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত শেরে বাংলা

সোহরাওয়ার্দী মানিক মিয়ার আত্মা শান্তি পাইবে না:

চাখারে শেখ মুজিব কর্তৃক ‘বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের’ ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

চাখার (বরিশাল), ১৯ শে জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অভিযোগ করেন যে, বাংলার ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে উচ্চকিত বাঙ্গালী কণ্ঠকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বাংলার জনবরেণ্য নেতাদের বিরুদ্ধে একের পর এক নানা রকম ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। তিনি বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শেখ সাহেব পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাসের অন্যতম নায়ক শেরে বাংলা মরহুম এ, কে, ফজলুল হকের গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতি হৃদয়নিঃসৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বাষ্পরূপে কণ্ঠে বলেন, প্রতাপশালী ইংরেজ সরকার যাহার

গা স্পর্শ করিতে সাহস পায় নাই বাঙ্গালী মুসলমানদের সেই ত্রাণকর্তা তথা বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক শেরে বাংলাকেও জীবনসায়াহ্নে এই ষড়যন্ত্রকারীরা লাঞ্ছনা করিতে দ্বিধা করে নাই। তাঁহাকেও বৃদ্ধ বয়সে এই পাকিস্তানে গৃহবন্দী করা হইয়াছে এবং নির্যাতন করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, এই একই ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হইয়াছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সিপাহীসালার মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং বরিশালের গৌরব নির্ভীক সাংবাদিক মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), সেই একই চক্রান্তের জালে আমার মত সামান্য বাঙ্গালী সন্তানকেও আবদ্ধ করা হইয়াছিল।

আওয়ামী লীগ প্রধান আজ (রবিবার) সকালে শেরে বাংলা মরহুম এ, কে, ফজলুল হকের জন্মস্থান এবং তাঁহার কৃতিধন্য চাখারের মমতাজ পার্কে আয়োজিত স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় ভাষণ দিতেছিলেন। শেরে বাংলার একমাত্র পুত্র তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক এ, কে, ফয়জুল হক এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। উল্লেখযোগ্য যে, শেখ সাহেব চাখারে পৌছিয়াই শেরে বাংলার বাসভবনের সম্মুখে চিরনিদ্রায় শায়িত শেরে বাংলার জনক-জননীর মাজার জেয়ারত এবং তাঁহাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় ফাতেহা পাঠ করেন।

শেখ সাহেব তাঁহার ভাষণে শেরে বাংলার জন্মধন্য চাখারকে বাঙ্গালীদের তীর্থস্থান বলিয়া অভিহিত করিয়া আবেগজড়িতকণ্ঠে বলেন, যে নেতার নামে আমাদের বুক গর্বে ফুলিয়া উঠে, বাংলার সেই প্রিয় জননায়কের স্মৃতিধন্য চাখারের মাটিতে আসিয়া আমি আজ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। সভায় উপস্থিত হক সাহেবের আত্মীয়-পরিজন এবং বিশাল জনসমুদয়ে সাক্ষী রাখিয়া উদ্বেলিত জনতার মুহূর্মুহ হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে শেখ সাহেব ঘোষণা করেন, যতদিন পর্যন্ত শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মানিক মিয়ার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হইবে, যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাইবে না। শেখ সাহেব বলেন, বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিয়া বাংলার সম্পদ অবাধে লুণ্ঠন করার পরিকল্পনা লইয়াই বাংলার জননায়ককে বিদেশী ভাড়াটিয়া সাংবাদিকের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে দেশদ্রোহী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে, লাঞ্ছনা করা হইয়াছে। পাকিস্তান অর্জনের জন্য যে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে জীবনের আরাম-আয়েস হারাম করিয়া রাতদিন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উদ্ধার মত ছুটিয়া বেড়াইতে হইয়াছে, তৎকালীন কংগ্রেসের চক্ষুশূলে পরিণত হইতে হইয়াছে, সেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও এই পাকিস্তানের বুকে বৃদ্ধ বয়সে

কারাগারের দুঃসহ যাতনার মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করিয়া জীবনীশক্তি নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) নির্ভীক কলম চালনার দ্বারা বাংলার অবহেলিত দরিদ্র মানুষের করুণ অবস্থা খবরের কাগজের পাতায় তুলিয়া ধরিতেন, বাংলার মানুষকে শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ তুলিতেন, তাঁহাকেও একের পর এক কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করা হইয়াছে, তাঁহার জীবনের চেয়ে প্রিয় দৈনিক ইত্তেফাকের টুটি চাপিয়া ধরা হইয়াছে, মুসাফিরের লেখা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনিভাবে তাঁহার জীবনীশক্তি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে সকলের অলক্ষ্যে নিঃশেষিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই একদিন এক নির্জন হোটেলকক্ষে মানিক ভাইয়ের জীবন প্রদীপও সকলের অলক্ষ্যেই নিভিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, বাংলার জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের পিছনে বাংলারই একশ্রেণীর মীরজাফর উমিচাঁদ-ইয়ার লতিফদের গোপন হস্ত ছিল। তিনি বলেন, আজ শেরে বাংলা-শহীদ সোহরাওয়ার্দী নাই, মানিক ভাইও আজ বাঁচিয়া নাই। তাই এই চক্রান্তকারী ও ইহাদের বাঙ্গালী দোসরদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এই সংগ্রামে আপনারাই আমার বল, আপনারাই আমার বড় হাতিয়ার ও ভরসা। তিনি আগামী নির্বাচনে বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও তাহাদের বাঙ্গালী এজেন্টদের চিরতরে খতম করিয়া দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব স্বাধীনতার পূর্ব ও পরের বাংলা দেশের তুলনামূলক চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বলেন, যে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বাংলার মাটি একদিন বহু দেশের আহার জুগাইত, সেই বাংলার মানুষ আজ নিজেরাই খাইতে পায়না। বন্যার করালগ্রাসে বাংলা সর্বস্বান্ত হইয়াছে, বাংলার মাঠ-ঘাট-বন্দর বিলুপ্ত হইয়াছে শ্যামল প্রান্তর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যে বাংলার কৃষকের গোলাভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, আজ সেই বাংলার কৃষকের মাথা গুঁজিবার ঠাই নাই। যে বাংলার গ্রামে গ্রামে একদিন সন্ধ্যায় লাঠি খেলা হইত, পুথির আসর বসিত, যাত্রা গান হইত, নৌকায় নৌকায় ভাটিয়ালী গান উঠিত, চারিদিকে সারিন্দা দোতরা-একতারার শব্দ শ্রুত হইত, আজ সেই বাংলা স্তব্ধ। বাংলার যে নদীতে একদিন নৌকাবাইচ হইত, সেই নদী আজ শুকাইয়া গিয়াছে। ২৩ বৎসরের শোষণে বাংলার মানুষের গায়ের মাংস নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল পঁজর। তাই আজ সন্ধ্যায় আমার সোনার বাংলার গ্রামে আর আলো জ্বলে না, মাঝি আর গান গায়না, পুথির আসরও আর বসে না। শেখ সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, এজন্যই কি পাকিস্তান চাহিয়াছিলাম? বাঁচিবার দাবী করিলে পাওয়া যায় গুলী, অত্যাচার ও অমানুষিক নির্যাতন। ভাবিয়াছিলাম পাকিস্তানে স্বাধীন নাগরিক হইয়া,

সমান অধিকার লইয়া বাঁচিয়া থাকিব। বাংলার ছেলে দেশরক্ষা বাহিনী ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন বিভাগে চাকুরী পাইবে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বাংলার মানুষ দুই বেলা পেট ভরিয়া ডালভাত খাইতে পারিবে, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পাইবে। কিন্তু গত ২৩টি বৎসরে আমরা কি পাইয়াছি? পাইয়াছি গুলী, জেল-জুলুম অত্যাচার, নির্যাতন, ট্যাক্সের বোঝা আর ষড়যন্ত্র মামলা।

স্বাধীনতার সময় আমার পূর্ব বাংলায় ২৯ হাজার প্রাইমারী স্কুল ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৮ হাজার প্রাইমারী স্কুল। স্বাধীনতার ২৩ বৎসরে বাংলার প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৬ হাজার আর পশ্চিম পাকিস্তানে এই সময় প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা হইয়াছে ৩৪ হাজার। চিকিৎসা ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে ৫ কোটি লোকের জন্য রহিয়াছে ২৬ হাজার হাসপাতাল বেড আর বাংলার ৭ কোটি মানুষের রহিয়াছে মাত্র ৬ হাজার বেড। ২৩ বৎসরে বাংলা দেশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিয়াছে ২২ শত কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তান অর্জন করিয়াছে ১৭ শত কোটি টাকা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তান ব্যয় করিয়াছে ৩৮ শত কোটি টাকা এবং বাংলা দেশের জন্য ব্যয় হইয়াছে মাত্র ১৬ শত কোটি টাকা। ২৩টি বৎসর ধরিয়া কেবল পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের নামে বাংলাকে এই ভাবে শোষণ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আগে ১১ শত কোটি টাকা দিন

শেখ সাহেব চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জামালগঞ্জের কয়লার খনি, রূপপুর আণবিক প্রকল্প, বন্যারোধ এবং যমুনার উপর সেতু নির্মাণ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা নাই বলিয়া এক গুরুতর অভিযোগ করেন। তিনি চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়া আগে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাবদ বাংলার প্রাপ্য ১১ শত কোটি টাকা খরচ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, জনগণের নির্বাচিত সরকার ছাড়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাহারও অধিকার নাই। তিনি এক শ্রেণীর আলেম নামধারী ফতোয়া ব্যবসায়ীর সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়া শেখ সাহেব বলেন, ইহার নির্বাচনের সময় আসিলেই ফতোয়া দিয়া থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের নিকট হইতে এইবার ফতোয়া জারির জন্য কোটি কোটি টাকা আসিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এই ভাড়াটিয়া-ফতোয়াবাজ এবং বাংলার অন্য গণদুশমনদের চিনিয়া রাখার জন্য জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশত্যাগ না করিয়া তাহাদের মুসলমান ভাইদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখিয়া মিলিয়া মিশিয়া

বসবাস করার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, আপনাদেরও এখানে সমান অধিকার রহিয়াছে। ইহা আপনাদের মাতৃভূমি। যাহারা কলিকাতায় গিয়াছে, তাঁহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া মাথা গুঁজিবার ঠাই পাইতেছে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলা দেশের সোনার সংসার ছাড়িয়া গিয়া তাঁহারা শিয়ালদহের রাস্তায় ছেলে-মেয়ে লইয়া অর্ধাহারে-অনাহারে পড়িয়া থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহিত ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব লইয়া বসবাস করার জন্য তিনি সংখ্যাগুরু জনসাধারণের প্রতি আকুল আবেদন জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান চাখারে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। নতুবা শেরে বাংলার অমর্যাদা করা হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বাঞ্চে শেখ সাহেব একটি ছোট লঞ্চে চাখারে পৌঁছিলে তাঁহাকে জনাব ফয়জুল হক মাল্যভূষিত করেন। তাঁহাকে খালের ঘাট হইতে শেরে বাংলা রেপ্ট হাউসে লইয়া যাওয়ার পথে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়।

তোফায়েলের বক্তৃতা

সভায় গত গণআন্দোলনের অন্যতম নেয়ক জনাব তোফায়েল আহমদ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, বাংলার মীরজাফরগণ বাংলাকে শোষণের বিরুদ্ধে টু শব্দটি না করিয়া পশ্চিমা পুঁজিপতিদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া শক্তিশালী কেন্দ্রের নামে বাংলার স্বার্থ বিকাইয়া দেওয়ার সনাতনী খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। গত গণআন্দোলনের সময় যাহারা গুলী ও জেল-জুলুমের ভয়ে ঘর হইতে বাহির হয় নাই, তাঁহারা আজ নির্বাচনের গন্ধ পাইয়া ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে রাজনীতির আসরে নামিয়াছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, এই সকল নেতা অতীতেও মস্ত্রিত, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী এবং পারমিট লাইসেন্সের জন্য বাংলার স্বার্থের পক্ষে কোন কথা না বলিয়া পশ্চিমা পুঁজিপতিদেরকে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠপাট করার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, এই সকল ঘরের ইঁদুরের সহযোগিতায়ই শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, তফাজ্জল হোসেন এবং শেখ মুজিবর রহমানকে জেলে যাইতে হইয়াছে এবং কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হইতে হইয়াছে। তিনি পশ্চিমা স্বার্থবাদীদের সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, বাংলার ছাত্র ও যুবসমাজ সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া শেরে বাংলার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিতে বজ্রশপথ গ্রহণ করিয়াছে।

আজাদ ২৫শে জুলাই ১৯৭০ বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিবের উদ্বেগ (স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তানের আশঙ্কাজনক বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে বন্যা উপদ্রুত এলাকায় পর্যাপ্ত সাহায্য সামগ্রী প্রেরণের জন্য গতকাল শুক্রবার সরকারের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বন্যা দুর্গতদের জন্য সরকারকে অবশ্যই পর্যাপ্ত কৃষিঋণ ও গৃহ নির্মাণ সাহায্য প্রদান করিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ইতিমধ্যে বহু জেলা প্রবল বন্যার কবলে পতিত হওয়ায় জনগণের চরম দুর্গতি হইতেছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শেখ মুজিবর রহমান পুনরায় সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বন্যা পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় বাৎসরিক সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। বন্যা প্রতি বছর প্রাণনাশ ছাড়াও কোটি কোটি টাকার ফসল ও সম্পত্তি বিনষ্ট করে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তিনি বারবার বলা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের গাফেলতির জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সামান্যই অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে।

তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ তৎপর হইলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থের অভাব হইত না।

আজাদ ২৫শে জুলাই ১৯৭০ মুজিবের বিরুদ্ধে গোলাম আজমের অভিযোগ

করাচী, ২৪ শে জুলাই।— পূর্ব পাকিস্তান জামাতে এছলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম গত বুধবার ঢাকায় বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান টেলিফোনযোগে তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন।

এখানে প্রকাশিত জামাতের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ অধ্যাপক আজম এক বিশেষ সমাবেশে ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন যে, কয়েকদিন পূর্বে শেখ মুজিব তাঁহাকে পূর্ব পাকিস্তান হইতে “বাহির” করিয়া দেওয়ার হুমকি প্রদর্শন করেন এবং তাহার পর পরই ঘোষণা করেন যে, তাহার (শেখ মুজিব) ‘অনুমতি’ ছাড়া মওলানা মওদুদীও পূর্ব পাকিস্তান আসিতে পারিবেন না।

তিনি আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীর কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, জামাত পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ ভিত্তিক ব্যবস্থা কায়ম করিতে চাহে।

জামাত নেতা আরো বলেন যে, দেশের উভয় অংশের জনগণ বর্তমানে অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং সমাজতন্ত্রীদের সাফল্যের আশা অত্যন্ত কম।

বোমা বিস্ফোরণ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা জনগণকে বাধা দান করিতে ব্যর্থ হইয়া সমাজতন্ত্রীরা, আঞ্চলিকতাবাদ ও অন্যান্য সংকীর্ণতাবাদ প্রচার করিতেছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। –পিপিআই

পূর্বদেশ

২৫শে জুলাই ১৯৭০

মুজিবের উদ্বেগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশের বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় রিলিফ দানের দাবী জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের কৃষি ঋণ ও গৃহ নির্মাণ গ্র্যান্ট দানের দাবী করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকার ফসল ও সম্পদ নষ্ট এবং প্রাণহানি ঘটছে।

তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্যকরী করার দাবী জানিয়েছেন।

Pakistan Observer

25th July 1970

Mujib calls for flood control measures

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief on Friday called for immediate implementation of flood control measures in East Pakistan, reports APP.

In a statement issued to the Press the Awami League chief expressed his concern over the “alarming flood situation” in some of the districts of province and demanded adequate relief for the flood victims.

The Sheikh said, “I am deeply concerned over the alarming flood situation in the province, Already several districts are in the grip of severe floods causing immense sufferings to the people.”

“Floods have become almost a regular phenomenon in East Pakistan. Every year floods damage crops and properties worth crores of rupees besides loss of human lives.”

“I have time and again called for control of floods-our number one problem but little has been done for the solution of the flood problem due to the negligence of the authorities. I am sure that had the authorities been sincere money would have been no problem for flood control.”

“I once again urge the authorities to take immediate steps for the implementation of flood control measures.”

“I call upon the government to rush adequate relief immediately to the flood affected areas. The Government must also provide adequate agricultural loans and house building grants to the flood victims.”

“I have already directed my party workers to work in the flood hit areas to help the flood victims.”

Morning News

25th July 1970

Mujib urges early steps to implement flood control works

(By Our Staff Reporter)

The Awami League chief Mujibur Rahman in a statement to the Press issued in Dacca Yesterday expressed his deep concern over the alarming flood situation throughout East Pakistan and urged the Government to immediately rush adequate relief to the flood affected areas in the province.

Sheikh Mujibur Rahman repeated that in spite of his appeal for the solution of the flood problem in the province, “little has been done due to the negligence of the authorities”.

He once again called upon the authorities to take immediate steps for the implementation of the flood control measures in East Pakistan. “I am sure that money would have been no problem for the flood control measures if the authorities had been sincere”, he observed.

He said floods had become a regular phenomenon in East Pakistan which damage crops and property worth crores of rupees, besides causing loss of human lives. He said several districts of the province are already in the grip of this year’s flood which has caused immense sufferings to the people.

Sheikh Mujib also urged the Government to provide adequate agricultural loans and house building grants to the flood-affected people in the province. He said that he had already directed his party workers to work in the flood-hit areas to help the flood victims.

Dawn
25th July 1970

Mujib Calls For Adequate Relief

DACCA, July 24: Awami League chief, Sheikh Mujibur Rehman, has expressed its deep concern over the alarming flood situation in the Province and has called upon the Government to rush adequate relief material to the affected area.

In a Press statement here today, the Awami League President recalled his demand for the flood control measures and said that had the authorities been sincere, money would have been no problem for flood control.

He reiterated his call to the authorities to take immediate steps for the implementation of the flood control schemes.

Mentioning his directives to the party workers to work in flood-hit areas to help the victims. Sheikh Mujib said that the Government must also provide adequate agricultural loans and house-building grants to the affected people. He added floods have become almost a regular phenomenon in East Pakistan and that every year “this number one problem of ours” damage crops and property worth crores of rupees besides loss of human lives. -PPI.

আজাদ
২৭শে জুলাই ১৯৭০

মুজাফফরগড়ে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ:
শেখ মুজিব দেশকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে চায়

মুজাফফরগড়, ২৬ শে জুলাই।— পশ্চিম পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান গত শুক্রবার এখানে বলেন যে, এছলামী ন্যায় বিচারই হইতেছে দেশের সকল অর্থনৈতিক দুঃখ দুর্দশার একমাত্র সমাধান।

মুজাফফরগড়ের নাগরিকদের পক্ষ হইতে তাহার সম্মানে প্রদত্ত এক সম্বর্ধনায় নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বলেন, এছলামের নামেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং দেশে এছলামী সমাজ

ব্যবস্থা কয়েম করার জন্য সংগ্রাম করিয়া যাওয়াই হইতেছে সকল দেশপ্রেমিক ও এছলামপ্রিয় জনগণের একমাত্র কর্তব্য। পাকিস্তান একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। এখানে আদর্শ বিরোধী কোন ব্যবস্থা কয়েম হইতে পারে না।

তিনি বলেন, কয়েমে আজমের সুযোগ্য নেতৃত্বে বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর জনগণ এই পবিত্র ভূমি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু গত দুই দশকে এখানে এছলাম সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

তিনি আরো বলেন, কংগ্রেস সমর্থক আলেমরা যাহারা একসময় হিন্দুদের হাতের পুতুল ছিল তাহারা আজ এছলামী সাম্যের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।

শেখ মুজিবর রহমানের ৬ দফার সমালোচনা করিয়া নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন যে, শেখ ছাহেব দেশকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে চায়।

তিনি মোছলেম লীগ প্রসঙ্গে নওয়াবজাদা বলেন যে, প্রত্যেক মোছলেম লীগই নিজেকে সত্যিকার বলিয়া দাবী করিতেছে। এই সকল মোছলেম লীগ শুধু ক্ষমতা লাভের সংগ্রাম করিতেছে। দেশ ও জাতির প্রতি তাহাদের কোন আন্তরিকতা নাই। -পিপিআই

সংবাদ
২৮শে জুলাই ১৯৭০

আওয়ামী লীগের রিলিফ কমিটির সভায় বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ

ঢাকা, ২৭শে জুলাই (এনা)।— অদ্য সকালে আওয়ামী লীগ রিলিফ কমিটির এক জরুরী সভা দলের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভা প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমান সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন জেলা হইতে আগত আওয়ামী লীগ সদস্যগণও ইহাতে যোগদান করেন। সভায় প্রদেশের সামগ্রিক বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

সভায় উপস্থিত এলাকায় অবিলম্বে সর্বাঙ্গিক সাহায্য যথা নগদ অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, কাপড় প্রেরণ করার জন্য সরকারের নিকট আস্থান জানান হয়।

ইহা ছাড়াও দুর্গত জনসাধারণকে আশ্রয়, দীর্ঘস্থায়ী কৃষি ঋণ এবং গৃহনির্মাণ ঋণ বরাদ্দ করার জন্যও সরকারের নিকট আস্থান জানানো হয়।

সভায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আস্থান জানানো হয়।

রিলিফ কমিটির সদস্যগণকে দুর্গত এলাকায় ছড়াইয়া পড়া ও দুর্গত জনসাধারণকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া রিলিফ কমিটির সদস্যগণকে পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন ও জনসাধারণের প্রয়োজন কি পরিমাণ তাহা উপলব্ধি করিয়া রিলিফ কমিটির নিকট রিপোর্ট প্রদান করার আহ্বান জানান হয়।

Morning News

28th July 1970

Pakistan will not exist if Mujib is voted to power: Quasem

(By Our Staff Reporter)

Mr. Abul Quasem, General Secretary of the All-Pakistan Council Muslim League, told a Press conference in Dacca yesterday if Sheikh Mujibur Rahman was voted to power on the basis of his Six-Point Programme Pakistan would not exist.

The Muslim League leader said nobody had a right to demand a referendum on the Six-Points because Muslims of the sub-continent had given their verdict in 1946 in favour of Pakistan on the basis of Islam and this basis could not be altered.

Replying to a correspondent Mr. Abul Quasem said the two NAPS and the Awami League were working against the ideology of Pakistan. He said the Awami League was a secular party and had many Hindus in its organisation hence it was against Islam and ideology of Pakistan. About two NAPS he said they were dominated by the Communists since Communist Party in the Country had been banned. At the moment, he added, secularist were posing greater danger to ideology of Pakistan than the Communists when a correspondent pointed out the Awami League manifesto had very clearly stated it would not allow any law to be enacted which was repugnant to the holy Quran and Sunnah, he said he had not read the manifesto and then hastened to add it was an afterthought due to pressure of public opinion which he said was overwhelmingly in favour of Islam. He also contended that majority of the people including active members of the Awami League had not read the Six-Point programme and Sheikh Mujibur Rahman was creating confusion in the minds of the people. He said the Six-Point programme was not an ideology but a programme to destroy the ideological basis of Pakistan.

He said Council Muslim League in East Pakistan would enter into understanding with Islam-pasand parties including Jamaat-e-Islami and two factions of Jamiatul-Ulema Islam to fight against the two NAPS and the Awami League which were threatening the

ideology of Pakistan. When asked how his party could enter into alliance with Jamaat-e-Islami whose chief Maulana Maudoodi had opposed Pakistan, he said it was true that Jamaat chief was against Pakistan and wrote books against Pakistan but now he had changed his views.

He said his party had already received about hundred applications from candidates in East Pakistan for the forthcoming election of the National Assembly and added that more applications were pouring in. He said the final list of the candidates would be out at the time of filing nomination papers.

He said his party supported regional autonomy to the provinces with defence, foreign affairs and federal finance remaining with the Centre.

Replying to a correspondent he said the Muslim League was still committed to separate electorate and it had not changed its stand. He said Muslim League had formed united front with Maulana Maudoodi to oppose the joint electorate but they had to accept it under compulsion when it was introduced in Dacca session by late Mr. Suhrawardy.

Commenting on the election prospect of his party he said it would emerge as the largest single party.

He said if CML was voted to power it was committed to shift the capital to Dacca. He said there was no difference with party chief Mumtaz Daultana on this issue as he was bound to abide by the decision of the councilors.

Asked if there was any secret understanding between Sheikh Mujibur Rahman and Mian Mumtaz Daultana he said no such understanding existed between the two leaders. He said Mian Mumtaz Daultana and Sheikh Mujibur Rahman had good personal relationship. He said he also did not have any personal differences with the Awami League leader and added it was he who gave first public statement that the Round Table Conference could not be held without Sheikh Mujibur Rahman and Maulana Bhasani who had substantial following in East Pakistan. He said his stand was in conformity with the decision of Democratic Action Committee decision which had demanded release of Sheikh Mujibur Rahman.

When asked how could Islam be in danger in Pakistan Mr. Abul Quasem said in fact Islam was not in danger because it was not confined to Pakistan but ideology of Pakistan was in danger.

The Press conference was also attended by Khwaja Khairuddin, President of East Pakistan Council Muslim League.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে জুলাই ১৯৭০

প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিলাত প্রত্যাবর্তনের উপর বিধি-নিষেধ

অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবী:

শেখ মুজিব কর্তৃক অপরিণামদর্শী ব্যবস্থার প্রতি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (বুধবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন:

“লক্ষাধিক বাঙ্গালীসহ যুক্তরাজ্যে বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানী বসবাস করেন। যুক্তরাজ্য-প্রবাসী বাঙ্গালীদের অধিকাংশই সিলেটের অধিবাসী। যুক্তরাজ্যে কাজ-কর্ম করিয়া তাঁহারা পাকিস্তানের জন্য মোটা রকমের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিয়া থাকেন।

“বর্তমান পণ্যের বর্ণবাদ এবং নয়া টরি সরকারের বহিরাগত নীতিতে গোটা দেশ উদ্ভিন্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের প্রবাসী পাকিস্তানের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।”

“কিন্তু সরকার যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে ইহাদের উপর যে বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।”

“সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে, জীবিকা অর্জনের জন্য যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তনকারী প্রত্যেক যাত্রীকে টিকেট ক্রয়ের জন্য ২,০৯৯ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জমা দিতে হইবে এবং ইহার জন্য তাঁহারা বোনাসের সুবিধাও পাইবেন না। বিকল্পে তাঁহাদের যুক্তরাজ্যে পৌঁছার ৩ মাসের মধ্যে টিকেটের অর্থ বাবত ১৮৩ পাউণ্ড ফেরত পাঠাইবার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দেওয়ার বিধান করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি আবার ব্যাঙ্কে ৩,৮০০ টাকা জমা না রাখিলে যাত্রীদের ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতেছে না।

“একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে যুক্তরাজ্যে ৩ মাসের মধ্যে ১৮৩ পাউণ্ড জমা করা অসম্ভব ব্যাপার। তদুপরি স্বদেশে অবস্থানের পর বিলাত প্রত্যাবর্তনের জন্য অধিকাংশ লোকের পক্ষেই টিকেটের ভাড়া দুই হাজার টাকা যোগাড় করা কষ্টসাধ্য। তাই টিকেটের মূল্য এবং তৎসঙ্গে ব্যাংক গ্যারান্টি বাবত প্রায় ৬ হাজার টাকার মত যোগাড় করা তাহাদের জন্য অসম্ভব।”

“অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা কিন্তু যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তনে এই অসুবিধা ভোগ করেন না। কারণ তাঁহাদের অধিকাংশ আফগানিস্তান হইয়া যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এইভাবে আরোপিত বিধি-নিষেধ এড়াইয়া যান। পূর্ব পাকিস্তানীরা ঢাকা হইতে সরাসরি পি, আই, এ বিমানযোগে লন্ডন গমন করেন বিধায় বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আরোপিত বিধি-নিষেধ আরও অযৌক্তিক।”

“এই বিধি-নিষেধ আকস্মিকভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ফলে অনেকেই টাকা যোগাইয়া বিলাতে ফেরত যাইতে পারিতেছেন না। ফলে তাঁহাদের বিলাতের চাকুরী হারাইতে হইবে।”

“এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করিতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী এবং সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের অপরিণামদর্শী প্রতিনিধিত্ব সহ বিভিন্ন কারণে স্বদেশে যে গুরুতর বেকার সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে, বিলাতে বাঙ্গালীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাহা কিছুটা লাঘব হইতেছে। তাই সরকারের এই বিধি-নিষেধ একান্তভাবে অপরিণামদর্শী। আমি এই কঠোর ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছি এবং এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছি।”

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে জুলাই ১৯৭০

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের বৈঠক স্থগিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (বুধবার) বিকালে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভা দলের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ড চট্টগ্রাম জেলার জাতীয় ও প্রাদেশিক আসনসমূহের মনোনয়ন প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। বোর্ডের সদস্যগণ ও মনোনয়নপ্রার্থীরা যাতে বন্যা উপদ্রুত এলাকায় সেবাকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারেন তজ্জন্য পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভা আপাতত: স্থগিত রাখা হয়। বোর্ডের পরবর্তী সভার তারিখ পরে ঘোষণা করা হইবে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে পার্লামেন্টারী বোর্ড প্রদেশের ১৮টি জেলার মনোনয়ন প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজের আকস্মিক গ্রহণতারের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম জেলার মনোনয়ন প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয় নাই।

Morning News

30th July 1970

One lakh Bengalees will be hit by new travel policy of SBP: Mujib

(By Our Staff Reporter)

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, in a statement issued in Dacca yesterday, urged the President to withdraw new travel policy

of State Bank of Pakistan for Pakistanis living abroad. He said new measures announced by the Government would affect about a lakh of Bengalees, particularly people from Sylhet district.

Sheikh Mujibur Rahman said that there were a large number of Pakistanis including over a lakh of Bengalis, mostly from the district of Sylhet, resident in the UK where they earn their livelihood and a substantial amount of foreign exchange for Pakistan.

At a time the country was perturbed over the impact of Enoch Powell's racialism on the immigration policy of the newly formed Conservative Government which should spur our Government to take effective measures to safeguard the interest of Pakistanis in the UK it was distressing to hear that our own Government had imposed restrictions requiring all wage earners returning to UK to pay in foreign exchange (without the benefit of bonus facilities) the equivalent of Rs 2,099 to buy a ticket. Alternately, each of them had to provide a bank guarantee that he would remit the passage money of 283 pounds within three months of availing the passage.

BANK GUARANTEE

He said that this bank guarantee was not issued by the banks unless the individual passenger deposited in cash an amount of Rs 3,800 with the bank. It was impossible for an average person to earn and save 183 pound within 3 months in UK. Besides, the Sheikh said at the end of their stay at home most of these people find it hard even to arrange the normal cost of passage of Rs. 2,000. It was therefore impossible for them to meet an expenditure of some Rs. 6,000 on the cost of return passage and bank guarantee. This difficulty was not faced by West Pakistani wage earners returning to UK as most of them were reported to be returning to UK via Afghanistan, thereby avoiding the restrictions imposed.

Sheikh Mujib pointed out that East Pakistanis fly direct from Dacca to UK and by PIA and no foreign exchange would be involved. As such the restrictions were still more unjustified. The restrictions had been suddenly imposed and many, unable to meet them and travel back in due time, may lose their jobs in UK.

Sheikh Mujib further pointed out that the employment of Bengalees in UK contributes towards alleviating the grave unemployment situation at home caused by a number of factors, including the inadequate representation of Bengalees in the Central (including defence) establishments and services.

The restrictions imposed by the authorities therefore, could not but be viewed as thoughtless and hard, he said.

Dawn

30th July 1970

Awami League takes note of Yahya's resolves Power transfer

DACCA, July 29: The Working Committee of East Pakistan Awami League today considered President Yahya Khan's yesterday's broadcast speech and "took note of the resolve once more expressed therein" for peaceful transfer of power to the people's representatives."

The Working Committee, however, cautioned the people and those in Government anxious for peaceful transfer of power to be on guard against the activities of the "forces of reactionary vested interests and their partisans in the administration," a Press release issued after the meeting said.

The committee said that these forces were "adopting various repressive, discriminatory and provocative measures" to carry out "their conspiracy against the very scheme of peaceful transfer of power flouting the solemn assurance of free and impartial election."—APP.

সংবাদ

১লা আগস্ট ১৯৭০

অদ্য শেখ মুজিবের সিরাজগঞ্জ যাত্রা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বন্যা উপদ্রুতদের জন্য সাহায্য দ্রব্যাদিসহ অদ্য (শনিবার) সিরাজগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিবেন বলিয়া এপিপি'র খবরে প্রকাশ।

দৈনিক পয়গাম

১লা আগস্ট ১৯৭০

সরদার বাহাদুর কর্তৃক রাজনীতিতে

অংশ গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা

হাবিলীন, ৩০শে জুলাই।— পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা জনাব সরদার মোহাম্মদ খান বলেন যে, কার্যকরী শাসনতন্ত্র রচনায় সাহায্য করিবার জন্য তিনি পুনরায় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

এখান হইতে ৩০ মাইল দূরে চান্দায় এক জনসভায় ভাষণ দান কালে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

জাতীয় পরিষদের সাবেক বিরোধী দলীয় নেতা জনাব সরদার বাহাদুর বলেন যে, তিনি শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষপাতি।

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রস্তাবিত দুর্বল কেন্দ্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

তিনি ব্যক্তিগত মতভেদের জন্য জনসভায় অপরাপর নেতাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খানের সমালোচনা করেন। তিনি খান আবদুল কাইয়ুম খানকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে জনাব কাইয়ুম খান সরদার বাহাদুর খানকে মন্ত্রী সভার একটি আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সরদার বাহাদুর খান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। —এপিপি

দৈনিক পয়গাম

১লা আগস্ট ১৯৭০

৬ দফা পাকিস্তানকে ২টি রাষ্ট্রে পরিণত করিবে: দৌলতানা

লাহোর, ২৯ শে জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিলে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে তাহা হইবে এক আর সি ডি এবং অপর আর সি ডি দেশের মধ্যে যেইরূপ সম্পর্ক তৎরূপ।

সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

জনাব দৌলতানা বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক আর সি ডি ভুক্ত দেশগুলির সম্পর্ক চেয়ে খারাপ হইবে।

জনাব দৌলতানা বলেন যে, ৬-দফা পাকিস্তানের ঐক্য ধ্বংস করিবে। তিনি আরও বলেন যে, ৬-দফার মধ্যে দেশ প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গী নাই। —এপিপি

Mornings News

1st August 1970

Mujib denies he Prefers Chief Ministership

LAHORE, July 31 (PPI): Sheikh Mujibur Rahman chief of the Awami League, has contradicted the report circulated by a news agency (not PPI) that he would rather be the Chief Minister of East Pakistan than become Prime Minister of Pakistan.

In a Press a statement yesterday, Ch. Barkat Ali Saleemi Vice-President of the Awami League, said the AL chief denied having made any such statement and the report was baseless and erroneous.

আজাদ

২রা আগস্ট ১৯৭০

পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ:

যে কোন মূল্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য শেখ মুজিবের আহ্বান
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান যে কোন মূল্যে প্রদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের দ্রুত ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বন্যা এখন একটি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাহিরে নহে। তিনি বন্যার ক্রমাবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রদেশের বন্যাপরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। প্রায় সব জেলার মানুষই ইহাতে এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে নিষ্কিণ্ড হইয়াছে। বন্যায় বহু কাঁচাঘর বিধ্বস্ত হইয়াছে, ফসল বিনষ্ট হইয়াছে ও বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। অথচ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সরকার ব্যন্যার্তদের জন্য এখানে সেখানে যে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা অনুল্লেখযোগ্য। যেখানে বন্যা দুর্গত এলাকার জন্য কোটি কোটি টাকার সাহায্য বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল সেখানে মাত্র বিশ লক্ষ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হইয়াছে।

তিনি প্রদেশের বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসা ও মুক্তহস্তে দান করার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বন্যার সুযোগ লইয়া ব্যবসায়ীগণ যাহাতে অতিরিক্ত মুনাফা লুটিতে না পারে তাহার প্রতি সতর্ক থাকার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিবের সফর বাতিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অনিবার্য কারণে তাঁহার সিরাজগঞ্জ ও অন্যান্য বন্যা উপদ্রুত এলাকা সফর স্থগিত রাখিয়াছেন। গতকাল রাত্রে তাঁহার ট্রেনযোগে সিরাজগঞ্জ রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি জনাব এম, মনসুর আলী গতকাল রাতে সাহায্যদানকার্য তদারক ও সিরাজগঞ্জ মহকুমার বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহ সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে রহিয়াছেন সিরাজগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী সৈয়দ হায়দার আলী।

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা আগস্ট ১৯৭০

সরকারের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান:
বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা ও দুর্গতদের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্য চাই
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল (শনিবার) এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রদেশে বন্যা একটা বাৎসরিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে কোন মূল্যে হউক, বন্যা সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে। শেখ সাহেব গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বলেন যে, এইভাবে বন্যার পুনরাবৃত্তি হইতে থাকিলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। অথচ যতদূর জানা যায়, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আজো কোন অর্থ পায় নাই। বন্যানিয়ন্ত্রণের কোন কার্যকরী ব্যবস্থাও অদ্যাবধি গৃহীত হয় নাই।

বিবৃতিতে প্রদেশের ক্রমাবনতিশীল বন্যা পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, প্রায় সমগ্র পূর্ববাংলা এক ভয়াবহ বন্যার করালগ্রাসে নিপতিত হওয়ার ফলে জনজীবনে অবর্ণনীয় দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছে।

শেখ সাহেব বলেন, বন্যা দুর্গত এলাকায় সরকারী সাহায্য তৎপরতাও নীতান্ত্র অপ্রতুল। তিনি বলেন, যেখানে অগণিত বন্যার্তের দুর্দশা লাঘবের জন্য কোটি কোটি টাকার দরকার, সেখানে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বরাদ্দকৃত ২০ লক্ষ টাকা সমুদ্রে বারিবিন্দু মাত্র। তিনি প্রয়োজন মাসিক পর্যাপ্ত সাহায্য মঞ্জুরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। দেশের উভয় অংশের বিত্তবানদের প্রতি বন্যাদুর্গতদের সাহায্যে আগাইয়া আসার আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব সাহায্য সমগ্রী সরাসরি ঢাকাস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে প্রেরণের অনুরোধ জানান। তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি এই ভয়াবহ বন্যার সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না করার আহ্বান জানান এবং বলেন যে, অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে সেদিকে সরকারের কড়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

দৈনিক পয়গাম

২রা আগস্ট ১৯৭০

বন্যা দুর্গতদের মধ্যে পর্যাপ্ত সাহায্য দানের জন্য মুজিবের আহ্বান

ঢাকা, ১লা আগস্ট।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা ও প্রদেশের বন্যা দুর্গত জনগণের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ মঞ্জুরীর জন্য অদ্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

অদ্য এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও আগাইয়া আসার আবেদন জানান।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন বর্তমান ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি আমাদের সকলের নিকট এক গভীর উদ্বেগের বিষয়। প্রদেশের প্রায় সব কয়েকটি জেলা বর্তমানে বন্যায় কবলিত হওয়ায় জনগণ কষ্ট ভোগ করিতেছে। বন্যায় গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে, শস্যের হানি এবং মানুষের মৃত্যু হইয়াছে। প্রতিদিন বন্যার অবনতি ঘটতেছে।

তিনি বলেন, আমি গভীর দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, এ পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। এখানে শুধুমাত্র আংশিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই।

অনতিবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।

আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এই পর্যন্ত প্রদেশ কোন অর্থমঞ্জুরী লাভ করে নাই।

সরকার যে রিলিফ প্রদান করিয়াছেন তাহা অপর্যাপ্ত। বন্যা দুর্গত জনগণ যখন বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোটি কোটি টাকা দাবী করিতেছে তখন প্রেসিডেন্টের ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী অর্থহীন।—এপিপি

Pakistan Observer

2nd August 1970

Mujib calls for urgent flood control

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman called upon the Government to immediately take effective flood control measures, reports PPI.

In a Press statement in Dacca on Saturday afternoon, he said that flood had become a menacing problem of great magnitude in East Pakistan but no concrete measures other than piecemeal programmes had been adopted so far. As a result, this problem still

remained unsolved, he said and added that if the current flood situation was allowed to continue, it might turn worse than the previous years.

In this context Sheikh Mujib alleged that so far no grant had been received by this province from the Central Government for flood, and the relief measures taken by the Government were also not adequate. He held that Rs. 20 lakh sanctioned by the President for the flood victims of East Pakistan was insignificant while the situation demanded crores of rupees to meet the immediate needs of the flood-hit people, and urged the Government to provide immediately sufficient grants commensurate with the gravity of the problem.

He said, the present alarming of flood situation is a matter of grave concern to us all. Almost all the districts of East Pakistan are now in the grip of severe floods causing untold sufferings to the people. The floods have destroyed dwelling houses damaged crops and caused loss to human lives. The flood situation is deteriorating day by day.

He also appealed to the well- to-do people of both East and West Pakistan to come to the help of the flood victims and advised them to send their relief materials and help directly to the Awami League Office, Dacca.

In his statement, Sheikh Mujib urged the business community not to raise the prices of their commodities at this alarming flood situation. Government should be alert that unscrupulous businessmen might not take the advantage of the situation he observed.

Mornings News

2nd August 1970

Mujib's call for effective flood control measures

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, yesterday call for effective flood control measures and "sufficient grants" to the flood-affected people of the province, reports APP.

In a statement issued in Dacca yesterday, the Awami League chief also appealed to the well-to-do people to come to the help of the flood-hit people.

The Awami League chief said: "The present alarming flood situation is a matter of grave concern to us all. Almost all the districts of East Pakistan are now in the grip of severe floods

causing untold sufferings to the people. The floods have destroyed dwelling homes, damaged crops and caused loss to human lives. The flood situation is deteriorating day by day.

"I am deeply pained to say that so far no effective measures have been taken to control floods. Only some piecemeal programme adopted here and there would not help solve the problem of this magnitude.

"I call upon the Government to take up effective flood control measures immediately. Floods, which have been a regular feature in the province must not go uncontrolled. This problem has to be tackled at all cost. I am afraid that if the present alarming flood situation is allowed to continue, it may be worst than the previous years. I understand that so far no grant has been received by the province from the Central Government for flood

RELIEF INADEQUATE

"The relief measures taken by the Government are also not adequate. Rupees 20 Lakh sanctioned by the President for the flood victims is insignificant. While the situation demands crores of rupees to meet the immediate urgent needs of the flood-hit people. I urge upon the Central Government to give immediate sufficient grant commensurate with the giganticity of the problems.

"I appeal to the well-to-do people of both East and West Pakistan to come to the help of the flood victims. I call upon them to send their relief materials and help directly to the Awami League office, Dacca."

"I also urge the business community not to raise the price of their commodity at this alarming flood situation . Government should be alert that unscrupulous businessmen may not take the advantage of the situation."

Mornings News

2nd August 1970

Mujib leaves for Sirajganj

Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman left Dacca yesterday by motor launch to visit flood-affected areas of Sirajganj and some other places with relief materials. Sheikh Mujibur Rahman will reach Sirajganj at 9 in the morning today reports PPI.

Mr. Md. Mohsin Treasurer, East Pakistan Awami League and Mr. Shamsul Huq Joint Secretary of All-Pakistan Awami League accompanied the party chief.

দৈনিক ইত্তেফাক
৩রা আগস্ট ১৯৭০
উপদ্রুত এলাকায় শেখ মুজিব
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (রবিবার) শহর ও শহরতলির বন্যাপ্লাবিত হাজারিবাগ, নওয়াবগঞ্জ, আমলিগোলা, মুন্সারটাক, পোস্তা, নিমতলী, নাজিরাবাজার, হাজি ওসমান গনি রোড, ছুরিটোলা, বংশাল, গেণ্ডারিয়া, গোপীবাগ, যাত্রাবাড়ী, মানিকনগর ও চামটেক এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বন্যার্ত জনগণের দুঃখ-দুর্দশার খোঁজ-খবর নেন এবং দুর্গতদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেন। বন্যাপ্লাবিত এলাকা সফরকালে আওয়ামী লীগ রিলিফ কমিটির আহ্বায়ক জনাব ময়েজ উদ্দিন আহমদ, আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফা, জনাব মোহসীন, সিরাজুল ইসলাম, ডাঃ আহমদ আলি প্রমুখ শেখ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন।

Dawn
3rd August 1970
Mujib visits affected areas

DACCA, Aug. 2 :- Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman today visited the flood affected areas, including Hazaribagh, Lalbagh, Postagola, Kamrangharchar, Bangshal, Farida Bad, Gandaria, Gopibagh, Jatrabari and the Dacca city.

Mr. M. Maizuddin, General Secretary of Dacca District Awami League and Convener of Awami League Relief Committee, Messers Kazi Golam Mustafa, General Secretary of Dacca City Awami League, Mr. Serajul Islam, Vice-President, Dacca City Awami League and others accompanied the Awami League chief.

The Sheikh visited the different areas and made an inquiry about the problems of flood victims. He directed all Awami League workers to work hard for helping the flood hit people. —APP.

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ঠা আগস্ট ১৯৭০
শেখ মুজিবের সিরাজগঞ্জ যাত্রা
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (সোমবার) দ্বিপ্রহরে মোটরলঞ্চযোগে সাহায্য দ্রব্যাদি লইয়া সিরাজগঞ্জ ও অন্যান্য বন্যাদুর্গত

এলাকা সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। শেখ মুজিব আজ (মঙ্গলবার) সকাল ৯টায় সিরাজগঞ্জ পৌঁছিবেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ মোহসিন ও নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক জনাব শামসুল হক শেখ মুজিবের সঙ্গে রহিয়াছেন।

সংবাদ
৫ই আগস্ট ১৯৭০
বন্যা এলাকা সফরে শেখ মুজিবের সিরাজগঞ্জ যাত্রা

ঢাকা, ৩রা আগস্ট (এনা)।— শেখ মুজিবর রহমান বন্যাদুর্গত এলাকা সফরের উদ্দেশ্যে মোটর লঞ্চযোগে আজ সিরাজগঞ্জ যাত্রা করিয়াছেন।

দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য তিনি সাহায্য দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়াছেন।

তাঁহার সহিত জনাব মোহসিন ও পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক জনাব শামসুল হকও রহিয়াছেন।

আজাদ
৬ই আগস্ট ১৯৭০
সিরাজগঞ্জে শেখ মুজিব:
অবিলম্বে বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী

সিরাজগঞ্জ, ৫ই আগস্ট।— আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান অনতিবিলম্বে বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব গতরাতে এখান হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী চৌহালিতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে প্রদেশের বন্যা পরিস্থিতিতে ও বন্যা কবলিত জনগণের দুঃখ-দুর্দশার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি উপেক্ষা করার জন্য পূর্ববর্তী সরকারসমূহকে দায়ী করিয়া বলেন, তাঁহাদের নিষ্পৃহতা ই জনগণের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার কারণ। তিনি আর কালক্ষেপণ না করিয়া বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব সোহরওয়ার্দী আমলে নিযুক্ত ত্রুণ মিশনের সোপারেশের ভিত্তিতে আশু বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব বলেন, কার্যকরীভাবে বন্যানিয়ন্ত্রণের উপরই বাঙ্গলা দেশের অস্তিত্ব নির্ভরশীল এবং এই ব্যাপারে বাঙালীরা আর কোন অজুহাত শুনিতে রাজী নহে। তিনি প্রদেশের বন্যাদুর্গতদের মধ্যে পর্যাপ্ত রিলিফ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচীর লক্ষ্য বাঙালীদের অধিকার আদায় করা এবং বাঙালার সম্পদকে একমাত্র প্রদেশের জনগণের কল্যাণে ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা। তিনি বলেন, শোষণের অবসান করিয়া বাঙালীদের জন্য ন্যায়বিচারই তাঁহার দলের কাম্য।

শেখ মুজিব বলেন যে, বাঙালার লোকদের অধিকারের বিনিময়ে তিনি এমনকি, উজিরে আজমের পদ গ্রহণ করিবেন না। জনগণের সেবা করাই তাঁহার লক্ষ্য বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী প্রধান আসন্ন নির্বাচনে তাঁহার কথিত ‘বাঙালার মীরজাফরদের’ নির্মূল করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব ঢাকা হইতে মোটরলঞ্চযোগে গতকাল সন্ধ্যায় এখানে আগমন করেন। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই আগস্ট ১৯৭০

**বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বাংলার জনগণ আর কোন অজুহাত শুনিতে রাজী নয়:
সিরাজগঞ্জের পল্লীতে শেখ মুজিবের বক্তৃতা**

সিরাজগঞ্জ, ৫ই আগস্ট।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বলেন যে, কার্যকরভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার উপর পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব নির্ভরশীল এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বাঙ্গালীরা আর কোন অজুহাত শুনিতে রাজী নয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান এখান হইতে আড়াই মাইল দূরে চৌহালীতে গতরাতে এক জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি ক্রুগ মিশনের রিপোর্টের আলোকে অবিলম্বে প্রদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। প্রদেশের লক্ষ লক্ষ বন্যাদুর্গত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, অতীতের সরকারসমূহ বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে যে মর্মান্তিক ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন তারই ভয়াবহ ফলশ্রুতি হিসাবে আজ পূর্ব বাংলার বুকে এই সর্বনাশ নামিয়া আসিয়াছে। তিনি বলেন যে, বন্যা প্রদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ আজ পথের ভিখারী বনিতে বসিয়াছে। দুঃস্থ মানবতার সাহায্যার্থ প্রচুর পরিমাণে সাহায্য-সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের মাধ্যমে প্রদেশের সম্পদের উপর পূর্ব পাকিস্তানীদের এখতয়ার প্রতিষ্ঠাই ৬-দফার অন্যতম লক্ষ্য।

আগামী নির্বাচনে জেলাবাসীকে তাঁহার দলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দানের আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন যে, পূর্ব বাংলার দাবী-দাওয়া লইয়া আপোষহীন সংগ্রাম করার অপরাধেই বিগত ডিকেডে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার সহকর্মীদের নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, ক্ষমতার মোহ যদি তাঁহার দলকে আচ্ছন্ন করিত তবে এমন কোন পদ ছিল না যা পাওয়া যাইত না।

চৌহালী যাওয়ার পথে পূর্বাঞ্চে তিনি বেলকুচী, এনায়েতপুর, সোহাগপুর প্রভৃতি স্থানে পথিপার্শ্বের জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি জনাব কোরবান আলী সমভিব্যাহারে ঢাকা হইতে লঞ্চযোগে সিরাজগঞ্জ পৌছার পর পর বন্যা পরিস্থিতি দেখার জন্য জীপযোগে চৌহালী গমন করেন। চৌহালীর পথে পথে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শেখ সাহেবকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। পথের বিভিন্ন স্থানে পল্লীবালারা শেখ সাহেবকে দেখার জন্য ভীড় জমায়। ঢাকা হইতে গতকাল তিনি এখানে পৌঁছিলে বিরাট জনতা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানায়। -এপিপি/পিপিআই

সংবাদ

৬ই আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিব কর্তৃক অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান

সিরাজগঞ্জ (পাবনা), ৫ই আগস্ট (এপিপি)।- বন্যাকবলিত পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান মুজিবর রহমান অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

সিরাজগঞ্জ হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত চৌহালী গ্রামে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে তিনি ইহা উল্লেখ করেন।

দৈনিক পয়গাম

৬ই আগস্ট ১৯৭০

অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুজিবের আহ্বান

সিরাজগঞ্জ, ৫ই আগস্ট।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশকে সর্বনাশা বন্যার কবল হইতে রক্ষার জন্য অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন।

এখান হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে চৌহালীতে গতরাতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা পরিস্থিতি ও বন্যা দুর্গত জনগণের দুঃখ কষ্টের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শনের জন্য তিনি পূর্ববর্তী সরকারসমূহের দোষারোপ

করিয়া বলেন, তাহাদের বিমাতাসুলভ ব্যবহারই জনগণের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার কারণ। শেখ সাহেব অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি সোহরাওয়ার্দী সরকারের নিযুক্ত ক্রুগ মিশনের অনুমোদিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা শীঘ্রই বাস্তবায়ন করার কথা বলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থার উপরই বাংলাদেশের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। কাজেই বাঙ্গালীরা এ ব্যাপারে আর কোন প্রকার ওজর আপত্তি শ্রবণ করিতে রাজী নয়। তিনি বলেন, বন্যা প্রদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। বন্যা এ প্রদেশবাসীর জন্য আজ দুঃখ রূপে দেখা দিয়াছে। তিনি বন্যা দুর্গত লোকদের পর্যাণ্ড রিলিফ দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

শেখ সাহেব বলেন যে, বাঙ্গালীদের অধিকার আদায় ও বাংলা দেশের সম্পদ কেবল বাঙ্গালীদের কল্যাণার্থে ব্যবহারের জন্যই তাহার দলের ছয়-দফা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হইয়াছে। -এপিপি

দৈনিক পয়গাম

৬ই আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিব ও ওয়ালী খান দেশের বিনাশ সাধন করিতেছে

করাচী, ৪ঠা আগস্ট।- পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান গতকল্য বলেন যে, শেখ মুজিব, খান আবদুল ওয়ালী খান ও অন্যান্য একমনা রাজনীতিবিদগণ পাকিস্তানের বিনাশ সাধন করিয়া পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু কংগ্রেসের পরিকল্পনায় কাজ করিতেছে।

তিনি শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, ইহারা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা মোতাবেক কাজ করিতেছেন। তিনি বলেন, ইহা আনন্দের বিষয় যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে রহিয়াছে।

Pakistan Observer

6th August 1970

Mujib calls for urgent flood control measures

SIRAJGANJ (Pabna), Aug 5: Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League has called for immediate flood control measures for the province no in grip of devastating floods reports APP.

Sheikh Mujibur Rahman last night addressing a public meeting at Chauhali, about 20 miles from here expressed concern over flood situation in East Pakistan and sufferings of people owing to floods.

He blamed previous governments for neglecting the aspect of flood control measures said their apathy was responsible for present miseries of people. He urged the present regime to take up flood control measures without further delay. The Awami League chief asked for immediate implementation of flood control scheme on the basis of recommendations by Krugg Mission appointed by Suhrawardy government.

Sheikh Mujibur Rahman said that survival of Bangla Desh was dependent on effective control of flood and the Bengalees were not ready to hear any excuse in this respect.

He urged government to extend adequate relief to flood-affected people of the province.

Sheikh Mujibur Rahman said that his party's Six-Point programme for regional autonomy aimed at securing rights of Bengalees and to ensure that Bengal's resources were utilised for the welfare of people of the province. He said that his party only wanted justice for Bengalees ending exploitation.

He demanded East wing's representation in Central Services and in other spheres of national life on the basis of population.

Sheikh Mujibur Rahman said he would not accept even office of Prime Minister by compromising rights of people of Bengal. He said his main object in life was to serve his people.

The Awami League chief recounted how in the past during Ayub regime he had suffered jail for championing cause of Bengal.

Earlier on way to Chowhali the Awami League chief addressed a meeting at Belkuchi where also he stressed on importance of immediate flood control measures.

Mornings News

6th August 1970

Mujib calls for immediate flood control measures

SERAJGANJ, AUG. 5 (APP) : Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, has called for immediate flood control measures province now in grip of devastating floods.

Sheikh Mujibur Rahman last night addressing a public meeting at Chauhali, about 20 miles from here, expressed concern over flood situation in East Pakistan and suffering of people owing to floods.

He blamed previous Governments for neglecting the aspect of flood control measures and said their apathy was responsible for present miseries of people.

He urged present regime to take up flood control measures without further delay. Awami League chief asked for immediate implementation of flood control scheme on the basis of recommendations by Krug Mission appointed by Suhrawardy Government.

Sheikh Mujibur Rahman said that survival of Bangla Desh was dependent on effective control of flood and the Bengalees were not ready to hear any excuse in this respect.

Sheikh Mujibur Rahman said that floods had damaged the economy of the province and had turned people destitutes. He urged the Government to extend adequate relief to flood affected people of province.

RIGHTS OF BENGALLEES

Sheikh Mujibur Rahman said that his party's six-point programme for regional autonomy aimed at securing rights of Bengalees and to ensure that Bengal's resources were utilised only for welfare of the people of the province. He said that his party only wanted justice for Bengalees ending exploitation.

He demanded East Wing's representation in Central Services and in other spheres of national life on the basis of population.

Sheikh Mujibur Rahman said he would not accept even office of Prime Minister by compromising rights of the people of Bengal. He said his main object in life was to serve his people.

The Awami League chief recounted how in the past during Ayub regime he had suffered jail for championing the cause of Bengal.

The Awami League chief asked for support for his party in coming election and urged people to eliminate those whom he called Mirzafars of Bengal.

Earlier on way to Chauhali Awami League chief addressed a meeting at Belkuchi where also he stressed on importance of immediate flood control measures. He also address way side meetings at Betil, Enayetpur, Shohagpur etc.

Ghulam Azam

PPI Add: Prof. Ghulam Azam who is now on tour, is inspecting the relief operations launched by the Jamaat workers in Serajganj. Meanwhile, he has visited Shahjadpur, Ullapara, Nagarbari and other places of the district and saw the condition of the affected people.

Earlier in a message he urged upon the philanthropists and well-to-do people to donate generously for the flood-affected people. Prof Azam is expected to return to Dacca by noon today.

Dawn

6th August 1970

E. Wing representation in Central service urged: Mujib won't compromise Bengalis' rights

SERAJGANJ, (Pabna) Aug. 5:— Sheikh Mujibur Rahman President of the Awami League has demanded East Wing's representation in Central Services and in other spheres of national life on the basis of population.

The Sheikh said he would not accept even the office of Prime Minister by compromising the right of the people of Bengal. He said his main object in life was to serve his main object in life was to serve his people.

He called for immediate flood control measures in the province now in the grip of devastating floods.

Sheikh Mujib last night addressing a public meeting at Chauhali, about 20 miles from here expressed concern at the flood situation in East Paksitan and the resultant sufferings.

He blamed previous Governments for neglecting this aspect of economic development and said their apathy towards flood control measures was responsible for the present misery of the people.

The Awami League chief asked for immediate implementation of the flood control scheme, as recommended by Krugg Mission appointed by the Suhrawardy Government.

Sheikh Mujibur Rahman said that the survival of Bangla Desh was dependent on the effective control of floods and the Bengalis were not ready to hear any excuse for delaying it further.

Sheikh Mujib said that floods had damaged the economy of the province and made people destitutes. He urged the Government to extend adequate relief to the flood-affected people.

6-POINT PROGRAMME

Sheik Mujib said that his party's six-point programme for regional autonomy aimed at securing the rights of Bengalis and at ensuring that Bengal's resources were utilised only for the welfare of its people.

He said that his party only wanted justice for Bengalis ending exploitation.

The Awami League chief recounted how during the Ayub regime he had suffered jail for championing the cause of Bengal.

The Awami League chief asked for support for his party in the coming election and urged the people to vote for Awami League candidates to protest the interests of Bengal.

Earlier on way to Chuhali, the Awami League chief addressed a meeting at Belkuchi where, addressing another meeting, he stressed the importance of immediate flood control measures.

Meanwhile, the Narayanganj Chamber of Commerce has made an earnest appeal to its members to donate generously to the president's East Pakistan Relief Fund to alleviate the sufferings of the people of the flood-affected areas in East Pakistan.

In spite of the adverse trading conditions, the Chamber hopes the members would be able to contribute very substantial amounts to the President's East Pakistan Relief Fund, says a Press release.

The Chamber also appreciated the immediate action which the Government has taken for the relief of people in various areas, which have been stricken by this calamity. —APP.

Dawn

6th August 1970

**AL losing ground in E. Wing, says Quasem:
Six Points meaningless after 56 p.c. representation.**

RAWALPINDI, Aug. 5 :— The General Secretary of the Council Muslim League, Mr. Abul Quasem, said here yesterday that after the acceptance of the principle of one-man-one-vote and representation to the National Assembly on population basis, the Six Points of Sheikh Mujibur Rahman have been rendered redundant and meaningless.

He was addressing the Council Muslim League workers here yesterday Khwaja Mahmud Ahmed Minto, President of the City Council Muslim League, presided.

Mr. Abul Quasem said that the coming elections would expose the myth of the popularity of the Awami League in East Pakistan as during the recent months the Awami League had lost much of the ground there.

The people in East Pakistan now sincerely believe that the Six-Point programme of Sheikh Mujibur Rahman aimed at the disintegration of Pakistan and they would never lend support to it.

He said the people of East Pakistan would not accept any Constitution which was not based on Islam. They would not vote for the people who were playing in the hands of our enemies and who wanted to weaken Pakistan by dividing the nation into different sections.

DANGERS OF SIX POINTS

Mr. Quasem said that just as the NAP of Wali Khan and People's Party of Mr. Bhutto were working against the ideology of Islam and Pakistan in West Pakistan, the Awami League was working against the concept of Islam and Pakistan in East Pakistan.

He said some time back, the Awami League enjoyed the support of some sections of the students in East Pakistan but now when the Council Muslim League has brought home to the people the dangers of the Six-Point programme, they have left the Awami League of Sheikh Mujibur Rahman would get weaker and weaker to meet a humiliating defeat at the polls.

Mr Quasem claimed that the Council Muslim League would win majority of seats in East Pakistan as this was the only party which the people believe remained steadfast during the dictatorial regime of Mr. Ayub Khan always serving the cause of the people.

He said those Muslim Leaguers who had gathered around Mr. Ayub Khan for selfish ends have taken refuge in the Qayyum Muslim League and the Quader Muslim League.

People's memory may be short, he said, but they fully recognise the opportunists and the self-seekers under whatever garb they appear before them.

Mr. Quasem discounted all misgivings that the council Muslim League had entered into a secret election alliance with the NAP of Wali Khan or the Awami League.

The Council Muslim League, he added, had not and would never have any truck with any party which did not believe in the ideology of Pakistan and the basis on which the sub-continent was partitioned.

He regretted that some parties in Pakistan were working as agents of India, America or Soviet Union against the larger interest of their own country. On the other hand, the Council Muslim League was working on the same ideal and manifesto was set by the Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah.

Tracing the political events that followed the death of Quaid-i-Azam, Mr. Abul Quasem said that the Muslim League gave an Islamic Constitution to the country for the first time in 1954 but the Awami League impeded its implementation at the behest of the then Governor General Mr. Ghulam Mohammad.

He demanded that those parties which were not fully adhering to the ideology of Islam and Pakistan should not be allowed to take part in the elections. He said the five point election guide-line of President Yahya Khan were in complete conformity with the

avowed principles of Council Muslim League whereas the Awami League and some other parties were opposing them.

QAYYUM KHAN CRITICISED

Mr. Abul Quasem severely criticised Khan Abdul Qayyum Khan and said that the (Qayyum) has been given a licence to tell lies. Mr. Qayyum Khan's entire political past, Mr. Quasem alleged, was tarnished with all type of contradictions.

Mr. Qayyum Khan has always wavered and faltered in the political field. He came out of jail after tendering an apology to Mr. Ayub Khan and then remained in asylum for a long time till the downfall of Mr. Ayub Khan to which he had no contribution.

He was now levelling allegations against those who had brought an end to the dictatorship in the country whereas he (Qayyum Khan) has gathered all the "refuse of Convention of League" around him, Mr. Quasem said.

Similarly Mr. Quasem accused "other faction" of the Convention Muslim League headed by Mr. Fazlul Quader Chowdhury and said this party owed its rebirth to the blessings of Mr. Ayub Khan and now was sustaining to survive only to get back the frozen funds collected through unfair means from the industrialists and bankers.

The meeting was also addressed by the President of the Rawalpindi District Council Muslim League. —APP

আজাদ

৭ই আগস্ট ১৯৭০

কাজীপুরে শেখ মুজিব

ভ্রূগ মিশন প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবী

সিরাজগঞ্জ (পাবনা), ৬ই আগস্ট।— পূর্ব পাকিস্তানকে বন্যার করালগ্রাস হইতে রক্ষার ব্যাপারে অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান তাহার দাবীর পুনরাবৃত্তি করেন।

সিরাজগঞ্জ মহকুমার বন্যাকবলিত এলাকায় সফরকালে আওয়ামী লীগ প্রধান গতকাল এখানকার কাজীপুরে এক সমাবেশে উপরোক্ত দাবী জানান।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য তিনি পূর্ববর্তী সরকারগুলিকে দায়ী করেন। এ ব্যাপারে বিগত দিনের সরকার গুলির উপর দোষারোপ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান উপর্যুপরি বন্যার আক্রমণ হইতে প্রদেশকে রক্ষা

করিবার ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর আমলে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভ্রূগ মিশন প্রদত্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান জোর দাবী জানান। —এপিপি

আজাদ

৭ই আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

বন্যা কবলিত সিরাজগঞ্জ সফর শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

তিনি সিরাজগঞ্জে বন্যার্তদের মধ্যে দলীয় ভিত্তিতে সাহায্য সামগ্রী বিতরণ পর্যবেক্ষণ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অটুট মনোবল ও সাহসিকতার জন্য জনগণের প্রশংসা করেন।

তিনি বন্যা কবলিত সিরাজগঞ্জ মহকুমার সিরাজগঞ্জ, চৌহালী, বেলকুচি ও কাজীপুর থানা এলাকা সফর করিয়া বন্যার্তদের অবর্ণনীয় দুর্দশা সরেজমিনে অবলোকন করেন। বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বন্যা দুর্গতদের অভয়দান করিয়া আশ্বাস দেন যে, তাহাদের জন্য তাহার দল যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আইয়ুব সরকারের চরম ঔদাসীন্যের সমালোচনা করেন।

শেখ মুজিবের চট্টগ্রাম যাত্রা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামীকাল শনিবার অপরাহ্নে চট্টগ্রামের পথে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। তিনি রবিবার চট্টগ্রামে আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই আগস্ট ১৯৭০

বন্যা নিয়ন্ত্রণ না করিলে বাঙালীর উপর দুর্দশা নামিয়া আসিবেই:

মেঘাইর জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

সিরাজগঞ্জ, ৬ই আগস্ট।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এখানে বলেন যে, স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ না করা

হইলে পূর্ব বাংলার কোটি কোটি গণ-মানুষের কপালে প্রতি বৎসর দুঃখ-দুর্দশা নামিয়া আসিবেই। বাঙ্গালীদের বাঁচামরা নিয়া যে প্রশ্ন সে বন্যা নিয়ন্ত্রণে করিয়া বাঙ্গালীদের রক্ষার জন্য তিনি সরকারের নিকট আহ্বান জানান।

এখন হইতে কয়েক মাইল দূরে মেঘাই কলেজ প্রাঙ্গণে বিরাট এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বিগত সরকারগুলি বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে আমলই দেন নাই। কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপরই বাঙ্গালীদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। তাই বাঙ্গালীদের জীবনমৃত্যুর এই প্রশ্নটি অনুধাবন করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আগামী নির্বাচনের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আগামী ৫ই অক্টোবরের নির্বাচন পূর্ব বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ করিবে। তিনি বলেন, ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হইলে গত ২৩ বৎসরের বাঙ্গালীদের শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটাইয়া বাঙ্গালীদের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিবে।

তিনি বলেন, প্রদেশসমূহের সম্পদ প্রদেশেই ব্যয় হইবে, আওয়ামী লীগ এই নীতিতেই বিশ্বাসী। তিনি বলেন যে, গত ২২ বৎসরে পুঁজিপতিদের শোষণ ও নির্যাতনের ফলে বাংলা ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই শোষণ ও নির্যাতনের ফলেই বাংলার জনগণের কপালে দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালীরা কাহাকেও ঠকাইতে চায় না, বিগত বৎসরগুলিতে বাঙ্গালীদের শোষণ করিয়া যে সম্পদ নেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালীরা উহা শুধু ফিরাইয়া পাইতে চায়। তিনি বলেন যে, আমরা কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণের অবসান চাই।

তিনি দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, আগামী নির্বাচনে ৬-দফার ভিত্তিতে বাংলার স্বায়ত্তশাসন কায়েম না হইলে বাংলার ভাগ্যাকাশে অন্ধকারের কালোছায়া নামিয়া আসিবে। তিনি বিরাট জনসমুদ্রকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে শতকরা ৯০টি আসন দখল করিলে এমন কোন শক্তি নাই যে, বাঙ্গালীদের দাবী-দাওয়াকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। তিনি বলেন যে, বাঙ্গালী মীরজাফরদের সহায়তায়ই কায়েমী স্বার্থবাদীরা বাংলাকে শোষণ করিয়াছে। তাই আগামী নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে মীরজাফরদের সমাধি রচনা করিতে হইবে। -পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ই আগস্ট ১৯৭০
আগামীকাল শেখ মুজিবের চট্টগ্রাম যাত্রা
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামীকাল (শনিবার) বিকাল সাড়ে চারটার বিমানযোগে চট্টগ্রাম রওয়ানা হইবেন। তিনি ৯ই আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আহূত প্রতিবাদ দিবসে চট্টগ্রামে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। তিনি চট্টগ্রামের বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহও পরিদর্শন করিবেন। শেখ মুজিব ১০ই আগস্ট ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। বেগম সাজেদা চৌধুরী ও নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব শফিউল আলম শেখ মুজিবের সঙ্গে থাকিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের নিজস্ব প্রতিনিধি চট্টগ্রাম হইতে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, শেখ মুজিব ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাওজান ও রাঙ্গুনিয়া থানার বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহ সফর করিবেন। তিনি ৯ই আগস্ট সকাল ৮টায় প্যারেড গ্রাউন্ডে স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশে সালাম গ্রহণ এবং বিকাল ৩টায় জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

চট্টগ্রামে অবস্থানকালে তিনি সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম জেলে আটক জনাব এম, এ, আজিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন এবং ৯ই আগস্ট রাত্রি ৯টায় চট্টগ্রাম জেলা ও শহর আওয়ামী লীগের যৌথ সভায় যোগদান করিবেন। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রতিবাদ দিবস ও শেখ মুজিবের সফর সংক্রান্ত সমুদয় কার্যক্রমের জন্য কয়েকটি সাব কমিটি গঠন করা হয়।

সংবাদ
৭ই আগস্ট ১৯৭০
শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

শেখ মুজিবর রহমান পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহে দুইদিনব্যাপী সফর শেষে অদ্য ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ই আগস্ট ১৯৭০
প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎ

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শুক্রবার) প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলেন। -পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই আগস্ট ১৯৭০
চট্টগ্রামে শেখ মুজিবের বিপুল সম্বর্ধনা
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

চট্টগ্রাম, ৮ই আগস্ট।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিমানযোগে পতেঙ্গা বিমান বন্দরে পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বন্যার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম আগমন উপলক্ষে এইবার শেখ সাহেবকে গণসম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য পূর্বাঙ্কে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা না হইলেও তাঁহার আগমনের সংবাদে স্বতস্কৃতভাবে হাজার হাজার লোক বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়। বিমান বন্দর হইতে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর, সিদ্দিকীর বাটালী হিলস্থ বাসভবনে আগমনের পথে বার্মা ইন্টার্ন, ষ্টিল মিল, পাওয়ার হাউজ, নিউ মুরিং, সল্টগোলা, কাষ্টম হাউজ, আত্মবাদ বারিক বিল্ডিং, কমার্স কলেজ, পাঠানটুলী, চৌমুহনী, দেওয়ানহাট, লালখা বাজার প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার জনতা জমায়েত হইয়া আওয়ামী লীগ প্রধানকে হর্ষধ্বনি ও তুমুল করতালির মাধ্যমে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আওয়ামী লীগ প্রধানকে দেখার জন্য সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ পথিপার্শ্বে ভীড় করে।

শেখ সাহেব আগামীকাল সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম জেলা ও সিটি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির যুক্ত ও বর্ধিত সভায় ভাষণ দান করিবেন। এই সভায় চট্টগ্রাম জেলার সকল থানা ও মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ উপস্থিত থাকিবেন।

শেখ সাহেব আগামীকাল প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত এক জনসভায়ও বক্তৃতাদান করিবেন। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর সিদ্দিকী এই জনসভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে বন্যা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

আজাদ
১০ই আগস্ট ১৯৭০
চট্টগ্রামের জনসভায় শেখ মুজিব:
বন্যার অজুহাতে নির্বাচন স্থগিত রাখা চলিবে না

চট্টগ্রাম, ৯ই আগস্ট।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, বন্যার অজুহাতে নির্বাচন স্থগিত রাখা চলিবে না। কেননা বন্যা পূর্ব পাকিস্তানের একটা বাৎসরিক সমস্যা।

তিনি নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একদল অফিসার ও রাজনীতিকের বিরুদ্ধে সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, এই সমস্ত লোক তাহাদের দুষ্কার্য্য ঢাকিবার উদ্দেশ্যে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। যেহেতু তাহারা জনগণের সম্মুখীন হইতে সক্ষম নহেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান ‘প্রতিবাদ দিবস’ উপলক্ষে আজ অপরাহ্নে এখানকার প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব, এম, এ, আজিজের মুক্তি দাবী জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি জনাব আজিজের বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন এবং উহাতে তিনি আপত্তিকর কিছুই দেখেন নাই। তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষকে জনাব আজিজের ব্যাপারে আরও তদন্ত অনুষ্ঠানের আবেদন জানান।

শেখ মুজিব মিল ও কলকারখানায় উপর্যুপরি গোলযোগের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন, যাহারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহারাই এইসব গোলযোগ ঘটাইয়াছে।

তিনি শিল্প-শ্রমিকদের প্রতি ধৈর্য্য ধারনের এবং ‘প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের’ ফাদে না পড়ার আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব প্রদেশের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী বাঙলার মীরজাফরদের ব্যালটের মাধ্যমে খতম করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মীরজাফরদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার কায়েম করিতে সক্ষম হইবেন না।

শেখ মুজিব বন্যার্ত জনগণের দুঃখ-দুর্দশার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তিনি বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবী জানান এবং এ ব্যাপারে অর্থাভাবের অজুহাতের সমালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি পশ্চিম পাকিস্তানে তিন তিনটি রাজধানী নির্মাণের জন্য অর্থ পাওয়া যায় তবে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিরোধের জন্য টাকা পাওয়া যাইবে না কেন?

শেখ মুজিব বলেন যে, তাহার দল এই প্রদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের বাজার হইতে দিবেন না।

তিনি বলেন যে, তিনি যদি উভয় প্রদেশের দরিদ্র লোকদের অধিকার আদায় করিতে পারেন তবে তিনি সুখে মরিতে পারিবেন।

জনাব এম, আর, সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীও বক্তৃতা করেন।—এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই আগস্ট ১৯৭০

বন্যার অজুহাতে তারিখ পিছাইবার নামে

নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত বরদাশ্ত করিতে আওয়ামী লীগ রাজী নয়:

চট্টগ্রামের বিশাল জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ-প্রধানের ঘোষণা

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

৯ই আগস্ট।- দেশের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন ও বন্যাদুর্গত বাংলার বিপন্ন মানুষের সেবাকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগদানের জন্য বিভিন্ন কারাগারে আটক ও রাজনৈতিক কারণে সাজাপ্রাপ্ত সকল রাজবন্দী, ছাত্র, শ্রমিক ও কর্মীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া অবিলম্বে সকলকে মুক্তিদানের জন্য অদ্য আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

নির্বাচনের প্রশ্নে তুমুল করতালির মধ্যে বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন : বন্যার অজুহাতে তারিখ পিছাইবার নামে দেশের সাধারণ নির্বাচন বানচালের কোন চক্রান্ত বরদাশ্ত করিতে আওয়ামী লীগ রাজী নহে।

শেখ সাহেব বলেন, বাংলার মানুষ বাঁচিতে চায়, মনুষ্যত্বের প্রাণীর মত নয়, মানুষের মতই বাঁচিবার অধিকার চায়-কাহারও গোলাম হইয়া বাঁচিতে চায়না। স্বাধীন পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক হইয়া বাঁচিতে চাই বলিয়াই আমরা- বাংলার মানুষেরা নির্বাচন চাই, এবং চাই নির্ধারিত তারিখেই; কেননা নির্বাচন বানচালের চক্র-চক্রান্ত আমাদের অজানা নয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভূমিকার প্রশংসা

বাংলার এবারকার বন্যায় দুর্গত জনসাধারণের দুর্দশা লাঘব ও সেবার ব্যাপারে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আন্তরিকতাপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করিয়া সরকারী সাহায্যদ্রব্যের বিলিবন্টন সম্পর্কে অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করাইয়া দেন এবং বলেন যে, গম ও সাহায্যদ্রব্য লইয়া কোনপ্রকার কেলেকারি করিতে যাহাতে কেহ সাহসী না হয়, সরকারকে সে সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। সরকারী রিলিফ দ্রব্যাদির বিলিবন্টনে যাহাতে কেলেকারী না হয় তজ্জন্য তিনি প্রদেশের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রত্যেক ইউনিয়নের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকগণকে চেয়ারম্যান করিয়া সং-প্রকৃতির সমাজ কর্মীদের লইয়া গঠিত রিলিফ কমিটির মাধ্যমে এই সব দ্রব্য বন্টনের ব্যবস্থা করিবার আহ্বান জানান। আন্ত গম বন্টনের ফলে দুর্গতদের অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি গম ভান্ডাইয়া আটা বন্টনের অনুরোধ জানান।

সভা-সমিতির উপর হইতে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহত হওয়ার পর ইতিপূর্বে চট্টগ্রামের পেলো গ্রাউণ্ডে স্মরণকালের যে বৃহত্তম জনসভায় শেখ সাহেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার কলেবরকেও স্মান করিয়া দিয়া স্থানীয় প্যারেড গ্রাউণ্ডে অদ্য অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের 'প্রতিবাদ দিবসের' জনসভায় উদ্বেল জনসমুদ্রের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ-প্রধান এক এক করিয়া প্রদেশবাসীর সমস্যা তুলিয়া ধরেন এবং সে-সব প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মতামত, সরকারের কর্তব্য ও দেশবাসীর দায়িত্ব বিশ্লেষণ করেন।

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এম, আর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীও বক্তৃতা করেন।

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র এবং চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আজিজের থেফতারসহ প্রদেশের রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিকদের উপর জেল-জুলুম ও নির্বাতনের বিরুদ্ধে অদ্য প্রদেশব্যাপী আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে চট্টগ্রামের জনসভায় আওয়ামী লীগ-প্রধান সবিস্তারে তাহার দলের বক্তব্য পেশ করেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, অদ্য প্যারেড গ্রাউণ্ডের সভাস্থলে তিল ধারণের স্থান না থাকায় পশ্চিমে কলেজ রোড, পার্সিভাল হিল, উত্তরে অবস্থিত সকল ভবনের ছাদ, পূর্বে সিরাজুদ্দৌলা রোড ও তৎপার্শ্ববর্তী ভবনসমূহ, দক্ষিণের রাস্তা ও চট্টগ্রাম কলেজ হোস্টেলের ছাদ ও এবং আশেপাশের বৃক্ষরাজি জনতায় আকীর্ণ হইয়া যায়।

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন ও বন্যাজনিত পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়া তাহার দলের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালান হইতেছে, তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, প্রদেশের সাংবাৎসরিক বন্যা পরিস্থিতিকে উপলক্ষ করিয়া নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়া চলিবে না; কারণ অতীত নিয়মে নির্বাচন বানচালের যে চক্র-চক্রান্ত চলিতেছে তাহা তাহার দলের অজানা নাই। নিজেদের অপকর্ম ঢাকা দেওয়ার জন্য একশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী এবং জনগণের মোকাবিলা করার সাহস নাই এমন একশ্রেণীর রাজনীতিক পারস্পরিক যোগসাজশে নির্বাচন বানচাল করার যে চক্রান্তে মাতিয়াছে, আওয়ামী লীগ-প্রধান সে সম্পর্কে ইয়াহিয়া সরকারকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন : ৫ই অক্টোবর দেশে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করিয়া গত নবেম্বর মাসে সরকারী ঘোষণা করা হইয়াছে। বাংলার সাংবাৎসরিক বন্যার কথা জানিয়া-শুনিয়া কেহই তখন তার প্রতিবাদ করেন নাই। আজ তাঁহারা বন্যার অজুহাতে নির্বাচন পিছাইবার দাবীতে উচ্চকণ্ঠে কেন নির্বাচন পিছাইতে চান তাহা আমরা জানি। নির্বাচনী প্রচারে

নামিয়া মাঠঘাট চষিয়া তাঁহারা যখন আঁচ করিতে পারিলেন অবস্থা সুবিধার নয়, তখনই বন্যা আসার আগেই তাঁহারা নির্বাচন পিছানোর এই দাবী তুলিতে বাধ্য হন। পরে বন্যা আসিয়া তাঁহাদের বক্তব্যের কিছুটা সুবিধা করিয়া দিয়াছে সত্য।

শেখ সাহেব বলেন, আমরা জানি, নির্বাচনী প্রচারে নামিয়া নিজ নিজ দলের ভবিষ্যৎ আঁচ করিতে পারিয়া নির্বাচন বানচালের জন্য কায়েমী স্বার্থের তহবিল হইতে মোটা অঙ্কের তাঁহারা ‘ভেট’ লাভ করিয়াছেন। নির্বাচন বন্ধ করার দাবী করা চলে না এবং করিলেও তাহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, তা তাঁরা জানেন। তাই নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়ার দাবী তুলিয়া ‘গোপন অভিসন্ধি’ চরিতার্থ করার জন্য তাঁহাদের কিছুটা সময় চাই। তাই, আজ বাংলার বন্যার দোহাই। বাংলার প্রকৃতিতে ঝড়-ঝঞ্ঝা বন্যা নূতন নয়। বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়াই তাঁহারা বাঁচিয়া আছে। তারা জানে, দেশে জনগণের শাসন কায়েম না হইলে তাদের এ দুর্গতির অবসান হইতে পারে না। তারা এও জানে যে, জনগণের শাসন কায়েমের একমাত্র পথই হইল সাধারণ নির্বাচন। অতীতে নির্বাচন ঠেকাইয়া রাখিয়া অথবা বানচালের মাধ্যমে সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াই দেশ ও দেশবাসীর জীবনে বন্যাজনিত দুর্গতি-দুর্দশা চিরন্তন করিয়া রাখা হইয়াছে। বাংলার বন্যানিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা তাই আজও হয় নাই। তারা জানে, বন্যাজনিত এই দুর্গতির হাত হইতে বাংলাকে রক্ষা করিতে হইলে অনাচার, অবিচার ও অগণতান্ত্রিক শাসনের হাত হইতে দেশের বারো কোটি মানুষকে উদ্ধার করিতে হইলে নির্বাচন চাই-ই চাই।

অসাধু রাজনীতিকদের উদ্দেশে শেখ সাহেব বলেন, নির্বাচনে যদি সত্যই আপনাদের আন্তরিকতা থাকে, তবে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হইয়া কায়েমী স্বার্থের নিকট হইতে মোটা অঙ্কের যে ভেট গ্রহণ করিয়াছেন, আল্লাহ ওয়াস্তে তা বন্যাদুর্গতদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া নিজেদের ভোটের বাক্সে ভোট পড়ার নিশ্চয়তা বিধানে যত্নবান হউন। হয়তো আপনাদেরই বরাত খুলিয়া যাইবে। তখন আপনারাই জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ বনিতে পারিবেন। এ সুযোগ হেলায় হারাইয়া বন্যার দোহাই দিয়া জনগণকে আবার ভোটের অধিকার হইতে দূরে সরাইতে যান কেন?

তিনি বলেন, এসব ‘মহাত্মা’কে বাংলার মানুষ চিনে। ২৩ বৎসরের শাসনে-শোষণে বাংলার মানুষের চোখ খুলিয়াছে। তাহাদিগকে আর ধোঁকা দেওয়া যাইবে না।

তবে, আপনাদের কারসাজিতে নির্বাচন যদি বানচাল হয়, তবে আওয়ামী লীগ সংগ্রামে যাইতে পিছপা হইবে না। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়

যাইবার জন্য নির্বাচন চায়, এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁহাদের পরিচয় এদেশের মানুষের অজানা। নয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। আর নয় বলিয়াই তাহারা জেল-জুলুমের মোকাবিলা করিয়া কিভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে দাবী আদায় করিতে হয় তাহাও দেখাইয়া দিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কাদের সংগ্রামের মাধ্যমে আইয়ুবের আমলেও প্রদেশের ভাগ্যে ছিটেফোঁটা জুটিয়াছে? এক ইউনিট বাতিল ও জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব আদায় করিতে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় যাইতে হয় নাই। আর নির্বাচন পিছাইবার দাবীদারদের অধিকাংশই ক্ষমতায় গিয়া বাংলার কোন্ সেবা করিয়াছেন তাহাও দেশবাসীর অজানা নয়। অতএব সাধু সাবধান।

ধরপাকড়ের প্রশ্নে

সাধারণ নির্বাচন ও বন্যাদুর্গতদের সেবাকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ দিবার জন্য দলমত নির্বিশেষে প্রদেশের কারাগারে আটক সকল রাজবন্দীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি দিবার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বিশেষ করিয়া তাহার দলের বিরুদ্ধে আইয়ুব ও মোনেমের আমলের একশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করার কারসাজি সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করিয়া দেন। কথায় কথায় আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সামরিক বিধির ৬০ ধারা প্রয়োগের তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের অন্যতম সদস্য এম, এ, আজিজের গ্রেফতারের ব্যাপারটি ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও জেনারেল ইয়াকুবের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, মীরেশ্বরাইর জনসভায় আজিজ যে বক্তৃতা করেন আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। উহার কোথাও তিনি সামরিক শাসনের প্রতি কটাক্ষ তো দূরের কথা, সামরিক বিধি লংঘনের মত কিছুই বলেন নাই। তিনি বলেন, দীর্ঘ ২৯ বৎসরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আজিজ কেবল আওয়ামী লীগের জেলা কমিটিরই সদস্য নন, তিনি প্রদেশের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাও বটে। তাহার গ্রেফতারের আওয়ামী লীগে নির্বাচনী প্রস্তুতির মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটতেছে; কেননা তাহার অনুপস্থিতিতে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের কাজও আমাদের স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।

এম, এ, আজিজের গ্রেফতারের পটভূমি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, মীরেশ্বরাইর রেভেনিউ সার্কেল অফিসার আইয়ুব আমলের কুখ্যাত মৌলিক গণতন্ত্রী ২০ হাজার টাকা খাজনা বাকী পড়িলেও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট ইস্যু না করিয়া ১০/২০ টাকা বাকীর দরুন দরিদ্র

জনসাধারণের উপর সার্টিফিকেট জারি করিতে থাকিলে মাত্র পক্ষকালের সময় চাহিয়াও যখন ব্যর্থ হয়, তখন স্বভাবতঃই জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করিয়া ডি,এস,পি জনাব ফজলুল হকসহ বহুসংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ডি,এস,পি সাহেব পরে মুক্তি পাইলেও আওয়ামী লীগ কর্মীরা আজও জেলে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাইতে গিয়াই মীরেশ্বরাইর জনসভায় আবদুল আজিজ রেভেনিউ সার্কেল অফিসারের কুকীর্তির সমালোচনা করিয়াছিলেন।

এম, এ, আজিজসহ সাতকানিয়া, রাঙ্গুনিয়া, পটিয়া, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, মাদারীপুর ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বহু ছাত্র ও আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার বা সাজা দেওয়ার ব্যাপারটিকে তিনি আইয়ুব-মোনেম আমলের একশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর ‘চক্রান্তমূলক কারসাজি’ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, আইয়ুব-মোনেমের শাসন ও শোষণের অক্টোপাস হইতে দেশ ও দেশবাসীকে মুক্ত করার জন্য গুরু হইতে আওয়ামী লীগ ও এদেশের ছাত্র-শ্রমিকসমাজ আন্দোলন করিয়া আসিয়াছে এবং বিগত গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়া আইয়ুব মোনেমের বিতাড়নপর্ব সমাধা করায় তাহাদের পক্ষপুষ্ট ও উচ্ছিষ্টভোগী একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী স্বভাবতঃই আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র-শ্রমিক কর্মীদের উপর রুষ্ট হয়। বর্তমানে তাঁহারাই কথায় কথায় আওয়ামী লীগের ও তাহাদের সমর্থক ছাত্র-শ্রমিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ গড়িয়া সামরিক বিধির কবলে নিক্ষেপ করিতেছেন। উদ্দেশ্য: এইভাবে আওয়ামী লীগ কর্মী ও তাঁহাদের সমর্থক ছাত্র-শ্রমিকগণকে বিক্ষুব্ধ হইয়া আইন-শৃংখলা লংঘনের পথে পা বাড়াইতে বাধ্য করিয়া সকল দোষ আওয়ামী লীগের স্কন্ধে ন্যস্ত করতঃ নির্বাচন বানচাল করিতে চান। লাভ-দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী ও ‘কুকর্মে’ আসক্ত রাজনৈতিক নেতাদের শেষরক্ষা এবং দেশবাসীর উপর অতীতের নিয়মে অগণতান্ত্রিক শাসন চাপাইয়া রাখা।

শেখ সাহেব বলেন, তবে কি বুঝিতে হইবে, ৬০নং সামরিক বিধি কেবল আওয়ামী লীগারদের জন্যই প্রণীত হইয়াছে? জনসভায় দাঁড়াইয়া প্রতিপক্ষকে যাহারা ‘কাফের’ বলিয়া ফতোয়া দেন দেশদ্রোহী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া গালি দেন, এমনকি টুটি ছিড়িয়া দেওয়ার হুমকি দেন, তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক বিধি প্রয়োগে কৈ এইসব সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ মহলে তো কোন আগ্রহ দেখি না—যত অপরাধ উহাদের বক্তব্যের জবাব দিতে গেলে! এ কোন বিচার?

আওয়ামী লীগ প্রধান তাই ইয়াহিয়া সরকারকে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী ও জনগণভীত অসাধু রাজনীতিক মহলের মিলিত কারসাজি সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

লবণকর প্রত্যাহার কর

লবণকরের সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন, চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকূল এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষি জমিতে চাষাবাদ বলিতে লবণের চাষ হইয়া থাকে। এবং এই কারণে এইসব কৃষি জমির উপর কর ধার্য করার কোন অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। তিনি বলেন, বাংলার একশ্রেণীর মেহনতী মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া লবণ উৎপন্ন করিয়া কোনক্রমে পরিবার-পরিজন লইয়া জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের উপর লবণকর ধার্য করিয়া তাহাদের ভাতে মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর বাংলার মানুষকে নিজ অঞ্চলে লবণ থাকিতে পশ্চিম পাকিস্তানের লবণ খাইতে হইতেছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বাংলার ও বাংলার মানুষের স্বার্থবিরোধী এই লবণকর-নীতি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানান।

তাঁীদের বাঁচান

সরকারের বস্ত্রনীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বাংলার মানুষের কাছে তাঁতে বোনা কাপড়ের সর্বকালের কদর ছিল। এখানকার তাঁতীদের নিপুণ হাতে বোনা তাঁতের কাপড়ের বিশ্ব্রেও প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলার এই কুটির শিল্পটির যেখানে আরও প্রসার ও উন্নতির ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, সরকারের নীতির দরুন আজ তাহা সম্পূর্ণ উৎসর্গে যাইতে বসিয়াছে। হাজার হাজার তাঁতী আজ সর্বস্বান্ত। স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে আজ তারা পথে নামিতে বাধ্য হইয়াছে। তিনি বলেন, আর এ সবই করা হইয়াছে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের কোটিপতি একশ্রেণীর ব্যবসায়ীদেরই স্বার্থে। পশ্চিম পাকিস্তানের মিলে তৈরী বস্ত্রে বাংলা দেশ ছাইয়া দিয়া তাঁত শিল্পের সাথে সাথে এদেশের দরিদ্র তাঁতী সমাজকেও শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি সরকারের এই ‘তেলা মাথায় তেল’ দেওয়ার নীতির আশু পরিবর্তন ঘটাইয়া বাংলার তাঁতী সম্প্রদায়কে বাঁচাইবার দাবী জানান।

দাউদ-গোষ্ঠীর প্রতি

কর্ণফুলী কাগজ কেলেঙ্কারীর উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, জনগণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত কর্ণফুলী কাগজকল কি করিয়া বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে গেল, এদেশের মানুষের তাহা অজানা নয়। এ কেলেঙ্কারীর প্রতিবিধান করিয়া কর্ণফুলী কাগজে পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড় রচনার পথ বন্ধ করিবার জন্য দাবী জানাইয়াও কোন কাজ হয় নাই। কর্ণফুলীর যে কাগজ চট্টগ্রামে চৌদ্দ আনা দামে বিকায়, পশ্চিম পাকিস্তানে তার দাম মাত্র আট আনা। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন দ্রব্যের বেলায় পূর্ব পাকিস্তানীদের সে

সুবিধা ভোগের অধিকার নাই। বাংলার স্বল্পবিত্ত মানুষের স্বার্থের উপর এই নিয়মে মুনাফার পাহাড় রচনার জঘন্য মনোবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত থাকার জন্য তিনি দাউদ-গোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জানান। তুমুল করতালির মধ্যে শেখ সাহেব ঘোষণা করেন, জনগণের হাতে ক্ষমতা আসিলে কর্ণফুলী কাগজ কল হস্তান্তরজনিত কেলেংকারীর তদন্তের অবশ্যই ব্যবস্থা করা হইবে।

আমার স্বার্থ দেশবাসীর স্বার্থ

আওয়ামী লীগ সম্পর্কে প্রতিপক্ষের অভিযোগের জবাবে শেখ সাহেব বলেন, দুনিয়ার সকলেই স্বার্থপর-প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মে স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হন। আর এই ব্যক্তিগত স্বার্থের খেলাতেই বাংলার মানুষ আজ নিজ ঘরে পরবাসী। আমিও স্বার্থপর, তবে আমি স্বার্থপর রাজনীতিতে। দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে সংগ্রাম করিতে গিয়া কোন ত্যাগ স্বীকারেই আমি পিছপা হই নাই। আর এই ত্যাগের মধ্য দিয়াই আমি আপনাদের ভালবাসা অর্জন করিয়াছি। এদেশের মা-ভাই-বোনের প্রাণের বিনিময়ে আমি আমার প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছি। দেশ ও দেশের আপামর মানুষের কাছে আমি তাই ঋণী। এ ঋণের বদলা দেবার কোন সঙ্গতি আমার নাই। তাই দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াই আমি আপনাদের ঋণের কিছুটা হইলেও পরিশোধ করিতে চাই। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে সম্মুখে রাখিয়া দেশবাসীর বিরুদ্ধে কয়েমী স্বার্থী মহলে আজও ষড়যন্ত্রের অন্ত নাই। তাই অতীতের নিয়মে নির্বাচন বানচাল করার জন্য যে ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রুখিয়া দাঁড়াতেই হইবে। দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে ঈমানে রাখেন। যে-কোন ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় আল্লাহ যেন আমাকে যেকোন চরম ত্যাগ স্বীকারের ক্ষমতা এনায়েত করেন। রক্তের বিনিময়ে হইলেও দেশবাসীর ঋণ আমি পরিশোধ করিতে চাই। শেখ সাহেবের বক্তৃতাশেষে সভায় হস্তোত্তোলনের মাধ্যমে প্রদেশবাসীর বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার প্রণে বহুসংখ্যক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ

১০ই আগস্ট ১৯৭০

লালদিঘীর জনসভায় মুজিব:

বন্যার অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করা চলিবে না

(সংবাদ-এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধির তার)

যাহারা অক্টোবর হইতে নির্বাচন পিছাইতে চায় তাহারা সামরিক শাসন কায়েম রাখার পক্ষপাতী। আওয়ামী লীগ নির্বাচন পিছাইতে চায় না।

অদ্য বিকালে এখানে প্যারেড ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ইহা ঘোষণা করেন। প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই জনসভায় চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এম, আর সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করেন। বন্যা সম্পর্কে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন, বন্যা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বছরই দেখা দেয়। এবারও প্রদেশ বন্যা কবলিত হইয়াছে। তিনি বলেন, বন্যার অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করা চলিবে না। তিনি অবশ্য বলেন যে, এবারকার বন্যা পরিস্থিতি খুব মারাত্মক। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, আইয়ুব সরকারের আমলে যে সব অফিসার জনগণের উপর নির্যাতন চালাইয়াছে তাহারাই নির্বাচন বানচাল করিতে চায় এবং ইহার জন্য বিভিন্ন প্রকার অজুহাত সৃষ্টি করিতেছে। কারণ তাহারা জানে, আমরা জনপ্রতিনিধি ক্ষমতায় গেলে তাহাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিব। তাহাছাড়া এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙ্গালীদের তথা পাকিস্তানীদের বিশেষ করিয়া দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তাহারা ইহা পছন্দ করে না। তিনি ঘোষণা করেন যে, কোন কারণে নির্বাচনের মাধ্যমে দাবী পূরণ না হইলে আওয়ামী লীগ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালীদের অধিকার অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করিবে।

শেখ মুজিবুর রহমান জনাব এম, এ, আজিজের আশু মুক্তি দাবী করেন। তিনি নেতাই নহেন, তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডেরও সদস্য। তিনি বলেন, তিনি জনাব আজিজের বক্তৃতা দেখিয়াছেন এবং তাহাতে আপত্তিকর কিছু দেখিতে পান নাই, এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তদন্তের জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশিক সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানান এবং জনাব আজিজসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

প্রদেশের ১৬টি জেলার বন্যার্তদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে তাঁহার রিলিফ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য শেখ মুজিব জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

দৈনিক পয়গাম

১০ই আগস্ট ১৯৭০

চট্টগ্রামের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান:

মীরজাফররা খতম না হওয়া পর্যন্ত অধিকার কায়েম করা সম্ভবপর নহে

চট্টগ্রাম, ৯ই আগস্ট।- শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য বলেন যে, বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের তারিখ পিছাইয়া দেওয়া উচিত নহে। কারণ ইহা পূর্ব পাকিস্তানের বাৎসরিক সমস্যা।

এক শ্রেণীর অফিসার ও রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, তাহারা অসৎ কার্যের দ্বারা নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র করিতেছে। কারণ তাহাদের পক্ষে জনগণের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নহে।

প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে অদ্য অপরাহ্নে স্থানীয় প্যারেড ময়দানে এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান ভাষণ দান করিতেছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান জানিতে চাহেন যে, যখন অন্যান্য দল সব সময় সামরিক আইন বিধি অমান্য করিতেছে সেখানে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীরা কেন গ্রেফতার হইতেছেন? পূর্ব পাকিস্তান সামরিক আইন প্রশাসককে এ বিষয়ে লক্ষ্য করার আবেদন জানান।

প্রদেশের দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী বাংলার মীরজাফরদেরকে ব্যালট বাস্তবের মাধ্যমে খতম করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, মীরজাফররা খতম না হওয়া পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার কায়েম করিতে পারিবেন না।

আওয়ামী লীগ প্রধান বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবী জানান।
—এপিপি

পূর্বদেশ

১০ই আগস্ট ১৯৭০

চট্টগ্রামের জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণা:

বন্যার কারণে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার কোন যুক্তি নেই

(পূর্বদেশ প্রতিনিধি)

চট্টগ্রাম, ৯ই আগস্ট।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর দলের কথা পুনরায় দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন।

পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজকের এই সভায় বলেন যে, বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা আর প্রত্যেক বছরই এ প্রদেশ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং তিনি বন্যার কারণে নির্বাচন পিছানোর কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না।

তিনি বলেন যে, তাঁর দল কোন অবস্থাতেই নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার কথা সমর্থন করবে না। যাঁরা নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার সুপারিশ করছেন তাঁরা দেশে দীর্ঘদিন সামরিক শাসন বজায় রাখার পক্ষপাতি বলে তিনি তাঁদের প্রতি দোষারোপ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান এখানকার সরকারী কলেজ প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান অভিযোগ করেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সামরিক বিধি ৬০ নং একমাত্র তার দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন। ঐ একই বিধি বলে জনাব এম, এ, আজিজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অথচ জনাব আজিজকে ঐ বিধি বলে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

শেখ সাহেব জনাব আজিজের গ্রেফতার সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্তের দাবী জানিয়ে তার মুক্তি দাবী করেন।

বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, গত দীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী কোন সরকার পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তিনি অনতিবিলম্বে স্থায়ীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী জানান।

রিলিফ কার্য সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন যে, বন্যার্তদের মধ্যে গমের পরিবর্তে আটা বিতরণ করা উচিত। তিনি বি,ডি সদস্যদের মাধ্যমে রিলিফ সামগ্রী বিতরণে বিরোধিতা করেন এবং স্থানীয় সং ও কর্মঠ ব্যক্তিদের নিয়ে রিলিফ কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে রিলিফ সামগ্রী বিতরণের সুপারিশ করেন।

তিনি আরো বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রকারীরা নির্বাচন বানচালের জন্যে সর্বদা সক্রিয় রয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি মওলানা মওদুদী, নসরুল্লাহ খান, কাইয়ুম খান ও নূরুল আমিনের নাম উল্লেখ করেন।

নির্বাচনের মাধ্যমে যদি পূর্ব বাংলার স্বার্থ আদায় না হয় তা হলে আওয়ামী লীগ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে সে দাবী আদায় করে আনবে বলে শেখ মুজিব দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন।

কর্ণফুলী কাগজ কলের মালিক দাউদকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, কর্ণফুলী কাগজের কল জনগণের হাতে ফিরিয়ে না দিলে তার ফল দাউদকে ভোগ করতে হবে।

শেখ সাহেব দেশের তথাকথিত ২২ পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা করে এই দোষী ব্যক্তিদের খতম করা উচিত কিনা শ্রোতাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রোতারা হাত তুলে তাকে সমর্থন দান করেন।

শেখ মুজিব লবণ কর প্রত্যাহারের দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান মোহাজেরদের বাঙ্গালীদের সাথে মিলে মিশে কাজ করার পরামর্শ দেন এবং তারা যে মোহাজের এ কথা ভুলে যেতে উপদেশ দেন।

কোন কোন রাজনৈতিক দল দেশে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

ঐতিহ্য ভঙ্গ

শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমান চট্টগ্রাম সফরের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য অনুযায়ী এবার চট্টগ্রামের রাস্তায় জাকজমকপূর্ণ কোন তোরণ নির্মাণ করা হয়নি। এছাড়া ৬-দফার উপরও কোন শ্লোগান তোলা হয়নি। এমনকি শেখ সাহেবও তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় ৬-দফা সম্পর্কে কোন কথাও উচ্চারণ করেননি। এটাই পর্যবেক্ষক মহলে বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে।

Mornings News

10th August 1970

Floods annual feature, not to affected polls : Mujib

CHITTAGONG, Aug. 9 (APP): Sheikh Mujibur Rahman today said elections should not be postponed on the plea of floods because this was an annual feature in East Pakistan.

He cautioned the Government against a group of officers and politicians who were conspiring to frustrate elections in order to hide their misdeeds for which they were not able to face the people.

The Awami League chief was addressing a huge public meeting held at the Parade Ground here this afternoon in connection with the observance of "Protest Day". While demanding the release of M. A. Aziz Secretary of the District Awami League, Sheikh Mujib said he had seen Mr. Aziz's speech and found nothing objectionable in it.

He appealed to the Martial Law authorities to make further inquiry into the case.

In this connection, the Awami League chief wanted to know why only Awami League leaders and workers were being arrested while leaders and workers of others parties were violating the ML regulation all the time,

He appealed to the Martial Law Administrator of East Pakistan to see into it.

Sheikh Mujib strongly criticised frequent disturbances in the mills and factories and said this was done by those who wanted to create conditions unfavourable for holding the elections. He warned that no more 'palace intrigues' would be allowed.

He also appealed to the industrial workers to have patience and not to fall in the trap of the palace intriguers.

He also asked the people to destroy the 'Mir Jafars' of Bengal, who were mainly responsible for the miseries of the province,

through the ballot box. He said unless the Mir Jafars are destroyed, he would not be able to realise the rights of East Pakistan.

He demanded permanent solution of floods in East Pakistan and criticised the pretext of shortage of money in this respect.

He said if money for building three capitals in West Pakistan could be found, why no money could be available for the solution of floods in East Pakistan.

ENA adds: Sheikh Mujib asked different political parties not to fritter away their energies in campaigning against the holding of elections but to go out to serve the distressed flood victims in East Pakistan.

YAHYA LAUDED

He appreciated President Yahya's keen interest in relief operation and urged him to keep vigilant eyes on proper distribution of relief materials.

He pointed out that during the Ayub regime the relief materials were misappropriated by BDs and their accomplices.

He suggested that non-official bodies headed by teachers in different unions should be entrusted with the responsibility of distributing relief.

He also called upon the President to grant general amnesty to all political leaders.

APP continues: Sheikh Mujib said mere grant of some crores of rupees was not enough and added that whatever amount for the complete rehabilitation of the affected people might be necessary should be granted.

DISPARITY

Criticising the economic disparity between the two wings the Awami League chief said he had nothing to say against the common people of West Pakistan who were also exploited by the some group of persons.

He said during his recent tour of that wing he was warmly received by the people at all places but his fight was against the few families of exploiters who were sucking the blood of East Pakistan and building factories in West Pakistan. He said his party would not allow this wing to be a bazar for the products of West Pakistan.

He said he would die happily if he could get the rights of the poor people of both the wings.

He also advised the refugees to merge themselves with the soil of the place where they were living. He said after 22 years of the creation of Pakistan, the word refugee could not be justified.

At present only the flood-affected people could be called refugees as they have lost their everything and were living without shelter, food and employment, he observed.

The meeting presided over by Mr. M. R. Siddiqi was also addressed by Mr. Zahur Ahmed Chowdhury.

আজাদ

১১ই আগস্ট ১৯৭০

মহিলাদের প্রতি শেখ মুজিব:

দেশের সেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান

চট্টগ্রাম, ১০ই আগস্ট।— আজ এখানে মহিলাদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাহার দল জনসাধারণের উপর কয়েমী স্বার্থের শোষণের অবসান ঘটাইতে চায়।

আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধি করার আহ্বান জানাইয়া তিনি মহিলাদের বলেন যে, তাহার দল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইবে। তিনি জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই স্বায়ত্তশাসন চাহেন।

দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর ছয়-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, ৬-দফা হইতেছে সাধারণ মানুষের মুক্তির সনদ।

তিনি মহিলা সমাজকে দেশের প্রতি তাহাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য তাহাদের প্রতি আহ্বান জানান। —এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই আগস্ট ১৯৭০

নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ভিন্ন কোন মহান সংগ্রাম জয়যুক্ত হইতে পারে না

চট্টগ্রামের মহিলা সমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

১০ই আগস্ট।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক মহিলা সমাবেশে বলেন: আওয়ামী লীগ ইসলামে বিশ্বাসী; কিন্তু কুসংস্কারে নয়। তিনি বলেন, নারী সমাজকে কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইসলামের নামে চারি দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ এই অবরোধ ভাঙিতে বদ্ধপরিকর।

তিনি বলেন: মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোন মহান সংগ্রামই জয়যুক্ত হইতে পারে না। তিনি মহিলা সমাজকে এইরূপ একটি মহান সংগ্রামের প্রতীক আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি সর্বাত্মকভাবে সমর্থন দানের আহ্বান জানান। স্থানীয় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দোভাষ মঞ্জিলে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা সংগঠন কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী এই সমাবেশে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। এই সমাবেশে বেগম নূরুন্নাহার জহুর, জেলা আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদিকা মেহেরুন্নেসা খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের পক্ষে খালেদা খানম, সংখ্যালঘু মহিলা সমাজের পক্ষে খুদুপ্রভা সেন, সাজেদা চৌধুরী এবং জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব এম, এ, মান্নানও বক্তৃতা করেন। জেসমীন চৌধুরী ও মেহের নিগার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি” পরিবেশন করে।

শেখ মুজিব বক্তৃতাকালে আইয়ুবের একনায়কত্ব শাসনের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের সপক্ষে মহিলা সমাজের সংগ্রাম ও মহান ত্যাগ স্বীকারের জন্য তাহাদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন : আইয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামে বহু মাতা তাদের পুত্রকে, বহু স্ত্রী স্বামীকে ও বহু ভগিনী ভাইকে হারাইয়াছেন। তিনি ইহাকে নারী সমাজের ত্যাগের জ্বলন্ত নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এই সংগ্রামে যাহারা কারাবরণ করিয়াছেন, তাহাদের পরিবারে অশেষ দুর্দশা দেখা দিয়াছে। কারাবরণকারীদের স্ত্রী-পুত্র ও নির্ভরশীলরা অনাহার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন।

শেখ মুজিব আরও বলেন : মহিলা সমাজ তাহাদের চারিত্রিক শক্তিমত্তা, নিরলস নিষ্ঠা, সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার পুরুষদের সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ফলে তাহাদের পক্ষে রক্তদান ও জীবন উৎসর্গ করা সম্ভব হইয়াছে। শেখ মুজিব বলেন যে, নারী সমাজ প্রকাশ্য রাজপথে নামিয়াও পুরুষদের পাশাপাশি গণতন্ত্রের সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বুলেটের মোকাবিলা করিতে গিয়া ভগিনী আনোয়ারা ও অনেকে আত্মহত্যা দিয়াছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামের বীরাদ্দনাদের ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন : বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাহারা বোমা, পিস্তল ব্যবহার ছাড়াও গ্রেফতার এড়ানোর জন্য প্রয়োজনবোধে আত্মহত্যা করিতেও কুষ্ঠারোধ করেন নাই। শেখ মুজিব মহিলাদের প্রতি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) ও চাঁদ সুলতানার গৌরবদীপ্ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ৬-দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ই আগস্ট ১৯৭০
শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

চট্টগ্রামে দুই দিবসব্যাপী সফর শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর
রহমান গতকাল (সোমবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

সংবাদ
১১ই আগস্ট ১৯৭০
মহিলা সমাবেশে মুজিব:
দেশ সেবায় নারী সমাজকে আগাইয়া আসার আহ্বান

চট্টগ্রাম, ১০ই আগস্ট (এপিপি)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান
অদ্য বলেন যে, তাঁহার দল কায়মী স্বার্থবাদী মহলের সকল রকম শোষণ
অবসান করিতে চাহে।

অদ্য চট্টগ্রামে মহিলাদের এক সভায় ভাষণদানকালে তিনি ইহা উল্লেখ
করেন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় ভাষণদানকালে
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি আওয়ামী
লীগকে শক্তিশালী করার জন্য মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন যে, জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্যই আমরা স্বায়ত্তশাসনের
কথা বলিতেছি। আওয়ামী লীগ প্রধান দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক
পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ৬-দফা বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্ব আরোপ
করেন।

তিনি আরও বলেন যে, ছয়দফা কর্মসূচীতে জনগণের আশা-
আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন হইয়াছে।

জনাব মুজিবর রহমান দেশের নারীসমাজকে তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে
সজাগ করিয়া দেন।

তিনি দেশ সেবায় নারীসমাজকে আগাইয়া আসার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, গত বাইশ বছরে
ধনী লোক আরও ধনী হইয়াছে এবং দরিদ্র লোক আরও দরিদ্র হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, সাধারণ মানুষকে যেভাবে লাঞ্ছিত করা হইতেছে
তাঁহার দল উহার অবসানের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার দল সকল রকম শোষণ মুক্ত একটি
সমাজ গঠন করিতে চাহে।

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস সাজেদা চৌধুরী
এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় মিসেস কুণ্ডু প্রভাব সেন গুপ্তা, মিসেস
নুরুন নাহার বেগম এবং মিসেস মেহরুনন্নেসা খান বক্তৃতা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বিকালে চট্টগ্রাম হইতে
ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

সংবাদ
১১ই আগস্ট ১৯৭০
নির্বাচন পিছানোর দাবী কোন নির্বাচন বিরোধী ষড়যন্ত্র নহে: সৈয়দ আলতাফ
শেখ মুজিবের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান নির্বাচনের তারিখ পিছানোর
দাবীদারদের সকলকেই নির্বাচন বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া চিহ্নিত করার
যে প্রয়াস পাইয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ
সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন গতকাল (সোমবার) এক বিবৃতিতে
উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

সৈয়দ সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে বলেন: প্রাকৃতিক দুর্ঘোণের দরুন
নির্বাচনের তারিখ পিছানোর অর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নহে।
আজ গণতান্ত্রিক শক্তি ও দলসমূহের সম্মুখে সবচেয়ে যে বড় কাজ উহা
হইল, ঐক্যজোট গঠন ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলা। একমাত্র
ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান সুনিশ্চিত করিতে পারে।

সৈয়দ সাহেবের বিবৃতির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :-

“চট্টগ্রামে প্রদত্ত পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর
রহমানের একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। মনে
হয়, নির্বাচন অবিলম্বে অনুষ্ঠানের ব্যাঘ্রতায় আওয়ামী লীগ সভাপতি সকল
যুক্তিই ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এলোপাথারীভাবে নির্বাচনের তারিখ পিছানো
সকল দাবীদারকেই এক্ষণে চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই নির্বাচন
বিরোধী ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বন্যা পূর্ব
পাকিস্তানের একটি নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে বিধায় বন্যার
অজুহাতে নির্বাচন স্থগিত রাখা উচিত নহে। ইহা বড়ই দুঃখজনক যে, একটি
গণতান্ত্রিক দলের নেতা কেমন করিয়া এই কথা পর্যন্ত বলিতে পারেন যে,
বন্যাকে নির্বাচন স্থগিত রাখার অজুহাত হিসাবে লওয়া হইয়াছে। বন্যার ফলে
যে সর্বনাশ হইয়াছে, শস্য, সম্পত্তি ও মানুষের প্রাণহানির দিক হইতে-উহা
অতীতের সকল রেকর্ডকেই ছাড়িয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে কোন মতানৈক্য
থাকিতে পারেনা যে, দুর্গত মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য এখন সবচেয়ে বড়
প্রয়োজন হইল রিলিফকার্য চালান। আমি বুঝিতে পারি না, যে মুহূর্তে গ্রাম
বাংলার মানুষ দুর্যোগময় অবস্থায় দিন কাটাইতেছে, সে মুহূর্তে কাহারও পক্ষে
গ্রামবাংলায় নির্বাচন করিতে যাওয়া কিভাবে সম্ভব।

“এই কথা উল্লেখ করা আমি আমার কর্তব্য মনে করি যে, গত ২৩ বৎসরে প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের শক্তিসমূহ এবং তাহাদের দালালেরা ও কায়মী স্বার্থবাদীরা নির্বাচন ও জনগণের অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক শক্তি ও শিবিরের মধ্যকার অনৈক্য শুধুমাত্র সেইসব নির্বাচনী বিরোধী শক্তির হস্তক্ষেপেই শক্তিশালী করিতেছে। একমাত্র সজাগ দৃষ্টি এবং গণতান্ত্রিক শক্তি ও দলসমূহের সংগ্রামী ঐক্যই নির্বাচন অনুষ্ঠান সুনিশ্চিত করিতে পারে। সক্রিয়ভাবে সেইসব শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিলে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেমন শ্রমিক, কৃষক কর্মচারী ও ছাত্রদের আন্দোলন এবং রাজবন্দীদের মুক্তির আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলে এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রাম ঐক্যজোট গঠন না করিলে নিজেকে যত বড় বলিয়াই দাবী করুক না কেন কোন পার্টিই এককভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা প্রদান করিতে করিতে পারে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন নির্বাচনের তারিখ পিছানোর দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বুঝায় না। বর্তমানে গণতান্ত্রিক শক্তি ও দলসমূহের প্রধান কাজ হইল ঐক্যজোট ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলা। একমাত্র ইহার মাধ্যমেই দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব।”

আবুল কাসেমের সমালোচনা

এপিপি জানান যে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান বন্যাকে বাৎসরিক ব্যাপার বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাসেম উহার সমালোচনা করিয়াছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টসহ সমগ্র জাতি যখন বর্তমান বন্যাকে জাতীয় দুর্যোগ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সহৃদয় ব্যক্তি মৈত্রী দেশগুলিকে সাহায্য দানের জন্য আবেদন জানাইতেছেন, তখন শেখ মুজিবুর বন্যার ধ্বংসলীলাকে খাটো করিয়া দেখার ঘোষণা সাহায্য ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করিতে বাধ্য।

Pakistan Observer

11th August 1970

AL wants to end exploitation of people: Mujib

CHITTAGONG, Aug. 10: Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today told a women's meeting here that his party wanted to put an end to the exploitation of the people by the vested interests, reports APP

Addressing a women's meeting organised under the auspices of the Awami League, Sheikh Mujibur Rahman urged the women to strengthen the Awami League which, he said, would fight for achieving regional autonomy. He said, “we want autonomy to protect and preserve the interests of the people. We want autonomy to put a stop to the flight of capital from Bengal.”

The Awami League chief spoke on the political and economic situation in the country and stressed for the implementation of his party's Six-Point programme. The Six-Point programme stood for the emancipation of the common man, he said.

Sheikh Mujibur Rahman reminded the women of their responsibility to the country and called upon them to serve the nation.

The meeting presided over by Mrs. Sajeda Chowdhury, Lady Secretary, Dacca City Awami League was addressed, among others, by Mrs. Kundu Probha Sen Gupta, Mrs. Nurunnahar Begum and Mrs. Meherunnessa Khan.

The Awami League chief regretted that during the last 22 years, the rich had become richer and the poor poorer. He said that his party wanted to wipe out the injustices done to the common man. The Awami League wanted to establish a society free from exploitation.

The Awami League chief referred to women's participation in the last years' mass upsurge and urged them to help people's movement for the achievement of regional autonomy. The Awami League chief was fully confident that the women would help the struggle for the realisation of people's rights.

He said that women had sacrificed during the last mass movement. He said that some of them have lost their husbands, sons and brothers. He referred to Anwara Begum who was killed during the last mass movement and said that she had sacrificed her life for people's cause.

The Awami League chief also lauded the sacrifices of the women of Chittagong for the freedom movement.

Pakistan Observer

11th August 1970

Mahmud Ali says:

Mujib fails to consider meaning of franchise

The Vice-President of PDP Mr. Mahmud Ali said in Dacca on Monday that the Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman has

missed to consider the real meaning of an election on the basis of adult franchise in his opposition to change of election date, reports PPI.

In a Press statement the PDP leader said that the widest-possible participation on the people can make an election meaningful and distinct from the farce of election held during the Ayub regime. He said, Sheikh Mujib who claims extra-ordinary popularity at least in this Eastern part of the country, would not prefer the election being held under the circumstances where there would be no scope for participation of reasonably larger number of electors.

Mornings News

11th August 1970

Mujib criticised for stand against shift in polls date

(By Our Staff Reporter)

A number of political leaders in East Pakistan yesterday criticised Sheikh Mujibur Rahman's Chittagong speech in which he had demanded that election should be held on schedule as flood in East Pakistan was a regular feature.

Syed Altaf Hussain, General Secretary of East Pakistan National Awami Party (Requisitionists) in a statement said, "It is really a matter of great regret how a leader of a democratic party could go to such an extent as to say that flood is being taken as a plea to postpone the election."

He said flood this year probably surpassed all the past records in its extent of damage to crops, property and even valuable human lives. There could hardly be any difference of opinion on this point at the moment. Gearing up of relief operations is the most urgent task to mitigate the sufferings of the millions.

He said he failed to understand how one could go to rural Bengal for election campaign before the electorate who were living in most distressing conditions.

He felt that holding of the election could be ensured only through the eternal vigilance and militant unity of democratic parties and forces. He said shifting of the date of election because of natural calamity could not mean a conspiracy against holding of elections.

He said the supreme task before the democratic forces and parties in the country was to forge unity and build up united movement which alone could ensure holding of elections in the country.

COUNCIL LEAGUE

Khwaja Khairuddin, President East Pakistan CML. Mr. A. Q. M. Shafiqul Islam, Chairman of Council Muslim League of Election Committee, Al-haj Abdus Salam, Vice President, EPCML and Mr. Ataul Huq Khan, EPCML General Secretary in a joint statement yesterday expressed their surprise over the attitude of Sheikh Mujibur Rahman that election date should not be shifted on ground of floods. They urged upon the President General Yahya Khan to consider shifting the date of election as all political parties and their leaders with the exception of Awami League, had demanded shifting of the polls date.

They were of the view that election could not be held before first week of December in view of the conditions following floods in East Pakistan.

MAHMUD ALI

PPI adds: Vice President of the PDP Mr. Mahmud Ali said here yesterday that Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman has missed to consider the real meaning of an election on the basis of adult franchise in his opposition to a change of election date.

In a Press statement here yesterday the PDP leader said that the widest possible participation of the people can make an election meaningful and distinct from the farce of election held during the Ayub regime. He said Sheikh Saheb who claims extra-ordinary popularity, at least in this eastern part of the country, would not prefer elections being held under circumstances where there would be no scope for participation of reasonably larger number of voters in elections.

Mr. Ali said that "since floods have become an annual feature in East Pakistan, it seems Sheikh Mujib is of the opinion that on this ground the date of election already fixed should not be shifted. I am afraid, while expressing his opinion on the question that he was missed to consider the real meaning of an election on the basis of adult franchise. The widest possible participation of the people in general can make such an election meaningful and distinct from the farce of election held during the Ayub regime. I am sure, Sheikh Saheb who claims extraordinary popularity at least in this eastern part of the country would not prefer elections to be held in the circumstances where there is no scope for participation of larger number of voters elections."

"The Sheikh Saheb has also spoken of early transfer of power to the people. It is good that he has done so. It is necessary that he

should be reminded of his role in creating rift in United Front in 1954-55, then in his own party in 1957-58, ultimately leading to the promulgation of Martial Law by Ayub-Iskandar Mirza axis. He needs also to be reminded of his role in the later years since 1962 as to how he was instrumental in breaking the unity which the late lamented leader Hussein Shahid Suhrawardy forged for the restoration of democracy. The events during and after the round table conference in early 1969 are yet green in the minds of the people to need any reiteration. The Sheikh may be unwittingly playing in the hands of those who are the enemy of democracy and Pakistan and as such no friends of the people.

Mornings News

11th August 1970

Mujib visits flood-affected city areas

(By Our Staff Reporter)

The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, accompanied by other leaders of Dacca City Awami League, yesterday visited flood affected areas at Siddique Bazar, Lutfur Rahman Lane, Haji Osman Ghani Road, Bangshal, Purana Mogultully, Nazirabazar, Nimtali Nazimuddin Road, Nawab Bagicha, Moulvi Bazar, Shamshabad, Zindabazar, Syed Awalad Hussain Lane, Haji Abdullah Sardar Lane, Joorpool, Narinda, Begumganj and Dayaganj.

Sheikh Saheb talked to the flood affected people in these areas and made enquires about their problems.

Sheikh Mujibur Rahman has directed his party workers to extend all possible relief to the suffering people in these areas.

During his day-long visit to the affected areas he went by rickshaw or covered the distance on foot.

Dawn

11th August 1970

6-Point aims to weaken Centre, says Qayyum

GUJRAT, Aug. 10 :- Khan Abdul Qayyum Khan President of Pakistan Muslim League, has assured that the people of Pakistan would not allow Sheikh Mujibur Rehman to implement his six-Point Programme which aims at weakening the Centre and dividing one Pakistan into five states, weak enough to succumb to the nefarious plans of Pakistan's confederation with India.

Addressing a public meeting here he asserted that every true Pakistani would fight to the last to safeguard and preserve the Ideology of Pakistan and integrity and solidarity of the sacred homeland.

The Muslim League President strongly slated the Council Muslim League leader for making open and secret alliances with Sheikh Mujib, Mr. G. M. Syed, Mr. Achakzai and Khan Wali Khan.

He said: "If Mr. Daultana is sincere in his utterings and claims of patriotism in his public speeches and statements, why does he not go to East Pakistan, Sind and Frontier Province and oppose Sheikh Mujib, G. M. Syed and Wali Khan there?" He warned the people that in the forthcoming general elections voting for the Council Muslim League would amount to vote for Sheikh Mujib's Six-Point Programme the purpose of which was to weaken the Centre and divide one Pakistan into five weak states. This is, he said, what India wants. She could not harm Pakistan's existence by two aggressive wars, but she now wanted to achieve her nefarious designs by winnings over the internal elements which were misleading the Pakistani people with slogans of parochialism linguistic hatred and other disruptive activities he added.-APP.

আজাদ

১২ই আগস্ট ১৯৭০

মুজিবের বক্তৃতার সমালোচনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলেমায় এছলাম ও নেজামে এছলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক মওলানা আশরাফ আলী গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে গত রবিবার চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান 'বন্যার অজুহাতে তারিখ পিছাইবার নামে নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত বরদাশত করিতে আওয়ামী লীগ রাজী নহে' বলিয়া যে হুমকি প্রদান করিয়াছেন, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

মওলানা আশরাফ আলী বলেন যে, "প্রদেশে বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা এবং প্রতি বৎসর পূর্ব বাংলা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সুতরাং বন্যার অজুহাতে নির্বাচন পিছাইয়া দিবার কোন যুক্তি নাই"- জাতীয় নেতা বলিয়া দাবীদার কোন নেতার মুখে এহেন কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তি শোভন নহে এবং উহা কেহই আশা করিতে পারে না।

বিস্তৃতিতে তিনি উপরোক্ত উক্তির যৌক্তিকতা একজন জাতীয় নেতার মানসিকতা দ্বারা বিচার করিতে শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানান।

জমিয়ত নেতা বলেন যে, শেখ মুজিব ও তাঁহার দলই কেবল মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে চিন্তা করা ও কথা বলার অধিকারী—এহেন মানসিকতা গ্রহণযোগ্য প্রশংসার্য নয়।

তিনি আরও বলেন, আর সকল যুক্তি বাদ মিলেও শুধুমাত্র বর্তমান ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করিলে একজন বন্যাদুর্গত ভোটারের কাছে কি করিয়া ভোট প্রার্থনা করা করিয়া যাইতে পারে, তাহা চিন্তা করাও যায় না। তিনি বলেন যে, সাহায্যদান ও আশ্বাস বাণী প্রচারের আধিক্যকে মূলধন করিয়া শেখ মুজিব নির্বাচনী বাজীমাতের স্বপ্ন দেখিতেছেন। কিন্তু দেশের প্রায় সকল দলই বন্যা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করিয়া নির্বাচনের তারিখ পিছাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করে। সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ভূমিকা লক্ষ্য করিয়া কি বলিতে হইবে যে, নির্বাচন বিলম্বিত হইলে শেখ মুজিব বা তাঁহার দলের সাফল্য কি অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে?

সম্পাদকীয়

সংবাদ

১২ই আগস্ট ১৯৭০

নির্বাচনের তারিখ ও শেখ মুজিব

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান চট্টগ্রামে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বন্যার দরুন নির্বাচনের তারিখ পিছাইবার দাবীকে ‘নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের’ অংশ বিশেষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের মোদ্দা কথা, বন্যা পূর্ব বাংলার সাংবৎসরিক ঘটনা, কাজেই উহার জন্য নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়ার কোন যুক্তি নাই। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন বানচালের জন্য কায়েমী স্বার্থের তহবিল হইতে মোটা অঙ্কের ভোট লাভ করিয়া সরাসরি নির্বাচন বন্ধের দাবী করিতে সাহস না পাইয়া তাঁহারা (ষড়যন্ত্রকারীরা) এখন বন্যার অজুহাতে নির্বাচনের তারিখ পিছাইয়া দেওয়ার আওয়াজ তুলিয়াছে।

সর্বনাশা বন্যায় গোটা পূর্ব বাংলার জনসাধারণ চরম বিপর্যয়ের মুখে, সেই সময়ে শেখ সাহেবের মুখে এইরূপ বেসামাল ও হঠকারী উক্তি সম্পূর্ণ অবাস্তব। শেখ সাহেব ক্ষমতা দখলের তাড়াহুড়ায় দেশবাসীর দুর্দশাকে খাটো করিয়া দেখিতে চান দেখুন; কিন্তু যাঁহারা এ ব্যাপারে তাঁহার সহিত একমত নন তাঁহাদের সকলকে ঢালাওভাবে ‘ষড়যন্ত্রকারী’ বলিয়া অভিহিত

করার ধৃষ্টতা তিনি কোথায় পাইলেন? একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া অপরাপর সকল দল বর্ষা ও বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে নির্বাচনের তারিখ কিছু দিনের জন্য পিছাইয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়াছেন। শেখ সাহেব কি বলিতে চান, তাঁহার দল ছাড়া অন্য সমস্ত দলই নির্বাচন পিছাইবার ষড়যন্ত্রের লিগু? এবং সকলেই কায়েমী স্বার্থবাদীদের তহবিল হইতে ভেটলাভ করিয়াছেন? এই জাতীয় ঢালাও অভিযোগ না করাই ভাল, কারণ মানুষ আজকাল দল চিনিতে শিখিতেছে।

শেখ সাহেব ও আওয়ামী লীগ সমর্থক দৈনিকটির আশঙ্কা, ৫ই অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে নির্বাচনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া উঠিতে পারে এবং নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিগু কায়েমী স্বার্থবাদী মহলগুলি ইতিমধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া দেশকে আবার এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে। এই আশঙ্কা ও তজ্জনিত উদ্বেগ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে বলিতে পারি যে, দেশের প্রত্যেকটি গণতন্ত্রকামী মানুষ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ফিরাইয়া আনার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু প্রশ্ন হইল, অক্টোবর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্র কার্যকরী হইবে না আর ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করিলেই তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া নির্বাচন বানচাল করিয়া দিতে সমর্থ হইবে এ কথা ভাবা ছেলে মানুষী নয় কি? গণতন্ত্রের পথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের তরফের বিপদ সর্বদাই আছে; ডিসেম্বরে যেমন আছে তেমনি অক্টোবরেও যে নাই তাহা নয়। এই কায়েমী স্বার্থবাদী মহলটি অত্যন্ত সংগঠিত, কাজেই নির্বাচনের তারিখ না পিছাইলে তাহারা নিজেদের শক্তিকে গণবিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত করিতে পারিবে না একথা ভাবা রাজনৈতিক অপরিপক্কতারই প্রমাণ। এই বিপদ প্রতিহত করিয়া গণতন্ত্রের বিকাশের পথকে বাধামুক্ত করার উপায় জঙ্গী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির একতাকে চোখের মনির মত রক্ষা করা। গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য ও গণ-আন্দোলনের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করিয়া তাড়াতাড়ি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ধূয়া তুলিলেই গণতন্ত্রের বিপদ কাটিয়া যাইবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, বন্যার দরুন দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্ভব কিনা? বন্যার পানি হয়ত দুই চারি সপ্তাহে নামিয়া যাইবে কিন্তু উহার যে ধ্বংসলীলা তাহা সহজে মোচন হইবার নয়। বন্যা দুর্গতদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য প্রতিটি জনদরদী রাজনৈতিক দলকে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য কোন দল যদি

এত দিনের জনসভার রাজনীতির পরিবর্তে এখন রিলিফের রাজনীতি শুরু করেন তাহা হইলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তৃতীয়তঃ, সরকার যে সাত কোটি টাকার রিলিফ কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন উহাকে কার্যকরী করিতে হইলে সরকারের সমুদয় শক্তি এদিকে নিয়োগ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে সূষ্ঠাভাবে নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে কিনা উহাও ভাবিয়া দেখা দরকার।

সর্বাপেক্ষা বড় কথা, এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে ভোটদাতারা নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারিবেন কিনা এবং রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের কর্মসূচী ভোটদাতাদের সম্মুখে যথাযথভাবে পেশ করিতে পারিবেন কিনা। নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে নির্বাচনের আর মাত্র মাস দেড়েক বাকী। এখন হইতে অন্ততঃ আরও এক মাস দেশের এই অংশ কোন নির্বাচনী সভা করা সম্ভব হইবে না। কাজেই ৫ই অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে উহা একান্তই নিষ্প্রাণ ঘটনায় পরিণত হইবে এবং নির্বাচনের মূল ইস্যুগুলি জনসাধারণের সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ পাইবে না। শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী-মধ্যবিত্ত তথা গরীব মানুষের ইস্যুগুলি যত কম আলোচনা হয়, আওয়ামী লীগের পক্ষে সন্তায় বাজিমাত করার ততই সুবিধা হয় বটে কিন্তু উহাতে নির্বাচনের একটা প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।

পূর্বদেশ

১২ই আগস্ট ১৯৭০

মাহমুদ আলী বলেন:

শেখ সাহেব নির্বাচনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি

ঢাকা, ১১ই আগস্ট (পিপিআই)।— পিডিপি'র সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদ আলী গতকাল এখানে বলেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন না করার ফলে শেখ মুজিবর রহমান নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার বিরোধিতা করছেন।

তিনি বলেন যে, অধিক সংখ্যক ভোটাররা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হলে নির্বাচনের সঠিক অর্থ প্রতিফলিত হয়।

জনাব মাহমুদ আলী বলেন যে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে এবং ১৯৫৭ সালে নিজের দলের অভ্যন্তরে যে সব কাণ্ড কারখানা করেছিলেন শেখ সাহেবের তা 'ভুলে যাওয়া' উচিত নয়। যার ফলে আইয়ুব-মির্জার চক্রান্তে দেশে সামরিক শাসন জারী হয়েছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিবের বিরোধীরা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বিরোধিতা করিতেছেন:

এডভোকেট আখতার ভাট্টা

শিয়ালকোট সিটি ও জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব নাবেদ আখতার ভাট্টা এডভোকেট বলেন যে, যাহারা আজ শেখ মুজিবর রহমানের বিরোধিতা করিতেছেন, তাহারা বাস্তবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরই বিরোধিতা করিতেছেন।

গত ৮ই আগস্ট স্থানীয় এক হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানেই মুসলিম লীগের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই পূর্ব পাকিস্তানেই বিরোধী দল প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের মহান সন্তান জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে আওয়ামী লীগই দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। পাকিস্তানের ১৩ কোটি মানুষ সাম্য, ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে, সেজন্য আমাদের নেতা শেখ মুজিব তাহাদেরকে পুঁজিবাদীদের কজা হইতে মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকার রক্ষা করিবে।

তিনি জানান যে, শিয়ালকোটে আওয়ামী লীগ সংগঠন গড়িয়া তোলার জন্য সারা জেলায় গণসংযোগ অভিযান শুরু করা হইয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

১৩ই আগস্ট ১৯৭০

মুজিবের সমালোচনায় ন্যাশনাল লীগ নেতৃবৃন্দ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ন্যাশনাল লীগের জনাব নুরুর রহমান, জনাব আবুল কালাম, অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, জনাব ওলী আহাদ প্রমুখ গতকাল্য (বুধবার) প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানের সাম্প্রতিক উক্তির নিন্দা করিয়া বলেন যে, কায়ুমী স্বার্থবাদী মহলের বেতন ভোগী চরেরা নির্বাচন পিছাইয়া দিবার দাবী করিতেছে বলিয়া তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন উহা বাংলালীদের জন্য অবমাননাকর।

বিবৃতিতে ন্যাশনাল লীগ নেতৃবর্গ বলেন যে, ‘গ্রেট শেখ’ ২৮ শে নবেম্বর প্রেসিডেন্ট বেতার ভাষণের পর যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, উহাতে অত্যন্ত মৃদুভাবে হইলেও ৫ই অক্টোবর নির্বাচনের ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছিলেন।

তাহারা আরও বলেন যে, ন্যাশনাল লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান ৩০ শে নবেম্বর প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রদেশের আবহাওয়া বিবেচনা করিয়া ৫ই অক্টোবর নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়ার দাবী করেন। বর্তমানে ব্যাপকভাবে বন্যা দেখা দেওয়ায় তাহারই সেই দাবী সকল বাংগালীর দাবীতে পরিণত হইয়াছে।

আজাদ

১৪ই আগস্ট ১৯৭০

ঢাকার বন্যার্তদের মধ্যে শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বন্যাকবলিত ঢাকার সিদ্দিক বাজার, লুৎফর রহমান লেন, হাজী ওসমান গনি রোড, বংশাল, পুরানা মোগলটুলী, নাজিরা বাজার, নিমতলী, নাজিমুদ্দিন রোড, নওয়াব বাগিচা, মওলবী বাজার, নারিন্দা, বেগমগঞ্জ, দয়্যগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা পরিদর্শন করেন।

দৈনিক পয়গাম

১৫ই আগস্ট ১৯৭০

বন্যার জন্য নির্বাচন পিছানোর প্রশ্নে শেখ মুজিবের মন্তব্যে

জাতীয় লীগের প্রতিক্রিয়া

ঢাকা, ১২ই আগস্ট।— যাহারা নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের দাবী করিতেছে, তাহারা স্বার্থাশ্রিত মহলের অর্থপুষ্ট দালাল বলিয়া শেখ মুজিবর রহমান যে মন্তব্য করিয়াছে, পাকিস্তান জাতীয় লীগের ৫ জন নেতা উহার তীব্র সমালোচনা করেন। তাহারা বলেন যে, নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের দাবী এখন পূর্ব বাংলার সকল লোকের দাবী।

তাহারা শেখ মুজিবকে মহান শেখ বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, পূর্ব বাংলার সকল মানুষই কি স্বার্থাশ্রিত মহলের অর্থপুষ্ট দালাল।

তাহারা নির্বাচনের তারিখ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছানোর আবেদন জানান।

আজাদ

১৬ই আগস্ট ১৯৭০

কেরানীগঞ্জে শেখ মুজিব

ঢাকা, ১৫ই আগস্ট।— বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কার্যকরী করা না হইলে বাংলার জনগণের অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশার পরিসমাপ্তি হইবে না।

বুড়িগঙ্গা নদীর অপরপার্শ্বস্থ কেরানীগঞ্জ থানার বন্যাউপদ্রুত এলাকাসমূহ আওয়ামী লীগ প্রধান আজ সারাদিনব্যাপী পরিদর্শন করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বন্যাদুর্গতদের জন্য যদিও সরকার রিলিফ মঞ্জুর করিয়াছেন তথাপিও বন্টন ব্যবস্থায় ত্রুটির ফলে বহু এলাকায় এখনও রিলিফ দ্রব্যাদি পৌঁছে নাই। বন্যাক্রান্ত বহু এলাকায় সর্বাপেক্ষা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যথোপযুক্ত রিলিফ পায় নাই অথবা পাইলেও রিলিফের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। সত্যিকার কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যাহাতে দুর্দশা ভোগ না করে, সেজন্য সুষ্ঠু এবং সুপরিকল্পিতভাবে রিলিফ বিতরণের জন্য শেখ মুজিবর রহমান এক আবেদন জানান।—এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই আগস্ট ১৯৭০

বন্যাউপদ্রুত এলাকায় শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (বৃহস্পতিবার) সিদ্দিক বাজার, লুৎফর রহমান লেন, হাজী ওসমান গনি রোড, বংশাল, পুরানা মোগলটুলী, নাজিরা বাজার, নিমতলী, নাজিমুদ্দিন রোড, নওয়াব বাগিচা, মৌলবী বাজার, শামসাবাদ, জিন্দাবাহার, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, হাজী আবদুল্লা সরদার লেন, জোড়পুল, নারিন্দা, বেগমগঞ্জ ও দয়্যগঞ্জের বন্যাউপদ্রুত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন এলাকার বন্যাদুর্গত ব্যক্তিদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীগণকে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে যতদূর সম্ভব কাজ করার আহ্বান জানান। সারাদিনের পরিদর্শনকালে তিনি রিকশায় অথবা পায়ে হাঁটিয়া বিভিন্ন লেন ও বাই লেনের বন্যাদুর্গতদের দেখেন।

শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে ছিলেন ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও জনাব ফজলুল করিম, সাধারণ

সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মনসুর আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোঃ সুলতান, শ্রম সম্পাদক জনাব আলী হোসেন, ঢাকা পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব এ, এ, সিদ্দিকী, জনাব আহমদ রেজা, জনাব আবদুর রহিম, জনাব নূরুল ইসলাম, জনাব নঈমুদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল মালেক সরদার প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই আগস্ট ১৯৭০

বন্যা নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব বাংলার দুঃখের শেষ নাই: শেখ মুজিব

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শনিবার) অবিলম্বে স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত বাংলার মানুষের দুঃখ-দুর্দশার শেষ হইবে না।

গতকাল সারাদিন ধরিয়া তিনি বুড়িগঙ্গার অপর তীরে কেরানীগঞ্জ থানার বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং দুর্গত জনগণের সঙ্গে আলাপ করেন। শেখ সাহেব বলেন যে, ত্রুটিপূর্ণ সরবরাহ ব্যবস্থার দরুণ সরকারী সাহায্য সামগ্রী সব জায়গায় দুর্গতদের কাছে পৌঁছে নাই। তিনি বলেন, দুর্গতদের হাতে যাওয়া কিছু সাহায্য পৌঁছিয়াছে, উহার পরিমাণও অত্যন্ত অপরিপূর্ণ। নৌকায় দুর্গত অঞ্চলে ঘোরার সময় বন্যাদুর্গতদের উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব দুঃখ করিয়া বলেন যে, বুড়িগঙ্গা নদীর উপরে একটি ব্রীজ নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইলেও প্রকল্পটি এখনও বাস্তবায়িত হয় নাই। তিনি অবিলম্বে এই ব্রীজ নির্মাণের দাবী জানান। শেখ সাহেব বলেন, রাজধানীর একেবারে নিকটবর্তী হইলেও কেরানীগঞ্জ অনুন্নতই রহিয়া গিয়াছে। এই এলাকার উন্নয়নে তৎপর হওয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বন্যা দুর্গতদের প্রতি সমবেদনা জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন প্রাকৃতিক দুর্ভোগের সময় যারা মানুষের দুর্দশা লইয়া ব্যবসায় লিপ্ত হয়, তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে। এই চরম বিপদের মুহূর্তে জিনিসপত্রের মওজুদ বা দাম বাড়াইয়া জনগণের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি না করার জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দুর্গতদের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বন্যা দুর্গত এলাকা সফরকালে করাচী আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মঞ্জুরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক জনাব খলিল আহমদ তিরমিজি, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব মোহসীন এবং ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা আওয়ামী লীগ প্রধানের সঙ্গে ছিলেন।

আজ খুলনা যাত্রা

অসুস্থ্য মাতাকে দেখার জন্য শেখ সাহেব আজ (রবিবার) সকালে বিমানযোগে খুলনা রওয়ানা হইতেছেন। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই আগস্ট ১৯৭০

অসুস্থ্য মাতাকে দেখার জন্য শেখ মুজিবের খুলনা গমন

অসুস্থ্য মাতাকে দেখার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (রবিবার) বিমানযোগে খুলনা গিয়াছেন। শেখ সাহেবের ৭৪ বৎসর বয়স্কা মাতা গত কিছুদিন যাবত বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছেন এবং বর্তমানে খুলনায় চিকিৎসার জন্য তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের বাসায় অবস্থান করিতেছেন।

পারিবারিক সূত্রে প্রকাশ, ২/১ দিনের মধ্যেই শেখ সাহেবের ঢাকা প্রত্যাবর্তনের কথা; তবে তাহা তাঁহার মাতার অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। -পিপিআই

দৈনিক পয়গাম

১৮ই আগস্ট ১৯৭০

অধ্যাপক মোজাফফর ও শেখ মুজিবের বিবৃতি:

গত ১৪ই আগস্ট স্টেডিয়ামের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (সোমবার) বন্যা দুর্গত এলাকা সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া দুইটি পৃথক বিবৃতিতে গত শুক্রবার ঢাকা স্টেডিয়ামে পুলিশ ও দর্শকদের মধ্যে সংঘর্ষের শোচনীয় পরিণতিতে গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উভয় নেতাই স্ব স্ব বিবৃতিতে পুলিশের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান হইয়াছে।

পূর্বদেশ
১৮ই আগস্ট ১৯৭০
শেখ মুজিব ফিরেছেন
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গত রবিবার রাতে খুলনা থেকে ঢাকা ফিরে এসেছেন। তিনি তাঁর অসুস্থ মাকে দেখবার জন্য খুলনা গিয়েছিলেন।

তিনি গতকাল সোমবার ধানমন্ডিহু সিটি নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি হাফেজ মোহাম্মদ মুসাকে দেখতে যান।

প্রতিষ্ঠানের এক প্রেস রিলিজে আরো বলা হয়েছে যে, জনাব মুসার রোগমুক্তির জন্য আজ মঙ্গলবার পুরানা পল্টনাসহ আওয়ামী লীগ দফতরে খতমে কোরান ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মোনাজাত করা হবে।

Dawn
18th August 1970

Mujib demands judicial probe into Stadium incident

DACCA, Aug 17: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, today condemned the police action during Independence Day soccer match at the Dacca Stadium in which four persons lost their lives and several were seriously wounded.

The Awami League chief strongly demanded judicial probe into the incident.

Sheikh Mujibur Rahman was talking to his party workers this evening at the party office after returning from Khulna.

He said that he was much shocked to learn that such unfortunate incident had taken place in the presence of high civil and police officials who had been there to witness the game. He said that the police could “refrain from showing such kind of inhuman behaviour at least on the occasion of Independence Day as it could have saved the precious lives”. He said that the frequent occurrence of such acts of “highhandedness” in different parts of the province was a matter of “serious concern”.

He demanded appropriate punishment for the persons responsible for the situation “and whose excesses led to such a tragic and sad incident.”

The Awami League chief expressed his deep sorrow and offered his condolences to the members of the bereaved families and demanded compensation for the unfortunate families. –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯শে আগস্ট ১৯৭০
আগামীকাল শেখ মুজিবের টঙ্গী সফর
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা জেলার টঙ্গী থানায় বন্যাকবলিত এলাকা সফর করিবেন। আওয়ামী লীগ প্রধান উক্ত এলাকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত গাছা ইউনিয়ন, টঙ্গী ইউনিয়নের বাদাম, বাকরাল, গুটিয়া, আন্দারুল প্রভৃতি গ্রাম সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন।

আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাও তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯শে আগস্ট ১৯৭০
শেখ মুজিব সকাশে ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী প্রতিনিধি দল
(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল (মঙ্গলবার) রাতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আওয়ামী লীগ অফিসে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দল শেখ মুজিবকে ব্যাপক বরখাস্ত ও সাময়িক বরখাস্ত এবং বেতন না দেওয়া জনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত করান। শেখ মুজিবর রহমান ধৈর্য সহকারে তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং তাহাদের বিষয়ে গভর্নর, চীফ সেক্রেটারী ও স্বাস্থ্য দফতরের সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেন। তিনি তাহাদিগকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দান করেন।

দৈনিক পয়গাম
১৯শে আগস্ট ১৯৭০
নির্বাচন পিছাইয়া যাওয়ায় আমার দলীয় অবস্থার
কোনরূপ পরিবর্তন হইবে না: শেখ মুজিব

চট্টগ্রাম, ২০ শে আগস্ট।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তিত হওয়ায় আগামী নির্বাচনে তাঁহার দলীয় অবস্থার উপর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে না।

টঙ্গিতে এক জনসভায় তিনি ভাষণ দান প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, নির্বাচনের তারিখ পিছাইয়া যাওয়ায় আওয়ামী লীগের দলীয় অবস্থা নাজুক হইয়া পড়িবে বলিয়া যাহারা মনে করিতেছেন তাহারা মুখের স্বর্গে বাস করিতেছেন। জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভালবাসে কারণ এই দল জনগণের জন্যই সংগ্রাম করিতেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী ৭ই ডিসেম্বর নির্বাচনের দিনে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

তিনি বলেন যে, তাঁহার দল নির্বাচন বানচাল করার যে কোন অপচেষ্টা প্রতিহত করিবে।

তিনি বলেন, যে সকল নেতা বন্যার পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন পিছানোর দাবী তুলিয়া ছিলেন তাহারা বন্যা দুর্গতদের কোনরূপ সাহায্য করিতেছেন না।

এই সব নেতাদের মধ্যে একজন বর্তমানে মস্কো রহিয়াছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, একমাত্র তাঁহার দলই বন্যা দুর্গতদের সেবাকার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে।

শেখ মুজিব টঙ্গির বন্যা দুর্গত এলাকায় রিলিফ বণ্টন করেন। তিনি আরও বলেন যে, তাহার দল জনগণের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবে।

তিনি বলেন বন্যার ফলে এই প্রদেশের জনগণের চরম দুর্গতি হইতেছে এবং এই বিরাট সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু এই পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান সরকারের রিলিফ অপারেশন এবং বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু নহে বলিয়া অভিযোগ করেন। -এপিপি

Mornings News

19th August 1970

Class IV employees call on Mujib

A delegation of class IV employees of Dhaka Medical College Hospital and Salimullah Medical College Hospital called on Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman at the Awami League office at Dacca yesterday evening reports PPI.

The delegation apprised him of the situation arising out of wholesale dismissal or suspension of the employees and non-payment of their pays.

Sheikh Mujibur Rahman gave them a patient hearing and assured them to take up the matter with the Governor, the chief Secretary and the Health Secretary and assured them all possible help at his disposal.

Mornings News

19th August 1970

Mujib to visit Rampura today

(By Our Staff Reporter)

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman will visit the flood-affected areas of Hajipara, Choudhurypara, Khilgaon and Bashabo today to see relief work in these areas.

He will be accompanied by Mr. Molla Jalaluddin Ahmad, Gazi Golam Mustafa, Dr. Kamal Hossain Prof. Misir Ali, Mrs Badrunnissa Ahmed, Mrs Sajeda Choudhury, Mrs Ashraf Ali and Mrs. Jahanara Amit.

আজাদ

২১শে আগস্ট ১৯৭০

নির্বাচন পিছানো প্রসঙ্গে শেখ মুজিব:

আওয়ামী লীগের দলগত অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইবে না

ঢাকা, ২০ শে আগস্ট।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য বলেন যে, নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের ফলে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তাহার দলের অবস্থার কোন ক্ষতি হইবে না। অদ্য এখান হইতে ১৫ মাইল দূরে টঙ্গিতে এক অনির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের ফলে আওয়ামী লীগের অবস্থার ক্ষতি হইবে বলিয়া যাহারা মনে করেন, তাহারা 'বেওকুফের স্বর্গে' বাস করিতেছেন। জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভালবাসে কারণ আওয়ামী লীগ জনগণের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। তাহার দলের প্রতি জনসাধারণের এই ভালবাসা আগামী ৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে যথার্থ ভাবেই প্রতিফলিত হইবে বলিয়া শেখ মুজিব প্রকাশ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাহার দল নির্বাচনকে বানচাল করার যে কোন ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করিবে। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিবের কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলা সফরের কর্মসূচী ঘোষণা করা হইয়াছে। তিনি সফরকালে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও সাতক্ষীরায় জনসভায় বক্তৃতা দান

করিবেন। জনসভায় কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল : ৩১শে আগস্ট সোমবার-মেহেরপুর; ১লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার-চুয়াডাঙ্গা, ২রা সেপ্টেম্বর বুধবার-নড়াইল; ৩রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার-বিনাইদহ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুক্রবার-মাগুরা এবং ৫ই সেপ্টেম্বর-শনিবার-সাতক্ষীরা।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে আগস্ট ১৯৭০

বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে আর গড়িমসি নয়:

টঙ্গী এলাকার দুর্গতদের সমাবেশে শেখ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান যে-কোন মূল্যে প্রদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা হইতে ১৪ মাইল দূরে টঙ্গী থানার বন্যা উপদ্রুত এলাকা সফরে গমনের পথে টঙ্গী ব্রিজের নিকট এক অনির্ধারিত বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকারের কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি, কিংবা গড়িমসি জনগণ আর বরাদ্দাশত করিতে রাজী নয়। তিনি ক্রুগ মিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণের নিমিত্ত সরকারের নিকট দাবী জানান।

ডঃ কামাল হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, সাধারণ সম্পাদক জনাব ময়জদ্দিন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস বদরুন্নেসা আহমদ, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আনোয়ার চৌধুরী, সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা, জনাব আবদুল মালেক সরদার প্রমুখ সহ আওয়ামী লীগ প্রধান নৌকাযোগে টঙ্গী ও সাভার থানার বন্যা উপদ্রুত এলাকা সফর করেন এবং দুর্গত নর-নারী ও শিশুদের মধ্যে কাপড়, আটা, নগদ অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করেন।

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলেন, ইহাতে তাঁহার দলের ভাল হওয়া ছাড়া কোনই ক্ষতি হইবে না। নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করায় যাহারা খুব উৎসাহিত হইয়াছেন, তাঁহারা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করিতেছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। শেখ মুজিবর রহমান বলেন, এইসব নেতা নির্বাচনে তাঁহাদের ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই নির্বাচন পিছাইবার দাবী তোলেন।

তিনি অন্যান্য দলের নেতাদের বিদেশে প্রমোদ সফর বন্ধ ও ফাঁকা জনদরদী কথাবার্তা রাখিয়া দেশের জনগণের এই দুর্যোগের সময় বন্যার্তদের সাহায্যে আগাইয়া আসার অনুরোধ জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বন্যা উপদ্রুত এলাকায় যাওয়ার পথে টঙ্গী টেলিফোন ইণ্ট্রীজ করপোরেশনের ফ্যাক্টরীর সম্মুখে শ্রমিক সভায়, গাজীপুর গ্রাম, টঙ্গী হাই স্কুল, গাছা হাইস্কুল মাঠে ও আরও কয়েকটি স্থানে অনির্ধারিত জনসভায় পূর্ব বাংলার জনসাধারণের দাবী-দাওয়া ও ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন।

বন্যার্তদের জন্য সরকারী সাহায্য অকিঞ্চিৎকর

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা উপদ্রুত এলাকায় সরকারী সাহায্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী সাহায্য অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। প্রদেশের অধিকাংশ বন্যা উপদ্রুত এলাকায় এখন পর্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য পৌঁছে নাই বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীদের ব্যাপকভাবে বন্যার্তদের সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রায় ৫ ঘণ্টাব্যাপী নৌকাযোগে গাছা, মুদিপাড়া, ঈশ্বরকান্দি, পলাসোনা, গুটিয়া, আন্দারুল, বাকরাল, বাদাম, মুদাফা ও তুরাগ নদীর পার্শ্ববর্তী বন্যা উপদ্রুত গ্রামসমূহের অবস্থা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় লোকজনের বাড়ীতে গিয়া দুঃস্থদের মধ্যে কাপড়, খাদ্যদ্রব্য, নগদ অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করেন এবং তাহাদের দুঃখ-কষ্টের খোঁজ-খবর নেন। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়ামী লীগ প্রধানকে বিভিন্নস্থানে ঘিরিয়া ধরিয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনে।

সংবাদ

২১শে আগস্ট ১৯৭০

টঙ্গীতে শেখ মুজিব:

নির্বাচন পিছানোর ফলে আওয়ামী লীগের কোন ক্ষতি হইবে না

ঢাকা, ২০ শে আগস্ট (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন, নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের ফলে আসন্ন নির্বাচনে তাঁহার দলের অবস্থার কোন ক্ষতি হইবে না।

এখান হইতে ১৫ মাইল দূরে টঙ্গীতে এক অনির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ বলেন, যাহারা মনে করে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের ফলে আসন্ন নির্বাচনের আওয়ামী লীগের অবস্থার ক্ষতি হইবে

তাহারা বোকার স্বর্গে বাস করিতেছে। জনগণ আওয়ামী লীগকে ভালবাসে। কারণ, আওয়ামী লীগ জনগণের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করিতেছে।

৭ই ডিসেম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁহার দলের প্রতি জনগণের ভালবাসা প্রকাশ পাইবে বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান আস্থা প্রকাশ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তাঁহার দল নির্বাচন বানচালের যে কোন প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান গাছা, আউদীপুরা, ইচর, গৌড়া, বাকরল, অন্ধুরা ও বাদামসহ টঙ্গী থানার কয়েকটি বন্যাদুর্গত গ্রাম পরিদর্শন করেন। তিনি বন্যার্তদের সহিত আলোচনা, তাহাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা এবং তাহাদের মধ্যে কিছু রিলিফ দ্রব্য বণ্টন করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান টঙ্গী থানা সফরকালে প্রায় অর্ধডজন অনির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতা করেন।

পূর্বদেশ

২১শে আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিব:

নির্বাচন পেছানোর ফলে আমার দলের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না
(পূর্বদেশ প্রতিনিধি)

ঢাকা ২০ শে আগস্ট (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, নির্বাচনের তারিখ পিছানোর ফলে আগামী নির্বাচনে তার দলের কোন ক্ষতি হবেনা।

আজ টঙ্গীতে এক অনির্ধারিত সভায় ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যারা মনে করেন যে, নির্বাচনের তারিখ পিছানোর ফলে আওয়ামী লীগের ক্ষতি হবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। জনগণের জন্যে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করছে বলে জনগণ আওয়ামী লীগকে ভালবাসেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান নিশ্চিত যে, তার দলের জন্যে জনগণের যে ভালবাসা রয়েছে ৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে তা যথার্থভাবে প্রদর্শিত হবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, নির্বাচন বানচালের যে কোনরকম প্রচেষ্টাকে তার দল বাধা দেবে।

তিনি বলেন যে, বন্যা পরিস্থিতির জন্যে যে সমস্ত নির্বাচন পিছানোর দাবী করেছিলেন তারা বন্যা দুর্গতদের কোন সাহায্য করছেন না। তিনি বলেন যে, তাদের অন্যতম ব্যক্তি এখন মস্কোতে রয়েছেন। একমাত্র তার দলই এখন দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করছেন। তিনি গাছা, উদিপাড়া, ইছর, গোত্তা, বাকরাল, আনধুরা এবং বাদামসহ টঙ্গী থানার কয়েকটি বন্যাক্রান্ত গ্রাম

পরিদর্শন করেন এবং তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাদের মধ্যে সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করেন।

টঙ্গী থানায় সফরকালে আওয়ামী লীগ প্রধান প্রায় আধা ডজন অনির্ধারিত সভায় ভাষণদান কালে বলেন যে, তার দল বাংলা দেশের জনগণের অধিকার অর্জনের জন্যে সংগ্রাম করে যাবে। ক্ষমতা অর্জনের জন্যে তার দল কখনও সংগ্রাম করেনি বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

বন্যায় দুঃখ কষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান অনতিবিলম্বে বন্যা সমস্যা সমাধানের দাবী জানান। এই বিরাট সমস্যাটি সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

সরকারের সাহায্য ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এগুলো অপরিপূর্ণ এবং সরকার যা দিচ্ছেন তাও সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হচ্ছেনা।

সফরসূচী

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা সফর করবেন।

৩১ শে আগস্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী এই সফরে শেখ মুজিবর রহমান মেহেরপুর, চন্দন গাঁ, নড়াইল, ঝিনেদা, মাগুরা, সাতক্ষীরা প্রভৃতি স্থানে জনসভায় ভাষণ দেবেন।

Pakistan Observer

21st August 1970

Shifting of polls date won't affect AL: Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief said that the shifting of election date would not affect his party's position in the ensuing elections, reports APP.

Addressing an unscheduled meeting at Tongi, 15 miles from Dacca on Thursday, the Awami League chief said: Those who think that the shifting of election date would affect Awami League's position in the elections are flying in fools paradise. People love Awami League because it has been fighting for the peoples cause.

The Awami League chief was confident that the love of the people for his party would be amply demonstrated through the polls to be held on December 7.

The Awami League chief said that his party would resist any attempt to frustrate the elections.

He said that those leaders who demanded the shifting election date in view of the flood situation were not rendering any help to the flood victims. One of these leaders, he said, was now in Moscow it was his party only which was rendering relief to the affected people.

The Awami League chief who visited a number of flood affected villages in Tongi police station including Gacha, Mudipura, Ichar, Goutta, Bakral, Andnura and Badam talked to the affected people, enquired about their welfare and distributed some relief materials.

The Awami League chief who addressed about half a dozen unscheduled meetings during his visit to Tongi police station said that his party would continue its struggle for achieving the rights of the people of Bangladesh.

He said that his party had never fought for going to power. The service and welfare to the people were uppermost to them he said.

He said that even when people had lost their right of franchise during the Ayub regime and there was no chance of holding elections based on adult franchise his party had fought for their cause.

Tour programme

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief will go on six day tour to Kushtia, Jessore and Khulna districts. During his tour he will address public meetings at Meherpur, Chuadanga, Narail, Jhenaidah, Magura and Satkhira.

His tour programme is given below:- August 31 Meherpur, September 1 Chuadanga, September 2 Narail, September 3 Jhenaidah, September 4 Magura, September 5 Satkhira.

আজাদ

২৪শে আগস্ট ১৯৭০

বন্যাদুর্ভোগের মধ্যে শেখ মুজিব:

ভোটে না হইলে সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণ অধিকার আদায় করিবে

ঢাকা, ২৩ শে আগস্ট।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বলেন যে, জনগণ ভোটে যদি তাহাদের অধিকার না আসে তবে সংগ্রামের মাধ্যমে উহা আদায় করিয়া ছাড়িবে। তিনি বলেন, বাংলার গণমানুষ জানে নিজের অধিকার কি ভাবে আদায় করিতে হয়।

বিশ্বের কোন শক্তিই আর তাহাদের এখন শোষণ করিতে পারিবে না।

আওয়ামী লীগ প্রধান আজ এখান হইতে অদূরে তেজগাঁও থানাধীন বন্যা প্রপীড়িত এলাকাগুলিতে প্রায় অর্ধ ডজন জনসভায় বক্তৃতা করেন। এলাকাগুলির মধ্যে মুগদা পাড়া, মাগু, মাদার টেক, ত্রিমোহিনী ও ধিতপুর অন্যতম। এই সমস্ত গ্রামে শেখ সাহেব বন্যার্তদের মধ্যে রিলিফও বন্টন করিয়াছেন।

তিনি বক্তৃতায় জনগণকে কায়মী স্বার্থবাদীদের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে হুশিয়ার করিয়া দেন এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার জন্য তাহাদের নিকট আহ্বান জানান।

নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা মনে করিয়াছে যে, নির্বাচন পিছাইলে ভোটে তাহাদের সুবিধা হইবে। কিন্তু তাহারা বেওকুফের স্বর্গে বাস করিতেছে। নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের ফলে আওয়ামী লীগের দলগত অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

তিনি বলেন, তাঁহার দল জনগণের স্বার্থ তুলিয়া ধরার সংগ্রামে লিপ্ত। তাই তাহারাও উহাকে ভালবাসে।

শেখ সাহেব সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ এবং অন্যান্য বন্যা প্রপীড়িত এলাকাও সফর করিয়াছেন। এই সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি বলেন এইবার বন্যায় ধারণাতীত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে উহা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, লোকজনের বিষয় সম্পত্তি বিনষ্ট হয় এবং ফসলহানি ঘটে।

আওয়ামী লীগ প্রধান ক্রুগ মিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়া বলেন যে, সেই স্বাধীনতার সময় হইতে মানুষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আশ্বাস বাণী শুনিয়া আসিতেছে। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ফলে, বাংলার জনমানুষ আজ উপর্যুপরি বন্যায় বিধ্বস্ত। তাহারা একরূপ ‘ভিখারীতে পরিণত’। কারণ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন অর্থ তাহাদের নাই।

প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন ‘লজ্জাকর’

শেখ মুজিব মাগুয় তাঁহাকে প্রদত্ত এক মানপত্রের জবাবে বলেন যে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অবশ্যই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনিতে হইবে।

তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, শিক্ষকদের বিশেষ করিয়া প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতনের হার ‘লজ্জাকর’। তাহাদের অবশ্যই বর্ধিত বেতন দিতে হইবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৬৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮ হাজার হইতে বাড়িয়া ৩২ হাজারে দাঁড়ায়। অথচ একই উহার সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে আরও ২ হাজার হ্রাস সংখ্যা পায়। স্বাধীনতার সময় পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার আজ উহা ২৭ হাজারে নামিয়া আসিয়াছে।

শেখ মুজিব বক্তৃতায় উন্নয়নের কাজে জমি হুকুম দখলের পূর্বে ক্ষতিপূরণ দান বা বিকল্প জমি প্রদানেরও দাবী জানান। -এপিপি

আজাদ

২৪শে আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিবের উক্তির প্রতিবাদ জ্ঞাপন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগই কেবলমাত্র বন্যার্তদের সাহায্য করিতেছে- এই মর্মে শেখ মুজিব যে দাবী করিয়াছেন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে এছলাম ও নেজামে এছলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক সহ উক্ত দলের কয়েকজন নেতা গতকাল রবিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে উহার প্রতিবাদ জানান। তাঁহারা বলেন যে, দলমত নির্বিশেষে সকলেই বন্যার্তদের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছে।

নেতৃবৃন্দ যুক্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিব জিন্দাবাদ ও “জয় বাংলা” শ্লোগান দিয়া মসজিদুল আকসা দিবসে জামাতে এছলামী কর্তৃক আয়োজিত সভায় গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টার নিন্দা করে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে আগস্ট ১৯৭০

সংগ্রামের মাধ্যমেই দাবী আদায় করা হইবে:

তেজগাঁও থানার বন্যা উপদ্রুত এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশে

শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (রবিবার) তেজগাঁও থানার বন্যাউপদ্রুত এলাকা সফরকালে বিভিন্ন স্থানে সমবেত স্বতঃস্ফূর্ত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়ায় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এজেন্টদের সুবিধা হইবে বলিয়া যাঁহারা স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহারা আহম্মকের স্বর্গে বাস করিতেছেন। বাংলার সংগ্রামী মানুষ সেই স্বপ্ন বিলাসীদের সুখ-স্বপ্ন ও চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া বন্যার স্থায়ী

সমাধানসহ জনগণের দাবী আদায় করিয়া ছাড়িবে বলিয়া তিনি পুঁজিপতি ও উহাদের দোসরদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান গতকাল তেজগাঁও থানার কমলাপুর, মুগদা, মাগা, মাদারটেক, নন্দীপাড়া, ত্রিমোহনী, ধীতপুর প্রভৃতি বন্যাউপদ্রুত এলাকা সফরকালে দুর্গতদের মধ্যে আটা, লুঙ্গী, শাড়ী এবং নগদ অর্থ বিতরণ করেন। এই সফরকালে শেখ সাহেবের সহিত ডঃ কামাল হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহিরুদ্দিন এডভোকেট, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ময়েজউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব বোরহান উদ্দিন আহমদ, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আনোয়ার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা, জনাব নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক মিসির আলী প্রমুখও ছিলেন।

নির্বাচনের তারিখ পিছাইয়া দেওয়ায় যাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন, তাহাদিগকে তিনি জানাইয়া দেন যে, নির্বাচনের তারিখ পিছাইয়া দেওয়ায় আওয়ামী লীগের বস্তুতঃ কোনই ক্ষতি হইবে না।

শেখ সাহেব বাংলার বন্যা সমস্যা সমাধানসহ বিভিন্ন দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের ত্যাগ তিতিক্ষার উল্লেখ করিয়া বলেন, আওয়ামী লীগ শুধু ভোটের জন্য সংগ্রাম করে নাই-শেষের অবসান করার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছে। তিনি বলেন : বন্যা বাঙ্গালীদের সর্বস্বান্ত করিতেছে। এতদসত্ত্বেও ২৩ বৎসরে বাংলার বন্যা সমস্যার সমাধান করা হয় নাই। তিনি বলেন, বাংলার সম্পদ পাচার বন্ধ এবং সেই সম্পদ বাংলার মানুষের স্বার্থে বাংলা দেশে ব্যয়ের জন্য যখন আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ দাবী তুলিয়াছে, তখনই এক শ্রেণীর পুঁজিপতি ও তাহাদের এদেশীয় এজেন্টরা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে।

মাগা হাইস্কুলে সমবেত এক স্বতঃস্ফূর্ত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে তিনি ঢাকা শহর এবং টঙ্গী এলাকায় জনসাধারণের দখলীকৃত জমির ক্ষতিপূরণ না দেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, উন্নয়নের নামে ঢাকা শহর এবং টঙ্গী এলাকার বহুসংখ্যক অধিবাসীকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদের ভিটামাটি ও জমি দখল করা হইয়াছে; কিন্তু আজও তাঁহাদের অনেকের ক্ষতিপূরণদান করা হয় নাই। তিনি এই ব্যাপারে সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হইলে বাঙ্গালীর বঞ্চনা ও দুঃখ-দুর্দশার অবসান হইবে না-বাঙ্গালীরা দাসে পরিণত হইবে।

বিকালে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ডেমরায়াও এক স্বতঃস্ফূর্ত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণদান করেন। উল্লেখযোগ্য যে, শেখ সাহেব দলবলসহ গতকাল সকালে কমলাপুর হইতে নৌকাযোগে দুর্গত এলাকায় যাওয়ার সময়

গ্রামবাসীগণ নৌকাযোগে তাঁহার অনুগমন করেন। অসংখ্য নৌকার বহর এক মিছিলের রূপ পরিগ্রহ করে।

এই সফরকালে তিনি দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াইবার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি উপদেশ দেন।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে আগস্ট ১৯৭০

ভোটের মাধ্যমে বাঙ্গালীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা না হইলে

সংগ্রামের পথে উহা আদায় হইবে: শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যদি ভোটের মাধ্যমে বাঙ্গালী জনগণ তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা না করিতে পারে তাহা হইলে সংগ্রামের মাধ্যমে উহা আদায় করিবে।

গতকল্য (রবিবার) তেজগাঁও থানা এলাকায় বন্যা দুর্গত গ্রাম মুগদাপাড়া, মাগা, মাদারটেক, ত্রিমোহিনী এবং দৈহতপুরে জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন যে, কিভাবে অধিকার অদায় করিতে হয় তাহা বাংলার জনগণ জানে।

তিনি বলেন বর্তমানে এমন কোন শক্তিই নাই যাহা বাঙ্গালীকে শোষণ করিতে পারে।

শেখ মুজিব স্বার্থান্বেষীদের হীন, কার্যকলাপ সম্পর্কে জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন এবং জনগণের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান জানান।

ইহাছাড়া আওয়ামী লীগের শক্তিকে আরও দৃঢ় করার জন্যও শেখ মুজিব জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব তাহার বক্তৃতায় বলেন যে, নির্বাচন পিছাইবার ফলে তাঁহার দলের কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ জনসাধারণ তাহার দলকে ভালবাসে।

তিনি বিভিন্ন বন্যাদুর্গত স্থানের উদাহরণ দিয়া বলেন যে, এবারের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কল্পনাতিত। তিনি বলেন, বন্যার ফলে মানুষ তাহাদের জীবনসহ সর্বস্ব হারাইয়াছে।

ক্রুগ মিশন সত্বর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী জানাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পাকিস্তান হইবার পর হইতে বাংলালীরা কেবল বন্যা সমস্যার সমাধানের আশার বানীই শুনিয়া আসিতেছে। তিনি বলেন বন্যা বাংলালীদেরকে ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছে।

দলীয় ৬ দফা প্রসঙ্গে বলেন যে, ২২ পরিবারের শোষণ হইতে রক্ষার জন্য তিনি ৬-দফা দিয়াছেন। তিনি পুঁজি পাচার সত্বর বন্ধ করিবার দাবী জানান।

পূর্বদেশ

২৪শে আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিব:

জনগণ সংগ্রাম করে অধিকার আদায় করে নেবে

ঢাকা, ২৩ শে আগস্ট (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হলে জনগণ সংগ্রাম করে তাদের অধিকার আদায় করে নেবে। তিনি বলেন, কি করে অধিকার আদায় করতে হয় বাংলার মানুষ তা জানে। বাঙ্গালীদের শোষণ করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।

তেজগাঁ থানার বন্যা প্রাণিত এলাকাসমূহ সফরকালে কয়েকটি জায়গায় জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন।

নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন সম্পর্কে

নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের বিষয় উল্লেখ করে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাঁর বিরোধীরা মনে করেছিলেন যে নির্বাচন পিছিয়ে গেলে নির্বাচনে তাঁরা হয়তো ভালো করতে পারবেন। তিনি বলেন, তাঁর যে সব বিরোধীরা এ কথা ভেবেছেন তারা সবাই মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে গেলে আওয়ামী লীগের পজিশন কমবে না।

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে

পূর্ব পাকিস্তানে এবারের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, প্রদেশে সাম্প্রতিক বন্যায় যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা অকল্পনীয়। তিনি বলেন, এবারের বন্যার মরণাছোবল এমনই ছিলো যে, তাতে জনগণ কেবল প্রাণ হারায়নি বরং সহায় সম্বল, ফসল এক কথায় সর্বস্ব হারিয়েছে। ক্রুগমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে জনগণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছ থেকে চের প্রতিশ্রুতি পেয়ে এসেছে। কিন্তু টাকার অভাবে কিছুই করা হয়নি। ফলে বন্যা বাংলার মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এবং যেহেতু বাঙ্গালীদের টাকা নেই সেই কারণে তারা বর্তমানে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ সোমবার শহরের বন্যা কবলিত এলাকাসমূহের মধ্যে হাজীপাড়া, চৌধুরীপাড়া, খিলগাঁও ও বসাবো সফর করবেন এবং বন্যা দুর্গতদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ করবেন।

Mornings News

24th August 1970

Rights to be realised through struggle if polls fail, says Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League yesterday said the people would realise their rights through struggle, if those were not achieved through polls.

The people of Bengal knew how to achieve their rights. There was no power now which could exploit the Bengalees, he added.

The Awami League chief was addressing half a dozen public meetings in the flood affected villages under Tejgaon police station near here. The villages were Mugdapara, Manda, Madartek, Trimohini and Dhitpur, etc. He also distributed relief clothes to the flood victims.

Sheikh Mujib, however, cautioned the people against the nefarious game of the vested interests and urged them to get ready for any sacrifice they might have to do to achieve their rights.

He called upon the people to strengthen the Awami League which he said was committed to the welfare of the people.

FLOOD CONTROL

PPI adds: Sheikh Mujibur said that the Bengalees would achieve an implementation of the flood control schemes through a strong movement if it was delayed any more under any pretext.

Sheikh Mujib observed that the Bengalees would become street-beggars if the flood control schemes were not immediately taken up for implementation.

He said that there must not be any more delay in the matter and added that the Bengalees would not be satisfied any longer with the high-sounding lofty assurances without bringing them into practice.

The Sheikh said that this was a question of life and death for the 70 million people of Bangla Desh. Any delay in the matter would be suicidal for them, he added.

He deplored that fund was not made available whenever the question of implementation of the flood control schemes came up. On the contrary, he added, that fund was never a problem for

building up three capitals in West Pakistan, and the Dams like Mangla and Tarbela.

He maintained that the money of the province if allowed to be spent here could solve all the problems of Bangla Desh. By this time, he added, this would again become “sonar Bangla” instead of what it was now

FLIGHT OF CAPITAL

He alleged that crores of money earned in East Pakistan had been spent in West Pakistan and added that unless this flight of capital from East to West Pakistan could be stopped not a single problem of ours could be solved properly.

He said “We shall be master of our own wealth we want justice as well as our share and not the share of others in any way”.

He called upon the authorities to immediately stop custom checking of passengers coming to East Pakistan from the other wing of the country. This was a great insult to the people of Bangla Desh, he added.

He posed a question why it was being done in the Dacca airport alone and why not in those in West Pakistan. Is not the check in Dacca Airport a check on the flight of capital from West to East Pakistan? he asked.

“MIRJAFARS”

He said that it would not have been possible to put the Bengalees to much distress had not the political Mir Jafars of Bangla Desh joined their hands in the conspiracy with the vested interests.

He asked the gatherings to do their best to eliminate these Mir Jafars and parasites from the sacred soil of Bengal on December 7 so that, he added, they could not get any chance to betray the cause of Bengal. Unless this could be done nothing could be achieved for you, he said.

EDUCATION

Turning to the question of education, he said that the faulty education system had put the teachers as well as the students to sufferings. Progress in education had been blocked, he added.

He said that according to the Government, in East Pakistan there were 29,000 primary schools in 1974 while in 1970 the number came down to 27,000. On the contrary, in West Pakistan there had been 8000 primary schools in 1947 which were increased to 32,000 in 1970.

During the Fourth Five-Year Plan, he said, about 2,000 such schools would be established in West Pakistan while in East Pakistan only 500 such schools would be established.

He alleged that people were being made landless every day by the Government by acquiring their lands in the name of “projects”. Neither alternative lands nor due compensation of money were paid to them, he added.

He said that people of nine mouzas in the Tongi police station whose lands were acquired by the Government some ten years back had not yet been paid their compensation money till now.

আজাদ

২৫শে আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিবের দুর্গত এলাকা সফর:

বাস্তবহারা ব্যক্তিদের জন্য পুনর্বাসন জোন দাবী

ঢাকা, ২৪ শে আগস্ট।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ প্রদেশের বাস্তবহারা ব্যক্তিদের জন্য পুনর্বাসন জোন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন করা উচিত।

শেখ সাহেব আজ তেজগাঁও থানাধীন বন্যাদুর্গত এলাকাগুলি পরিদর্শনকালে উপদ্রুত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত রিলিফ দানেরও দাবী জানান।

তিনি বন্যাপ্রাণিত এলাকায় তাহার সঙ্গে গমনকারী সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, সরকারী হুকুমদখলের ব্যবস্থার দরুন বহু লোক আজ বাস্তবহারা। তাহাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, তাহাদের পুনর্বাসনেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে কালতিপাত করিতেছে। কারণ তাহারা একরূপ ‘হুৎসর্বস্ব’।

রিলিফ সামগ্রী বণ্টনের ব্যাপারে “ভ্রান্ত ব্যবস্থার” অভিযোগ আনয়ন করিয়া তিনি ঐগুলোর যথাযথ বণ্টন দাবী করেন। তিনি এছাড়া দোলাই খাল পুনঃখননেরও দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান এই দিন বাসাবো, খিলগাঁও ও কমলাপুরের কয়েকটি রিলিফ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। ঐ সময় ড: কামাল হোসেন, মিসেস বদরুন্নেসা আহমদ ও মিসেস সাজেদা চৌধুরী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।
—এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে আগস্ট ১৯৭০

দুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে আশু গ্রহণীয় কতিপয় ব্যবস্থার সুপারিশ:
নগর-উপকণ্ঠের বন্যা-উপদ্রুত এলাকা সফরের পর শেখ মুজিবের বিবৃতি
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বন্যার পানি সরিয়া যাওয়ার পর কর্মহীন মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হিসাবে প্রদেশব্যাপী টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে প্রদেশে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। শেখ সাহেব গতকাল (সোমবার) ঢাকা শহরের রামপুরা, খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া, বাসাবো প্রভৃতি বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শনান্তে সাংবাদিকদের নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, বন্যা বাংলা দেশের মানুষকে বস্ত্তহারায় পরিণত করিয়াছে। বর্তমানে শ্রমজীবী মানুষ কাজ না পাইয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ পথে-ঘাটে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাইতেছে।

এই পরিদর্শনকালে শেখ সাহেব রামপুরায় আওয়ামী লীগ পরিচালিত লঙ্গরখানা, খিলগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিস, বিভিন্ন সাহায্য শিবির এবং এই সকল এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের সেবাকার্য পরিদর্শন করেন। তিনি খিলগাঁও নিউ মডেল নৈশ কলেজের উদ্বোধন করেন। তিনি বাসাবোতে উদ্বাস্ত পুনর্বাসন এলাকা পরিদর্শন করেন। এই সকল এলাকায় তিনি জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। জনসাধারণ তাঁহাদের অসুবিধা-বিশেষ করিয়া পানীয় জল, সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতা এবং পুনর্বাসনের ব্যাপারে তাঁহাদের আর্থিক সঙ্কটের বিষয় তাঁহাকে অবহিত করেন। বন্যাউপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনকালে ডঃ কামাল হোসেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা বেগম বদরুন্নেসা আহমদ, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা, মহিলা সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী প্রমুখ শেখ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শুধু প্রচারের মধ্যে সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত সাহায্যদ্রব্য, গৃহনির্মাণ ঋণ, কৃষিক্ষণ প্রভৃতি ঋণদানের ব্যবস্থা করার দাবী জানান। তিনি অবিলম্বে বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ঋণ ও ট্যাক্স আদায় স্থগিত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনাভিত্তিতে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পতিত জমি বণ্টনের প্রস্তাব করেন।

ঢাকা শহরের আশেপাশে বন্যা-উপদ্রুত গ্রামের যে সকল কৃষক পরিবার শহরের আশ্রয়শিবিরসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, বন্যার পানি সরিয়া যাওয়ার পর তাহাদিগকে গরু-বাছুর ও বীজ সংগ্রহের জন্য কৃষিক্ষেত্র এবং প্রয়োজনবোধে গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ দিয়া গ্রামে পাঠাইবার ব্যবস্থার জন্য তিনি সুপারিশ করেন। ঢাকা শহরে বস্তি এলাকার যে সকল লোক বাস্তহার হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক পরিকল্পনার অধীনে পুনর্বাসন এলাকা প্রতিষ্ঠা করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শেখ সাহেব ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় দখলীকৃত জমির আশু ক্ষতিপূরণ দানের জন্য পুনরায় সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বাসাবো এলাকার বন্যার জমাট পানি পাম্পের সাহায্যে সরাইয়া ফেলার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতি আহ্বান জানান এবং এই এলাকায় বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের স্থায়ী ব্যবস্থা করার দাবী জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি দোলাই খালও পুনঃ খনন করার দাবী জানান। পরিদর্শনকালে বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণ শেখ সাহেবকে বিপুল সমর্থনা জ্ঞাপন করেন।

সংবাদ

২৫শে আগস্ট ১৯৭০

বন্যা দুর্গত এলাকায় শেখ মুজিব:

দ্বীপাঞ্চলের লোকদের জন্য পুনর্বাসন এলাকা গঠনের আহ্বান

ঢাকা, ২৪শে আগস্ট (এপিপি)।— অদ্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সরকারের প্রতি প্রদেশের দ্বীপাঞ্চলের লোকদের জন্য পুনর্বাসন এলাকা গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন করা উচিত।

আওয়ামী লীগ প্রধান তেজগাঁও থানার বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি বন্যাদুর্গতদের জন্য পর্যাপ্ত রিলিফের দাবী জানান। তিনি বলেন, বন্যার্তদেরকে যে রিলিফ দ্রব্য দেওয়া হইতেছে তাহা পর্যাপ্ত নহে। তিনি বন্যা দুর্গতদের জন্য টেস্ট রিলিফের আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব তাঁহার সহিত বন্যা দুর্গত এলাকাসমূহে গমনকারী সাংবাদিকদের বলেন, বহুলোক উদ্বাস্তু হইয়া পড়িয়াছে। কারণ সরকার তাহাদের জমি দখল করিয়া নিয়াছে। তিনি দখলীকৃত জমির ক্ষতিপূরণ এবং তাহাদের পুনর্বাসনের দাবী জানান।

শেখ মুজিব বলেন, দুর্গত লোকজন দুঃখজনক অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। কারণ তাহারা সবকিছু হারাইয়া ফেলিয়াছে।

শেখ মুজিব দুর্গতদের মধ্যে রিলিফ দ্রব্য বণ্টনে অব্যবস্থার অভিযোগ করেন।

তিনি প্রদেশের মহামারী প্রতিরোধ ব্যবস্থারও আবেদন জানান। তিনি অবিলম্বে দোলাই খাল কাটার দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বাসাবো, খিলগাঁও এবং কমলাপুরে আশ্রয় শিবিরসমূহ পরিদর্শন করেন।

তাঁহার সহিত ড: কামাল হোসেন, মিসেস বদরুন্নেসা আহমদ ও মিসেস সাজেদা চৌধুরী গমন করেন।

Mornings News

25th August 1970

Mujib urges immediate rehabilitation of 'bastuharas'

Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League, has called upon the government to rehabilitate immediately the "bastuharas" who were now in worse conditions than the refugees", reports ENA.

While talking to newsmen during his visit to some flood-affected areas of Dacca, Sheikh Mujib said that in the name of development, lakhs of people around the city were made homeless and landless and as yet they had neither received any compensation nor were rehabilitated by the authorities.

He said that now the authorities should rehabilitate the "bastuharas" by establishing rehabilitation zones for them on unused lands. They should provide the shelter less people with house-building grants and other necessary grants.

He also urged the authorities to start, with immediate effect, the test relief works so that the sufferers could get some work. During his visit, he was told by a large number of people that they did not find any job to earn their livelihood.

The Awami League Chief said that relief work that had been done so far was inadequate. He appealed to the authorities to give up "paper propaganda" and take up concrete measures.

Narrating the distressed conditions of uprooted people of Kamalapur and Khilgaon, Sheikh Mujib said that the Pakistan Eastern Railway had acquired a vast tract of land there throwing many people on the street, but as yet no step was taken for their rehabilitation.

Describing the situation arising out of water-logging in the city, he said that the authorities should excavate the Dholai Khal

without any delay, otherwise every year the people would have to suffer seriously.

He also urged the authorities to take strong steps regarding anti-epidemic measures and supply of drinking water to the affected areas.

Sheikh Mujib visited different relief camps situated at Khilgaon, Bashabo, Kamalapur and Rampura. He assured the people of placing their grievances before the authorities.

A large number of people followed Sheikh Sahib as he moved from one camp to another.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬ শে আগস্ট ১৯৭০

আগামীকাল শেখ মুজিবের টাঙ্গাইল সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে ৭টায় মোটরযোগে টাঙ্গাইলে জেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহ পরিদর্শনে যাবেন। তিনি মীর্জাপুর, পাকুল্লা, নাতিয়াপাড়া, করটিয়া, এলেঙ্গা, কালিহাতি, টাঙ্গাইল, সলিমপুর ও এলাসিন হইয়া নাগরপুর পর্যন্ত যাবেন। এলাসিন হইয়া নাগরপুর পর্যন্ত যাবেন। তিনি আগামীকালই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে আগস্ট ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের টাঙ্গাইল সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান টাঙ্গাইল জেলার বন্যাদুর্গত এলাকাসমূহ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে ৭ টায় টাঙ্গাইল রওয়ানা হইবেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে থাকিবেন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা, জনাব আশরাফ আলী চৌধুরী, পাঞ্জাব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব বদর মুনির প্রমুখ। পথিপার্শ্বে বিভিন্ন পথসভা ছাড়াও শেখ মুজিব আজ বিকাল ৪টায় নাগরপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। নেতৃবৃন্দ আজই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিবের টাঙ্গাইল যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

টাঙ্গাইল জেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহ সফরের উদ্দেশ্যে গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান টাঙ্গাইল রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। গতকালই তাঁহার ঢাকা প্রত্যাবর্তনের কথা থাকিলেও গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি ঢাকা পৌঁছান নাই।

আজাদ

২৯শে আগস্ট ১৯৭০

কালিহাতিতে শেখ মুজিব:

অন্যভাবে শাসনতন্ত্র চাপানোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

ঢাকা, ২৮ শে আগস্ট।— কয়েমী স্বার্থবাদী মহল জনগণের দাবীসোচ্চার কণ্ঠকে রুদ্ধ করিয়া দিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর প্রতি এক সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি আরও বলেন যে, একটি শাসনতন্ত্র অন্যভাবে জাতির উপর চাপাইয়া দিবার জন্য সূক্ষ্মভাবে ষড়যন্ত্র চালানো হইতেছে। ঢাকা হইতে ৬৫ মাইল দূরবর্তী টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতিতে গতকাল এক বিরাট গণসমাবেশে বক্তৃতাদান কালে শেখ সাহেব বলেন যে, জনগণ কোন অবস্থাতেই এরূপ হীন ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হইতে সম্মত হইবেনা এবং গণআন্দোলনের মাধ্যমে জাতি অবৈধভাবে চাপাইয়া দেওয়া এরূপ শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনকে উৎখাত করিতে দেশবাসী বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে; জাতি তাহার ভোটাধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে; তাহাদের সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি শাসনতন্ত্র অর্জন।

জনগণ কোন অবস্থাতেই এক ব্যক্তি রচিত কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না। এরূপ প্রচেষ্টা করা হইলে দেশে সমস্যা বাড়িয়াই যাইবে এবং তাহার ফলে শুধু বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করা হইবে। দেশে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট নিরসনের জন্য জাতীয় লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমান খান একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে শেখ সাহেব উপরোক্ত মন্তব্য করেন; অবশ্য তিনি কাহারও নামোল্লেখ করেন নাই।

শেখ সাহেব টাঙ্গাইল জেলার বন্যাদুর্গত এলাকাসমূহ সফর করেন এবং জনতার তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা না হইলে তাহার দল গণআন্দোলন শুরু করিবে। বিগত পনের বৎসর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা এ দেশবাসীর জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা বহন করিয়া আনিয়াছে। ফলে জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এ দেশের লোকের কষ্ট সহ্যের ক্ষমতার সীমা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। দেশের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জীবনমরণ সমস্যা এই বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন বাস্তবানুগ ব্যবস্থা স্বাধীনতা লাভের তেইশ বছর পরেও গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া শেখ সাহেব গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে মঙ্গলা এবং তারবেলা বাঁধ নির্মাণ এবং সিদ্ধু অববাহিকা প্রকল্পের জন্য করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি এবং এছলামাবাদে রাজধানী স্থাপনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া শেখ সাহেব মন্তব্য করেন। এপিপি

দৈনিক ইণ্ডেফাক

২৯শে আগস্ট ১৯৭০

কেবলমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারী:

টাঙ্গাইলের বিভিন্ন স্থানের জনসমাবেশে শেখ মুজিবের ঘোষণা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

টাঙ্গাইল, ২৭শে আগস্ট।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ টাঙ্গাইল জেলার বন্যাউপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনকালে বিভিন্ন স্থানে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেন যে, ১২ কোটি মানুষের শাসনতন্ত্র রচনা করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাই। কোন ব্যক্তি কিংবা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত কোন গোষ্ঠীবিশেষ অগণতান্ত্রিক উপায়ে কোন শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়াস পাইলে উহার বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলা হইবে। দেশবাসী কোনও ব্যক্তি বিশেষ রচিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবে না বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব তেজোদৃষ্টিতে ঘোষণা করেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কেবল শাসনতন্ত্র রচনার প্রকৃত অধিকারী।

আওয়ামী লীগ-প্রধান আজ টাঙ্গাইল জেলার সবুল্লা, পাকুল্লা, জামুকী, নাটিয়াপাড়া, এলাঙ্গা, বাংড়া, কালিহাতি, এলাচিন, নাগরপুর প্রভৃতি বন্যাউপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি এই সকল স্থানে বন্যার্তদের মধ্যে আটা, লুঙ্গি, শাড়ী প্রভৃতি সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করেন। তিনি ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডে মির্জাপুর এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ রোডে নাটিয়াপাড়া

এলাঙ্গা, কালিহাতি প্রভৃতি স্থানে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়া ঢাকা-টাঙ্গাইল রোড এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ রোডের বিভিন্ন স্থানে মোটর হইতে নামিয়া অপেক্ষমাণ জনতার সহিত তাহাদের এলাকায় বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক এবং টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান, ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, মেসার্স আশরাফ আলী চৌধুরী, মাসুদ চৌধুরী, নূরুল ইসলাম, ভিকু চৌধুরী, গাজী ফজলুর রহমান প্রমুখ এবং টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ শেখ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন।

শেখ সাহেব বন্যাউপদ্রুত এলাকা সরকারী সাহায্য সামগ্রীর অপ্রতুলতার অভিযোগ করিয়া গ্রামের অভ্যন্তরভাগে সরকারী সাহায্য পৌছাইয়া দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বন্যার স্থায়ী সমাধানের উপর পুনর্বার গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, শুধু সাহায্য বা ভিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়া চাই। তিনি জানান যে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ক্রুগ মিশন নিয়োগ করিয়া একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার সুযোগ না দিয়াই সোহরাওয়ার্দী সরকারকে ক্ষমতা হইতে অপসারণ করা হইয়াছিল। শেখ সাহেব বলেন, অর্থের অভাবের অজুহাত দেখাইয়া বাংলার কোটি কোটি মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা শিকায় বুলাইয়া রাখা চলিবে না। তিনি বলেন, তারবেলা, মঙ্গলা বাঁধ এবং তিন-তিনটা রাজধানী করার জন্য যদি অর্থের অভাব না হইয়া থাকে এবং তখন যদি বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়, তবে বাংলার কোটি কোটি মানুষকে রক্ষা করার জন্য অর্থ জুটিবে না কেন?

আগামী নির্বাচনে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হইলে বাংলার মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ৬-দফা ঘোষণার পর যাহাদের জ্বালা-পোড়া শুরু হইয়াছে তাহাদের মুখোশ উন্মোচন করিয়া তিনি বলেন, ইহারাই গত ২৩ বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশকে শোষণ করিয়াছে। আগামী নির্বাচনে যাহাতে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে তজ্জন্য এই সকল পুঁজিপতি বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দলের সহায়তা করিতেছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। তিনি ইহাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য জনতার প্রতি আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগকে যাঁহারা ধর্মবিরোধী বলিয়া ফতোয়া দিয়া থাকেন তাঁহাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি জনসাধারণকে পুঁজিপতিদের বেতনভুক একশ্রেণীর আলেম নামধারী ধর্মের ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান আজ বিকালে টাঙ্গাইল হইতে নাগরপুর যাওয়ার পথে এলাচিনে আয়োজিত এক জনসভায়ও ভাষণ দান করেন। তিনি এলাচিন ঘাট হইতে নৌকাযোগে নাগরপুর গমন করেন এবং সেখানে স্থানীয় হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ছাত্রলীগ আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি এই সকল সভায় জনসাধারণের নিকট ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন এবং আগামী নির্বাচনে শোষকদের খতম ও পুঁজি পাচার চিরতরে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ৬-দফার পক্ষে রায়দানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখযোগ্য যে, জেলার দুর্গম থানা সদর নাগরপুর কোন রাজনৈতিক নেতার জনসভা ইহাই প্রথম। বিকালে প্রবল বর্ষণের মধ্যেও সভায় শ্রোতাগণ নীরবে দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

শেখ সাহেব নাগরপুর হইতে গভীর রাতে সদলবলে টাঙ্গাইল পৌছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন বন্যাউপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনের পর গতকাল (শুক্রবার) ভোরে সদলবলে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করেন।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান, মেসার্স আশরাফ আলী চৌধুরী, মাসুদ চৌধুরী, ভিকু চৌধুরী প্রমুখ উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনকালে শেখ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে আগস্ট ১৯৭০

ঐক্য বজায় রাখুন:

আদমজী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের উদ্দেশে শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

আদমজী জুট মিলের বার্গেনিং এজেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী আদমজী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীবৃন্দ গতকাল (শুক্রবার) আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তাঁহারা শেখ মুজিবকে মাল্যভূষিত করেন এবং তাঁহাকে তাহাদের নির্বাচনী প্রতীক নৌকা উপহার দেন।

শ্রমিক প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, ঐক্যের জন্যই বিজয় সম্ভব হইয়াছে এবং অবশ্যই ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে। তিনি এই বিজয়কে জনগণের অধিকার আদায় সংগ্রামের বিজয়ের পদক্ষেপ বলিয়া অভিহিত করেন। শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগ সর্বদাই শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া নিয়া সংগ্রাম করিয়াছে। শেখ মুজিব শ্রমিকদের ঐক্যে ফাটল ধরাইবার জন্য কায়মী স্বার্থী মহল ও মালিক পক্ষের চক্রান্ত সম্পর্কে সাবধান থাকার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, ঐক্য ছাড়া শ্রমিকদের কোন দাবী আদায় সম্ভব নয়।

শেখ মুজিবের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদও উপস্থিত ছিলেন। জনাব তাজুদ্দীন আহমদ আদমজী নগরের সাম্প্রতিক গোলযোগে নিহতদের পরিবারবর্গ ও আহতদের সাহায্যার্থ আওয়ামী লীগ তহবিল হইতে ২ হাজার টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন।

সংবাদ

২৯শে আগস্ট ১৯৭০

টাঙ্গাইলে শেখ মুজিব:

ব্যক্তি বিশেষের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা হইবে না

টাঙ্গাইল, ২৮শে আগস্ট (এনা)।— আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত কোন ব্যক্তি বিশেষের দেওয়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের জনসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার রহিয়াছে। টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানায় এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র জনসাধারণ মানিয়া লয় নাই। কোন মহল হইতে আবার যদি জনসাধারণের উপর শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয় জনসাধারণ উহাকে প্রতিহত করিবে।

বন্যায় প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির কথা উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আজ পর্যন্ত এই সর্বনাশা বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যকরী প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নাই। আর বাংলা দেশের মানুষ বছরের পর বছর দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছে। আজ তাহারা এক ‘ভিক্ষকের জাতি’তে পরিণত হইয়াছে।

চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, বাংলা দেশের ৮০ হইতে ৯০ লক্ষ যুবক বেকার রহিয়াছে।

পূর্বাঞ্চে শেখ মুজিব পশ্চিমধ্যে মির্জাপুর, কালিহাতি, করটিয়া সমুল্লা, পাকুল্লা ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৯শে আগস্ট ১৯৭০

টাংগাইলের জনসভায় শেখ মুজিব:

স্বার্থান্বেষী মহল গোপনে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

ঢাকা, ২৮শে আগস্ট।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল জনগণকে হুশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, স্বার্থবাদী মহল জনগণের কণ্ঠ নিস্তদ্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য গোপনে এক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইয়াছে।

ঢাকা হইতে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে টাঙ্গাইলের এক বিরাট জনসভায় তিনি বক্তৃতা দিতেছিলেন। তিনি বলেন, জনগণ এই ষড়যন্ত্র সহ্য করিবে না। তাহারা গণআন্দোলনের মাধ্যমে ইহার প্রতিবাদ জানাইবে।

তিনি বলেন, জনগণ একনায়কত্বের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া হত প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাদিকার পুনরুদ্ধার করার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। তাহাদের নিজস্ব নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র জনগণ গ্রহণ করিবে না। এই ধরনের হীন প্রচেষ্টা শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সমস্যার দ্বার উদ্ঘাটনই করিবে।

শেখ সাহেব টাঙ্গাইলের বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় সফর করেন। তিনি ঘোষণা করেন, যদি পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা প্রতিরোধের আশু স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে তাহার দল গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে। তিনি বলেন, বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের আর্থিক কাঠামো এমনভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে যে, আর এতটুকু দুর্ভোগের মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাহাদের অবশিষ্ট নাই। তিনি স্বাধীনতা লাভের ২৩ বৎসরের মধ্যেও এমন একটি জীবন মরণের প্রশ্ন বিজড়িত সমস্যার কোন সমাধান হইল না অথচ করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি ও ইসলামাবাদে রাজধানী শহর গড়িয়া তোলা ছাড়াও মঙ্গলা ও তারবেলা বাঁধ এবং সিঙ্কু অববাহিকা উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

টাঙ্গাইলের নাগরপুরে অনুষ্ঠিত অপর এক জনসভায় বক্তৃতাদান কালে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান

কল্পে একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই বেকার যুবকদের সংখ্যা ৮০ লাভে উন্নীত হইয়াছে। এই সকল তরুণ যুবকের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের লোক সংখ্যার শতকরা ৫৬ জন পূর্ব পাকিস্তানী হইলেও কেন্দ্রীয় চাকুরী ও সামরিক বিভাগে শতকরা ১৫ জনও পূর্ব পাকিস্তানীর স্থান নাই। এমন কি সশস্ত্র বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা শতকরা ১০ জনেরও কম।

শেখ সাহেব প্রাইমারী শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনদানের দাবী জানান। তিনি জনগণকে হুশিয়ার করিয়া দিয়া যে সকল মীরজাফর মন্ত্রীত্ব ও অর্থের মোহে বাঙ্গালীর অধিকারকে খর্ব করিতে দ্বিধা করেনা তাহাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আবেদন জানান।—এপিপি

পূর্বদেশ

২৯শে আগস্ট ১৯৭০

শেখ মুজিব:

এক ব্যক্তির শাসনতন্ত্র জনগণ মেনে নেবে না

ঢাকা, ২৮ শে আগস্ট (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, কায়ুমী স্বার্থবাদীরা জনগণের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে গোপনে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

গতকাল টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি উক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

তিনি কায়ুমী স্বার্থবাদীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, জনগণ এ ধরনের ষড়যন্ত্র সহ্য করবে না। এবং প্রবল গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ তাদের রচিত শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করবেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, বহু ত্যাগের বিনিময়ে জনগণ একনায়কত্ববাদী সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। তারা কোন মতেই জন-প্রতিনিধিত্বহীন এক ব্যক্তির শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেন যে, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ ধরনের কোন প্রচেষ্টা নেয়া হলে সারা দেশে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

শেখ সাহেব টাঙ্গাইলের বন্যা দুর্গত এলাকা সফর করেন। শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে কোন ব্যবস্থা না নেয়া হলে আওয়ামী লীগ গণ-আন্দোলন শুরু করবে। তিনি বলেন যে, প্রতি

বছর বন্যার করাল গ্রাসে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। তাদের দুর্ভোগ সইবার ক্ষমতা এখন আর নেই।

শেখ মুজিব পূর্বাঞ্চে টাঙ্গাইলের নবাবপুর এলাকায় এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য তিনি সরকারের কাছে জোর দাবী জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৮০ লাখ বেকার যুবক চাকুরীর অভাবে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি এ সমস্ত বেকার যুবককে কৃষি শিল্প সম্প্রসারণ করে চাকুরী দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব জনগণকে আওয়ামী লীগের পতাকাতে সমবেত হওয়ার আবেদন জানান। তিনি সকল রাজ বন্দীর বিনা বিচারে মুক্তি দাবী করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দাবী করেন।

যারা নিজেদের মন্ত্রীত্ব লাভের বিনিময়ে জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব বলেন যে, যে সব রাজনীতিবিদ তেইশ বছর ধরে বাংলার স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছেন তারা আবার পাকিস্তানের আদর্শ ও ইসলামের নামে মাঠে নেমেছেন। তিনি বলেন যে, সমারিক আইনের ছত্র-ছায়ায় থেকে এরা মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। তা না হলে জনগণই তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিতেন।

পূর্বদেশ

২৯শে আগস্ট ১৯৭০

ওয়াহিদুজ্জামান: ‘মুজিব-আইয়ুব আঁতাত ছিল’

(স্টাফ রিপোর্টার)

সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাথে শেখ মুজিবর রহমানের আগাগোড়াই একটি গোপন আঁতাত ছিল। ‘১৯৬৯ সালের ১৩ই মার্চ আইয়ুব খানের বাড়ীতে শেখ সাহেব যে গোপন ডিনারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন তা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলেও এ কথা এখন আর গোপন নেই।’

গতকাল শুক্রবার ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আইয়ুব সরকারের সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ও কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি জনাব ওয়াহিদুজ্জামান এ কথা বলেন।

জনাব ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ, গৃহযুদ্ধের হুমকি প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহার করে পূর্ব পাকিস্তানীদের ছয়দফার প্রতি আসক্ত ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব পাকিস্তান বিরোধি হওয়ায় উস্কানী দিয়েছিলেন।

জনাব ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, “ছয়দফা পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানীদের রচিত বলে আমি বিশ্বাস করি না। পশ্চিমা বৃহৎ ২২ পরিবারই নিজেদের স্বার্থে কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়েছে। তিনি বলেন, এমন কি এর বাস্তবায়নের জন্যে উক্ত ২২ পরিবারভুক্তরা অর্থ সাহায্য দেন বলেও শোনা যায়।”

তিনি বলেন, ‘ছয়দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানে অর্থ বিনিয়োগ করবে না। কারণ ছয় দফার প্রথম থেকে পঞ্চম দফা পর্যন্ত এমন সব ব্যবস্থা রয়েছে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্যে অন্য কেউ পুঁজি বিনিয়োগ করতে নিশ্চয়তা অনুভব করবে না।’ তিনি বলেন, এই মুহূর্তে শুধু পশ্চিম পাকিস্তান নয় বরং বহির্বিশ্ব থেকেও এই প্রদেশে পুঁজি বিনিয়োগ অপরিহার্য। তিনি বলেন, এখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও দ্রুত শিল্পায়নের জন্যে ক্ষতিপূরণমূলক অর্থ বরাদ্দ। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যেও বাজেট বহির্ভূত বরাদ্দ প্রয়োজন। ছয়দফা কর্মসূচী অনুযায়ী কেবলমাত্র দুটি বিষয় ছাড়া আর সব কেন্দ্রের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে এ অর্থ বরাদ্দ কোথা থেকে হবে? তিনি বলেন, আমরা যা হারিয়েছি তা ফিরিয়ে নিতে চাই, ফিরে পাবার পথ চিরতরে বন্ধ করে দিতে চাই না। ছয়দফা পাকিস্তানকে দুর্বল করবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দেবে।

জনাব ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, আওয়ামী লীগ ‘৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে পঙ্গু করার জন্যে সংখ্যাসাম্যের নীতি প্রবর্তন করেছিল। আমরা কনভেনশন লীগের বিদ্রোহী গ্রুপ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব আদায় করে নিয়েছি। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূল এ কথা প্রমাণ করে দেয়ার জন্যে দেশের যে কোন স্তরের যে কোন অর্থনীতিবিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’

জনাব ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল শিল্প প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন ও অসন্তোষ লাগিয়ে রেখে প্রদেশের আর্থিক মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিচ্ছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের তহবিলে যে বিপুল অর্থ জমা হচ্ছে তা বাদ দিলে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা পাঁচটি আসনও পাবে না। তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে নিজের গ্রামে গিয়ে তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে আবার আহ্বান জানান।

‘ইসলাম পছন্দ’ দলগুলোর ঐক্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘এতে বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে, কারণ তাদের কোন কোন দলের ঘোষণাপত্রে দু’কক্ষ বিশিষ্ট পরিষদের কথা রয়েছে।’

Pakistan Observer

29th August 1970

Bid to impose constitution will be resisted: Mujib

TANGAIL, Aug. 28: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League said that people of Pakistan would not accept any constitution given by anybody other than their elected representatives. People had the right to frame their own constitution, he added, reports ENA.

Addressing a big public meeting at Nagarpur thana headquarters, 15 miles off Tangail, yesterday afternoon, Sheikh Mujib said that people had rejected the constitution of the former President Ayub Khan who imposed that on the people. People would resist any attempt by any quarters to impose any constitution again, he said.

The Awami League chief said Pakistan was achieved for improving the lot of the people but no betterment had yet been done to them. Rather, during this long period of 23 years injustice and oppression were meted out to the Bengalees.

Referring to the immense loss of crops and other properties by recurring floods in East Pakistan, Sheikh Mujib said that no effective attempt for the controlling the devastating floods had so far been made. But people of Bangladesh were getting poorer year after year, and now they had been rendered to “a nation of beggars”, he said.

He asked the Government again to take immediate flood control measures otherwise mass movement would be launched in this regard.

Pointing to the disparities between the two wings of the country, Sheikh Mujib said that due to the disparity in various services including defence, 80 to 90 lakh youths of Bangla Desh were today without any employment, and were roaming about for jobs in vain.

Sheikh Mujib explained his Party's stand, and emphasised that he wanted justice for the exploited people for which, he said, he had launched the struggle of the six points. The six- point programme, he said, aimed at eliminating vested interests and establishing economic and political rights of the masses.

The Awami League chief earlier addressed nine other way-side meetings en route to Tangail. He addressed people at Mirzapur, Kalihati, Karatia, Samulla, Pakulla and other places. He talked to the people and sympathized with them. He also distributed relief goods among distressed people.

Mornings News

29th August 1970

80 lakh youths unemployed in E. Wing : Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief has strongly pleaded for undertaking a comprehensive economic plan in East Pakistan to solve the ever growing unemployment problem, reports APP.

Addressing a large gathering at Nagarpur in Tangail district on Thursday evening, Sheikh Saheb said that the number of unemployed youths had shot up to 80 lakhs and those young people with bleak future were roaming on the streets. He said that it was high time now for the government to open up avenues of employment for those unemployed youths as they could not fall upon land for their sustenance as it had reached saturation point.

Whereas in West Pakistan with larger areas and less population as compared to East Pakistan, the unemployment problem was of no such magnitude and moreover there was enough scope and room for their absorption in expanding agricultural industry.

Reiterating his demand for due representation of East Pakistan boys in Central Government and defence services, the Awami League chief said that with 56 per cent of population even 15 per cent boy us were not in central services. Representation in armed services was even less than ten per cent, he said and added that such ‘gross injustice’ could no more be tolerated.

Sheikh Saheb giving comparative figures of expenditure on development and share of foreign aid and foreign exchange earned between the two wings of the country said that the picture was ‘dismal gloomy’ for East Pakistan.

Dawn

29th August 1970

**People's delegates alone can frame constitution:
Mujib opposes presentation
of Govt draft to CA**

DACCA, Aug 28: The Pakistan Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, declared that the “right to frame the constitution of the country lay with the representatives of the people” and “none else should try to embark upon such venture.”

If there was any such move from any quarter to place “a draft constitution,” that would be opposed by the people, he added.

In the course of his tour of the flood-affected areas in Tangail district yesterday, the Sheikh was addressing a big public meeting in the morning at Kalihati. With an oblique reference to the reported statement of the National League chief for a draft constitution to be placed by the present Government before the nation, the A.L. President sternly warned that “this would be confronted through a serious mass movement his party would launch” as against the people’s demand for a constitution on the basis of the six and 11-point programme.

Sheikh Mujibur Rahman on his whirlwind tour of the flood hit areas in Tangail yesterday (Thursday)-one of the worst affected districts of the recent flood-visited as many as nine places spreading over Mirzapur, Basil, Tangail and Nagarpur police stations. He spoke to the people at these places, enquired of their condition and distributed relief materials among them. He was accompanied by Mr. Shaukat Ali Khan and another district leaders of his party.

FLOOD CONTROL

Speaking at a public meeting at Nagarpur in the evening, a remote police station of the district, he called upon the Government for arranging funds for flood control from whatever source it would be possible without further delay. He also warned that “if efforts were not made in this regard serious mass movement would be a follow-up”.

He also asserted that complete flood control was possible by “a people’s Government”.

The crowd in complete defiance of rain listened to their leader. He reminded the people that the Government of late Shahid Suhrawardy during its short tenure in office had moved in for flood control in East Pakistan. And it was at this instance that the Krugg Mission report was prepared, which had since then been shelved in the cold storage, he told them. The Sheikh demanded implementation of the recommendations of the said report.

Dawn

29th August 1970

Six Points against national solidarity: Javed Iqbal criticises Capitalism, socialism

LAHORE, Aug 28: Dr. Javed Iqbal, a prominent Council Muslim League leader, yesterday said here that Six Points programme of

২৮৫

the Awami League was against the national solidarity which if implemented would result in disintegration of the country.

He said his party would fight against any attempt made by any political party to impair national ideology or national unity.

Addressing a meeting of the Democratic Youth Force, Dr. Javed Iqbal said Islam was the basis of the Pakistan’s creation and the people would accept no other system which went against national ideology. He said the biggest issue before the nation today was framing of Constitution based on Islamic principles. Islam, he said, was a complete code of life which encompassed all aspects of national life. He said in the light of Quaranic principles an economic programme was chalked out the capitalism would automatically die and there would also be no need of any system. Islam, he said, was against both capitalism and socialism.

Mr. Javed Iqbal said that Quaid-i-Azam had visualised a Pakistan in which every citizen would have equal opportunities of participating in the national affairs and have fair play and justice based on Quran and Sunnah.-APP

Mornings News

30th August 1970

Mujib warns against plot to foist constitution

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief has warned the people against a ‘conspiracy’ being hatched in a subtle way to foist a constitution to ‘throttle’ their voice by vested interests, reports APP.

Addressing a large gathering at Kalihati, about 65 miles from Dacca in Tangail district on Thursday Sheikh Saheb said that people would on no account tolerate this ‘conspiracy’ and would oppose that constitution through mass movement.

The Awami League chief said that people who had made great sacrifices to oust the dictatorial regime of Ayub to wrest their lost right of franchise and to have a constitution framed by their own representatives could not accept in any case a constitution framed by a single individual. Such move, he said, would open flood gates of problems leading to chaos and confusion.

Sheikh Saheb without naming was obviously referring to a reported suggestion made by National League President Mr. Ataur Rahman Khan for the presentation of a draft constitution to remove the constitutional crisis in the country.

২৮৬

FLOOD CONTROL

Sheikh Saheb who was on a short tour of the flood affected areas of Tangail district declared amidst prolonged cheers that his party would launch mass movement if immediate steps were not taken for flood control in East Pakistan. He said that floods had been visiting East Pakistan for the last 15 years causing untold miseries to the people whose economic backbone had completely broken and had now no capacity to withstand sufferings any more. He regretted that no tangible step had yet been taken even after 23 years of independence to solve this problem which was a life and death question of the bulk of populations of rupees were spent on the construction of Mangla and Tarbela Dams and Indus Basin projects besides on building up of capitals at Karachi, Rawalpindi and Islamabad.

With continued sufferings, privations and despondency, most of the people had turned into 'destitute'. Solution of such appalling state of affairs as evidenced by emaciation writ large on the faces of the people demanded top priority in governmental programme.

Sheikh Saheb told the people that solution of flood problem could be taken up in right earnest only after people's government was formed in the country.

Sheikh Saheb, who was accompanied by Awami League leaders including Mr. A. Mannan and Mr. Shaukat Ali Khan, visited a number of flood affected areas and addressed gathered areas and addressed gatherings there. He also distributed relief materials which he carried from Dacca.

The places he visited included Sobulla, Polulla, Jamurki, Alanga, Salimpur, Elissium, and Nagarpur. He also visited Awami League office at Tangail.

PPI adds: Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman returned here yesterday afternoon after visiting the flood-affected areas of the Tangail district.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১শে আগস্ট ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের সফরে যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (সোমবার) সকালে বিমানযোগে কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা সফরে ঈশ্বরদী রওয়ানা হইবেন। পূর্ব

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী শেখ মুজিবের সঙ্গে ঈশ্বরদীতে মিলিত হইবেন। শেখ মুজিব নিম্নোক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী জনসভায় বক্তৃতা করিবেন : আজ (সোমবার)- মেহেরপুর; ১লা সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার), চুয়াডাঙ্গা; ২রা সেপ্টেম্বর (বুধবার), নড়াইল; ৩রা সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) বিনাইদহ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)-মাগুরা, ৫ই সেপ্টেম্বর (শনিবার)-সাতক্ষীরা এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (রবিবার) তালা।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

একটানা শোষণের ফলে বাংলা আজ ভিখারীতে পরিণত হইয়াছে:
মেহেরপুরের বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বক্তৃতা
(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

কুষ্টিয়া, ৩১ শে আগস্ট।- আজ অপরাহ্নে মেহেরপুর ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, গত ২৩ বৎসর যাবৎ বাংলাকে শোষণ করিবার জন্য বাংলার এক শ্রেণীর মীরজাফর ও বিশ্বাসঘাতক দায়ী। তাহারা গদি, পারমিট ও লাইসেন্সের জন্য বারবার বাংলার স্বার্থকে বিসর্জন দিয়াছে।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিনব্যাপী শোষণের ফলে এককালের সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর বাংলা আজ 'ভিখারী বাংলায়' পরিণত হইয়াছে। বাংলার মানুষ আজ অনাহারের শিকারে পরিণত হইয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, শত শত আওয়ামী লীগ কর্মীর জেল-জুলুম, সংগ্রাম এবং বহু মূল্যবান প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত জনগণের ভোটাধিকারকে বানচাল করার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এখনও সক্রিয় রহিয়াছে। জনসাধারণই বিচার করিবে তাহারা স্বায়ত্তশাসন ও ৬-দফা সমর্থন করে কিনা।

শেখ মুজিব আগামী নির্বাচনকে গণভোট হিসাবে অভিহিত করিয়া বলেন, শাসনতন্ত্রেই বাংলার জনগণের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে।

তিনি বলেন যে, তাঁহাকে গভর্নর ও মন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে বেঈমানী করেন নাই।

শেখ মুজিব সমবেত জনতার নিকট জানিতে চান যে, তাহারা আগামী নির্বাচনে তাঁহার দলকে সমর্থন করিবেন কি-না। ইহার উত্তরে অজস্র হস্ত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার দলের প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করে।

বৈষম্যের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ইসলাম হইল শান্তি ও ন্যায়বিচারের ধর্ম। কিন্তু সেই ন্যায়বিচার দেশে

কোথায় রহিয়াছে? মওলানা মওদুদী ও ২২ পরিবারের চরদের তীব্র সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, বাঙালীদের বিরুদ্ধে এতকাল যাবৎ যে অবিচার চালানো হইয়াছে, ইহারা সে সম্পর্কে টু-শব্দটি পর্যন্ত করেন নাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান প্রদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে প্যারা মিলিটারী বাহিনী গঠনের দাবী জানান।

তিনি বলেন যে, প্রতি বৎসর বন্যার ফলে দুই হইতে তিনশত কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। কাজেই বাঙ্গালীর বাঁচার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ১৯৫৪ সাল হইতে প্রতি বৎসর বন্যায় পূর্ব বাংলা বিধ্বস্ত হইতেছে, অথচ তাহার জন্য অর্থ পাওয়া যাইতেছে না। অন্যদিকে ইসলামাবাদে ৬ শত কোটি টাকা খরচ করিয়া নয়া রাজধানী নির্মাণ করা হইতেছে।

বন্যার ফলে ক্ষয়-ক্ষতির সরকারী হিসাব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিব বলেন, সঠিকভাবে হিসাব করা হইলে ক্ষতির পরিমাণ একশত দশ কোটির অনেক বেশী হইবে।

তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, যদি বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয় তাহা হইলে তাঁহার দল আন্দোলন শুরু করিবে।

সাবেক একজন আওয়ামী লীগ নেতার সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি দলের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। তিনি জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে সদস্য নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও ৬-দফা সমর্থন করেন নাই অথবা দলীয় প্রধানের মুক্তিদাবী করেন নাই। এইজন্যই তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

কুষ্টিয়া জেলায় কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান অবিলম্বে পানীয় জল সরবরাহ ও নলকূপ খননের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিউদ্দিন আহমদ। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমানও সভায় বক্তৃতা করেন।

প্রবল বারিপাত উপেক্ষা করিয়া বিপুল জনতা সাগ্রহে তাহাদের প্রিয় নেতার বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

সংবাদ

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

ভেড়ামারায় শেখ মুজিব:

আসন্ন নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হইবে

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া), ৩১শে আগষ্ট (এনা)।— আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এখানে বলেন, আসন্ন নির্বাচনে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইবে।

তিনি জোর দিয়া বলেন, চরম কষ্ট স্বীকার ও বিপদসংকুল সংগ্রামের পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। কাজেই আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১-দফা আদায়ের মাধ্যমে তাহাদের আশা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জনগণকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য সকালে ঢাকা হইতে ঈশ্বরদী হইয়া এখানে আগমনের পরক্ষণে স্থানীয় স্কুল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন।

যে সব রাজনৈতিক সুবিধাবাদী অতীতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইয়া বাঙ্গালীদের স্বার্থের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে আওয়ামী লীগ প্রধান তাহাদের বিরুদ্ধে জনগণকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। আসন্ন নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ভোটদানের জন্য তিনি জনগণের প্রতি আবেদন জানান এবং তাহাদের আশ্বাস দেন যে, তাঁহার দল শতকরা ৯০টি আসন লাভ করিলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয় বিষয়ে বাঙ্গালীদের হিস্যা কিভাবে আদায় করিতে হয় তাহা তিনি দেখাইয়া দিবেন।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি অবিচারের জন্য অতীত সরকারগুলিকে দোষারোপ করেন এবং বলেন, তাহাদের কণ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের কোটিপতিদের সুবিধার্থে নিঃশেষ করা হইয়াছে।

কৃষকদের সমস্যাবলীর উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দল ক্ষমতায় গেলে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করিবে। শেখ মুজিব জামাতে ইসলামীর ইসলাম বিপন্ন শ্লোগানের তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, দুইশত বছর শাসনকালে বৃটিশগণ যখন ইসলামের ক্ষতি করিতে পারে নাই, তখন পাকিস্তানের ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ধূয়া তোলা বাতুলতা মাত্র।

তিনি পথচারীদের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পুনরায় খুলিয়া দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

শেখ মুজিব মেহেরপুর গমনের পথে সাহেবনগর এবং মীরপুরে আরও দুইটি জনসভায় বক্তৃতা করেন।

সম্পাদকীয়
পূর্বদেশ
১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭০
শাসনতন্ত্রের মূল ইস্যু

সম্প্রতি জাতীয় লীগের নেতা জনাব আতাউর রহমান খানের একটি কথিত উক্তি নিয়ে চায়ের পেয়ালায়-মৃদু ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল। করাচীর এক খবরে বলা হয়েছিল, জনাব খান মস্কো থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে করাচীতে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বর্তমান সামরিক সরকারের উচিত, দেশের শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রদান করা। অন্যথায় রাজনৈতিক দলগুলো নির্ধারিত সময়ে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ঐক্যমতে নাও পৌঁছতে পারেন। জাতীয় লীগ নেতা ঢাকা পৌঁছেই এই মন্তব্যের সত্যতা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তার আগেই আওয়ামীপন্থী ও ওয়ালী ন্যাপপন্থী সংবাদপত্র আগের খবরটি লুফে নিয়ে জনাব খানের কথিত মন্তব্যে যুগপৎ ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। আওয়ামীপন্থী এক সহযোগী জনাব খানের কথিত উক্তি নিয়ে তাঁকে কিছুটা বিদ্রূপ করারও চেষ্টা করেছেন। আমরা অবশ্য এই চেষ্টায় রীতিমত কৌতুক বোধ করেছি। আমাদের যতদূর মনে পড়ে, ১৯৯৫ সালে দেশের জন্য দ্রুত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের স্বার্থে তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধান শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রয়োজনবোধে অর্ডিন্যান্সযোগে শাসনতন্ত্র জারির জন্য সুপারিশ করেছিলেন। সুতরাং আওয়ামীপন্থী সহযোগিরা কিভাবে বর্তমানে এই কথিত প্রস্তাবে বিস্মিত হন এবং কোন মুখে এই ধরনের সুপারিশ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে প্রত্যেকটি ছোটবড় রাজনৈতিক দলের মধ্যে বর্তমানে যে সার্বিক মতানৈক্য দেখা যাচ্ছে, তাতে কেউ যদি বর্তমান সামরিক সরকারকে ভাবী জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিবেচনার জন্য একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রদান করার সুপারিশ জ্ঞাপন করেন, তাহলে বুঝতে হবে বর্তমানের শাসনতন্ত্রবিহীন বিপজ্জনক অবস্থা যাতে দীর্ঘায়িত না হয়, তজ্জন্যই কেউ হয়তো এই ধরনের প্রস্তাব জানানো সঙ্গত মনে করেছেন। দ্রুত দেশের শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা পূরণের জন্য এই ধরনের প্রস্তাব জ্ঞাপনকারীদের অগ্রহ ও অধীরতা যত্নটি থাকতে পারে কিংবা তাদের প্রস্তাব ভ্রমায়কও হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাদের প্রস্তাবে উদ্দেশ্য আরোপ করা ও তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করা আর যাই হোক সাংবাদিক সততার পরিচায়ক নয়।

যে মন্তব্যটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চায়ের পেয়ালায় তুফান সৃষ্টি হয়েছিল, জাতীয় লীগ নেতার অস্বীকৃতির পর স্বাভাবিকভাবেই তার

যবনিকাপাত হয়েছে। তথাপি, এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রস্তাবাকারে শাসনতন্ত্রের একটি রূপরেখা প্রকাশের প্রস্তাবে যারা আঁতকে উঠছেন এবং সরব কণ্ঠে ঘোষণা করছেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ছাড়া আর কারো শাসনতন্ত্র প্রদানের অধিকার নেই, তাঁরা কি বর্তমানের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে অস্বীকার করতে পারবেন যে, ভাবী শাসনতন্ত্রের একটি মোটামুটি রূপরেখা বর্তমান সরকার ইতিপূর্বেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তারা তা ইতিমধ্যে মেনেও নিয়েছেন? সম্ভবতঃ জাতীয় লীগ নেতার কথিত উক্তির তড়িঘড়ি প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আওয়ামী প্রধান এই সেদিন হুমকি দিয়ে বলেছেন, “এক ব্যক্তির শাসনতন্ত্র আর মেনে নেয়া হবে না।” আওয়ামী প্রধান এই উক্তি করার সময় হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি এক ব্যক্তির পাঁচ দফাভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক কাঠামো মেনে নিয়েই আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন। আমরা এ জন্যই আগে বহুবার বলেছি, নির্বাচনের আগেই দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত শাসনতন্ত্রের বিতর্কমূলক বিষয়গুলোতে একটি মোটামুটি সমঝোতায় পৌঁছা। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত সমঝোতায় পৌঁছতে যত বিলম্ব করবেন বা ব্যর্থ হবেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের অবকাশও অনিবার্যভাবে ততই বৃদ্ধি পাবে। আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর নির্ধারিত ১২০ দিনের মধ্যে জাতীয় পরিষদের বিভিন্ন দলীয় সদস্যগণ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সমঝোতায় পৌঁছতে ব্যর্থ হলে, তখন পরিষদ বিলোপ হওয়া অথবা শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আরো বিলম্ব হওয়ার চাইতে কোন কোন রাজনৈতিক দলের মধ্য থেকে এমন দাবীও উঠতে পারে যে, পরিষদের বিবেচনার জন্য সামরিক সরকারই একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রদান করুন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা জনগণের মধ্যেও তখন গভীর হতাশা সৃষ্টি করবে এবং এই অবস্থা আমাদের জন্য যতই অবাঞ্ছিত হোক না কেন, দেশের কায়মী স্বার্থ এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণে তৎপর হলে রাজনৈতিক দলের হলে নেতারা তখন নিজেদের ছাড়া আর কাউকে দোষ দিতে পারবেন না। রাজনৈতিক নেতারা যিনি যত বড় কথাই মুখে বলুন না কেন, বাস্তব সত্য হলো এই যে, দেশকে মোটামুটিভাবে শাসনতন্ত্রের একটি কাঠামো প্রদান করতে হয়েছে। এই কাঠামোতে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা, জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী সরকারের ব্যবস্থা এবং এক ইউনিট ভেঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রদেশগুলো পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রে ইসলামের মূলনীতি বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে এবং কেন্দ্রের হাতে প্রয়োজনীয় কর ধার্যসহ অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাখার কথা বলা হয়েছে। প্রদেশগুলোকে

‘সর্বাধিক’ স্বায়ত্তশাসন দানের কথা বলা হয়েছে, যদিও এই ‘সর্বাধিক’ কথাটির কোন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এই ঘোষিত মূলনীতি মেনে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে গেলে ভাবী জাতীয় পরিষদের জন্য কিছু খুঁটিনাটি বিষয়সহ যে একমাত্র কাজটি বাকি রয়েছে, তা হল কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ও বিষয় বণ্টন। এই ব্যাপারেই মূলতঃ এখন দেশের উভয় অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের মনস্থির করতে হবে। কেন্দ্র থেকে ভৌগোলিক দূরত্ব এবং অন্যান্য অনিবার্য কারণে পূর্ব বাংলার জন্য প্রয়োজন পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নয়। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রভৃতি প্রদেশের জন্য প্রয়োজন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষিত শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির মধ্যে এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের ব্যাপারে দৃশ্যতঃ কোন অন্তরায় নেই। কিন্তু ৬ দফা বা ১১ দফাভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভের ব্যাপারে অন্তরায় রয়েছে। অথচ আওয়ামী লীগসহ যে সমস্ত দল প্রেসিডেন্টের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তাঁরা এই মর্মে জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, নির্বাচনে জয়ী হলে তাঁরা ৬ দফা বা ১১ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। আমাদের মতে, এই প্রতিশ্রুতির দ্বারা জনসাধারণকে প্রকারান্তরে বিভ্রান্ত কর হচ্ছে। প্রথম কথা, ৬ দফা বা ১১ দফা পন্থীরা আগামী নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য লাভ করবেন, এমন সম্ভাবনার কথা রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বক্তারাও উচ্চারণ করতে সাহসী হচ্ছেন না। এই অবস্থায় কিছুটা দলীয় সংখ্যাশক্তি নিয়ে জাতীয় পরিষদে আসন গ্রহণের পর কোন পশ্চিম পাকিস্তানী দলকে যেমন পূর্ব বাংলার কোন দলের; তেমনি পূর্ব বাংলার দলকেও পশ্চিম পাকিস্তানের কোন দলের সমর্থন আদায় করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে এগুতে হবে।

এই আপোষ ও সমঝোতা হবে দেয়া ও নেয়ার ভিত্তিতে। ফলে ৬ দফা ও ১১ দফার লেজ অনেকখানি খসে গিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বা শতকরা ৯৮ ভাগ আদায়ের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেলে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে না। এই জন্যই আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলি, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নামে জাতীয় পরিষদে গিয়ে দলীয় সমঝোতা ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার চিরাচরিত খেলার পুনরাবৃত্তি ঘটানো এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল কাজটিই বিলম্বিত ও ভণ্ডুল করার চাইতে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের আগেই নির্বাচনী সমঝোতা নয়; একটি শাসনতান্ত্রিক সমঝোতায় পৌঁছতে পারেন এবং পরে দলীয় কর্মসূচী সামনে রেখে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। এতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে

অনিশ্চয়তার অনেকখানি অবসান ঘটবে, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বহুলাংশে দূর হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোও জনসাধারণের কাছে ভোট লাভের জন্য শাসনতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে অবাস্তব ও অলীক প্রতিশ্রুতি প্রদানের পরিবর্তে সুস্থ দলীয় কর্মসূচীসহ ভোট প্রার্থী হতে পারবেন।

নির্বাচন দু’মাস পিছিয়ে যাওয়ায় শাসনতান্ত্রিক সমঝোতার প্রশ্নে মনস্থির করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো যথেষ্ট সময় হাতে পেয়েছেন। এই সময়ের সদ্ব্যবহারে উদ্যোগী হলে দেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসানে তাঁরা সত্যি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে ইসলাম ও সমাজতন্ত্র নিয়ে দলীয় কোন্দল আসলে হাস্যকর বিতর্ক। শাসনতন্ত্রের ইস্যুর সঙ্গে এডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যুকে তালগোল পাকিয়ে কোন কোন রাজনৈতিক দল এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। দেশে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে কোন ইসলামী দল ক্ষমতায় গিয়ে যেমন ইসলামী বিধি বিধান চালু করতে পারবেন, তেমনি কোন সমাজতন্ত্রী দলও ক্ষমতায় গিয়ে তাঁদের পছন্দমত অর্থনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারবেন। বৃটেনে একই শাসনতন্ত্রের আওতায় শ্রমিকদল ক্ষমতাসীন হয়ে ইস্পাত শিল্পসহ কোন কোন মূল শিল্প জাতীয়করণের ব্যবস্থা করেন এবং রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় গিয়ে তা বাতিল করে দেন। সুতরাং শাসনতন্ত্রের খোলস বা নাম কি হবে এই ‘পাত্রাধার কি পাত্রের’ বিতর্কে চায়ের পেয়ালায় তুফান না তুলে শাসনতন্ত্রের মূল ইস্যু সম্পর্কে আজ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

Pakistan Observer

1st September 1970

Sheikh Mujib says:

Elections will be a referendum on Six points

MEHERPUR, Aug. 31: Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League reiterated today that the coming general election on December 7 would be a referendum to decide whether the people of East Pakistan were in favour of regional autonomy on the basis of Six-point programme, reports APP.

The Awami League leader told the people that the elections were crucial for the future of the province which suffered neglect and deprivations after independence and added the Six-point formula was the only panacea to the ills. He appealed to the people to stand by his party.

The people of East Pakistan were no longer ready to tolerate injustice, he added while addressing a big public meetings here and over half a dozen wayside gatherings while coming by road from Ishurdi on the first leg of his week-long visit to three districts, viz. Kushtia, Jessore and Khulna.

Sheikh Mujibur Rahman said the right to vote and elections were achieved after heavy sacrifices by the people and in this connection he referred to the movements which ousted former President Ayub Khan from power early last year. The elections were means to assert people's inalienable rights, he added.

The Awami League chief said sustenance of a country ultimately depended on a constitution which guaranteed people's rights and ensured democratic life enabling people to choose the Government they like. The People must avail themselves of the opportunity of elections.

Sheikh Mujib said the 23 years history of the eastern wing of the country was the history of injustice and the steady growth of economic disparity with the resultant sufferings, poverty and unemployment for the people of East Pakistan.

He said the flood control was one of the host of examples of problems which did not get due attention by the Government. Although provision for spending rupees six hundred crores for the construction of a new capital at Islamabad could be made funds were not available for the flood control which had been visiting he province almost every year since 1954 leaving behind a trail of devastations.

Sheikh Mujib said East Pakistan suffered damage to properties ranging between two hundred to three hundred crores every year due to the floods and appealed to the Government to take effective measures to control the floods without further loss of time.

Morning News

1st September 1970

Mujib's call to build up strongholds of Six Points and 11 Points

(From Special Correspondent)

MEHERPUR, Aug. 31: Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, has called upon the people to build up strongholds of Six Points and Eleven Points in every nook and corner of Bangla Desh for the realisation of autonomy and other demands through general election.

২৯৫

Addressing a big public meeting here, about 36 miles from Kushtia this afternoon, the Awami League chief said that ensuing election would be a referendum whether the people of Bangla Desh wanted full regional autonomy on the basis of Six Points of Awami League and also whether they wanted stop to exploitation and injustices done to them. Ensuing election to be held in December was not vote to capture power, he reminded.

Sheikh Mujibur Rahman who arrived here this afternoon from Dacca on the first leg of his week-long visit to the districts of Khushitia, Jessore and Khulna had earlier addressed about half a dozen wayside meetings and gatherings on his way from Ishurdi Airport to here.

Earlier addressing a sizeble crowd at the Ishurdi Airport from Dacca, Sheikh Mujibur Rahman said that constitution of country was a sacred document. Without constitution "no nation could survive", he said.

Referring to recent flood in East Pakistan Awami League chief said that repeated floods in the province had broken economic backbone of people. He said flood alone this year, according to official estimates, had caused damage property worth of over Rs. 110 crores. He called upon the Government to take immediate and positive steps for the permanent solution of flood problem. If our demands ventilated through constitutional means were not conceded to Sheikh Mujib warned we would wage a mass movement for the solution of flood problem of East Pakistan.

Referring to the arrests of Awami League workers and leaders, Sheikh Mujibur Rahman appealed to the Martial Law authorities to ensure that no injustice was done to Awami League alone. He urged that law should be applied equally on political workers and leaders irrespective of their party affiliations.

Dawn

1st September 1970

90 Lakh jobless in East Pakistan

Mujib denounces 'exploiters'

From Our Correspondent

MEHERPUR, (Kushtia), Aug 31: The Awami League leader, Sheikh Mujibur Rahman, today claimed that about 90 lakh young people in Bengal were jobless due to non-existence of cottage industries and damage caused to land by erosion and floods.

২৯৬

Addressing a public meeting here, he said the Bengal was exploited for the last 23 years by 22 families assisted by the local Mir Jafars. Asking the people to finish the betrayers in the coming polls for good, he said these people had opposed tooth and nail restoration of people's right to vote but now they are asking for votes. They must not be allowed to represent the people this time since the vital national document was going to be framed through them.

Ending Tax holiday system, exemption of land revenue up to 25 bigha and ceiling of lands would be materialised, if Awami League was voted to power, he said.

Sheikh Sahib said that one company at Dacca had only two East Pakistanis in its employment out of the total 700 employees.

He warned the people that Nasrullah, Maudoodi and their agents were trying to exploit the name of Islam. But they will not succeed this time as people of Bengal were determined to regain their rights through the six-point and 11-point formula.

The Sheikh, who earlier today arrived at Ishurdy from Dacca, addressed a gathering at the airport. Later on Sheikh Saheb addressed as many as a dozen wayside meetings up to Meherpur, about 200 miles from Dacca.

He reminded the people that "Constitution of a country was such an important document that without it no nation could carry on".

Referring to the damage caused due to the flood, he said that according to the Government version it was 10 crores of rupees which he said must be stopped through controlling the disaster. He urged the Government to grant general amnesty to political workers immediately.

He asked his party men to remain disciplined.

আজাদ

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

কুষ্টিয়ায় শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী:

গণবিরোধী শক্তি ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে

কুষ্টিয়া, ১লা সেপ্টেম্বর।— পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে বলেন যে, গণবিরোধী শক্তিসমূহ পুনরায় জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাত করার জন্য ষড়যন্ত্র মাতিয়া উঠিয়াছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বানচালের এই ষড়যন্ত্রকে রুখিয়া দাঁড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগ নেতা জনসাধারণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

গতরাতে এখানে এক সম্মেলন সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব আরও বলেন যে, গত ২৩ বৎসরে এই দেশের ইতিহাস গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে বানচাল করিয়া কায়মী স্বার্থকে চিরস্থায়ী করার জন্য একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের ইতিহাস।

আওয়ামী প্রধান বলেন, দেশ আজ চরম মুহূর্তের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। তিনি এইমর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এই সময় কোন ভুল করা হইলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং পূর্ব স্বায়ত্তশাসনের পথে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিবে। এইবার আমরা স্বায়ত্তশাসন অর্জনে ব্যর্থ হইলে আর আমরা কোন দিন স্বায়ত্তশাসন নাও পাইতে পারি বলিয়া তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।—এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

ডিসেম্বরেও নির্বাচন না হইলে দুর্বীর গণ-আন্দোলন শুরু করা হইবে:

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগ প্রধানের বক্তৃতা:

একশ্রেণীর রাজনীতিকের মুখোশ উন্মোচন

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

কুষ্টিয়া, ১লা সেপ্টেম্বর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন যে, গণদুশমনদের চক্রান্তে ৭ই ডিসেম্বরও যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়, যদি নির্বাচনের মাধ্যমে ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনসহ অধিকার প্রতিষ্ঠার এই বিলম্বিত সুযোগও বানচাল করিয়া দেওয়া হয়, আওয়ামী লীগ জনগণের দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে দুর্বীর গণ-আন্দোলন শুরু করিবে।

গতরাতে এখানে শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সম্মেলন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, শোষণ ও গণদুশমনদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলার জনগণকে বৃহত্তর সংগ্রাম ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শেখ সাহেব তাহার বক্তৃতায় পুঁজিপতিদের নিকট হইতে বখরা আদায়ের মওকা-সম্বন্ধী 'রাজনৈতিক টাউটদের'ও মুখোশ উন্মোচন করিয়া ধরেন। শেখ মুজিব বলেন, পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাস বাংলা ও বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে শাঠ্য আর ষড়যন্ত্রেরই ইতিহাস। এই ষড়যন্ত্র এখনও চলিতেছে, বলিয়া মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন, বন্যার দরুন নয়-গণদুশমনদের পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্তের দরুনই নির্বাচনের তারিখ পিছাইয়া গিয়াছে। শেখ সাহেব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, চক্রান্ত করিয়া ডিসেম্বরেও যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত

হইতে না দেওয়া হয়, যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ছয়দফা আদায়ের পথে আরও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, বাংলার জনগণ উহা সর্বশক্তি দিয়া রুখিয়া দাঁড়াইবে। প্রসঙ্গক্রমে শেখ সাহেব জনৈক নেতার নামোল্লেখ করিয়া বলেন, যেমনি নির্বাচন পিছাইয়া নেওয়ার কাজটি শেষ হইয়াছে— বন্যার ধ্বংসলীলা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও অমনি এই নেতাটি বিদেশের পথে পাড়ি জমান।

জাতি বর্তমানে অত্যন্ত সঙ্কটের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, এই সময় যে-কোন ভুল হইলে উহা গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকেই অনিবার্য অনিশ্চয়তার আবর্তে নিষ্ক্ষেপ করিবে। তিনি বলেন, ‘এবার ব্যর্থ হইলে নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।’

শেখ সাহেব বলেন, জনগণের আস্থাভাজন থাকার স্বার্থে সরকারী প্রশাসনিক মহলকে অবশ্যই নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই তাদের সরকারী পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করা চলিবে না।

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে-সব চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইতেছে, উহার উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, এগুলি নেহায়েতই ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া কায়েমী স্বার্থবাদী শোষক ও ২২ পরিবারে স্বার্থের জিম্মাদারিতে নিয়োজিত রাজনৈতিক টাউটরাই আমার ও আমার দলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দিয়া বেড়াইতেছে। তিনি বলেন, এই চ্যালেঞ্জবাজির উৎকোচস্বরূপ এই টাউটের দল ২২ পরিবার ও শোষকদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ পাইয়া থাকে। শেখ সাহেব আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি বাইশ পরিবার এবং শোষকদের পয়সা খাইয়া বাংলার জনগণের সঙ্গে গান্ধারিতে নিয়োজিত এইসব টাউটকে বাংলার মানুষ ভাল করিয়াই চেনে। ইহাদের অতীত কার্যকলাপের ইতিহাসও কলঙ্কজনক। শেখ সাহেব বলেন, জনগণের সরকার কায়েম হইলে এইসব টাউট ও দালালদের জনগণের কাছে তাদের অপকীর্তির জবাবদিহি করিতে হইবে।

সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব পুনর্বীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী জানান এবং ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য জনগণের প্রতি আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

শোষণের অবসান চাই

ইত্তেফাক প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা হইতে জানান, আজ সকালে চুয়াডাঙ্গা গমনের পথে পুরাদাস নামক স্থানে এক সভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন, পূর্ব বাংলাকে আর শোষণ করা চলিবে না। তিনি বলেন, তেইশ বছরের বঙ্গাহীন

শোষণ ও লুণ্ঠনে সোনার বাংলা আজ ভিখারীর দেশে পরিণত হইয়াছে। দূর-দূরান্তের গ্রামবাসীরা শেখ সাহেবকে এক নজর দেখার জন্য, তাঁহার কথা শোনার জন্য বিপুল সংখ্যায় পুরাদাসে সমবেত হয়। জনতার তুমুল করতালি ও উল্লাসধ্বনির মধ্যে শেখ সাহেব ঘোষণা করেন, বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। তিনি বলেন, জীবনের বিনিময়ে হইলেও বাংলার গণমানুষের অধিকার আদায় করিব।

চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার পথে বহু জায়গায় তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তিনি হরিনারায়ণপুর ও সরোদাগঞ্জে অনির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতা করেন। চুয়াডাঙ্গা আসিয়া পৌঁছিলে এক বিরাট জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুর রহমান, নেত্রী মিসেস বদরুন্নেসা আহমদ, জাহানারা আমীর প্রমুখ শেখ সাহেবের সঙ্গে রহিয়াছেন।

সংবাদ

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিবের ইশিয়ারি:

গণবিরোধী শক্তিগুলি আবার ষড়যন্ত্র পাকাইতে শুরু করিয়াছে

কুষ্টিয়া, ১লা সেপ্টেম্বর (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান এখানে বলেন, গণবিরোধী শক্তিগুলি সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা নস্যাতের জন্য পুনরায় ষড়যন্ত্র পাকাইতে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি জনগণকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নস্যাতকারী এইসব প্রচেষ্টা প্রতিহত করার আহ্বান জানান।

গত রাতে এখানে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন, দেশের ২৩ বছরের ইতিহাস ষড়যন্ত্রের ইতিহাস কায়েমী স্বার্থান্বেষিগণ একের পর এক ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছে এবং তাহাদের শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য সব সময়েই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, দেশ একটি সংকটময় সময়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। যে কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “এবার ব্যর্থ হইলে আমরা আর কোন স্বায়ত্তশাসন নাও পাইতে পারি।”

শেখ মুজিব গত ২৩ বছরে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ধামাচাপা দেওয়ার জন্য কায়মী স্বার্থান্বেষীদের ‘রাজনৈতিক দালাল’দের দোষারোপ করেন। তিনি বলেন, এই সব দালাল গণবিরোধী শক্তিগুলির স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনৈতিক ফ্রণ্টে কাজ করে এবং ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রেরণার নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ প্রদান করে।

নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, রাজনীতিকদের একটি গ্রুপের সঙ্গবদ্ধ প্রচেষ্টায় ইহা সাধিত হইয়াছে।

৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য তিনি জনগণকে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আবেদন জানান।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ন্যায্য অধিকারসমূহ আদায় না হইলে তাহারা গণআন্দোলন শুরু করিবে।

তিনি জনগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকারসমূহ আদায়ে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকার এবং গণবিরোধী শক্তিসমূহের কার্যাবলীর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি তাঁহার দাবীর পুনরুল্লেখ করেন।

পূর্বদেশ

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

কুষ্টিয়ায় শেখ মুজিব:

এবারকার বন্যায় প্রদেশে ৫ শত কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে

কুষ্টিয়া, ১লা সেপ্টেম্বর (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতরাতে এখানে তাঁর সম্মানার্থে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে, সাধারণ মানুষের সংগ্রাম লব্ধ সাফল্য বিনষ্ট করার জন্য গণবিরোধী শক্তিগুলো আবার তৎপর হয়ে উঠছে এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। তাদের এসব হীন প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেবার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব বলেন, পাকিস্তানের গত ২৩ বছরের ইতিহাস কায়মী স্বার্থবাদীদের গণতন্ত্র বিরোধী ও দেশের সাধারণ, মানুষকে শোষণের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। দেশ এক্ষণে এক সংকটময় পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং এ সময় কোন ভুলই দেশকে চিরতরে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেবে যাতে করে গণতন্ত্র ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হতে পারে।

পূর্বদেশের সংবাদদাতা প্রেরিত খবরে বলা হয়েছে যে এবারকার বন্যায় প্রদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সরকার যেখানে ১১০ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগ প্রধান সেখানে এ ক্ষতির পরিমাণে পাঁচশত কোটি টাকা বলে দাবী করেছেন।

Morning News

2nd September 1970

Some agents again conspiring against people, says Mujib

(From Special Correspondent)

KUSHTIA, Sept. 1: Sheikh Mujibur Rahman last night said that some political agents who have betrayed the cause of democracy and acted against the interests of common-man, were active again to hatch up conspiracy against the hopes and aspirations of the people. The Awami League Chief who was speaking at a reception by local Awami League workers and leaders near Dak Bungalow here said that these agents were playing in the hands of some vested interests who were out to sabotage the popular demands like autonomy and immediate transfer of power to the people's representatives. These agents, he further said, were receiving money and trade benefits from vested quarters in return of "their services".

Sheikh Mujibur Rahman said some of these political agents who were throwing electoral challenges against Awami League leaders, were guided by "commercial interests". These were "commercial challenges" by those who throughout their life, were with the anti-people forces and served the interests of the vested quarters. He said these agents would have to accountable to the people for their past misdeeds. Referring to the criticisms against the Six Points of Awami League and its leaders by Maulana Maudoodi and others, Sheikh Mujib urged the people, particularly his party-men to show restraints against these criticisms. He also called upon the people to prepare themselves for "even greater sacrifice" which, he reminded, might be necessary if all constitutional efforts to establish democracy in the country were frustrated.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পকেট খরচা নয়, সম্পূর্ণ অর্থ একত্রে চাই:

নড়াইলের জনসভায় শেখ মুজিব

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

নড়াইল, ২রা সেপ্টেম্বর।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ‘দুর্ভাগা বাংলার অভিশাপ’ বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতি মাসে মাত্র আড়াই কোটি টাকা ছাড়ের সিদ্ধান্তকে “বাংলার জনগণের সঙ্গে নির্ভর এক তামাসা” বলিয়া আখ্যায়িত করেন। স্থায়ীভাবে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় টাকা একসঙ্গে ছাড় করার জন্য শেখ সাহেব জোর দাবী জানাইয়াছেন।

আজ অপরাহ্নে এখানে এক বিশাল জনসমাবেশে বজ্রতাকালে শেখ সাহেব সাংবাদিক বন্যার ক্রুদ্ধ ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত বাংলার জনগণের দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা লইয়া ‘তামাসা’ করার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, “পরিমাণ যত বেশীই হউক, যেমন করিয়া হউক আমরা বন্যানিয়ন্ত্রণের টাকা চাই, কিস্তিতে কিস্তিতে মাসোহারা বা ভিক্ষা চাই না।” আওয়ামী লীগ-প্রধান ফোভের সঙ্গে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের তারবেলা-মঙ্গলা বাঁধ বা তিন তিনটি রাজধানী নির্মাণের জন্য মাসে মাসে ছিটেফোঁটা অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই-মুক্ত হস্তে টাকা দেওয়া হইয়াছে। অথচ বাংলার জনগণের জীবন-মরণ সমস্যা বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য পকেট খরচের মত মাসে মাসে আড়াই কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। ইহা বন্যানিয়ন্ত্রণের নামে বাংলার জনগণের সঙ্গে নির্মম তামাসারই সামিল।

আওয়ামী লীগ-প্রধান তাঁহার বজ্রতায় সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণকারী সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ লংঘন করিয়া একশ্রেণীর অতি উৎসাহী গণ-বিরোধী আমলা সংবাদপত্রে রাজনৈতিক রচনা লেখা ছাড়াও প্রতিক্রিয়াশীল গণ-দুশমনদের স্বপক্ষে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতেছে। কিন্তু সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন? জনৈক সি, এস, পি অফিসারের স্বনামে জামাতী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিতর্কমূলক রাজনৈতিক নিবন্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, এসব আমলার স্মরণ রাখা উচিত, জনগণের অর্থে তাহাদের পোষা হইতেছে জনসেবার জন্য--গণদুশমনদের দালালি করিয়া প্রচার সাহিত্য-রচনার জন্য নয়।

প্রেস ট্রাস্ট বাতিলের দাবী

জনসভায় বজ্রতাকালে শেখ সাহেব অবিলম্বে প্রেস ট্রাস্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার পরিচালনাভার পেশাদার সাংবাদিকদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, ইচ্ছামত সংবাদপত্রগুলিকে জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহারের কুমতলবেই প্রেস ট্রাস্ট গঠিত হইয়াছিল। আজো প্রেস ট্রাস্টের মারফতে সেই চেষ্টাই চলিতেছে।

নির্বাচন না হইলে সংগ্রাম

আওয়ামী লীগ-প্রধান বলেন, বৈষম্য-বঞ্চনার চির-সমাধি ঘটাইবার জন্যই ছয়-দফা দাবী পেশ করা হইয়াছে। যদি নির্বাচনের মাধ্যমে এ দাবী আদায় করিতে না দেওয়া হয়, সংগ্রামের মাধ্যমেই উহা আদায় করা হইবে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন মনসুর আলীও বজ্রতা করেন।

ইহার আগে শেখ সাহেব সদলবলে যশোর হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া বিপুল জনতা তাহাকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানায়। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলি (গতকাল ভুলবশত: খোন্দকার মোশতাক ছাপা হইয়াছে), জনাব ওবায়দুর রহমান, বেগম বদরুন্নেছা আহমদ প্রমুখও তাহার সঙ্গে সফররত রহিয়াছেন।

খুলনা যাত্রা

ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি গতরাতে যশোর হইতে জানাইয়াছেন যে, শেখ সাহেব নড়াইলের সভাশেষে যশোর ফিরিয়া আজই অসুস্থ্য মাতাকে দেখার জন্য খুলনা রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) তিনি বিনাইদহে এক জনসভায় বজ্রতা করিবেন।

চুয়াডাঙ্গার জনসভায় বজ্রতা

পূর্ববর্তী খবরে বলা হয়, শেখ মুজিব গতকাল বিকালে চুয়াডাঙ্গা কলেজ ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বজ্রতাকালে বলেন যে, বাংলার দাবী ও অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডাঃ আসাবুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ক্যাপ্টেন মনসুর আলিও বজ্রতা করেন। শেখ সাহেব বলেন যে, শোষণ-বঞ্চনার অবসান এবং স্বায়ত্তশাসনসহ বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই মনু মিয়া, মতিউর, আনোয়ারা, ডঃ জোহাসহ অগণিত লোক শহীদ হইয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা শহীদ ভাই-বোনদের রক্ত বৃথা যাইতে দিব না।

মওদুদী, নূরুল আমিন, নসরুল্লা, মাহমুদ আলি প্রমুখকে “কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালাল” বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া শেখ সাহেব বলেন, ছাত্র-শ্রমিক-জনতা যখন আইয়ুব-মোনেমশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অকথ্য জেলজুলুমবরণ এমনকি গুলী খাইয়া রাস্তায় লুটাইয়া পড়িতেছিল, এইসব ‘নেতা, তখনও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য শোষণ ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের তল্লি বহন করিয়াছেন।

শেখ সাহেব বলেন, এই সব নেতা যদি জনগণের সঙ্গে বেঈমানী না করিতেন তবে বহু পূর্বেই স্বায়ত্তশাসনসহ গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইত।

মওলানা মওদুদী সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন, ‘শোষিত জনগণের পক্ষ হইয়া কথা বলিবার জন্য তিনি আমার মৃত্যু কামনা করিয়া বদদোয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁকে এই অভিশাপ দিব না। বরং আমি তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি-যাতে তিনি এই দুনিয়া হইতেই স্বীয় পাপের সমুচিত সাজা পাইয়া যাইতে পারেন।’ দূর-দূরান্ত হইতে আগত হাজার হাজার শ্রোতা বর্ষসিদ্ধ কর্দমাক্ত কলেজ ময়দানে বসিয়া এবং বিপুলসংখ্যক মহিলা কলেজের বারান্দায় দাঁড়াইয়া শেখ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। গতরাত্রে চুয়াডাঙ্গায় ছাত্র ও শ্রমিকদের এক সমাবেশে ভাষণ দানকালে শেখ সাহেব শ্রমিকদের উৎপাদনের ন্যায্য হিস্যা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শ্রমিকরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী পায় না। শেখ মুজিব নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য শ্রমিকসমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনীতিতে নামি নাই

যশোর, ২রা সেপ্টেম্বর (এপিপি)।— শেখ মুজিবর রহমান আজ বলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি রোধ করার সম্ভাব্য সকল পথ ও প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যাওয়ার পরেই ৬-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে।

নড়াইলে এক জনসভায় বক্তৃতা দানকালে তিনি বলেন, শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্যই আওয়ামী লীগ চেষ্টা চালাইতেছে।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, আমি বাংলাদেশকে ভালবাসি। ক্ষমতা লাভের জন্য আমরা রাজনীতির মাঠে নামি নাই, আমরা গত ২৩ বৎসর

ধরিয়া শোষণ ও বঞ্চনার শিকার দরিদ্রদের সেবা করিতে চাই। কোন কিছুই এই পথ হইতে আমাদের বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, জনগণ বৎসরের পর বৎসর বন্য়ার দরুন অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ভোগ করে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। একটি ব্যাপক বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য তিনি সরকারের নিকট আবেদন জানান।

দৈনিক পয়গাম

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

চুয়াডাঙ্গায় শেখ মুজিব:

পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সহিত প্রদেশের ভবিষ্যত অবিচ্ছেদ্য

চুয়াডাঙ্গা ২রা সেপ্টেম্বর।— পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য এখানে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন অধিকার আদায়ের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আপোষহীন ভাবে সংগ্রাম চলিবে।

স্থানীয় কলেজ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যতীত অন্য কিছু প্রদেশের জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।

শেখ মুজিব জনসাধারণকে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী আদায়ের জন্য একতাবদ্ধ হইতে আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী হইতে বিচ্যুত করার জন্য অতীতে তাঁহাকে সম্ভাব্য সকল প্রকারের অত্যাচারের মোকাবেলা করিতে হইয়াছে।

তিনি ঘোষণা করেন যে, ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ না করা পর্যন্ত তিনি কখনও আপোষ করিবেন না।

কুষ্টিয়া হইতে সড়ক পথে এখানে আগমন করিলে শেখ মুজিবরকে বিপুল সম্বর্না দান করা হয়। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী মিসেস বদরুল্লাহ সা আহমদ জনাব আমিরুল ইসলাম প্রমুখ তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান গত ২৩ বৎসরে প্রদেশের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে উহার বর্ণনা দিয়া বলেন যে, জনসাধারণ শোষণহীন সমাজ কায়েমের জন্য পাকিস্তান সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সেই স্বপ্ন এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে। সাধারণ মানুষ এখনও অত্যাচার ও শোষণের জর্জরিত।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষ নাই।

তিনি শ্রমিক লীগের কেরা কোম্পানী ইউনিটে সদস্যদের এক সমাবেশেও বক্তৃতা করেন। -এপিপি

পূর্বদেশ

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন রেফারেন্ডাম বিশেষ

মেহেরপুরে, ১লা সেপ্টেম্বর (এপিপি)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল এখানে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছয় দফা ভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চান কিনা, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে এই ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচন একটি রেফারেন্ডাম বিশেষ।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত এবং বঞ্চিত হিসেবে ছিল। সুতরাং প্রদেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচনের মাধ্যমেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে। তিনি জনগণকে তাঁর দলের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্যে আবেদন জানান।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বন্যায় প্রতি বছর থেকে তিনশ' কোটি টাকার ক্ষতি হয়। অতএব সরকারের কালবিলম্ব না করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

তিনি আরো বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আর অন্যা-অবিচার সহ্য করতে রাজী নয়। তা'ছাড়া জনগণের বহু ত্যাগ স্বীকারের পরই নির্বাচন ও ভোটদানের অধিকার অর্জিত হয়েছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, দেশের স্থায়িত্ব পরিশেষে শাসনতন্ত্রের উপরেই নির্ভর করে আর এই শাসনতন্ত্র জনগণকে দেয় তাদের অধিকার এবং সরকার নির্বাচিত করে গণতান্ত্রিক জীবনের অধিকারের গ্যারান্টি।

শেখ মুজিব বলেন যে, গত ২৩ বছরের ইতিহাস হলো দেশের পূর্বাঞ্চলকে বঞ্চনার ও ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকারে পরিণত করার ইতিহাস। আর তার ফলেই দেখা দিয়েছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং বহুবিধ সমস্যার বেড়াজাল।

Pakistan Observer

3rd September 1970

Flood Control:

Release funds at a time: Sk. Mujib

JESSORE, Sep. 2: Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, disapproved of the government decision to release Rs. two crore and a half every month for flood control. He said the release of funds in piece meal would not be useful. He called upon the government to release adequate funds "at a time" to ensure proper utilisation of whatever money is given.

Sheikh Mujib regretted that people suffered untold miseries and heavy damage to their properties year after year due to flood, but no positive programme was ever taken up. He appealed to the government to draw up a comprehensive flood control programme to fight the menace.

The Awami League leader also criticised a section of the government and accused it of not maintaining impartiality. He said as public servants they were to maintain strict neutrality and impartiality.

The Awami League leader alleged that a government official was reported to have written an article supporting a political party which was printed in a newspaper known to be a mouthpiece of that political party.

Sheikh Mujib asked the government to inquire into it and take necessary action in this connection, officials were free to vote for any party in the elections, but were certainly not entitled to take sides on politics, he added.

The Awami League chief also appealed to the government to dissolve National Press Trust which owned a number of newspapers in both the wings of the country. The NPT was created by former President Ayub Khan. he said.

Sheikh Mujib suggested the distribution of the NPT shares among the employees, working journalists and the people. He expressed the hope that the present government would take necessary steps in this direction.

Morning News

3rd September 1970

Build up united movement against exploiters : Mujib

(From Special Correspondent)

KUSHTIA, Sept. 2 : The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, yesterday called upon people to build up a united movement

against those who were responsible for economic and other exploitations done to the people of East Pakistan during last 23 years.

Addressing a huge public meeting here at College, Maidan, Sheikh Mujib urged people to identify such anti-people element and exploiters and root them out in the coming elections. Such exploiters he added should no more be allowed to play with the lots of common men particularly of East Pakistan.

The Sheikh said that he was repeated thrown into jails and subjected to oppressions by past regimes only because he demanded regional autonomy for East Pakistan and also because he advocated improvement in his lots of common men for whom he said Pakistan was achieved. What have we received during last 23 years, he asked the audience and added. "It is all bullets and bayonets".

Recounting stories of past 23 years Sheikh Mujib said that Bengal, which was once the granary of the subcontinent had now turned into a place of acute food deficit area and our people were now crying for food. All our resources "have been sucked out of Bengal and we have been put to a position of beggars". He urged the people to wage a united movement against those who were trying to cripple us from all respects.

IN FOREFRONT

Sheikh Mujib however, reminded that his struggle was not against common people of West Pakistan, who he said were equally oppressed and exploited by vested quarters. We would be always in forefront in the struggle of West Pakistani brethren in their fight against zamindars, landlords and exploiters, he assured.

The Awami League chief was critical of role of leaders like Maulana Maudoodi Nawabzada Nasrullah, Mr. Nurul Amin and said that the demands for autonomy and end to all exploitation could have been realised but for the leaders who retrained from working against interests of common man and also against demand for autonomy.

The Sheikh referred to reported "cursing of Maulana Maudoodi praying for my immediate death" and said : "I will not curse him back for his death" his for "I would rather pray for his long life-long enough to suffer punishment in this world for sins Maulana Maudoodi committed throughout his life".

Sheikh Mujib made frontal attack on Moulana Maudoodi and accused him (Maudoodi) of dragging the name of Islam into politics to misguide the people and frustrate the movement for their legitimate demands and aspirations. The Sheikh called upon

Maulana Maudoodi to immediately stop giving "fatwas" to serve his own interests.

After the meeting Sheikh Mujibur Rahman went to address a gathering of members of the Sramik League unit of Darshana Sugar Mills. He told the workers that his party would fight giving ownership of factories and mills to respective labourers. He criticised punitive action taken by authorities against workers and labourers and urged the Government to put an immediate end to this.

ROUSING RECEPTION

Earlier on his arrival here from Kushtia Sheikh Mujibur Rahman was given a rousing reception by a huge crowds who lined up on both sides of road ignoring incessant rain. People came to the meeting from far flung areas in processions shouting slogans of "Jai Bangla" "Awami League Zindabad" "Banga Bandhu Zindabad" and "Tumar desh Amar desh Bangla desh".

The Chuadanga College Maidan venue of public meeting, was full with audience by the time Sheikh Mujib began his speech at about 5 p.m. The meeting was presided over by Doctor Asabul Huq, President, Chuadanga Sub-divisional Awami League, was addressed by Mr. Mansur Ali.

REVENUE HOLDINGS

APP adds : Sheikh Mujib said his party favoured the exemption of revenue holdings up-to 25 bighas. This would no doubt mean loss of revenue of about rupees six crores but it could be well covered up by the withdrawal of the tax holiday for industries. He added the withdrawal of tax holiday could yield additional revenue to rupees ten crores.

Sheikh Mujib said : "If we fail to realise regional autonomy on the basis of six-point and 11-point programmes, we doomed to permanently become markets of the finished products. He appealed to people to prepare for sacrifices to achieve the regional autonomy."

Dawn

3rd September 1970

**Mujib for early solution of flood problem:
Journalists' control over Press Trust demanded**
(From Our Staff Correspondent)

CHUADANGA (Kushtia), Sept. 2: Sheikh Mujib claimed that due to flood East Pakistan lost Rs 300 crore every year when the cash crops were damaged and lands eroded.

Demanding immediate solution of the flood problem he told his audience that though East Pakistan earned hundreds of crore of foreign exchange through jute, tea, hides and other produce there was the readymade pretext of non-availability of funds for this purpose.

The Sheikh was speaking at a huge public meeting here yesterday at the college ground. On his arrival the Sheikh was accorded a rousing reception by students, women and members of the public who came from the villages of this remote sub-division in complete defiance of rain throughout the day.

The AL leader warned the Government that when it was possible to build up as many as three capitals in West Pakistan, one “in the desert of Islamabad,” why there could not be necessary funds for flood control in East Pakistan.

He narrated to the people that before independence there were 29,000 primary schools in this part while in West Pakistan only 8,000 primary schools existed. East Pakistan had now 27,000 such schools while more than 30,000 had been increased in West Pakistan.

6-POINT IMPORTANT

When lakhs of boys here roamed about the streets in search of a seat in an educational institute the University had been built up for a huge money in Islamabad, which was run with only a few hundred students, he further said.

Severely criticising the interests for the relentless exploitation of the people of Bengal he warned that Asghar Khan, Maudoodi, Nasrullah and Daultana were now trying to divert the attention of the people by using the name of Islam so that the people of Bengal and the oppressed in West Pakistan did not get their rights through polls.

He severely criticised the section of political leaders who alleged that the “people of Bengal worshipped the Hindu goddess Kali. Sheikh Mujib asked Maulana Maudoodi and those who of questioned the “faith” of the people of Bengal to come out with the exact interpretation of Islam while Islam embodied principle of justice to all. He asked them to come out with a “Fatwa” to the effect that the wealth so long amassed by the vested interest after they were looted away from Bengal were unjust and should be returned to its earners”.

On his way to Jessore the Sheikh also addressed a workers’ reception at Chuadanga.

“PPI” adds: Addressing a public meeting at Narail, Sheikh Mujibur Rahman today called upon the authorities to immediately dissolve the National Press Trust and hand over its management to the working journalists.

Sheikh Mujib maintained that the Trust had been working against the interests of the people of Pakistan. “Our people have no trust in the organisation as it has given birth to sabotage their cause”. He alleged that the Trust was formed only to have control over the Press by the then regime.

It was undoubtedly an evil design to betray the people’s cause and it had definitely no right to survive the mass-condemned, regime, he added.

Sheikh Mujib observed that the shares of the Trust must be restricted amongst the working journalists. This has to be done today or tomorrow, but he asserted that the sooner it was done the better for the country and the management itself. Amidst thunders of applause the Awami League chief asserted that there was no power on earth which could betray their cause any more since, he added, the people of Bangla Desh had awakened and were determined to realise their genuine demands at any cost.

He told the cheering crowd, who attended the meeting defying continuous rainfall since last night, that the Awami League was born for realising the rights of the people and it was determined to continue the struggle till their rights were achieved.

In the struggle he again gave a clarion call to the commoners of other provinces to rise and resist the exploiters and Jagirdars who, he added, were the common enemies of the nation.

He said that 22 families had been sucking the blood of the commoners of Pakistan in general and the Bengalis in particular.

আজাদ

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

চুয়াডাঙ্গায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা:

পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া প্রদেশবাসী সন্তুষ্ট হইবে না

চুয়াডাঙ্গা (কুষ্টিয়া), ২রা সেপ্টেম্বর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য এখানে বলেন যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সহিত পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

শেখ মুজিব স্থানীয় কলেজ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতে ছিলেন। তিনি বলেন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া প্রদেশের

জনসাধারণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেনা। শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায়ের জন্য শক্তিশালী ঐক্য গড়িয়া তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী হইতে বিচ্যুত করার জন্য অতীতে তাহার উপর বহু নির্যাতন করা হয়। কিন্তু তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রশ্নে কখনও আপোষ করেন নাই।

শেখ মুজিব এখানে আগমন করিলে তাহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান তাহার বক্তৃতায় আজাদীর পর হইতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে তাহার ফিরিস্তি দান করেন। তিনি বলেন যে আজাদীর সময় পরেও পূর্ব পাকিস্তান বাসীদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নাই। শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধেই তাহার সংগ্রাম।

আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব নুরুল আমিন, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং মওলানা মওদুদীর তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন যে, এই সকল যদি অন্যের সহযোগিতায় গণস্বার্থের বিরোধিতা না করিত এবং স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পথে বাধা সৃষ্টি না করিত তাহা হইলে বহু পূর্বেই আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন আদায় হইত।

জামাতে এছলামী প্রধান মওলানা মওদুদীর সমালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, মওলানা মওদুদী আমার মৃত্যুদণ্ড কামনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কারণ আমি মেহনতি জনতার জন্য কথা বলিয়া থাকি কিন্তু আমি তাহাকে এইভাবে অভিশাপ দিব না। আমি কামনা করি যাহাতে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন স্বীয় পাপের জন্য জাগতিক শাস্তি ভোগ করিয়া যান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, মওলানা মওদুদী এছলামের নাম ভাঙ্গাইয়া রাজনীতি করিতে চাহিতেছেন এবং জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হইতে বিরত করার ধর্মের নামে ফতোয়াবাজি করিতেছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, জনসাধারণ যখনই তাহাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নামিয়াছে তখনই এই সকল রাজনৈতিক নেতা এছলাম বিপন্ন হইল বলিয়া জিগির তুলিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, জনসাধারণ যখন আইয়ুব সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে রাস্তায় সংগ্রামে নামিয়া ছিল তখন এই সকল নেতা জনসাধারণের নিকট হইতে অনেক দূরে ছিল। -এপিপি

আজাদ

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নড়াইলে জনসভায় শেখ মুজিব:

ছয়দফা কর্মসূচী গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা

যশোর, ২রা সেপ্টেম্বর। - আজ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ বন্ধ করার এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে সকল অনুরোধ অপরোধ ব্যর্থ হওয়ার পরই ছয় দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে।

তিনি বলেন, শোষণবিহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনের জন্য আওয়ামী লীগ ওয়াদাবদ্ধ।

এখান হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্তী নড়াইলে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, আমি বাংলাকে ও জনসাধারণকে ভালবাসি। আমরা রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি ক্ষমতা লাভের জন্য নহে। আমরা দরিদ্র, শোষিত ও বঞ্চিত জনসাধারণের সেবা করার জন্যই রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। তাহারা বিগত ২৩ বৎসর ধরিয়া শোষিত, লাঞ্চিত ও বঞ্চিত হইয়াছি। কোন কিছুই আমাদিগকে পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি মাসে আড়াই কোটি টাকা বায়ের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে তিনি বলেন, ছিটাফোঁটা অর্থ বায়ের হারা কোনই ফল হইবে না। যাহাতে অর্থের সমোচিত সদ্ব্যবহার হইতে পারে, সে জন্য তিনি একই দফায় পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার জন্য দাবী করেন।

শেখ মুজিব ক্ষোভের সহিত বলেন যে, বৎসরের পর বৎসর বন্যার ফলে জনসাধারণ অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়াছে এবং বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কিন্তু অবস্থার প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে তিনি সরকারের নিকট আবেদন জানান।

তিনি এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহারা নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতেছেন না। সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহাদের পক্ষে কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কর্তব্য। নিরপেক্ষতার পথ হইতে তাহাদের বিচ্যুতিকে জনসাধারণ কোন মতেই ক্ষমা করিবেনা।

তিনি এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, একজন এমন একটি সরকারী কর্মচারী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন যাহার দ্বারা একটা রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রকে

সমর্থন করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে তদন্তের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন, সরকারী কর্মচারীগণ নির্বাচনে যে কোন দলের পক্ষে ভোট দিতে পারেন কিন্তু তাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন পক্ষাবলম্বন করিতে পারেন না। তাহাদের কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা দরকার।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি জাতীয় প্রেসট্রাস্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। উহা সাবেক প্রেসিডেন্ট আইউব খানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত এবং উহার দ্বারা পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের কতিপয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। উহার শেয়ার সমূহ কার্যরত সাংবাদিকদের মধ্যে বিলিভন্টন করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান এবং আশা করেন যে, সরকার এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

মুজিব জননী অসুস্থ

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের মাতা বার্বাক্যজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থা বেশ খারাপ বলিয়া জানা গিয়াছে। অবিলম্বে সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ‘রকেট’যোগে আজ (শুক্রবার) ঢাকায় আনা হইতেছে।

শেখ মুজিবর রহমান গতকাল খুলনায় মায়ের রোগশয্যা পার্শ্বে ছিলেন। অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে তিনি গতকাল্য অনুষ্ঠিতব্য বিনাইদহের জনসভা বাতিল করিয়াছেন। আজ মাগুরার জনসভায় তাঁহার বক্তৃতা দেওয়া কথা আছে। তবে আবহাওয়া পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল হইলে এ জনসভাও বাতিল ঘোষিত হইতে পারে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব মাগুরার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের উপর অর্পিত হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির দরুন বিনাইদহ, মাগুরা, সাতক্ষীরা ও তালাল জনসভা বাতিল করিয়া আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শুক্রবার)

রাত্রে যশোর হইতে মোটরযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস বদরুন্নেসাও আওয়ামী লীগ-প্রধানের সহিত ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন। ঢাকা আসার পথে তিনি মাগুরা-গোয়ালন্দ ও ফরিদপুরের নিকটে অনির্ধারিত পথসভায় বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়া বিভিন্নস্থানে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলায় এক সপ্তাহকাল সফর উপলক্ষে আওয়ামী লীগ প্রধান গত সোমবার ঢাকা ত্যাগ করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান এই সফরকালে শেখ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। গোয়ালন্দ হইতে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী পাবনা ও ওবায়দুর রহমান ফরিদপুর ফিরিয়া যান।

ঢাকায় মুজিব জননী

শেখ মুজিবর রহমানের অসুস্থ জননী গতকাল রকেটযোগে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

পূর্বদেশ

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

যশোরে শেখ মুজিব:

পল্লী এলাকায় সংশোধিত রেশনিং চালু করার দাবী

যশোর, ৪ঠা সেপ্টেম্বর (পিপিআই)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষকে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পল্লী অঞ্চলের সর্বত্র বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ এবং সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা চালুর জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

প্রায় সপ্তাহব্যাপী কুষ্টিয়া ও যশোর জেলায় ব্যাপক সফরের পর আজ এখান থেকে ঢাকা যাত্রার প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দানকালে শেখ সাহেব বলেন, বাঙ্গালীদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গেছে। তিনি গ্রামাঞ্চলে শীগগিরই টেষ্ট রিলিফের কাজ শুরু করার আহবান জানান।

শেখ সাহেব বলেন, বন্যাদুর্গত এলাকায় সরকারী সাহায্য অত্যন্ত অপ্রতুল এবং গত কয়েকদিনের বৃষ্টিপাত এই এলাকার জনগণের উপর আরেকটি মরণাঘাত হেনেছে। তিনি বন্যা দুর্গত এলাকার জনগণের ঘরবাড়ী নির্মাণে গৃহঋণ দান ও চাষীদের বিনামূল্যে বীজ ধান বিতরণের দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়া জেলাগুলোতে খাজনা আদায় এখনো স্থগিত হয়নি বলে তিনি খবর পেয়েছেন। তিনি প্রদেশের দুর্গত এলাকায় এ সময় খাজনা আদায় অবিলম্বে বন্ধ করারও দাবী জানান।

Morning News

5th September 1970

Mujib urges Govt. to introduce modified rationing

(From Our Correspondent)

JESSORE. Sept. 4: The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman today urged upon the Government to introduce modified rationing throughout the province immediately to save crores of people from starvation. Sheikh Mujib was talking to the Press correspondents at local WAPDA Dakbungalow before leaving for Dacca after cancelling rest of his tour programme of the districts of Jessore and Khulna.

The Awami League chief maintained that the economic backbone of East Pakistanis had been paralysed due to constant flood, drought and other natural calamities. In this connection he observed that test relief work must be started immediately so that the ill-fated people of East Pakistan have the purchasing capacity to carry on their livelihood. He demanded that relief and anti-epidemic operations should be intensified.

Sheikh Mujib opined that due to current incessant rainfall vast areas of land were inundated, many houses had collapsed and standing crops were destroyed causing much suffering to the people.

He urged upon the Government to offer house-building loans and seedlings free of cost to the affected people. He also demanded immediate sanction of cattle loans.

The Awami League chief expressed pressed his surprise when he was informed that collection of rents had not been stopped in Jessore, Khulna and Kushtia districts. He called upon the authorities to stop this collection immediately in those districts and other affected places.

He urged upon the Awami League workers and leaders to devote their best services to the flood and rain affected people.

আজাদ

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

মাগুরার জনসভায় শেখ মুজিব:

স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংকল্প ঘোষণা

মাগুরা, ৫ই সেপ্টেম্বর।— আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান এখানে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার দল নির্বাচন কিংবা গণসংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

শেখ সাহেব যশোর হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে গতকাল এখানে এক অনির্ধারিত জনসভায় প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, জনগণের ন্যায্য অধিকার ও দাবী-দাওয়া আদায় করাই আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য।

আওয়ামী লীগ প্রধান জনগণকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র এখনও চলিতেছে। তিনি বলেন, মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী যাহারা গরীবের রক্তের বিনিময়ে ধনসম্পদের মালিক হইয়াছে তাহারা মেহনতী মানুষের ইচ্ছার প্রাধান্য কায়েমের বিরোধিতা করিয়া থাকে।

শেখ মুজিব রাজনৈতিক কর্মীদেরকে ৬দফা কর্মসূচীর বাণী লইয়া সারাদেশে ছড়াইয়া পড়ার আহ্বান জানাইয়া বলেন, ৬দফার মধ্যে প্রদেশকে শোষণের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

তিনি শ্রোতাদের বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের সম্পদের মালিক হইতে হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, আমরা বাজার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে আর প্রস্তুত নই। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ অবশ্যই প্রদেশে রাখিতে হইবে। আমরা আমাদের সম্পদাবলীর মালিক হইতে চাহিয়াছি এবং সেইজন্যই আমরা সংগ্রাম করিতেছি। তিনি বলেন, জনগণ আর কোন অন্যায় অবিচার বরদাশত করিতে প্রস্তুত নহে। শেখ সাহেবের সহিত ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, মিসেস বদরুন্নেসা আহমদ, জনাব ওবায়দুর রহমান, জনাব আমিরুল ইসলাম সফর করেন।—এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

প্রদেশে বিনামূল্যে ও রেশনে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য বিতরণের আহ্বান:
বন্যাদুর্গত নিরস্ত্র-নিরাশ্রয় মানুষের অসহায় অবস্থা সম্পর্কে শেখ মুজিব
(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

যশোর, ৪ঠা সেপ্টেম্বর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সর্বনাশা বন্যার ক্রুদ্ধ ছোবলে ক্ষতবিক্ষত দুর্ভাগা বাংলার ক্ষুধার্ত নারী-পুরুষ

শিশুদের অনাহারের হাত হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশব্যাপী বিনামূল্যে ও সংশোধিত রেশনে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য বিতরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

আজ সকালে এখন হইতে ঢাকা যাত্রার প্রাক্কালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কালে জনগণের হাতে যাতে কিছু পয়সা আসিতে পারে সে জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে টেষ্ট রিলিফের কাজ শুরু করারও দাবী জানান। শেখ সাহেব বলেন বছরের পর বছর ধরিয়া শোষণ-বঞ্চনা ঘূর্ণিঝড় অনাবৃষ্টি, ভাঙ্গন ও সর্বশেষ এবারের বন্যার ফলে বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, একদিনের ঐশ্বর্যময়ী বাংলার দশ দিগন্তে আজ শুধু নিরন্ন-নিরাশ্রয় মানুষের অসহায় আর্তনাদ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। শেখ সাহেব বলেন, এই মূহুর্তে সরকারের পবিত্রতম কর্তব্য হইতেছে যে কোন মূল্যে জনগণের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা। তিনি বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন সাম্প্রতিক বন্যার ব্যাপক ধ্বংস লীলার ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতেই বিরামহীন প্রচণ্ড বর্ষণে প্রদেশের বহু জায়গায় প্রচুর সংখ্যক ঘর-বাড়ী ধসিয়া পড়িয়াছে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা পুনরায় প্লাবিত হইয়াছে। তিনি চাষীদের মধ্যে গৃহনির্মাণ ও বীজ-গবাদিপশু ক্রয় বাবদ পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণের দাবী জানান। খুলনা-যশোর ও কুষ্টিয়া জেলায় খাজনা আদায় বন্ধ করা হয় নাই, এই মর্মে তাঁহাকে অবহিত করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব এই সব জেলাসহ সমগ্র প্রদেশে খাজনা ও ঋণ আদায় বন্ধ রাখার দাবী জানান। বন্যা ও বর্ষণ উপদ্রুতদের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য তিনি দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রচণ্ড বর্ষণের দরুন খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার অসমাপ্ত কর্মসূচী বাতিল করিয়া শেখ সাহেব আজ সকালে মোটরযোগে ঢাকা রওয়ানা হইয়া যান। আজ সকালে এখানে খুলনা ও যশোর জেলার আওয়ামী লীগ নেতাদের এক সভায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন দলীয় প্রধানের সফরসূচী বাতিলের এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দৈনিক পয়গাম

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

মাগুরার জনসভায় শেখ মুজিব:

প: পাকিস্তানী লোকেরা প্রদেশের জন্য এক পয়সাও ব্যয় করে না

মাগুরা (যশোর), ৫ই সেপ্টেম্বর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এখানে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের অবসানের উদ্দেশ্যে

তাহার দল নির্বাচন অথবা গণআন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ঢাকা গমনের পথে পথিপার্শ্বস্থ এক অনির্ধারিত জনসভায় গতকল্য ভাষণদান কালে বলেন যে, জনগণের ন্যায্য অধিকার ও দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে আগামী ৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে তাহার দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য যাইতেছে। বহু ত্যাগ ও গণআন্দোলনের মাধ্যমে নির্বাচনের যে অধিকার পাইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গত ২৩ বৎসরে প্রদেশের অর্থনৈতিক অত্যন্ত খারাপের দিকে গিয়াছে।

তিনি বলেন যে, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের যে সকল প্রকল্পের সহিত অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত তাহার দাবী উঠিলে অর্থ পাওয়া যাইবে না এই অজুহাতে সরকার প্রয়োজনীয় ফান্ড দিতে অগ্রাহ্য করেন।

শেখ মুজিবর রহমান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকরা এখানে প্রচুর অর্থলাভ করিতেছে, পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি লইয়া যাইতেছে। তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জাকাত হিসাবে এক ফার্দিং ব্যয় করিতেছেন, এখানে কোন আয়কর দিতেছে না। আমরা অবশ্যই পুঁজি পাচার বন্ধ করিব।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যখনই জনগণ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, তখন এক শ্রেণীর নেতা জনগণকে ধোকা দেওয়ার জন্য ইসলাম বিপ্লবের ধূয়া তোলে এবং জনগণের স্বার্থের প্রতিবাদ আওয়াজ স্তব্ধ করিয়া দেয়।—এপিপি

Pakistan Observer

6th September 1970

AL determined to realise autonomy

MAGURA, (Jessore) Sept. 5: Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, has said here that his party is determined to realize full regional autonomy through “either elections or mass struggle” to put an end to the exploitations of the resources of East Pakistan, reports APP.

The Awami League’s sole object in going to the polls, to be held on December 7 is to achieve the legitimate demands and rights of people. Sheikh Mujib told an unscheduled meeting yesterday on his way back to Dacca by road from Jessore after cancellation of his remaining programme due to torrential rain.

The Awami League leader warned the people that “conspiracies are being hatched to foil the elections, which people achieved after heavy sacrifices in the mass movements and struggles.” The privileged few who amassed wealth at the cost of the poor, were opposed to the supremacy of the will of the toiling masses, he added.

Sheikh Mujib said the economic condition of the province went from bad to worse in the past 23 years, It was all due to the “discriminating treatment” by the government to the province. Citing example he said only Rs. 303 crores were spent in the province out of Rs.3,200 crores spent so far on development, he added.

He said it was unfortunate that whenever the question of financing projects like that of flood control arose, the government declined to give required funds on the “plea that money is not available.” If the situation was really so, how could they find funds running into crores for building Islamabad and Tarbella dam? he asked.

Sheikh Mujib said it was painful to find that the “exploiters” from West Pakistan, earning huge profit here, took away the capital to West Wing. They did not spend a farthing even in East Pakistan on Zakat not to speak of paying income-tax here. We must stop flight of capital, he added.

The Awami League chief said “we are not ready to become a market. Money of East Pakistan must remain in the province. We want to be the master of our own resources and that we are fighting for this. The people are no longer ready to tolerate injustices on them”, he said.

Morning News

6th September 1970

Movement if votes fail, pledge Mujib

(From Our Special Correspondent)

MAGURA (Jessore) Sept 5: Awami League Chief Sheikh to Mujibur Rahman yesterday said, “Attempt are being made frustrate elections” but, reiterated. “I will not discontinue struggle till demands of people were fully realised.”

Addressing an unscheduled meeting here on his way to Dacca from Jessore, he reminded the audience that his party wage a movement if “our struggle to realise autonomy on the basis of 6-point programm through elections were foiled”. Awami League was also determined to put an end to all sorts of exploitations and oppressions on the people of East Pakistan, he said.

Sheikh Mujibur Rahman reiterated that demands of people could not be established through votes the only alternative, he noted would be to realise them through movement. He urged the people to prepare themselves for extreme sacrifice that might be necessary in case all constitutional mean to achieve our goals failed. “You know, I am sure that I mean “he told the audience and added, “but you never know to what extent you will have to sacrifice for your cause.”

The Awami League chief said his party would continue election campaign with all serious-ness but simultaneously would been open the evenues for launching movement. He also reiterate that the Awami League would fight the ensuing election considering it is referendum on “6-point 11-point and autonomy.”

Sheikh Mujibur Rahman urged the people to unite as man against “the agents and touts” “who he alleged were responsible for the miseries sorrows of Bengalis”. These agents should first be eliminate from the political scene in the coming elections, he urge the people.

The Awami League chief was very critical of the role played by some West Pakistani political and industrialists who he had betrayed the cause of the people here and exploited them to such an extent as to convert “Bengal into a colony.” He said that the people of East Pakistan had now become conscious of the cliques by some vested interests in West Pakistan and demanded the process of the exploitations and oppressions on Bengalis must be stopped forthwith. Otherwise, he remained these exploiters and betrayers would have to answer to the people for whatever mischiefs their have done during the last 23 years.

APP adds: Sheikh Mujib said whenever people protested against these injustices and wanted to assert their rights, a section of the politicians raised the bogey of Islam in-danger only to confuse people and to suppress the people’s voice to protect the interest of the vested interests.

He said the slogan in the name of Islam was nothing new. People heard it from time to time whenever they raised their voice to assert and establish their rights. The ‘anti-people forces’ had come to the field during 1954 elections and at other times with the same slogan to mislead the masses, he added.

The Awami League leader said these set of politicians had asked the people in the name of Islam not to vote for United Front

in 1954 had opposed joint electorate claiming that it was against Islam. But it was interesting to find that these very people participated in 1965 election under joint electorate, he said.

He said it was travesty of truth to say that Islam was in danger and added it could not be so in future either. If anything was in danger it was their 'mischievous game in the name of religion', he said and asked his audience to weed out the 'mirjafars' from the political life.

Sheikh Mujib was accompanied by among others Capt. Mansur Ali, Mrs. Badrunnessa Ahmed, Mr. Obaidur Rahman and Mr. Amirul Islam during the tour which took him to Meherpur and Chuadanga in Kushtia and Narail in Jessore. He also addressed over a dozen of wayside meetings.

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

আসাদুজ্জামানের রোগশয্যা পাশে শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (রবিবার) মালীবাগস্থ আরোগ্য নিকেতনে চিকিৎসাধীন অসুস্থ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খানকে দেখিতে যান। জনাব খানের শয্যাপার্শ্বে কিছুক্ষণ অবস্থানকালে শেখ সাহেব তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অতঃপর তিনি উক্ত নার্সিং হোমের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। -পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিব সকাশে রামগতির প্রতিনিধিদল

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (রবিবার) রামগতি থানা আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রামগতির উপকূল অঞ্চলের ভাঙ্গন সমস্যা, উহা প্রতিরোধ এবং নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুহারাাদের পুনর্বাসন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। শেখ সাহেব রামগতির উপকূলীয় অঞ্চলে ভাঙ্গনের খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি অতঃপর ওয়াপদা কর্তৃপক্ষের সহিত এই ব্যাপারে আলোচনা করেন।

ওয়াপদা কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই রামগতি উপকূলীয় অঞ্চলে একদল বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া এই সর্বনাশা ভাঙ্গন সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তাঁহাকে আশ্বাসদান করেন।

এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন রামগতি থানা আওয়ামী লীগের জনাব মাহফুজুল বারি, জনাব আবদুস সালাম মজনু, জনাব সিরাজুল ইসলাম এবং জনাব আজাদউদ্দিন।

সংবাদ

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

নির্বাচন বানচালের যে কোন প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হইবে

ঢাকা, ৭ই সেপ্টেম্বর (এনা)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, সাধারণ নির্বাচন বানচালের যে কোন প্রচেষ্টা জনগণ প্রতিহত করিবে।

আজ সকালে এনা প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত পর্দার অন্তরালের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জনগণ পূর্ণ সজাগ রহিয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন, গণতন্ত্র অর্জনের জন্য জনগণের মধ্যে যে অদম্য শক্তি সৃষ্টি হইয়াছে উহা আর দমন করা যাইবে না এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বানচালের যে কোন প্রচেষ্টা জনগণ নস্যাত করিতে সক্ষম।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, গত ২৩ বৎসর যাবৎ জনগণের আশা বাস্তবায়িত হয় নাই এবং এখন তাহাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগ নীতির ব্যাপারে আপোষ করিবে না এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবে।

Morning News

8th September 1970

People will resist bid to sabotage polls, says Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, declared yesterday that any attempt to frustrate general elections would be resisted by the people.

In an interview with ENA yesterday morning, the Awami League chief said that the people were fully aware of the behind the scene conspiracy that was going on to obstruct the restoration of democracy in the country.

Sheikh Mujib reiterated that indomitable force generated among the people could no longer be suppressed and any move to impede the establishment of democracy could prove futile. People had been looking forward to those with days when democracy would be restored, he added.

Sheikh Mujib said the people's hope were never realised during the last 23 years. The Awami League chief pointed out that they had reached the breaking point of their patience.

They would not submit to any conspiracy and were prepared to make supreme sacrifices for the realisation of their objectives.

NO COMPROMISE

Sheikh Mujib reiterated that his party would not compromise on principles and would relentless struggle for the realisation of people's rights.

He made it clear that the Awami League stood for autonomy on the basis of 6-Point Programme and would fight for it till the goal was achieved.

He had words of praise for the people of West Pakistan and noted with satisfaction that the common people of Western Wing had also risen upon voiced their demands with their brethren in Eastern Wing.

He emphasised that the common people of both East and West Pakistan were all one and united and "we shall fight ceaselessly to bring to an end the exploitation of the oppressed once for all".

Sheikh Mujibur Rahman said the Awami League was pledged said to a welfare state in which people all over Pakistan could enjoy justice and fair-play.

আজাদ

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন

ঢাকা, ৯ই সেপ্টেম্বর।— ইস্ট পাকিস্তান নিউজ পেপার প্রেস ওয়ার্কাস ফেডারেশনের সভাপতি জনাব আবদুল করিম ও সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এম এ মান্নান ভূইয়া এক বিবৃতিতে বলেন যে, গত ২রা সেপ্টেম্বর যশোরের নড়াইলে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট জননেতা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে প্রেস ট্রাস্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার পরিচালনা ভার পেশাদার সাংবাদিকদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় জননেতার উপরোক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি শুধুমাত্র সাংবাদিকদের হাতেই প্রেস ট্রাস্টের সংবাদপত্রগুলির পরিচালনা ভার ছাড়িয়া দেওয়ায় যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা না বলিয়া তিনি যদি উক্ত সংস্থাসমূহের সকল কর্মচারীর হাতে প্রেস ট্রাস্ট পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির পরিচালনা ভার ন্যস্ত করার দাবী জানাইতেন, তাহা হইলেই তিনি বিজ্ঞ নেতার মতই কথা বলিতেন। কারণ, তিনি ভালভাবেই জানেন যে, একটি সংবাদপত্র শুধুমাত্র সাংবাদিকদের দ্বারাই পরিচালিত ও প্রকাশিত হয় না, সেখানে আরও শত শত মেহনতি প্রেস শ্রমিক ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীও তাঁহাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মাধ্যমে সংবাদপত্র পরিচালনা ও প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন। কাজেই এদেশের নির্ধারিত মেহনতি মানুষের একজন নেতা হিসাবে তাহার উপরোক্ত বক্তব্যের সংশোধনী আমরা অবশ্যই আশা করিব।

Pakistan Observer

11th September 1970

Mujib demands completion of NA building

(By A Staff Reporter)

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman urged President Yahya on Sunday to complete construction of the National Assembly building at the Second Capital within three months from now, If not, he said, "give us money, we will do it".

The Awami League chief was speaking at a huge public meeting at the port town of Narayanganj, 10 miles off Dacca city.

He said that Dacca had been named as the Second Capital of Pakistan and was to be the headquarters of the National Assembly. He regretted that the Government was now renovating the State Bank building at Islamabad Assembly sessions there.

Further, he said that in the name of so-called Second Capital 80 acres of valuable farm land were taken away by the Central Government practically without any compensation.

Giving account of the deteriorating economic conditions of East Pakistan since the inception of Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman said that the people would no longer tolerate any oppression economic or otherwise. He said that his party aimed at a society free from all kinds of exploitation. Therefore, the poor people of this country rallied round the Awami League, he said.

The Awami League chief was greeted with thunderous slogans and deafening drum beatings by band parties of school students and local people.

Flanked by a dozen motor cyclists and piloted by an open jeep, Sheikh Mujib's motorcade reached at Narayanganj at 3-50 p.m. although the meeting was to start at 3 p.m. The motorcade had to stop along the ten-mile route to Narayanganj from Dacca at places where Awami League workers had erected arches.

One of the nine arches at Fatullah near Karim Rubber industries was illuminated in the evening. A decorated replica of a boat, erected atop the arch at the entrance of the meeting ground, symbolised the sign of Awami League's second preference for its election symbol in the next election. (The first preference_umbrella collides with PDP's preference for the same).

Anti-Ayub struggle

Referring to his own role in the struggle against the Ayub regime, Sheikh Mujib said that while man like Ayub could not buy him none would be able to do so in order to silence his voice. He said that he understood why the big shots reacted "When I demand justice to East Pakistan and its poor people".

Addressing the workers he said "you will be the owners of mills and factories if Awami League comes to power." Soon afterwards he said, "your demands will be fulfilled then".

Emphatically Sheikh Mujib said, "We know how to treat the big shots. We know where lies their money and strength." He said that banks, insurance companies would be nationalised if Awami League came to power.

Sounding a note of caution to the intellectuals and workers, Sheikh Mujib said that plots were being hatched to further delay the election till such time Awami League's position declined. He said, "Sons of Bengal will no more be 'Shahid,' they will be 'gazi' in their struggle for legitimate demands."

In his 43-minute speech Sheikh Mujib alleged that central intelligence men were going around of ask people not to contribute to the Awami League fund. He said that Awami League need not require money from the "fat people" the seven crore people of Bengal was its asset. With a contribution of one rupee each by the people Awami League could procure seven crores of rupees, he reminded the enemies of the Awami League.

'Release them'

Sheikh Mujib alleged that over 300 Awami League and Students League workers and 700 other workers and were detained or convicted under Martial Law on different grounds. He said that he had urged President Yahya to release those before the elections.

He said that the boys could not be altogether blamed if they did something in the meetings of 50 to 200 people of Mr. Nurul Amin and Moulana Maudoodi in which the so-called leaders made glandering remarks against the Awami League. The boys might have been infuriated by the nasty remarks of those leaders and gave a few saps. He said that those leaders dare call us kafir". He said that had there been no Martial Law those 'celebrated' leaders would not be able to come out in public. "Does not the word 'kafir' come under the purview of MLR 60," Sheikh Mujib asked? Making a blank warning he said: "Don't play with fire."

He asked the people to see that Awami League got all the 162 National and 300 Provincial Assembly seats and to ensure empty ballot boxes for the leaders who had always sacrificed Bengal's interest for personal gains. Sarcastically, the Awami League President asked his workers and supporters not to put shoes in the boxes of their opponents. He however said that the system of one ballot box removed possibility of rigging of votes after being cast. Sheikh Mujib said that Awami League nomination would be published within two or three days. He said, "You would vote me and six-point programme and not individuals."

Speaking about development of East Pakistan, Sheikh Mujib asked the Government to compensate the unspent Rs. 1100 crore of the Third Plan.

Referring to the flood control plan of East Pakistan, he said if that while over Rs. 2000 crores would be required for implementing an effective plan, the Central Government had decided to pay money in small instalments for such a gigantic plan. He described it as a pocket money for school boys.

'Bangalee Jegechey'

Malik Sarfaraj, President of the Punjab Awami League who also spoke at the meeting said that Sheikh Mujib had caught imagination of the people of the Punjab, Sind, Beluchistan and NWFP by his unflinching struggle for the common men all over country. His statement was applauded by slogan of 'Jegechey Jegechey, Bangalee Jegechey.'

Earlier, Mr. Qamruzzaman General Secretary of the Pakistan Awami League in his speech said that those who had delayed the holding elections under the false pretext of flood were enemies of the people. Those people did not want sovereignty of the people, he alleged.

Election or no election, he said Awami League would realise its Six-Point demand, he emphasised.

Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League in his short speech narrated how the economy of East Pakistan was being impoverished by well calculated manner. Jute the main foreign exchange earner of Pakistan was gradually losing its importance in the international market due to a deliberate wrong policy of the Government. The position of tea and many other cash crops of East Pakistan were also facing similar crisis. He said that his party was determined to see that East Pakistan was not further deprived of its legitimate rights on its own resources.

Mr. Shamsuzzoha, a prospecting Awami League candidate for National Assembly seat from Narayanganj presided over the meeting. Mr. Sarwar, another contestant for Awami League nomination was not present in the meeting as he was away in London for sometime.

Morning News

12th September 1970

Mujib addresses Narayanganj meeting on Sept. 20

(From Our Staff Reporter)

The Awami League Chief, Shikh Mujibur Rahman, will address a public meeting at Narayanganj on September 20 (Sunday).

According to a party Press release, Sheikh Mujib will be also address another public meeting at Nawabganj under Dacca District on September 22.

দৈনিক ইণ্ডেফাক

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভা শুরু

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত শুক্রবার রুদ্ধদ্বার কক্ষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভা শুরু হইয়াছে। শীঘ্রই আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নামের পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

১৬২টি জাতীয় পরিষদ আসন ও ৩০০টি প্রাদেশিক পরিষদ আসনের জন্য প্রায় পৌণে দুই হাজার আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে পার্লামেন্টারী বোর্ড পৃথক পৃথকভাবে মনোনয়ন প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

সংবাদ

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

কাইয়ুম খান বলেন:

শেখ মুজিব পাকিস্তানের বখশী গোলাম মোহাম্মদ

করাচী, ১২ই সেপ্টেম্বর (এপিপি)।— পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান এখানে বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী হইতে একথা পরিকারভাবে প্রকাশ পায় যে, শেখ মুজিব ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন।

আগা খান জিমখানায় আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতায় কাইয়ুমী লীগ প্রধান আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের বখশী গোলাম মোহাম্মদ বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবের রহমানের ৬-দফা কর্মসূচী হইতে পরিকার বুঝা যায় যে, তিনি ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিবেন।

জনাব কাইয়ুম খান পুনরায় উল্লেখ করেন যে, কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহিত আওয়ামী লীগের আঁতাত রহিয়াছে। কাউন্সিল লীগ শেখ মুজিবের রহমান ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান খান ওয়ালী খানের বিরুদ্ধে কেন প্রার্থী মনোনীত করে নাই। ইহাই তাঁহার অভিযোগের আরও একটি প্রমাণ। তিনি বলেন যে, অবশ্য মিয়া মমতাজ দৌলতানার পদত্যাগের পর আওয়ামী লীগের সহিত কাউন্সিল মুসলিম লীগের আঁতাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ) প্রধান পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ভুট্টো যাহা প্রচার করিতেছেন, বাস্তবে তিনি উহা কামনা করেন না।

জনাব কাইয়ুম খান বলেন যে, জনাব ভুট্টো শ্রমিক কৃষকদের দাবীর একজন প্রধান হোতা হিসাবে নিজেকে জাহির করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাঁহার নিজের জমি চাষীদের মধ্যে কতটুকু তিনি বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পদের কতটুকু তিনি শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন করিয়াছেন? তিনি বলেন যে, ভুট্টো সাহেব প্রসাদোপম অট্টালিকায় বাস করেন এবং রাজার হালে দিন কাটান। তাঁহার মত লোকের পক্ষে গরীবের সত্যিকার বন্ধু হওয়া সম্ভব নয়। কাইয়ুম খান আরও বলেন যে, ভুট্টো যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ভারতের সহিত যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুতরাং এখন সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নিজেই আবার চিৎকার করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফায়দা হইতে পারেনা। তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন, তখনই তাঁহার এই প্রস্তাব নাকচ করা উচিত ছিল। জনাব

কাইয়ুম বলেন যে, জনাব ভুট্টো আজ ২২টি পরিবারের হাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথা বলিতেছেন। কিন্তু মন্ত্রী থাকাকালে তিনিই এই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইতে সাহায্য করিয়াছেন। জনাব ভুট্টো তাসখন্দ ঘোষণার সময়ও ছিলেন কিন্তু পরে আসিয়া তিনি উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। খান আবদুল কাইয়ুম খান বলেন যে, তাসখন্দ ঘোষণায় কোন গোপন বা রহস্যপূর্ণ কিছুই নাই। তিনি চ্যালেঞ্জ করিয়া বলেন যে, জনাব ভুট্টো যদি তাসখন্দ ঘোষণার গোপনীয় কিছু জানিয়া থাকেন তবে যেন উহা প্রকাশ করেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্পর্কে অবমাননাকর ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন উক্তি করার জন্য খান আবদুল কাইয়ুম খান ভুট্টোর তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, যাহারা কেন্দ্রকে দুর্বল করিতে চাহে তাঁহার দল তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়া যাইবে। পাকিস্তানের কেন্দ্র যদি শক্তিশালী থাকে তবেই প্রদেশসমূহ সমৃদ্ধশালী হইবে। দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখিয়াই উহা সম্ভব।

দৈনিক পয়গাম

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিব পাকিস্তানের বখশি গোলাম মোহাম্মদ: কাইয়ুম খান

করাচী, ১২ই সেপ্টেম্বর।- মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান এখানে এক জীমখানাতে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, আওয়ামী লীগের ছয় দফা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে শেখ মুজিবর ভারতে পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহেন।

জনাব কাইয়ুম খান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জনাব ভুট্টোর তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের বখশি গোলাম মোহাম্মদ বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন শেখ সাহেব ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহেন। জনাব কাইয়ুম খান ইহাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি তাহার পূর্ব অভিযোগের পুনরুল্লেখ করিয়া বলেন, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও শেখ মুজিবের মধ্যে গোপন যোগসাজস রহিয়াছে, সেই জন্য কাউন্সিল মুসলিম লীগ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কোন প্রার্থী দাঁড় করায় নাই। তবে কাউন্সিল লীগ হইতে দৌলতানার পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সে যোগসাজস শেষ হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, জনাব ভুট্টো যাহা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা চাহেন না। তিনি বলেন জনাব ভুট্টো দরিদ্র কৃষক ও মেহনতি মানুষের নেতা সাজিতে চাহেন। আমি কি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি:

তিনি তাঁহার কতখানি জমি হারীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, কিংবা তাঁহার কতখানি সম্পদ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন? তিনি অভিযোগ করেন যে, উপরন্তু মন্ত্রী থাকাকালে জনাব ভুট্টো ২২ পরিবারের হস্তে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছেন। মুসলিম লীগ প্রধান ভুট্টোর প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া বলেন যে, তাসখন্দ চুক্তির মধ্যে গোপন বা রহস্যজনক কিছু নাই থাকিলে তিনি তাহারা প্রকাশ করেন না কেন? -এপিপি

আজাদ

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিবর পাকিস্তানের বকশী গোলাম মোহাম্মদ: কাইয়ুম খান

করাচী, ১২ই সেপ্টেম্বর।- পাকিস্তান মোছলেম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের বখশী গোলাম মোহাম্মদ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, তাহার ৬-দফা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে শেখ মুজিবর রহমান ভারতের পক্ষাবলম্বন করিতে চাহেন। ইহা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

আগা খান জিমখানায় এক কর্মসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, কাউন্সিল মোছলেম লীগের সহিত আওয়ামী লীগের আঁতাত ছিল। কাউন্সিল লীগ শেখ মুজিবর রহমান ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান খান ওয়ালী খানের বিরুদ্ধে প্রার্থী মনোনীত করেন নাই। ইহা তাহার অভিযোগের আরও একটি প্রমাণ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, অবশ্য মিয়া দৌলতানার পদত্যাগের পর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল মোছলেম সহিত লীগের আঁতাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভুট্টোর কথায় ও কাজে মিল নাই

জনাব কাইয়ুম খান পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড, এ, ভুট্টোরও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ভুট্টো যাহা প্রচার করিতেছেন বাস্তবে তিনি উহা কামনা করেন না। জনাব কাইয়ুম খান বলেন যে, জনাব ভুট্টো শ্রমিক কৃষকদের দাবীর একজন প্রধান চ্যাম্পিয়ান বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাঁহার নিজের জমি চাষীদের মধ্যে কতটুকু তিনি বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পদের কতটুকু তিনি শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন? তিনি বলেন, ভুট্টো সাহেব প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করেন এবং রাজার হালে দিন কাটান। তাঁহার মত লোকের পক্ষে গরীবের সত্যিকার বন্ধু হওয়া সম্ভব নহে। কাইয়ুম খান আরও বলেন

যে, ভুট্টো যখন উজির ছিলেন তখন তিনি ভারতের সহিত যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এখন তিনি আবার নিজেই সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছেন।

জনাব কাইয়ুম খান বলেন, জনাব ভুট্টো ২২টি পরিবারের হাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথা বলিতেছেন। কিন্তু উজির থাকাকালে তিনি উক্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। জনাব ভুট্টো তাসখন্দ চুক্তির সময়ও উপস্থিত ছিলেন কিন্তু পরে আসিয়া তিনি তাহার বিরোধিতা করেন। খান কাইয়ুম খান বলেন যে, তাসখন্দ ঘোষণায় কোন গোপন কিছু বা রহস্যপূর্ণ কিছু নাই। তিনি চ্যালেঞ্জ করেন যে, জনাব ভুট্টো যদি তাসখন্দ ঘোষণা সম্পর্কে কোন কিছু জানিয়া থাকেন তবে যেন তিনি তাহা প্রকাশ করেন। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

২০শে সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে শেখ মুজিবের জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২০ শে সেপ্টেম্বর রবিবার নারায়ণগঞ্জে যে জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন, উহার কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য গতকাল (রবিবার) নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগের এক সভা সংগঠনের সভাপতি জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনসভা চাষাড়া বালুর মাঠে বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শেখ মুজিবের জনসভাকে সফল করিয়া তোলার জন্য নারায়ণগঞ্জে ব্যাপক প্রস্তুতি চলিতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

সিটি নার্সিং হোমে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অসুস্থ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হাফেজ মুসা ও খান সাহেব ওসমান গনির সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গতকাল (সোমবার) স্থানীয় সিটি নার্সিং হোমে গমন করেন।

Pakistan Observer

16th September 1970

AL yet to finalise nominations

(By A Staff Correspondent)

Disputes over the nomination of several candidates are holding up the announcement of names of Awami League nominees for the national and Provincial Assembly elections. The Awami League Parliamentary Board which is in session in Dacca has, however, finalised the list of the candidates for most of the seats. The party will contest in all the 168 National Assembly and 313 Provincial Assembly seats in East Pakistan.

The Awami League sources have dropped a curtain over the entire issue of nomination. The scanty reports leaked out from the party headquarters, however, indicate that all the members of the Awami League Parliamentary Board have been selected as party candidates for 'the National Assembly' seats with the exception of Capt. Mansur Ali who is tipped for the province presumably for a big assignment later. Syed Nazrul Islam, Senior Vice-President of the East Pakistan Awami League who is at present selected for National Assembly seat is also likely to be a party choice for assignment in the province afterwards.

The party is facing difficulty in selecting its nominees in Chittagong, Munshiganj, Narayanganj among many other places.

In Chittagong Mr. M. A. Aziz a Working Committee member and Secretary of the Chittagong District Awami League and Mr. Zahur Ahmed Chowdhury President, Chittagong City Awami League are both aspirants for the same National Assembly seat. Effort of the party bosses to convince one of the two to step down was unsuccessful. Even allurements of a provincial cabinet post to Mr. Zahur Ahmed Chowdhury could not solve the problem.

At Munshiganj, there are three aspirants for one seat each of the three candidates has his grounds to plead for the nomination. The Parliamentary Board is facing a problem in accommodating all the three. (If there were only two candidates both can be accommodated, one in the N. A. another in the P.A.) the three candidate are Mr. Kafiluddin Chowdhury, a former Provincial Minister of the United Front Government led by the KSP; Mr. Korban Ali, a former Awami League Parliamentary Secretary of the province and Shah Moazzem Hussain, an advocate and former student leader.

At Narayanganj, two candidates both brothers are causing embarrassment to the party hierarchy. While Mr. Mustafa Sarwar, a young industrialist and one of the Awami League financiers wants nomination for the seat which is contested by his brother Shamsuzzoha who commands respect among local Awami League circles at Narayanganj.

Former General Minister Mr. Doha's son is an applicant for a nomination in a Munshiganj constituency, Sheikh Mujibur Rahman would personally go to that constituency to ascertain the prospect of his young disciple before giving him a nomination.

Meanwhile, Sheikh Mujibur Rahman has not yet decided whether he would contest from the industrial area or the old city. The party is assessing various factors in taking this vital decision.

The Following is the list of the candidates so far known to have been selected for nomination in different places for the National Assembly:

Syed Nazrul Islam, Mr. Rafique Ahmed Bhuiya and Mr. Asaduzzaman Khan (Mymensingh), Khondkar Mustaque Ahmed, Mr. Mizanur Rahman Chowdhury and Mr. Taheruddin Thakur (Comilla), Mr. Abdur Rouf, Mr. Afsar Ali and Mr. Motiur Rahman (Rangpur), Mr. Moshir Rahman (Jessore), Sheikh Abdul Aziz and Mr. Mohsin Ali (Khulna), Mr. Amzad Hussain (Pabna) Mollah Jalaluddin and Obaidur Rahman (Faridpur), Mr. Tofail Ahmed, former student league leader (Barisal), Mr. Abdul Malek Ukil, Mr. Nurul Huq, Khawja Ahmed (Noakhali), Mr. Saukat Ali (Tangail), Prof. Yusuf Ali (Dinajpur), Mr. Zahiruddin, Mr. Tajuddin and Mr. Aminur Rahman (Dacca), Mr. Mujibur Rahman of Rajshahi a former PDM Awami Leaguer might be given a nomination although he has not formally applied.

Among the candidates a few would contest some notable politicians of other parties.

Mr. Rafique Bhuiya would contest the PDP Chief Mr. Nurul Amin, Mollah Jalaluddin's main rival would be Mr. Wahiduzzaman, Kazi Kader would be contested by Awami League's Afsar Ali, and NAP (Bhashani group) leader Mr. Moshir Rahman might face a big fight from Awami League's Abdur Rouf, a former student league leader.

In Khulna Mohsin Ali's main contestant would be Mr. Sabur Khan.

In Faridpur, PDP leader Mr. Yusuf Ali Chowdhury is in the same constituency with a Awami League's Obaidur Rahman.

Morning News

18th September 1970

AL finalises list of candidates

(By Our Staff Reporter)

The list of the Awami League candidates to contest election to all 162 National and 300 Provincial seats in East Pakistan has been finalised.

The names of the selected candidates will be officially announced in about a week's time. The week's time, reliable sources said, may be utilised to make regard "adjustment", with about a dozen seats on which there is believed to be lack of complete agreement as yet.

Though the Awami League sources maintained strict secrecy about the selected names it is now certain that party chief Sheikh Mujibur Rahman will contest from two constituencies in Dacca. In Old Dacca he will contest from Lalbagh-Kotwali- Sutrapur constituency. His likely contestant for the seat will be East Pakistan Council Muslim League President, Khwaja Khairuddin. He will also contest from Tejgaon-Tongi constituency.

From another Dacca seat the Awami League candidate, former Central Minister, Mr. Zahiruddin, will be contesting Provincial Amir of Jamaat-e-Islami Prof. Ghulam Azam and Bangla National League leader, Mr. Iqbal Ansari Khan.

The General Secretary of the party, Mr. Tajuddin Ahmed, will contest from Kaliganj-Kapasias probably against National Awami Party (Requisitionist group) leader, Mr. Ahmedul Kabir.

Vice-President

Syed Nazrul Islam, Senior Vice President of the Party, who was earlier tipped for a provincial seat, will now contest Maulana Athar Ali, a Nizam-e-Islam Party leader for the National Assembly seat from Kishoreganj.

Awami League candidate, Mr. Mohammad Mohsin, will be contesting Muslim League (Qayyum Group) leader and former Central Minister, Khan A. Sabur Khan, NAP (Bhashani Group) leader Mr. Abdul Jabbar, and PDP leader, Mr. Abdul Jalil.

Mr. Rafiqul Islam Bhuiya will contest PDP chief, Mr. Nurul Amin from Mymensingh.

Former student leader, Mr. Tofail Ahmed, will contest Deputy Amir Jamaat-e-Islami, Pakistan, Maulana Abdur Rahim, for Bhola (Barisal) seat.

President of the Pakistan Muslim League (Convention) Mr. Fazlul Qauder Chowdhury, will face Awami League candidate Prof. Khalid, Editor of Azadi, for one of the Chittagong seats.

Khondokar Nurul Islam has been set up against Mr. Aatur Rahman Khan, PNL, Chief, from Savar seat.

The Organising Secretary the party, Mr. Obaidur Rahman, has been selected to fight Mr. Yousuf Ali Choudhury (Mohan Mia) for a Faridpur seat.

Mr. Afsar Ali will contest Mr. Abul Quasem, General Secretary of the Pakistan Council Muslim League in Rangpur. Mr. Azizur Rahman Akkas will challenge Shah Azizur Rahman, Deputy leader of the defunct National Assembly for one of the Kushtia seats.

Capt. Sujat Ali is likely to contest Prof. Muzaffar Ahmed, President of the NAP (Requisitionist Group) for one of the Comilla seats.

Mr. Taheruddin Thakur, Chief Reporter of Ittefaq will contest RNL General Secretary Mr. Oli Ahad and NAP (Requisition Group) leader, Dewan Mahboob Ali. for one of the Comilla seats.

Col. (Retd.) M. A. G. Usmani will contest from Sylhet. The candidate selected to fight President of the East Pakistan PDP Mr. Abdus Salam Khan, is likely to be Mr. M. A. Khair for one of the Faridpur seats.

Meanwhile Secretary of the East Pakistan Awami League Parliamentary Board, Mr. Tajuddin Ahmed, last night announced that the list of the candidates for both the National and Provincial Assembly seats have been finalised after about 60 hours deliberations. He said that the names have been selected “unanimously”.

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

আজ নারায়ণগঞ্জে শেখ মুজিবের জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আজ (রবিবার) বিকাল ৪টায় নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে চাষাড়া বালুর মাঠে আয়োজিত জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের রহমান বক্তৃতা দান করিবেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, কামরুজ্জামান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সাধারণ

সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব আবদুল মালেক উকিল ও জনাব এম, এ, আজিজ; নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক জনাব শামসুল হক; নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা বেগম নূরজাহান মোরশেদ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা বেগম বদরুন্নেসা আহমদ প্রমুখবক্তৃতা দান করিবেন।

শেখ মুজিব আগামী ২২ শে সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় দোহারে এবং বিকাল ৪টায় নওয়াবগঞ্জে জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

হরিরামপুরে জনসভা

আজ বিকাল ৩টায় হরিরামপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নবাবেরবাগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। মেসার্স জহিরুদ্দিন, ডঃ কামাল হোসেন, আনোয়ার চৌধুরী, গাজী গোলাম মোস্তফা, ডাঃ মোশাররফ হোসেন প্রমুখ এই জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

সিদ্দিক বাজার কর্মী সম্মেলন

আজ রাত্রি ৯টায় সিদ্দিক বাজার মহল্লায় আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, জনাব সিরাজুল ইসলাম, গাজী গোলাম মোস্তফা, জনাব মনসুর আহমদ, জনাব এ, রহিম প্রমুখ বক্তৃতা দান করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শুধু নির্বাচন বানচাল নয়

জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর রোধকল্পে নূতন চক্রান্ত চলিতেছে:

নওয়াবগঞ্জে শেখ মুজিবের ইঁশিয়ারি

(নজরুল ইসলাম প্রদত্ত)

নবাবগঞ্জ (ঢাকা), ২২ শে সেপ্টেম্বর।— আজ স্থানীয় নবাবগঞ্জ কলেজ ময়দানে আয়োজিত স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবের রহমান একশ্রেণীর সরকারী আমলা, বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী এবং পায়ের তলায় মাটিবিহীন একশ্রেণীর রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচন বানচালের এবং বাংলার ৭ কোটি বঞ্চিত-শোষিত মানুষের তীব্র প্রতিরোধের মুখে উক্ত উদ্দেশ্য সফল না হইলে যাহাতে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হইতে পারে তাহার জন্য এক নূতন চক্রান্ত চলিতেছে বলিয়া জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী পরিবেষ্টিত

এবং ইছামতী তীরের অধিকার আদায়-প্রত্যাশী বিশাল জনসমুদ্র চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক ধ্বনি এবং বাংলার স্বার্থবিরোধী যে-কোন চক্রান্ত প্রতিরোধের জন্য বজ্র কঠোর সংকল্প ঘোষণা করিয়া গগনবিদারী শ্লোগান দিতে থাকিলে শেখ সাহেব বলেন, “তাই আগামী নির্বাচনে শুধু ভোট নয়-৬-দফার ব্যঞ্জে ভোট দেওয়ার পর দাবী আদায়ের জন্য প্রয়োজনবোধে আবার আমি ডাক দিলে সংগ্রাম করার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।” তিনি আরও বলেন, ভোট শুধু ক্ষমতার জন্য নয়-দাবী আদায়ের জন্য ভোট চাই। উদ্বেলিত জনতার মুহূর্মুহ করতালি এবং হর্ষধ্বনির মধ্যে শেখ সাহেব চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন : “তোমরা মনে রেখ, বাংলার মানুষ আজ আর ঘুমাইয়া নাই। বাংলার মানুষ রক্ত দিতে শিখিয়াছে। যত চক্রান্তই কর, বাংলার মানুষকে আর তোমরা দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।”

নবাবগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান। সভার শুরুতে নবাবগঞ্জ, দোহার এবং কেরানীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় পরিষদের আসনের জন্য আওয়ামী লীগের একমাত্র মনোনয়ন প্রার্থী জনাব আশরাফ আলী চৌধুরী শেখ সাহেব এবং সভায় উপস্থিত তাহার সহকর্মীদের অভ্যর্থনা জানাইয়া ভাষণ দান করেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক এবং ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক সহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন বানচালের আলামত

নির্বাচন বানচালের আলামত সম্পর্কে জনসাধারণ-বিশেষ করিয়া ছাত্র ও শ্রমিকদের সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলেন, এই চক্রান্তকারীগণই শ্রমিকে শ্রমিকে, হিন্দু-মুসলমানে এবং খৃষ্টান-মুসলমানের মধ্যে নানা রকম উপায়ে গোলমাল লাগাইতেছে। তিনি এই প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন, পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে। গত আন্দোলনের সময় বিভেদ সৃষ্টিকারী এই দালালদের কেহ কেহ পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়া আশ্রয় পাইয়াছিল বলিয়া তিনি জানান। তিনি আরও বলেন যে, পরবর্তীকালে ইহারা আবার বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম কর্মী মরহুম আবদুল ওয়াসেফ খানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনকালে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কোন কিছু না করায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে শেরে বাংলা

এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের উপর পাকিস্তানের যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং বাংলার মানুষকে যেভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহার ইতিহাস বর্ণনা করেন।

তিনি বাংলার বন্যা সমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন, সর্বগ্রাসী বন্যার করাল গ্রাসে শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলা আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের উষ্ম মরুভূমি শস্য-শ্যামল করিয়া তোলা হইয়াছে হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তারবেলা-মঙ্গলা বাঁধ নির্মাণ করিয়া। তিন তিনটা রাজধানী এবং আমাদের পাট-চা-মাছ-চামড়া অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশের একই অঞ্চলকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া তোলা হইয়াছে। অথচ আজও বাংলার সেই সীমাহীন প্রান্তর আছে, নদী-নালা আছে, সেই মানুষ-সেই নীল আকাশ আছে, বাতাস আছে-তবু বাংলার মানুষের আজ দুর্দশা কেন? কেন বাংলার শিশু আজ না খাইতে পাইয়া মায়ের কোলে চিরনিদ্রায় ঢলিয়া পড়ে দুঃখিনী মাকে কাঁদাইয়া? কেদেবে ইহার জবাব? কেন মওদুদী-নসরুল্লাহ-কাইয়ুম খানের দল বাংলার মানুষকে শোষণ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় না। তিনি আরও বলেন, আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলিতে, শিক্ষা লাভ করিতে, আমাদের সম্পদ ভোগ করিতে এবং অধিকার লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিলে কেন ইসলাম বিপ্লবের ফতোয়া এবং পাকিস্তান ধ্বংসের জিকির উঠিয়া থাকে? জবাব দাও মিথ্যা ফতোয়াবাজের দল, জবাব দাও বাংলার মীরজাফরের দল।

তিনি বলেন, বাংলার এই দুর্দশার জন্য বাংলার মীরজাফররাও কম দায়ী নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড়ের বাজারের জন্য আজ আমার বাংলার ২০ লক্ষ তাঁতী বেকার হইয়া গিয়াছে, গ্রাম-বাংলার পথে-প্রান্তরে আজ তাঁতীদের ঠক-ঠকানী আওয়াজ শোনা যায় না, রাতে পুঁথি-জারীর আসর বসে না, লাঠিখেলা হয় না, নৌকা বাইচ হয় না-কে কাড়িয়া নিয়াছে বাংলার এই সুখ আর সমৃদ্ধি? দীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরিয়া বাংলাকে যে শোষণ করা হইয়াছে বাংলার আজিকার দুর্দশা তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, আমরা কাহারও বাজার কিংবা দাস হওয়ার জন্য পাকিস্তান অর্জন করি নাই। কিন্তু সেই পাকিস্তানে খাইয়া বাঁচিতে চাহিয়া পাইয়াছি গুলী, বাংলা ভাষায় কথা বলিতে চাহিয়া পাইয়াছি জেল-জুলুম, অত্যাচার-নিপীড়ন, গুলী আর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী।

শোষণ আর অত্যাচারের অবসান চাই

তিনি বলেন, এই শোষণ আর অত্যাচার-জুলুমের অবসানের জন্যই ৬-দফা দাবী করিয়াছে এবং ৬-দফা ঘোষণার পর হইতে শোষকদের মাথা ব্যথা শুরু

হইয়া গিয়াছে। ৬-দফার বিজয়ের পথ রুদ্ধ-তথা আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে জয়ী হইতে না দেওয়ার জন্য আজ সর্বাত্মক চেষ্টা চলিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, নির্বাচন উপলক্ষে শোষণকা বাংলা দেশের দালালদের পিছনে কোটি কোটি টাকা ঢালিতেছে। তিনি এই দালালদের আগামী নির্বাচনে চিরদিনের মত খতম করিয়া দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

দোহারের জনসভা ও পথে পথে সম্বর্ধনা

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আওয়াম লীগ প্রধান আজ অপরাহ্নে দোহার থানার জয়পাড়া হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায়ও বক্তৃতা করেন। থানার সুদূর পল্লী হইতে হাজার হাজার মানুষ শেখ সাহেবকে এক নজর দেখার এবং তাঁহার বক্তৃতা শোনার জন্য নৌকাযোগে সভায় আগমন করেন। পল্লীর বহু সংখ্যক কুলবধু এবং বর্ষিয়সী মহিলাগণও নৌকাযোগে সভায় আগমন করেন এবং আশ্বিনের উন্মুক্ত আকাশের নীচে অগ্নিস্করা রৌদ্রের মধ্যে বসিয়া অধীর আগ্রহ সহকারে বাংলার এই অগ্নিপুরুষের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। শেখ সাহেবকে লঞ্চ এবং অসংখ্য নৌকার মিছিল সহকারে জয়পাড়ায় লইয়া আসিলে তাঁহাকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিভিন্ন কারুকার্যশোভিত কলসী দিয়া তাঁহার সম্মানার্থ তোরণ নির্মাণ করা হয়। সকাল ১০টায় সভানুষ্ঠানের কথা থাকিলেও ভোর হইতেই হাজার হাজার নর-নারী সভাস্থলে আসিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে বেলা ২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকেন। সভাস্থলে আগমনের পর স্থানীয় কৃষক সমিতি, তাঁতী সমিতি, জেলে সমিতি এবং ছাত্র ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বিপুলভাবে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। তাঁতী সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে তাঁত বস্ত্র উপহার প্রদান করা হয়।

আওয়ামী লীগ প্রধানের আগমন উপলক্ষে ইছামতীর কূলে কূলে এক অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্যের সঞ্চারণ হয়। ফতুল্লা হইতে লঞ্চযোগে ধলেশ্বরীতে পড়িলে অপর কয়েকটি সুসজ্জিত লঞ্চ বাদ্যযন্ত্র সহকারে শেখ সাহেবকে অভ্যর্থনা জানায়, নদীবক্ষে মিছিল করিয়া তাঁহার অনুগমন করে সারাটি পথ। শিক্ষা সংস্কৃতির দিক দিয়া উন্নত এবং ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের লীলাভূমি ইছামতী তীরের বাররা, বক্স নগর, কলাকোপা, বাঙ্গুরা প্রভৃতি স্থানে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানান হয়। শেখ সাহেব এই সকল স্থানে অনির্ধারিত সভায়ও বক্তৃতা করেন। সর্ব ইছামতী ধরিয়া দোহার যাওয়ার পথে নদীর দুই তীরের জনপদ আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠে। বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিয়া বৃদ্ধা যুবা-মহিলাগণ সারিবদ্ধভাবে ইছামতীর তীরে দাঁড়ান শেখ সাহেবকে এক নজর দেখার জন্য। তাঁহারা শেখ সাহেবকে হাত দোলাইয়া আশীর্বাদ এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শেখ সাহেব লঞ্চের দোতলার উপর দাঁড়াইয়া গ্রাম

বাংলার এই স্নেহময়ী মাতা-ভগ্নীর স্বতঃস্ফূর্ত এবং হৃদয় নিঃড়ান আশীর্বাদ এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। দোহার পর্যন্ত সারাটি পথে একই দৃশ্যের অবতারণা হয়। দোহার হইতে পুনরায় নবাবগঞ্জে আগমনের পথেও নারিকেল, খেজুর এবং অসংখ্য গাছপালার বীথিকার ছায়া-সুনিবিড় ইছামতীর কূলে কূলে মাতা-ভগ্নীকুলবধূরা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কখনও করতালি, কখনও হাত দোলাইয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। এই সময় সুসজ্জিত নৌকার মিছিল এবং বহুসংখ্যক বাইচের নৌকাও তাঁহার অনুসরণ করে। শেখ সাহেবের আগমনে ইছামতীর কূলের জনপদে এক অপূর্ব সাড়া জাগিয়া উঠে।

নবাবগঞ্জের জনসভায় কৃষকগণ লাঙ্গল লইয়া সভায় যোগদান করেন। সভায় জনৈক মহিলা সৌদী আরব হইতে আনীত একটি জায়নামাজ এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি রৌপ্য নির্মিত নৌকা উপহার প্রদান করেন।

Morning News

20th September 1970

AI-Nap (R) Alliance Likely

KARACHI, Sept 19. (PPI): Election alliance between the Pakistan National Awami Party Wali Khan Group and Sheikh Mujibur Rahman's Awami League may be formed next week at Dacca with the arrival of West Pakistan NAP's top leaders the NAP sources disclosed here yesterday.

According to these sources the NAP chief Khan Abdul Wali Khan, NAP Secretary-General Mr. Mahmoodul Huq Usmani, West Pakistan NAP Secretary-General Mr. Ghaus Bux Bizenjo and Sind NAP chief Sheikh Abdul Majid Sindhi will arrive in Dacca on Monday to attend the NAP Central Parliamentary Board meeting.

They will also meet the chief of the Awami League Sheikh Mujibur Rahman and other top leaders in a bid to forge election alliance to meet the challenge from extreme leftists and extreme rightist parties.

The NAP sources were confident that the party would gain from an alliance with the Awami League during the forthcoming elections. The Awami League is all-strong in the Eastern Wing, but it had not gained much ground in West Pakistan.

The two parties could, therefore support each other in a number of constituencies in both East and West Pakistan to their mutual benefit.

When contacted Mr. Mahmoodul Haq Usmani did not rule out the possibility for such an alliance with Sheikh Mujibur Rahman and said : The NAP is ready to enter into election alliance with like-minded parties.

He said the NAP would contest election for about 70 National Assembly seats in East Pakistan and 50 in West Pakistan. As such, the NAP was willing to support the candidates of “an allied party” in those constituencies where the NAP was not contesting elections.

Mr. Usmani was of the view that the NAP and the Awami League, which had identical views on a number of national questions, “if allied could effectively counter the election challenge from both the extreme left and extreme right.”

NO LOSS

He said the Awami League high command now seemed to have realised that it would not lose anything but stood to gain from an election alliance with “like-minded parties”.

Asked to comment on the cent visit to Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani to Rawalpindi, he said, “It could not be confined to the discussions on flood situation in East Pakistan only”. Mr. Usmani was of the view that the Maulana seemed to be on a fact-finding mission to West Pakistan to counter Awami League’s growing influence in East Pakistan.

“In fact”, he said, it was more convenient for Maulana Bhashani to meet President Yahya Khan last month in Dacca than to ignore the sufferings of the flood-affected people and discontinue his all-important political activities in East Pakistan and rush now to Rawalpindi.

He said he attached much “political importance” to the Maulana’s visit at this stage to the Federal Capital in West Pakistan, Mr. Usmani declined to further elaborate his point.

আজাদ

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নারায়ণগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিব:

জেলা ভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদ সৃষ্টির বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী

(স্টাফ রিপোর্টার)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল রবিবার নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বলেন যে, তিনি ভোটের মাধ্যমে দাবী আদায় না হইলে সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের দাবী আদায় করিবেন।

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এ, কে, এম সামসুজ্জোহা।

গণ-আন্দোলনের বীর শহীদানের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার বক্তৃতা শুরু করেন।

তিনি বলেন যে, জনগণ রক্তের বিনিময়ে আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছে। কাজেই তাহাদের নিকট আমার জীবন চির ঋণী।

আওয়ামী লীগ সভাপতি স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, “শোষণ মুক্ত সমাজ কায়েম করা হইবে এবং আমি আমার সম্পদের মালিক হইব—এই স্বপ্নকে সম্মুখে রাখিয়া জনগণ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সেই স্বপ্ন সফল হয় নাই।”

পাকিস্তানের গত ২২ বৎসরের ইতিহাস কেবলমাত্র দুঃখ, শোষণ, নির্যাতন ও আত্মদানের ইতিহাস বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, আমরা চাই ইনস্যাফ ও ন্যায় বিচার এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে নায্য অধিকার।

তিনি আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগ নিপীড়িত মানুষের পিছনে আছে বলিয়া জনতা আওয়ামী লীগকে ভাল বাসে।

প্রসঙ্গক্রমে আওয়ামী লীগ প্রধান জামাতে এছলামী প্রধান মওলানা মওদুদীর বক্তব্যের সমালোচনা করেন।

শেখ মুজিব তাহার বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন, আওয়ামী লীগের অবস্থা খারাপ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখার ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান পুনরায় জনগণের নিকট এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ব্যাংক, পাট ব্যবসা ও বীমা কোম্পানী সমূহ জাতীয়করণ করিবে এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মফ করিয়া দিবে।

আওয়ামী লীগ ও ৬ দফাকে ভোটদানের জন্য তিনি জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান আটক আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ কর্মীগণকে অবিলম্বে মুক্তিদান এবং দ্বিতীয় রাজধানীতে জাতীয় পরিষদ ভবন নির্মাণের কাজ আগামী তিন মাসের মধ্যে সমাপ্ত করার দাবী জানান।

তিনি জেলা ভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদ সৃষ্টির বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

কামরুজ্জামান

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান বলেন যে, যাহারা বন্যার অজুহাত দেখাইয়া নির্বাচনকে পিছাইয়া দিতে চান

তাহারা জনগণ ও গণতন্ত্রের শত্রু। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, নির্বাচন হউক আর না হউক আওয়ামী লীগ ৬দফা আদায় করবেই।

তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য ৬ দফা বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক সরফরাজ খান এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব তাজ উদ্দিনও এই সভায় বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নারায়ণগঞ্জের বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিব বলেন:

আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় ভীত মহল মাদ্রেই

নির্বাচন ঠেকাইয়া রাখার চক্রান্ত চালাইতেছে:

নির্বাচন হোক বা না হোক, দাবী আদায়ের সংগ্রামে

আর আমরা শহীদ হইব না

॥ তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রদত্ত ॥

নারায়ণগঞ্জ, ২০ শে সেপ্টেম্বর।— প্রাচ্যের ডাঙি নামে পরিচিত বিশ্বের বৃহত্তম পাট রফতানি কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের বালুর মাঠে একটিও বালিকণা দেখা যায় নাই। সুদীর্ঘ সাড়ে চার বৎসর পর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা শোনার জন্য গতকাল (রবিবার) সে বালির মাঠে খরশ্রোতা নদীর শ্রোত প্রবাহে বালি ভাসিয়া আসে নাই, আসিয়াছে অগণিত মানুষ আর রচনা করিয়াছে বহুদূরবিস্তৃত মানুষের বেলাভূমি। সে বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া শেখ মুজিবর রহমান প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে ৭ কোটি বাঙ্গালীকে সতর্ক করাইয়া দিয়া বলেন, আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় ভীতমহল মাদ্রেই অতীতের নিয়মে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার ঘৃণ্য চক্রান্ত চালাইতেছে। নির্বাচন বানচাল করিয়া প্রাসাদ চক্রান্তের মাধ্যমে এদেশের ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়া ছিনিমিনি খেলার সেই একই ষড়যন্ত্র আবার পাকানো হইতেছে। বিস্ময়ে হতবাক শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ইস্পাতকঠিন শপথের উদ্বোধন করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বক্তৃকণ্ঠে ঘোষণা করেন, কিন্তু এইবার আমরা ষড়যন্ত্রকারীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, নির্বাচন হোক আর না হোক, আমরা আমাদের দাবী আদায় করিবই করিব এবং দাবী আদায়ের সংগ্রামে আমরা আর শহীদ হইব না, আমরা গাজী হইব।

দলীয় প্রধানের কঠিনিঃসৃত এই আশ্বাসবাণী শ্রবণে বিশাল জনতা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকাইয়া উঠে এবং বজ্র নির্ঘোষে ফাটিয়া পড়ে। শেখ

সাহেব গগনবিদারী ধ্বনির মধ্যে যতি টানিয়া দিয়া ঘোষণা করেন, ষড়যন্ত্রকারীরা, তোমরা জানিয়া রাখ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়িয়া যাহারা সংগ্রাম করিতেছে, পরপারের হাতছানিকে যাহারা খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতায় স্বাগত জানাইয়াছে তাহাদের মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া কোন লাভ নাই। প্রদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোক, ছাত্র ও শ্রমিকদের সর্বপ্রকারের উস্কানির মুখে শান্ত থাকার আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন যে, নির্বাচন ভুল্ল করার হাতিয়ার হিসাবে সর্বত্র অসহ্য উস্কানি দেওয়া হইতেছে, কিন্তু গণতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সাময়িকভাবে এইসব উস্কানি বরদাশত করিতে হইতেছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সভাবনাকে বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। মুসলমান ভাইয়েরা সাবধান, চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া দিতে হইবে। ছাত্র ও শ্রমিকরা সাবধান, আজ আর আত্মকলহ নয়। জাগ্রত বাংলার প্রতীক তোমরা। তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইলে বাংলার ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি হইবে এবং এই বিভেদ হইতেই আমাদের দুশমনরা ফায়দা লুটিবে। গণতন্ত্রের প্রতীক্ষায় আমাদের আরও ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান সংগ্রামের ডাক দিয়া বলেন, নির্বাচন হোক চাই না হোক, আমরা ৬-দফা দাবী আদায় করিবই করিব। সেই সংগ্রামের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমি দেশবাসীকে এই আশ্বাস দিতে চাই, যদি প্রাণ দিতে হয় তবে আমি আগে দিব, যদি জেলে যাইতে হয় আমি আগে যাইব। তারপর আপনাদের ডাক আসিবে।

জাতীয় পরিষদ প্রসঙ্গে

ঢাকাস্থ দ্বিতীয় রাজধানীতে নির্মীয়মাণ জাতীয় পরিষদ ভবনের কাজ অসমাপ্ত রাখার তীব্র সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, জাতীয় পরিষদের সদর দফতর স্থাপনের অজুহাতে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মণিপুর খামার ধ্বংস করিয়া দ্বিতীয় রাজধানী নামের একটা প্রহসন মঞ্চস্থ করা হইয়াছিল, সেখানে জাতীয় পরিষদ ভবন নির্মাণের কাজ কিছুটা আগাইয়া ছিল। কিন্তু সে কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া বর্তমানে ‘পিণ্ডিতে স্টেট ব্যাঙ্ক’ ভাঙ্গিয়া সদস্যদের বসার ব্যবস্থা করা হইতেছে। তিনি দ্বিতীয় রাজধানীর জাতীয় পরিষদ ভবন নির্মাণের কাজ অবিলম্বে সমাপ্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর নির্বিচারে ৬০নং সামরিক বিধি আরোপের কঠোর সমালোচনা করিয়া রাজনৈতিক কারণে বন্দী সকল কর্মীকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য শেখ সাহেব প্রেসিডেন্ট ও গভর্নরকে পুনর্বীর অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রদেশের বিভিন্ন

কারাগারে আজ ৬০নং সামরিক বিধির আসামী হিসাবে প্রায় ৩০০ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মী আটক আছেন। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের উস্কানিমূলক বক্তৃতা-বিবৃতির ক্ষেত্রেও ৬০নং সামরিক বিধি সমানভাবে আরোপিত হওয়ার কথা, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ ধরনের অপরাধে কাহাকেও গ্রেফতার করা হয় নাই। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ছুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, আমরা ক্ষমতার রাজনীতি করি না-আমাদের সহ্যের একটা শেষ সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম না করার জন্য আমি সকলের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছি।

জনাব এ, কে, এম, এস, জোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এবং পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক হামিদ সরফরাজ বক্তৃতা করেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের যাত্রাপথে বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটসমূহের উদ্যোগে স্বাগত তোরণ নির্মিত হয়। পথের দুই পাশে সহস্র মানুষ আওয়ামী লীগ প্রধানকে দেখার জন্য ভিড় করে। প্রত্যেক স্থানেই তিনি গাড়ী থামাইয়া অপেক্ষমাণ জনতার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। যাত্রাবাড়ী ও শ্যামপুরে তিনি আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করেন এবং অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। পোস্তগোলা শ্রমিক এলাকায় নেতাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিপুল প্রাণচাম্বেলের সৃষ্টি হয়।

শেখ মুজিব বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল আসনে আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে এবং এইসব আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নাম আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হইবে।

আগামী নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্যনির্দেশ প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, আগামী নির্বাচন শুধু ক্ষমতা দখলের বা প্রতিনিধি নির্বাচন নয়, এই নির্বাচন বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট। তাই আজ প্রতিটি নির্বাচনী - কেন্দ্রে আপনাদের আমাকে অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে অর্থাৎ ৬-দফাকে ভোট দিতে হইবে। এইবারকার নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল গণদুশমনদের ভোটের বাস্তব যদি খালি ফেরত দেওয়া না যায়, তবে মনে রাখিবেন, এদেশের দুর্ভোগের অবসান হইবে না।

শেখ সাহেব বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, আপনারা আমার দলকে ভোট দিয়া সকল নির্বাচন কেন্দ্রে জয়যুক্ত করুন, আমি আপনাদের দেখাইয়া দিব দাবী আদায় হয় কি না হয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, একশ্রেণীর গোয়েন্দা কর্মচারী দেশব্যাপী আওয়ামী লীগকে অর্থ সাহায্য না করার জন্য কানাকানি করিতেছে। তাহাদের খেদমতে আমি নিবেদন করিতে চাই যে, ভুঁড়িওয়ালাদের টাকার আমার দরকার নাই-টাকা দিয়া আমার মাথা ক্রয় করা যাইবে না। আমার দলের নির্বাচনী ব্যয় যোগাইবে এদেশের আপামর মানুষ। প্রয়োজন হইলে আমি তাহাদের কাছেই টাকা চাহিব।

শেখ সাহেব বলেন, নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া আপনাদের উপর অসীম দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের নিরীহ মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য স্বার্থান্বেষী মহলের চেষ্টার অন্ত নাই। অতএব আগামী ঈদের ছুটিতে বাড়ী গিয়া গ্রামবাসী জনসাধারণকে এবারকার নির্বাচনের গুরুত্ব ও সঠিক তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাইলে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী হাত তুলিয়া শেখ সাহেবের প্রস্তাবে সম্মতি জানান।

সংবাদ

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নারায়ণগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিব:

আসন্ন নির্বাচনের পূর্বে রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (রবিবার) নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে সকল রাজবন্দীকে মুক্তি প্রদানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বলেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে আদায় না হইলে তাঁহার দল আন্দোলনের মাধ্যমে ৬-দফা আদায় করিবে। তিনি বলেন, শোষণ ও নির্যাতনের অবসানের জন্য আওয়ামী লীগ বদ্ধপরিকর। তাই নির্বাচনের মাধ্যমে যদি দলীয় কর্মসূচী ৬-দফাকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয় তবে তাঁহার দল লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রামের পথ বাছিয়া লইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ “৬-দফাও আদায় হইবে-ইসলাম আর পাকিস্তানও থাকিবে”। পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি দীর্ঘ দিনের শোষণ ও বঞ্চনার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেনঃ “পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের সময় ইসলাম যায় না।” শেখ মুজিব ধর্মের নামে দেশবাসীকে শোষণের জন্য তথাকথিত ‘ইসলাম পছন্দদের’ সমালোচনা করেন। এক পর্যায়ে তিনি

মওলানা মওদুদীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, বাংলার মানুষ অধিকার চাইলেই মওদুদীর ইসলাম গেল চিৎকার শুরু হয়। তিনি বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া তথাকথিত ইসলামপন্থী দলগুলির ঐক্যজোট গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পিডিপি, কাউন্সিল লীগ, জামাত এই সকল দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আজ ইসলাম-পন্থী ঐক্যজোট গঠন করিতেছে। কিন্তু আসলে তাহাদের এই ঐক্যজোটের নাম ‘ইসলাম না পন্থী’ হওয়া উচিত। কেননা, অতীতে ইহারা জনগণের রক্ত শোষণ করিয়াছে এবং আগামীতেও তাহাই করিবে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, যতদিন আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা না কমে ততদিন পর্যন্ত নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

তিনি বলেন, এই বারের ভোট বাঙালীদের জন্য গণভোট। জনগণকে তিনি তাই নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান। এই উদ্দেশ্যে তিনি কর্মীদের আর শহীদ না হইয়া গাজী হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে বলেন। শেখ মুজিব অভিযোগ করেন যে, নির্বাচন বানচাল ও বাঙ্গালীকে বিভক্ত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। তিনি এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জনগণকে হুশিয়ার করিয়া দেন। তিনি বলেন, গণ-দুশমনরা তাহাদের ঐ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা চালাইতেছে। শেখ সাহেব যে কোন মূল্যের বিনিময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য অটুট রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নির্বাচনে জয়লাভ করিলে ব্যাঙ্ক বীমা জাতীয়করণ এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হইবে। নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী দুই-এক দিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হইবে।

শেখ মুজিব অবিলম্বে ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানীর জাতীয় পরিষদ ভবনের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন দাবী জানান।

তিনি অভিযোগ করেন, যেখানে আইয়ুব আমলে ঢাকাকে জাতীয় পরিষদের হেড কোয়ার্টার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে সেখানে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া ‘পিপ্লির স্টেট ব্যাঙ্ক ভবনকে’ জাতীয় পরিষদ ভবনে রূপান্তরিত করার কাজ দ্রুতগতিতে চলিতেছে। তিনি আসন্ন নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশন যথাসময়ে বাসার তাগিদে অবিলম্বে ঢাকাস্থ জাতীয় পরিষদ ভবনের নির্মাণ সমাপ্ত করার দাবী জানান এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার যদি টাকা দেন, তবে ৩ মাসের মধ্যেই ইহা সমাপ্ত করা সম্ভব। বন্যা সমস্যা সমাধানে সরকার কর্তৃক প্রতি মাসের জন্য বরাদ্দকৃত আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেখানে বন্যা সমস্যার সমাধানের

জন্য ২ শত ৩ কোটি টাকা প্রয়োজন সেখানে এই ব্যয় বরাদ্দ সমুদ্রে বারি বিন্দুসম। বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সরকার এই যাবৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু করেন নাই বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

সভায় নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে একটি রোপ্য নির্মিত নৌকার প্রতীক এবং ছাত্রলীগ ও বিভিন্ন আওয়ামী লীগ ইউনিটের পক্ষ হইতে কয়েকটি স্বর্ণপদক শেখ মুজিবকে উপহার দেওয়া হয়।

পূর্বাঞ্চে জনসভায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান, পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক সরফরাজ খান ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন বক্তৃতা করেন।

সভায় বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান, শ্রমিক-ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী, নারায়ণগঞ্জ হইতে অবিলম্বে মেলট্রেন চালু সহ কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সম্পাদকীয়

সংবাদ

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রার্থী মনোনয়ন প্রসঙ্গে

নির্বাচনের তারিখ ঘনাইয়া আসার সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচন প্রস্তুতিমূলক তৎপরতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্ন দলের প্রার্থী মনোনয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভা গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায় জাতীয় পরিষদের প্রার্থী-তালিকা চূড়ান্তভাবে স্থির করা হইবে। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শেষ করিয়াছে এবং দুই-একদিনের মধ্যে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হইবে। দক্ষিণপন্থী দলগুলির প্রার্থী মনোনয়নের কাজ তথাকথিত ‘ইসলাম-পন্থী’ ঐক্যজোটের চূড়ায় গিয়া ঠেকিয়াছে। প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে রশি টানাটানির দরুন ‘ইসলাম-পন্থী’ ওয়ালাদের নির্বাচনী জোটের ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে— যাহার আলামত দেখা গিয়াছে গত রবিবারের পিডিপি’র সভায়। সে যাহা হউক, দক্ষিণপন্থী জোটের তালিকা সম্পর্কে সকল দলের মতৈক্য প্রতিষ্ঠা কিম্বা জোট ভাঙ্গিয়া যাওয়া-এই দুইয়ের একটা না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের পক্ষে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে না।

‘ইসলাম-পসন্দ’ ওয়ালাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক। কারণ, এই প্রতিক্রিয়াশীল মুখচেনা দলগুলির নিকট দেশবাসীর কোন প্রত্যাশা নাই। কিন্তু গণতান্ত্রিক দলসমূহ যথা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় লীগ প্রভৃতির নিকট দেশবাসীর প্রত্যাশা বিরাট। কাজেই এই দলগুলি কাহাদিগকে দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করে উহার প্রতি দেশবাসীর সাগ্রহ দৃষ্টি নিবদ্ধ। এই দলগুলি বিশেষতঃ ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্য রহিয়াছে—উহাদের প্রার্থী সেই ঐতিহ্যের যোগ্য প্রতিনিধি হইবেন, ইহাই দেশবাসী আশা করেন।

কিন্তু সেই প্রত্যাশা কি পূরণ হইবে? এই প্রশ্নটিই আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, জনগণের সংগ্রামে বিশ্বস্ত সাথীদিগকেই তাঁহারা নির্বাচনের দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দান করিবেন। কোন এলাকায় উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে সেসব নির্বাচনী এলাকায় দলীয় প্রার্থী দেওয়া হইবে না। কিন্তু অপর দল সম্পর্কেও কি একই কথা বলা যায়? আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা সম্পর্কে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এ কথা বোধ হয় বলা যায় না। সকল নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী দেওয়ার আগ্রহাতিশ্যের দরুন অনেক ক্ষেত্রে এমন প্রার্থী দেওয়া হইতেছে বলিয়া শোনা যায় যাঁহাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য শূন্য, এমনকি দলীয় আনুগত্যও প্রশ্নাতীত নয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে আইয়ুব আমলের তমঘাধারী, অনেকে আওয়ামী লীগের বিপদের দিনে দলত্যাগ করিয়া চামড়া বাঁচাইয়াছেন, আবার অনেকের গা হইতে নাকি কনভেনশন লীগের গন্ধ এখনও মিলাইয়া যায় নাই। দেশবাসীর মনে প্রশ্ন: এই সকল প্রার্থী যদি বিজয়ীও হয়, তাহা হইলেও ইহাদিগকে লইয়া পরিষদে গিয়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কী করিবেন? প্রলোভন ও চাপের মুখে ইহারা কতক্ষণ আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবেন? শ্রমিক-কৃষক-নিম্নবিত্তশোষিত-নিপীড়িত মানুষের স্বার্থের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, বাঙ্গালী উঠতি বুর্জোয়াদের স্বার্থও কি ইহারা রক্ষা করিতে পারিবেন? ইহাদিগকে সাথে লইয়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের গদী দখলের আকাঙ্ক্ষা হয়ত পূরণ হইতে পারে, উহার বেশী কিছু আশা করা যায় না। এমন কি গদী দখলের পর পারমিট-লাইসেন্স নিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া দল ভাঙ্গাভাঙ্গির অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কাই বেশী।

সে যাহা হউক, গণতান্ত্রিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের কাছে দেশবাসীর তরফ হইতে আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন ত্যাগী, সংগ্রামী সচরিত্র ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদিগকে দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেন। ন্যাপ, আওয়ামী

লীগ, জাতীয় লীগ এ দেশের ছাত্র-জনতার ন্যূনতম সংগ্রামী কর্মসূচী ১১-দফার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করিয়াছেন। কাজেই ১১ দফার কর্মসূচীতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী এবং উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে সংগ্রাম করিতে এবং সে জন্য প্রয়োজন হইলে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত এরূপ রাজনৈতিক কর্মীকেই যেন গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি প্রার্থী মনোনীত করেন। অন্যথায় দেশবাসী তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। “কলা গাছকে ভোট দেওয়ার” অভিজ্ঞতা দেশবাসীর যথেষ্ট হইয়াছে,—জনসাধারণ এবার আর কোন দলের বা কোন নেতার মনোনীত “কলাগাছকে” ভোট দিতে প্রস্তুত নন।

দৈনিক পয়গাম

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নারায়ণগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণ:

৬ দফা বাস্তবায়নে দেশের সংহতি বিপন্ন হইবে না

(নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, তাঁহার দল এ দেশের সকল প্রকার অবিচার ও দুর্নীতির অবসান কল্পে ৬ দফা বাস্তবায়িত করিবেই।

গতকল্য (রবিবার) বিকালে নারায়ণগঞ্জের এক জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি আরোও বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভব না হইলে আওয়ামী লীগ আন্দোলন দ্বারা ৬ দফা বাস্তবায়িত করিতে পিছ পা হইবে না।

তিনি বলেন পাকিস্তান ও ইসলামকে কিছুতেই বিপন্ন হইতে দেওয়া হইবে না এবং সেই সাথে ৬ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান হতাসা ও অশান্তির অবসান ঘটবে।

তিনি দীর্ঘ তেইশ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে।

তিনি বলেন পূর্ব পাকিস্তান বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সাহায্য বরাদ্দের ব্যাপারে সরকারের প্রতি বছর আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করা সমুদ্রের তুলনায় বারি বিন্দু মাত্র।

প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তানে বন্যায় শত শত জীবনহানি এবং হইতে তিন কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকার এ যাবৎ কোন বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছেন না বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

শেখ মুজিব প্রদেশের সাম্প্রতিক গোলযোগ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন জেলাতে অন্তঃঘাতী বিরোধের ফলে বাংলার দাবী দাওয়া আদায়ে ব্যাহত সৃষ্টি হইবে এবং বাঙালীদের অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে পাট ব্যবসা, ব্যাঙ্ক বীমা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হইবে কারখানা শ্রমিকদের মালিকানা প্রদান করা হইবে। পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ করা হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান, দ্বিতীয় রাজধানীতে অবস্থিত জাতীয় পরিষদ ভবনটিকে বাদ কাজ অবিলম্বে সমাপ্ত করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

জনাব এ কে এম শামসুল জেহাওয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় আরোও অনেক আওয়ামী লীগ নেতা বক্তৃতা প্রদান করেন।

পূর্বদেশ

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিব:

গণবিরোধী শক্তি নির্বাচন বানচাল করতে চায়

(নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি)

নারায়ণগঞ্জ, ২০শে সেপ্টেম্বর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান “নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের” বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্যে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ বিকেলে নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, ‘গণবিরোধী শক্তিসমূহ বর্তমানে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে তৎপর হয়ে উঠেছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা।

শেখ মুজিব বলেন যে, পাকিস্তানের গত বাইশ বছরের ইতিহাস কয়েকটি স্বার্থবাদীদের গণতন্ত্রবিরোধী ও দেশের সাধারণ বঞ্চিত মানুষের শোষণের ইতিহাস।

তিনি জনাব নূরুল আমীন ও মওলানা মওদুদীর তীব্র সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যখন পূর্ব বাংলার ন্যায় দাবীর কথা উত্থাপন করা হয়েছে তখনই মওলানা মওদুদী, ইসলাম গেল বলে আমাদের দাবী নস্যাৎ করার চেষ্টা করছেন।

সরকার পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিমাসে যে আড়াই কোটি টাকা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা’ তিনি “পকেট মানি” বলে মন্তব্য করেন। তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যাপকভিত্তিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবী জানান।

শেখ মুজিব অবিলম্বে ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানী ও জাতীয় পরিষদ নির্মাণের জন্যে সরকারের কাছে জোর দাবী জানিয়েছেন।

তিনি তাঁর ভাষণে ওয়াদা করেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে পাট, ব্যাঙ্ক ও বীমা জাতীয়করণ করা হবে, শ্রমিকরা তাদের ন্যায় মূল্য পাবেন এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মারফ করে দেয়া হবে।

Morning News

21st September 1970

Movement if AL demands thru’ polls not realised: Mujib

(From Our Special Correspondent)

NARAYANGANJ Sept 20. The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, today said that attempts were being made to frustrate elections transfer of power to the representatives of the people and restoration of democracy in the country.

Sheikh Mujibur Rahman, who was addressing a huge public meeting this afternoon at Balur Math, warned that if the including those of autonomy could not be realised through votes, his party would not hesitate to wage movement to get them realised.

Without naming anybody, Sheikh Mujib said that those who were trying to undo elections were afraid of Awami League’s popularity and success. These elements, he cautioned the people, would not desist from their attempts to frustrate elections till Awami League’s popularity among the masses remained unchanged.

The meeting presided over by Mr. Shamsuzzoha, President of Narayanganj City Awami League, was also addressed Mr. Kamruzzaman, General Secretary of the All Pakistan Awami League, Mr. Tajuddin Ahmed General Secretary of East Pakistan Awami League and Malik Hamid Sarfaraz, President of the Punjab Awami League.

The Awami League chief in his 40-minute speech, recounted the present political situation in the country and reiterated that the ensuing elections would be a referendum on the six-point programme and his party was determined to realise it at all costs.

Sheikh Mujibur Rahman said that the people through the coming ballots would give their verdict whether they wanted regional autonomy on the basis of his six-point programme. The people would also give their mandate through elections whether they wanted an end to the exploitations, oppressions and injustices done to them during the last 23 years of independence, he added.

ORGANISED CAMPAIGNS

The Awami League chief said that organised campaigns were being made against, Awami League, its leaders and the six point programme. He denied the allegations that six-point programme would lead to the disintegration of Pakistan and said that if voted to power, his party would prove that realisation of his six-point would not in any way endanger either the integrity of Pakistan or the sanctity of Islam. On the other hand, he noted, it would put an end to a sense of frustration and deprivation among the people and establish a society free from exploitations and subjugation by one group over other.

The Awami League chief also told the cheering gathering that his party, if voted to power, would nationalise banks, insurance companies and jute trade. He said that the peasants possessing less than 25 bighas of land would be exempted of land revenue and the workers of mills and factory would get their share.

Sheikh Mujibur Rahman regretted the delay in completion of the National Assembly building in Second Capital in Dacca and urged the Government to complete it without further delay. He said that if funds were available the Assembly Building, which would be necessary for holding sessions after elections, could be completed within three months. He alleged that while Dacca was made the headquarters of the National Assembly during the Ayub regime, the State Bank building in Islamabad was being renovated for holding the National Assembly session after election.

SUICIDAL

The Awami League referred to the recent clashes which took place at different places in the province and warned that the fate of the people of Bengal would be sealed if they indulged in internecine rivalries between one district and the other. He said that their disunity would be suicidal as it would translate all their struggle to worst their lost rights.

Earlier, on arrival from Dacca Sheikh Mujibur Rahman was given a rousing reception at the venue of the meeting which was tastefully decorated. School and college students who lined both sides of the way shouted slogans of “Sheikh Mujib Zindabad”, Joy Bangla Chhai Dafa “Mante Habe” and Tumar Amar Thikana Padma Meghna, Jamuna”. The main entrance gate of the venue had on its top replica of country boat. A number of ceremonial arches built all along the route from Jatrabari to Narayanganj welcoming the Bangabandhu.

Sheikh Mujibur Rahman briefly stopped at Jurain and formally opened the Jurain Regional Awami League Office there.

Dawn

21st September 1970

AL to realise 6-point plan at all cost:

It will end long chapter of oppression, says Mujib

NARAYANGANJ, Sept 20: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, said today that his party was determined to realise the Six-Point Programme at all costs to end the long chapter of oppression and injustices.

Addressing a big public meeting here this afternoon, Sheikh Mujib said that the Awami League would not hesitate to launch a movement for the realisation of the programme if they failed to achieve through elections. He told the cheering crowd that the Six-Point Programme of his party would be realised and at the same time neither the integrity of Pakistan nor Islam would be jeopardized. Rather this would mark the end of an era of frustration and gloom and usher in a new chapter in the life of every Pakistani who will have justice, fair play and enjoy the real fruits of freedom which they had so long yearned after Independence while making sacrifices for its achievement.

Sheikh Mujib while recalling the “gross injustices” done to East Pakistan during the last 23 years said that people of East Pakistan, had nothing in their fate except melancholy, distress and the entire period is replete with instances of police, firings, oppression, suppression and exploitation in all fields.

The jostling crowd raised their hands amidst applause that they would always rally behind him and his party and would not hesitate to make any sacrifice for the realisation of the Six-Point Programme through movements if it was not achieved through votes.

The Awami League chief referred to the report of release of rupees two and a half crore every month for flood control and said that it was nothing but drop of water in the ocean.

He said that when the flood control required rupees two thousand crores the amount to be released by the Government looked just like “pocket money”. —APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

আজ নওয়াবগঞ্জ ও দোহারে শেখ মুজিবের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (মঙ্গলবার) বিকাল ৪টায় ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। নওয়াবগঞ্জ যাওয়ার পথে তিনি আজ দুপুর ১২টায় দোহারে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। শেখ মুজিব আজ ভোরে মোটর লঞ্চযোগে ঢাকা ত্যাগ করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধানের সঙ্গে থাকিবেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, যুগ্ম সম্পাদক জনাব শামসুল হক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ ময়জুদ্দিন, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

Pakistan Observer

22nd September 1970

AL nominations: Triumvirate draws up final list

(By A Staff Correspondent)

Three top Awami League leaders met in an undisclosed place in Dacca on Monday to finalise the controversial cases of nominations. The leaders were Sheikh Mujibur Rahman, Khondker Mustaque Ahmed (who had returned to Dacca from London on Monday) and Mr. Tajuddin Ahmed.

Meanwhile, Mr. M. A. Aziz of Chittagong has been selected as Awami League candidate for the Chittagong proper N.A. constituency. Mr. Zahur Ahmed Chowdhury, another contender, is learnt to have been nominated for Provincial Assembly.

Mr. M. R. Siddiqi and Prof. Khaled are among the other Awami League candidates for the National Assembly elections from Chittagong.

In Noakhali, candidates for seven N. A. seats out of eight were nominated after much arguments and counter-arguments. The top leaders of the party were to settle one case where there are two candidates Khaled Mohammad Ali, a former Student League leader and Mr. Humayun Kabir, advocate. The nominated Awami League candidates in the seven seats are: Mr. Abdul Malek Ukil, Mr. Abdur Rashid, Mr. Nurul Huq, Principal Obaidullah Majumdar, Prof. A. Hamid, Mr. Delwar Hussain and Mr. Khaja Ahmed.

The candidates nominated for National Assembly seats is Comilla include Khondker Mustaque Ahmed, Mr. Mizanur Rahman Chowdhury, Mr. Serajul Huq, Mr. Zahurul Qaiyum, Mr. Wajidullah Nawjowan, Prof. Hafiz Habiur Rahman, and Mr. Taheruddin Thakur.

In Sylhet, Abdul Muntaquim Chowdhury, Farid Gazi, Mr. Abdus Samad and Mr. Obaidur Reza Chowdhury are among the N. A. candidates.

Mr. Obaidur Raza Chowdhury would contest Mr. Mahmud Ali of the PDP from Sunamganj. Earlier it was speculated in various circles that Mr. Samad is the Awami League choice in that constituency.

In Munshiganj subdivision of Dacca district. Mr. Kafiluddin Chowdhury and Mr. Korban Ali have been nominated for N. A. seats. Shah Moazzem, a contentant for nomination in Mr. Korban Ali's place is being pressed by the party bosses to either accept nomination in an adjacent constituency or a nomination for Provincial Assembly.

In Dacca the Awami League is yet undecided whether Sheikh Mujibur would contest from one or two seats in Dacca city. One group feels that “the leader” (who is so-called by Awami League) should fight in both the seats, they argue, that mobilisation of Awami League forces in the provincial metropolis would have definite impact on the rest of the province. The other group feels shaky about fighting the old Dacca seat.

Some suggest that new comer Dr. Kamal Hussain should try his luck with Khawaja Khairuddin. But the topnotchers in the party are of the view that Dr. Kamal Hussain might be taken to the National Assembly thorough a by-election after Sheikh Mujib vacates one of

his two seats (presuming fact he would be elected in both). Mr. Shamsuzzoha has been nominated for the Narayanganj seat.

In Dacca, Mr. Shamsul Huq, Mr. Tajuddin and Mr. Zahiruddin would fight for N. A. seats among others.

In Kushtia, Mr. Aminul Islam and Shah Aziz Akkas are among the nominated members for N. A.

In Khulna, Sheikh Abdul Aziz, Mr. Mohsin Ali, Sheikh Lutfur Rahman (Moni) Mr. Abdul Gafur, Mr. Abul Khair, Mr. Salauddin Yousuf, Mr. Kamal Bakhth and Mr. Abdul Gaffar are learnt to be the Awami League nominees for the National Assembly.

Of the 14 Provincial Assembly seats in Noakhali, the Awami League Parliamentary Party could settle only for cases unanimously and the rest were the main subject of discussion in the secret top meeting of the party leaders on Monday.

The nominations decided in the Parliamentary Board are of Mr. Shahiduddin Iskandar, Mr. Shawkatullah, Mr. Mohammad Ullah and Mr. Waliullah, As many as nine applications were filed for a seat in the Noakhali proper constituency and Mr. Shahiduddin Iskandar finally got the party nomination.

Dawn

22nd September 1970

Fervent appeal to vote for Awami League Coming polls virtually a referendum, says Mujib

From MAHBUBUL ALAM

NARAYANGANJ, Sept 21: The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, addressing his first public meeting here yesterday after the announcement of the Election schedule, issued a fervent appeal to the people to vote for his Party in the forthcoming election "Vote for me, Vote for Six-Points and the Awami League"-this was his Election appeal to his audience.

The Awami League Chief told the huge meeting at Chashhara Balurmath here this afternoon that the coming elections would virtually be a referendum and, therefore, the people must exercise their best judgment in casting votes and ensure that the "box" of the "dallas" goes empty. Sheikh Mujibur Rahman, who received a tumultuous reception by thousands of welcoming crowd repeatedly warned against "conspiracy" to foil or further delay the elections. In the course of his 45-minute speech referring to the recent labour trouble Sheikh Mujib charged that these were part of the conspiracy to subvert the elections. He also charged that some

circles were trying to create rift among sections of the students and fanning communal dissensions with the same end in view.

Awami League Chief issued a stern warning against those who might be trying to delay or subvert the forthcoming elections and said there was a limit to patience. If it was not possible to realise the demands of the people through the elections, the Awami League would do it through struggle. Sheikh Sahib said, personally he would not consider any sacrifice too great in realising the demands of the people.

The meeting which was presided over by the President of the Narayanganj City Awami League, M. Shamsuzzoha, was addressed by Mr. Qamruzzaman, Secretary-General of All-Pakistan Awami League, Malik Hamid Sarfaraz of the Punjab A.L. Mr. Tajuddin Ahmed, Secretary of East Pakistan, Awami League.

The Awami League Chief received tremendous ovation from the people as he drove through a number of tastefully decorated welcome arches from Dacca to this industrial city, covering a distance of 10 miles. He opened an Awami League office at Matoail en route. When he arrived here, hundreds of thousands of people literally mobbed him and raised slogans of "Pakistan Zindabad", "Sheikh Mujib Zindabad" and "Awami League Zindabad". The Awami League workers men and women-beat drums and raised slogans as he was escorted to a big dais from where he addressed the people. At the venue of the meeting a big arch with a boat with sails was put up. Boat is one of the two election symbols suggested by the Awami League.

At the meeting Sheikh Mujib demanded early completion of the National Assembly building at the Second Capital. He regretted that while the State Bank building at Islamabad was being thoroughly renovated for the proposed National Assembly session, work remained suspended on the National Assembly building at Dacca. The Second Capital. He urged President Yahya Khan to immediately release adequate funds for the completion of this building. He said, if funds were placed at his disposal he could finish construction within three months.

NOMINATIONS

Making a fervent appeal to the people to vote for Awami League, Sheikh Mujib said he would announce nominations within the next two or three days. He expressed the hope that people would vote for him, for Six-Points of his Party, and totally disappoint those "agents" who were up against the Awami League. He told the

meeting that he was not worried about funds. The people of Bengal were his capital. He would collect funds in small amounts- four annas, eight annas, or a rupee from each-for building up his Party funds.

He charged that a section of officials was going about asking people not to donate to Awami League.

The Awami League Chief reiterated that if Awami League was voted to power he would nationalise banks and insurance companies and do away with tax-holiday system in the industrial sector. He assured that he would exempt land revenue up to 25 bighas of land.

Sheikh Mujib strongly criticised those who raised the slogan of “Islam in danger”. He said, Islam was never considered unsafe in the Punjab while in Bengal, according to some, it faced danger on filmy grounds.

Criticising Maulana Maudoodi the Sheikh said, if full justice was not done to East Pakistan the Maulana would not be exonerated.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নবাবগঞ্জ-দোহারের উদ্দেশে শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (মঙ্গলবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জ ও দোহারে দুইটি জনসভায় বক্তৃতা দানের উদ্দেশ্যে ভোরে মোটর লঞ্চ যোগে ঢাকা ত্যাগ করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

৬ দফার প্রতি সমর্থন

টঙ্গী (ঢাকা) ২২শে অক্টোবর।- নোয়াখালীর বিশিষ্ট আলেম মওলানা মোহাম্মদ সিরাজুল হক আনসারী শেখপুরী এক বিবৃতিতে বলেন যে, ৬ দফা কর্মসূচীতে ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু নাই।

তিনি বলেন যে, বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে ৬ দফা কায়েম হইলে দেশের সকল সমস্যার সমাধান হইবে।

মওলানা আনসারী শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

Editorial

Pakistan Observer

23rd September 1970

Democratic Prospects-Dead, Or Dying

Some politicians in the past were known for their flair for issuing statements contradicting press reports about them and accusing newspapermen of misquoting and misreporting them. The injured feelings of those aggrieved politicians were evidently the inevitable outcome of their penchant for talking before or, perhaps, without thinking. Since the Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman is not one of them and no such contradiction has so far been made by him, there is hardly any reason to question the correctness of the reports about his speech delivered at the public meeting at Narayanganj on Sunday last. That is, one may take that he meant all that he is reported to have said in the course of his speech. And this is what fills one with concern because some of the observations ascribed to him are not expected of a leader of his stature.

For instance, while addressing the meeting the Awami League leader is reported to have observed that the ‘boys’ could not be blamed for occasionally slapping the so-called leaders who must have angered the former by their nasty remarks about ‘us’. One may not object to the ‘boys’ being so slapped on the back as a compliment for their loyalty. But did he realise that his approval of slapping and smacking in dealing with the rival party leaders actually amounted to approving political violence and that what is permissible for the ‘boys’ would be permissible for the grown-ups, too? What is not condemned is condoned, and when a leader openly prescribes slapping as a valid form of political activity, his over-enthusiastic followers will naturally feel prompted to resort to kicking and, perhaps, even killing to appease the boss. Making nasty remarks, like all nasty acts, is reprehensible, but that is no excuse or justification for use of physical force. When a public leader is required to carefully weigh every word before he utters it, this sort of carte blanche for juvenile violence can destroy rather than strengthen the base of democracy which the political leaders professedly seek to restore.

Speaking about party nomination, he reportedly told his audience that they should “vote me and six-point programme, and not individuals.” This, again, is alien to democratic principles and betrays lack of confidence in all but only one man, for one man and democracy cannot co-exist. It can only mean that it is a party

of political dummies and nincompoops who do not matter as individuals and exist only for the purpose of automatically raising their hands when they are required to. If they are persons of no consequence, what will they and can they do as members of legislatures? Is the idea of asking the people to elect 'lamp-posts' as their representatives in any way better than having no representatives at all? Can any one claiming to espouse the cause of democracy speak the language which is out of style and tune in a democratic setup.

His advice, as has been reported, to his workers and supporters not to put shoes in the ballot boxes of his opponents may come from the mouth of a character in a slapstick comedy; but does he think that it lent dignity to his leadership? Since one ballot box will be used for all candidates, how will he know that shoes, if any, found in a box are not cast in favour of his party men? And if ballots are allowed to be replaced by shoes, what will be the shape of politics in the country? And what purpose will elections serve?

In such circumstances one may reasonably doubt whether democratic prospects in this country are already dead, or dying. As the profession of professions, politics is regarded by some as a magnet for power for which everything, including their wavering loyalty to democracy, is dispensable. If this state of affairs continues, the long journey to democracy may be further prolonged and may never end.

আজাদ

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নওয়াবগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিব:

নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন দাবী আদায় না হইলে

আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে

নওয়াবগঞ্জ (ঢাকা), ২৩ শে সেপ্টেম্বর।— পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান জনগণের প্রতি গণআন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, আমাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী হয়তো আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ নাও হইতে পারে। আওয়ামী লীগ প্রধান এই মর্মে হুঁশিয়ারী প্রদান করিয়া বলেন, যে গণবিরোধী শক্তিসমূহ নির্বাচন বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে। যদি তাহারা প্রথম দফায় ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে নির্বাচনের পর দ্বিতীয় বার জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাইবে।

৩৬৩

তিনি বলেন যে, জনগণ আর অন্যায় সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন হইতেছে বর্তমান সমস্যার একমাত্র সমাধান। ঢাকা হইতে ৪০ মাইল দূরে দোহারের জয়পাড়ার ও নওয়াবগঞ্জে দুইটি বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান গতকল্য বক্তৃতা করেন।

এই নদীমাতৃক এলাকার দুইটি শাখাতেই শেখ সাহেব সারাদিনব্যাপী নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালান। উভয় স্থানেই জনগণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। তাঁহার গমনপথের সকল স্থানে নদীর দুইদিকে দাঁড়াইয়া বিপুল সংখ্যক লোক তাহাকে অভিনন্দন জানায়।

শেখ মুজিব বলেন যে, আমাদের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে আমাদেরকে প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তিনি সরকারের এক শ্রেণীর কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এইমর্মে অভিযোগ করেন যে, তাহারা নির্বাচন বানচাল করার খেলায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের শোষণ কায়ম রাখা ও জনগণের কণ্ঠরোধ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

মুহুর্ত্ত হর্ষধ্বনির মধ্যে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, “আমি বাংলাকে ভালবাসি এবং আপনারাও আমাকে ভালবাসেন। আমার জীবন আপনাদের কাছে বাঁধা রহিয়াছে। কেননা আপনারাই আমাকে জেল হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন এবং ফাঁসির রজ্জু হইতে আমাকে বাঁচাইয়াছেন। দীর্ঘ দশ বছর আমি জেলে কাটাইয়াছি এবং আপনাদের দাবী আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমি পুনরায় জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি।” শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আর্থিক অবস্থা গত তেইশ বছরে ক্রমেই শোচনীয় হইয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে আমাদের সম্পদের শোচনীয় হারে অপব্যবহার ও সম্পদের লুণ্ঠরাজ। পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র জনগণের অর্থে পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় লোক বিপুল সম্পদের মালিক বনিয়া গিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, এই অন্যায় ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই হইয়াছে তাঁহার অপরাধ। আমাদের সম্পদের মালিক আমরাই হইতে চাই। ইহাতে অন্যায়ের কিছুই নাই। আমরা ইনসাফ চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে আমাদের জনসংখ্যা অনুপাতে লোক নিয়োগ চাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের পরিমাণের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, দুই হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইয়াছে ইহার তিন চতুর্থাংশ টাকা, যদিও জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ হইতেছি আমরা পূর্ব পাকিস্তানী। ফলে বন্য়ার ন্যায় একটি সমস্যার প্রতিও বস্তুতঃক্ষে কোন দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না। শেখ মুজিব বলেন যে, যখনই জনসাধারণ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে, তখন সরকার ইহার

৩৬৪

জওয়াব দিয়াছেন বুলেট ও নিষ্পেষণের মাধ্যমে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে, মাওলানা মওদুদী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, খান আবদুল কাইয়ুম খান, মিয়া দওলতানার ন্যায় নেতারা কখনো পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি এই অন্যায়ের জন্য কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

মাওলানা মওদুদীর কঠোর সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই জামাত প্রধান মাঠে নামিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মাওলানা মওদুদী কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্যই কেবল মিথ্যা ফতোয়া দিয়া চলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণকারীর দল আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কেননা, আমি চাই তাহাদের সকল প্রকার শোষণের অবসান। পূর্ব পাকিস্তানে তাহারা নির্বাচনের সময় ৮ হইতে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের ভোট ক্রয়ের জন্য কতিপয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে এই টাকা ব্যয় করা হইবে।

শেখ মুজিব জনগণের এই দুঃখজনক অবস্থার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় মীরজাফরকে দায়ী করেন। যখনই গণআন্দোলন সাফল্যজনকভাবে আগাইয়া গিয়াছে, তখনই তাহারা পিছনদিক হইতে আঘাত হানিয়াছে। এই দেশের রাজনীতি হইতে এই সকল লোকদের নির্মূল করার জন্য তিনি সকল জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানেও জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন এবং এই এলাকায় জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব আশরাফ আলী চৌধুরীকে পরিচয় করাইয়া দেন। জনাব চৌধুরীও জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন।

নওয়াবগঞ্জ শেখ মুজিব সাবেক এম এন এ মরহুম আবদুল ওয়াসেকের কবর জেয়ারত করেন ও সেখানে ফাতেহা পাঠ করেন। পরে জনসভায় পাকিস্তান আন্দোলনে মরহুমের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

শেখ সাহেবের সহিত জনাব আবদুল মান্নান, জনাব মইজ উদ্দিন আহমদ, জনাব সামলুল হক প্রমুখ নেতাও রহিয়াছেন। - এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গত মঙ্গলবার ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ এবং দোহার সফরের পর ঐদিনই গভীররাত্রে সদলবলে ঢাকায়

প্রত্যাবর্তন করেন। এই সফরকালে তিনি দোহার থানার জয়পাড়া এবং নবাবগঞ্জে আয়োজিত দুইটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এবং ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক এবং টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ময়েজ উদ্দিন প্রমুখ এই সফরের সময় শেখ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন।

সংবাদ

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

গণ-আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকুন,
নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন আদায় নাও হইতে পারে

নওয়াবগঞ্জ (ঢাকা), ২৩ শে সেপ্টেম্বর (এপিপি)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গণ-আন্দোলনের উদ্দেশ্যে জনগণকে প্রস্তুত থাকার জন্য আবেদন জানান, কেননা আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায় নাও হইতে পারে।

আওয়ামী লীগ প্রধান হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন, গণবিরোধী চক্র নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত করিতেছে। প্রথমবারে ব্যর্থ হইলে তাহারা নির্বাচনের পরে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় দ্বিতীয় চেষ্টা চালাইবে।

গতকাল এখানে এবং দোহার থানার জয়পাড়ায় অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিব বলেন, জনগণ আর অবিচার সহ্য করিতে প্রস্তুত নয় এবং ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনই এই পরিস্থিতি অবসান করার পক্ষে একমাত্র জবাব।

নওয়াবগঞ্জ ও দোহার থানায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে সারাদিন ধরিয়া শেখ মুজিবর রহমানের নির্বাচনী অভিযান চালানো হয়।

শেখ মুজিবর রহমান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে জনগণকে আহ্বান জানান। নির্বাচন বানচাল এ মুষ্টিমেয়ের শোষণ অবসানের জন্য জনগণের সোচ্চার কণ্ঠস্বর দমাইয়া রাখার কাজে এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী জড়িত বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, আমি বাংলাকে ভালবাসি, আপনারা আমাকে ভালবাসেন। আমার জীবন আপনাদের জন্য বন্ধক রাখিয়াছি,

কেননা একমাত্র আপনারা আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছেন এবং ফাঁসি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমি দীর্ঘ দশ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছি, আপনাদের দাবী আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমি আবারও জেলে যাইতে প্রস্তুত আছি।

শেখ মুজিব বলেন, অবিরামভাবে আমাদের সম্পদ পাচার ও শোষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা মারাত্মকভাবে অবনতির দিকে গিয়াছে।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি অবিচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

বৈষম্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ২ হাজার কোটি বৈদেশিক ঋণের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানে, যদিও আমরাই মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করি। ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের মত সমস্যাও প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার নজর দেওয়া হয় নাই। যখনই জনসাধারণ এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হইয়াছে তখনই সরকার নির্যাতন আর বুলেটের মাধ্যমে উহার জবাব দান করিয়াছে। তিনি বলেন, কিন্তু মওলানা মওদুদী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, খান আবদুল কাইয়ুম খান ও মিঞা দৌলতানার মত নেতৃবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারের কখনও প্রতিবাদ করেন নাই।

মওলানা মওদুদীর তীব্র সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য লইয়াই এই জামাত নেতা মাঠে নামিয়াছে। তিনি কায়ুমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে ফতোয়া জারীর জন্য মওলানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

শেখ মুজিব বলেন, আমি শোষণের অবসান চাই বলিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকেরা আমার বিরুদ্ধে দল পাকাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, তাহারা কতিপয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে আমাদের ভোট ক্রয় করার জন্য আসন্ন নির্বাচনে আট দশ কোটি টাকা ব্যয়েরও সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

গণ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান:

নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন আদায় সম্ভব নাও হইতে পারে: মুজিব

নওয়াবগঞ্জ (ঢাকা), ২৩ শে সেপ্টেম্বর।— আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

আদায় সম্ভব নাও হইতে পারে এবং এই দাবী আদায়কল্পে গণআন্দোলনের জন্য জনগণের প্রতি প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, গণবিরোধী শক্তিসমূহ নির্বাচনে বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। তবে তাহারা যদি প্রথম ধাপে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র চালাইবে।

গতকাল ঢাকা হইতে ৪০ মাইল দূরে দোহারের জয়পাড়া ও এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দান কালে আওয়ামী লীগ প্রধান উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, জনগণ যখনই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছে, তখনই তাহাদের উপর নামিয়া আসিয়াছে বুলেট আর নির্যাতন। অথচ মওলানা মওদুদী, নবাবজাদা নসরুল্লাহ, খান আবদুল কাইয়ুম খান ও মিয়া দৌলতানার মত নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা বলেন নাই। জনাব মুজিব দোহার ও নবাবগঞ্জের পথি পার্শ্ব স্থ কয়েকটি সভায়ও ভাষণ দান করেন।—এপিপি।

পূর্বদেশ

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন আদায় নাও হতে পারে: মুজিব

নবাবগঞ্জ (ঢাকা), ২৩ শে সেপ্টেম্বর (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান গণআন্দোলনের জন্য জনগণকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হয়ত আদায় করা সম্ভব নাও হতে পারে।

আওয়ামী লীগ প্রধান সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, গণবিরোধী শক্তি নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টায় রত আছে এবং যদি তারা তাদের প্রথম চেষ্টায় সফল না হয় তাহলে তাদের দ্বিতীয় চেষ্টা হবে জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। তিনি বলেন, জনগণ আর অবিচার সহ্য করতে প্রস্তুত নয় এবং ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনই হলো এই দীর্ঘদিনের অন্যায় অবিচার অবসানের একমাত্র পথ।

তিনি গতকাল এখানে এবং দোহার জয়পাড়াতে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিব জনগণকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এমন কি জান বিসর্জন দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত থাকার আবেদন জানান এবং নির্বাচন বানচাল করার

ও মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য জনকণ্ঠরোধ করার খেলায় সরকারের এক শ্রেণী জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন, আমি বাংলাকে ভালবাসি এবং আপনারা আমাকে ভালবাসেন। আমার জীবন আপনাদের কাছে মর্ডগেজ রয়েছে কারণ একমাত্র আপনারাই আমাকে জেল ও ফাঁসি থেকে বাঁচাতে পারেন। আমি দীর্ঘ দশ বছর ধরে জেলে দুর্ভোগ ভোগ করেছি এবং আপনাদের দাবী আদায়ের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে পুনরায় আমি তা কবুল করতে রাজী আছি।

জনগণের অবস্থা

শেখ মুজিব বলেন, গত ২৩ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে খারাপই হয়ে চলেছে। অবিরত আমাদের অর্থের অপচয় এবং সম্পদের শোষণই এর একমাত্র কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় লোক পূর্বাংশের দরিদ্র জনগণের শোষণ করেই ধন সঞ্চয় করেছে। আর আমার একমাত্র দোষ যে, আমি এই অবিচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিবাদ করেছি। যদি আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পদের মালিক হতে চাই তা' হলে সেটা কোন দোষের হতে পারে না। আমরা ইনসারফ এবং আমাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় চাকুরীতে প্রতিনিধিত্ব চাই।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, দু'হাজার কোটি বিদেশী ঋণের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যয় করা হয়েছে যদিও জনসংখ্যার দিক থেকে আমরা শতকরা ৫৬ ভাগ। এর ফল হয়েছে এই যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের মত সমস্যাতেও মনোযোগ দেয়া হয়নি।

তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যখনই জনগণ এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে তখনই সরকার বুলেট আর নির্যাতন চালিয়ে তার জবাব দিয়েছেন। কিন্তু দুগ্ধের বিষয় মওলানা মওদুদী, নবাবজাদা নসরুল্লাহ, খান আবদুল কাউয়ুম খান এবং মিয়া মমতাজ দৌলতানার মত নেতারাও কোনদিন কোন প্রতিবাদ করেননি।

মওলানা মওদুদীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে শেখ মুজিব বলেন যে, জামাত প্রধান কেবলমাত্র জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই মাঠে নেমেছেন। তিনি কায়মী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই ফতোয়া দিয়ে থাকে বলে আওয়ামী লীগ প্রধান অভিযোগ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, অসান্ন নির্বাচনে আমাদের ভোট কেনার জন্য এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে তিনি (মওলানা মওদুদী) পূর্ব পাকিস্তানে আট থেকে দশ কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত করেছেন।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুর্দশার জন্য প্রদেশের কতিপয় মিরজাফরের ওপর দোষারোপ করে বলেন, যখনই জনগণের আন্দোলন এগিয়ে গিয়েছে তখনই তারা এর পশ্চাদিকে ছুরিকাঘাত করেছে।

নবাবগঞ্জে জনসভায় বক্তৃতা করতে যাওয়ার পথে তিনি সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল ওয়াসেকের মাজার পরিদর্শন ও ফাতেহা পাঠ করেন।

Morning News

24th September 1970

Mujib urges people to be ready for mass movement

NAWABGANJ (Dacca), Sept. 23 (APP) : Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, has appealed to the people to be ready for a mass-movement, because the realization of our demands-regional autonomy- "may not be my possible through the coming elections".

The Awami League chief warned that the anti-people forces were at work to hatch conspiracies to sabotage elections and if they fail in the first attempt, they were also to make the second bid after polls to hold back the transfer of power to people's representatives.

The people were no longer ready to tolerate injustices and autonomy on the basis of six-point programme was the only answer to put an end to the perpetuation of the situation, he told largely attended public meeting yesterday here and at Jaipara in Dohar, over forty miles away from Dacca.

Warm reception in the two police stations, Nawabganj and Dohar, the day-long marked election campaign of Sheikh Mujibur Rahman in the riverine area. He was also given ovation by people who gathered in large numbers on the river bank almost on the entire route.

Sheikh Mujib also appealed to the people to be "prepared even to lay down your lives for achievement of our goal". He also accused a section in Government of involvement the "game" to foil the elections and to suppress the people's voice to ensure perpetuation of exploitation by a few.

He told the cheering crowd : "I love Bengal and you love me. My life is mortgaged to you because it is you alone who freed me from the imprisonment and saved me from being hanged. I suffered long ten years in jails and I am ready to accept it again if necessary for the realization of your demands."

ECONOMIC CONDITION

Sheikh Mujib said the economic condition of the people of East Pakistan went from bad to worse during the last 23 years- the result of the ceaseless drainage of our wealth and exploitation of the resources. A few in West Pakistan amassed wealth at the cost of poor people of East Wing, he added.

The Awami League leader said his “fault” was his protest against this injustice and the economic disparity. There could be no wrong if we want to master of our own resources. He added we want “Insaf” and East Pakistan’s representation in Central Services according to our population.

He referred to the extent of disparity in different fields and said out of the foreign loan of Rs. 2000 crores, three fourth was spent in West Pakistan although we represent 56 percent of the population. As a result the problem like that of floods also remained virtually unattended, he added.

He told the people that whenever people raised their voice of protest against the injustices the Government’s reply had variably been “bullets” and oppression. But, he regretted, the leaders including Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan, Abdul Qaayyum Khan and Mian Daultana never protested against the injustices to East Pakistan.

MAUDOODI CRITICISED

Strongly criticising Maulana Maudoodi for his role, Sheikh Mujib said the Jamaat chief came to the field “only to mislead the people”. The Awami League chief charged the Maulana with giving “false fatwa” to serve the vested interests.

Sheikh Mujib said the exploiters in West Pakistan “have ganged up against me because I want to put an end to their exploitation”. He added they had decided to spend Rs. eight to ten crores during coming elections in East Pakistan to be utilized through certain political parties “to buy our votes”.

He also blamed “some Mir. jafas” of East Pakistan for the present “distressing condition” of the people. He said whenever people’s movement surged forward, they “stabbed it from the back”. He appealed to people to weed them out from the political life of the country.

Sheikh Mujib, who also addressed a few way-side meetings also introduced to the gatherings Mr. Ashraf Ali Choudhury, the nominee of Awami League from the area for National Assembly. Mr. Choudhury also addressed the meetings.

Before going to address public meeting at Nawabganj, Sheikh Mujib also visited the grave of Mr. Abdul Waseque, a former member of National Assembly and offered fateha there. Later at the meeting he paid tributes to his contribution the Pakistan Movement.

আজাদ

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব:

আওয়ামী লীগ নির্বাচনী মৈত্রী করিবে না

(স্টাফ রিপোর্টার)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল ঢাকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, জনাব জি, এম সৈয়দের নেতৃত্বে গঠিত সিদ্ধ যুক্তফ্রন্ট ছাড়া আওয়ামী লীগ আর কোন দলের সহিত নির্বাচনী মৈত্রী এমন কি সমঝোতাও করিবে না।

তিনি বলেন যে, জনাব জি এম সৈয়দ আওয়ামী লীগের ৬ দফা সমর্থন করেন। কাজেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে তাহার দলের প্রার্থীদের সমর্থন করিবে।

আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, তাহার পশ্চিম পাকিস্তানেও জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। তবে তথায় সব কয়টি আসনে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রার্থী দাঁড় করানো সম্ভব হইবে না।

এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান আজ শুক্রবার পশ্চিম পাকিস্তান রওয়ানা হইতেছেন বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন।

এক প্রশ্নের জওয়াবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি কোন রাজনৈতিক দলকে তাহার দলের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগের মোল্লা জালাল উদ্দিনের নিকট বার বার চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী জনাব ওয়াহিদুজ্জামান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, যদি কোন আওয়ামী লীগ কর্মী বা নেতা দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তবে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

নির্বাচনের পূর্বে সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দানের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

আসন্ন নির্বাচনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্জয় শপথ-দীপ্ত:

আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা

(সৈয়দ শাহজাহান প্রদত্ত)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২৯৯টি আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি আসনে এখনও কাহাকেও মনোনয়ন দেওয়া হয় নাই। এই আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নামও শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে। এই ঘোষণার সময় আওয়ামী লীগ-প্রধান ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের চেয়ারম্যান শেখ মুজিবর রহমান এবং বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

বিগত তেইশ বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জাতি যখন আজ জীবনের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন দেশের-আপামর মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্জয় শপথে দীপ্ত, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর জেল-জলুম-হয়রানির সর্বপরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ভূমিকার প্রতি স্বভাবতঃই সারা দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিশেষ করিয়া বঞ্চিত মানুষের হৃত অধিকার আদায়ের জন্য বাংলার পরিষদ-সদস্যদের ঐক্য অপরিহার্য-এই সত্যোপলব্ধির ভিত্তিতে এই সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগ কোন নির্বাচনী ঐক্যজোটে শরীক না হইয়া প্রদেশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনসমূহের প্রত্যেকটিতে নিজ দলের প্রার্থী মনোনয়ন করিলেন।

গতকাল্য আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, তাঁর দল নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে কোন নির্বাচনী মৈত্রী গঠন করিবে না। তিনি বলেন যে, সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট আওয়ামী লীগের ৬-দফা সমর্থন করায় তাঁহার দল সিন্ধুতে সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে নির্বাচনী মৈত্রীতে আবদ্ধ হইবে। তিনি জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তানেও সকল প্রদেশেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগ শৃংখলাবদ্ধ রাজনৈতিক দল। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে জেনারেলের পর হইতে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দেশে গণতান্ত্রিক বিরোধী দল সৃষ্টির মহান দায়িত্ব পালন করিয়া আসিয়াছে। তিনি বলেন যে, মনোনয়ন প্রার্থীদের সকলেরই দলের প্রতি ভালবাসা আছে। তাঁরা দীর্ঘ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং কষ্টভোগ করিয়াছেন, তাঁরা সংগ্রামী সৈনিক। তারা নিশ্চয়ই দলের পার্লামেন্টারী বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন বলিয়া তিনি দৃঢ় আশাবাদ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিব বলেন যে, কেহ যদি মনোনয়ন না পাইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, কোন আওয়ামী লীগ কর্মী তা করিবেন না।

নিজ বাড়ী গোপালগঞ্জে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া তিনি ঢাকায় কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন, এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, ঢাকাও আমার বাড়ী। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি ঘরকে আমি আমার নিজের বাড়ী মনে করি এবং সে দাবীতে পূর্ব বাংলার যে কোন কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিতাম।

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ষড়যন্ত্র চলিতেছে যাতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে। সেই ষড়যন্ত্র এখনও চলিতেছে। দেশে সত্যিকার প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হইলে অনিয়ম-অনাচারের পথ রুদ্ধ হইবে মনে করিয়া কোন কোন সরকারী কর্মচারী ও কায়েমী স্বার্থী মহল এখনও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি এই মর্মে দৃঢ় আশাবাদ প্রকাশ করেন যে, জনগণ কায়েমী স্বার্থী মহলের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া এবার তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবে।

১২০ দিনে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব

এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, উদ্দেশ্য মহৎ ও সদিচ্ছা থাকিলে ১২০ দিনে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব।

শেখ মুজিব বলেন যে, তাঁর দলের আলাদা কোন নির্বাচনী মেনিফেস্টো নাই। দলের মেনিফেস্টোই নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শেখ মুজিব বলেন যে, জনাব ওয়াহিদুজ্জামানের চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং আওয়ামী লীগ-মনোনীত প্রার্থী মোস্তা জালাল উদ্দিনের দ্বারাই তিনি তাঁর চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাব দিবেন।

তাজুদ্দীনের আহ্বান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ বলেন যে, দীর্ঘ ২৩ বৎসরের সংগ্রামের পরে দেশে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে, তাতে আওয়ামী লীগ একক দল হিসাবে প্রথমবারের মত সকল আসনে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন করিয়াছে। তিনি বলেন যে, বহু যোগ্য ব্যক্তি মনোনয়নের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু আসনসংখ্যা মাত্র ৪৬২টি, সেহেতু যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সকলকে মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

যাঁহারা মনোনয়ন পান নাই, তাঁহাদের উদ্দেশে জনাব তাজুদ্দীন বলেন যে, তাঁরা দলের বলিষ্ঠ কর্মী অতীতে ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন। তিনি বলেন যে, যদি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হইলে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য বহু লোকের প্রয়োজন হইবে এবং যোগ্য ব্যক্তির সে সব ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাইবেন।

জনাব তাজুদ্দীন এই মর্মে আশাবাদ প্রকাশ করেন যে, যাঁরা মনোনয়ন পান নাই, তাঁরা যেমন অতীতে শৃংখলাবদ্ধ সৈনিকের মত সংগ্রাম করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও মনোনীত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়াইয়া জাতীয় ও দলীয় স্বার্থে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। সাংবাদিক সম্মেলন শেষে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে সাংবাদিকগণকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী

গতকাল (বৃহস্পতিবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নির্বাচনের পূর্বে সকল রাজনৈতিক বন্দী এবং রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তি দাবী করেন। শেখ মুজিব বলেন : এখন কোন রাজনৈতিক বন্দী নাই, এ কথার সঙ্গে আমি একমত নই।

সংবাদ

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মনোনীত আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। জাতীয় পরিষদের ১ শত ৬২টি আসনের মধ্যে সবকয়টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের

৩ শতটি আসনের মধ্যে ২ শত ৯৯টি আসনের মধ্যে ২ শত ৯৯টি আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হয় এবং অপর প্রার্থীর নাম পরে প্রকাশ করা হইবে বলিয়া জানানো হয়। প্রকাশ, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে যথাক্রমে মোট ৩ শত ৮৯ ও ১৫ শত ৫৬ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থী মনোনয়নের জন্য আবেদন করেন। এক প্রশ্নের জবাবে দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যাঁহারা মনোনয়ন পান নাই, তাঁহারা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ এমন দুই একজন প্রার্থী ইতিমধ্যেই দল ত্যাগ করিয়াছেন এবং অনেকেই বসিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা শহরের দুইটি নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় পরিষদ প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। তন্মধ্যে একটি হইল কোতোয়ালী, সুত্রাপুর ও লালবাগ থানার অংশবিশেষ সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকা এবং অপরটি হইল তেজগাঁও টঙ্গী থানা সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকা। প্রথমোক্ত এলাকায় তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রাদেশিক প্রধান খাজা খায়েরুদ্দিন।

শেখ সাহেব তাঁহার জন্মস্থান অর্থাৎ গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়া এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন না কেন, জানিতে চাওয়া হইলে তিনি জানান যে, ঢাকা ও তাঁহার একটি বাড়ী। তিনি বলেন, বস্তুতঃ তিনি গোটা প্রদেশেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। গোপালগঞ্জের উক্ত এলাকা হইতে কনভেনশনী প্রার্থী জনাব ওয়াহিদুজ্জামানের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে একজন কর্মী মোল্লা জালালুদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে এবং জনাব জামান তাঁহার নিকট পরাজিত হইবেন। উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবেই কি শেখ সাহেব দুই স্থান হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন জানিতে চাহিলে শেখ সাহেব বলেন যে, সব খানেই উপযুক্ত প্রার্থী আছে। তবে, তাঁহার পার্টি চায় যে, তিনি দুই স্থান হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অন্যান্য প্রার্থীর মধ্যে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ ঢাকা জেলার কাপাসিয়া-কালীগঞ্জ থানা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। তাঁহাকে সাবেক পরিষদ সদস্য ও ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট সদস্য জনাব আহমদুল কবীরের মোকাবিলা করিতে হইবে।

দলের অন্যতম সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ এলাকার জন্য মনোনীত হইয়াছেন। নেজামে ইসলামীর মওলানা আতাহার খান তাঁহার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী।

সম্প্রতি পিডিএম, পিডিপি প্রভৃতি দলত্যাগকারীদের মধ্যে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দীনকে জামাতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আজমের বিরুদ্ধে মীরপুর মোহাম্মদপুর এলাকায়, সাবেক প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে পাবনা জেলার তারাস, রাইগঞ্জ ও উল্লাপাড়া থানা এলাকায়, জনাব আসাদুজ্জান খানকে ময়মনসিংহ জেলার হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া খলিয়াজুরি ও আটপাড়া থানা এলাকায় এবং জনাব আবদুস সামাদকে সিলেট জেলার ছাতক ও জগন্নাথপুর থানা এলাকায় মনোনয়ন দান করা হইয়াছে।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কুমিল্লার দেবীদ্বার ও চান্দিনা থানা এলাকায় সাবেক পরিষদ সদস্য ও পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন সুজাত আলীকে ঐ একই জেলার নাসির নগর, সরাইল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার অংশ বিশেষ সমন্বয়ে গঠিত এলাকায় সাবেক পরিষদ সদস্য ও পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যুগ্ম সম্পাদক দেওয়ান মাহবুব আলীর বিরুদ্ধে জনাব তাহেরুদ্দীন ঠাকুরকে এবং ময়মনসিংহে পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীনের বিরুদ্ধে জনাব রফিকুদ্দীন ভূঁইয়াকে এবং পটুয়াখালী জেলার মঠবাড়ীয়া এলাকায় সাবেক পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ জনাব মহিউদ্দীনের বিরুদ্ধে জনাব শামসুল হককে মনোনয়ন দান করা হইয়াছে।

মনোনয়নপ্রাপ্ত অন্যান্য বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে রহিয়াছেন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান (রাজশাহী), খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ (কুমিল্লা), জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী (কুমিল্লা), সাবেক মন্ত্রী জনাব মশিহুর রহমান (যশোর) সৈয়দ হোসেন মনসুর (পাবনা), জনাব আবদুল মালেক উকিল (নোয়াখালী) ও জনাব কফিলউদ্দীন চৌধুরী (ঢাকা)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার জনাব আবদুল হাদী চৌধুরীকেও মনোনয়ন (পটুয়াখালী) দেওয়া হইয়াছে।

কতিপয় প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতাও মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রহিয়াছেন জনাব আবদুর রউফ (রংপুর), জনাব তোফায়েল আহমদ (বরিশাল) ও জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী (নোয়াখালী)।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে জাতীয় পরিষদে ২ জন ও প্রাদেশিক পরিষদে ৮ জনকে মনোনয়ন দান করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ প্রার্থীদের নাম প্রকাশের পূর্বে বলেন যে, পার্লামেন্টারী বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে

মনোনয়ন চূড়ান্ত করিয়াছেন। খোন্দকার মোশতাক আহমদ লগুন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার সহিতও বসা হয় এবং সবকিছু বিবেচনা করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, খোন্দকার মোশতাক আহমদ এই নাম প্রকাশ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।

জানা যায় যে, যেসব প্রার্থী মনোনয়নের আবেদন পেশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন মহিলা প্রার্থী নাই। অবশ্য দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান হাস্যরসিকতার সহিত বলেন যে, তাহাদের জন্য আসন সংরক্ষিতই রহিয়াছে। কাজেই তাঁহারা আর মনোনয়নের জন্য আবেদন পেশ করেন নাই।

সংবাদ

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

আওয়ামী লীগ প্রদেশে নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠন করিবে না

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) আওয়ামী লীগ অফিসে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তাঁহার দল পূর্ব পাকিস্তানে কোন নির্বাচনী জোট চায় না। তবে, সিন্ধুতে জি, এম, সৈয়দের সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের সহিত তাহাদের নির্বাচনী জোট গঠিত হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশ সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন যে, এইসব প্রদেশে আওয়ামী লীগ এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। তবে সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না, কিছু কিছু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।

ন্যাপ পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের সমর্থন করিবে বলিয়া পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী সম্প্রতি যে উক্তি করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে অভিমত জানিতে চাওয়া হইলে শেখ সাহেব বলেন, তাঁহারা সমর্থন করিবেন, ইহা তাঁহাদের মহত্ত্ব। কিন্তু কাহারও সহিত আমাদের কোন চুক্তি হয় নাই। তাঁহারা কাহাকে সমর্থন করিবেন, ইহা তাঁহাদের নিজস্ব ব্যাপার।

আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে কোন দলকে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে জানিতে চাওয়া হইলে জনাব তাজুদ্দীন আহমদ বলেন, কোন দলকেই নয়। তবে, তাহারা আগে সবাই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একজোট হউক, তাহার পর দেখা যাইবে।

সবাই কি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একজোট হইতেছে জানিতে চাওয়া হইলে দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন, দেখিয়া তো তাহাই মনে হয়, তবে তিনি বলেন যে, নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তিনি কোন ভবিষ্যদ্বাণী এখনও করেন নাই। নির্বাচনের মাধ্যমেই উহা নির্ধারিত হইবে। এই পর্যায়ে জনাব তাজুদ্দীন আহমদ বলেন যে, প্রকৃত পরীক্ষা সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছে।

স্বায়ত্তশাসন বা পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের জন্য তাহার দল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে বলিয়া শেখ সাহেবের একটি মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানিতে চাওয়া হয় যে, তিনি কি মনে করেন যে, অন্যান্য দলেও কোন ত্যাগ নাই?

জবাবে শেখ সাহেব বলেন, আমি সে কথা বলি নাই। যাহারা গুলী খাইয়া শহীদ হইয়াছে, তাহারা অনেকেই আওয়ামী লীগের সদস্য নহে। তবে, আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সন হইতে এই আন্দোলন সংগঠিত করিয়াছে ও ইহার পুরোধা হিসাবে কাজ করিয়াছে।

নির্বাচনে স্থানীয়ভাবে কোন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি হইলে আওয়ামী লীগ কি প্রতিকারের নীতি গ্রহণ করিবে না সরকারের সাহায্য চাহিবে জানিতে চাওয়া হইলে জনাব তাজুদ্দীন বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রতিশোধে বিশ্বাস করে না।

১ শত ২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব কিনা, জানিতে চাহিলে শেখ সাহেব বলেন যে, উদ্দেশ্য মহৎ হইলে অবশ্যই পারা যাইবে। তবে তিনি জানান যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছে, উহা আজও অব্যাহত রহিয়াছে। নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনও আদায় হইতে পারে বলিয়া সম্প্রতি তিনি যে মন্তব্য করেন, উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি এই কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রয়োজন হইলেই তিনি জনগণকে আন্দোলনের ডাক দিবেন।

ক্ষমতার প্রাসাদ চক্রান্তে লিপ্ত গ্রুপটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হইতে দিবে কিনা, জানিতে চাওয়া হইলে শেখ সাহেব বলেন, আমি জনগণের উপর নির্ভর করি।

শেখ সাহেব সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে সকল রাজবন্দী ও দণ্ডপ্রাপ্ত সকল রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি দাবী করেন। কোন রাজবন্দী নাই বলিয়া সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট যে উক্তি করিয়াছেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের এই কথা মানেন না।

আন্দোলনে যেসব দলের ত্যাগ আছে তাহাদের ক্ষেত্রে নরম নীতি অবলম্বিত হইবে কিনা জানিতে চাহিলে শেখ সাহেব বলেন, আমরা সকল আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছি, সকল আসনেই উপযুক্ত প্রার্থী মনোনীত করিয়াছি।

নির্বাচনী আচরণ বিধি সংক্রান্ত বিচারপতি জনাব সান্তারের উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে জনাব তাজুদ্দীন বলেন যে, সাধারণ আচরণ বিধি সব সময় রহিয়াছে।

পূর্বাঙ্কে জনাব তাজুদ্দীন নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের জন্য সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান।

নির্বাচনী কর্মসূচী নাই

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কোন নির্বাচনী কর্মসূচী নাই। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাহাদের দলীয় কর্মসূচীই তাহাদের নির্বাচনী কর্মসূচী।

দৈনিক পয়গাম

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

মুজিব ঢাকায় দুইটি এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আসন্ন জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ঢাকা এন,ই ১১ (কোতওয়ালী, সুত্রাপুর ও ধানমণ্ডি ইউনিয়ন ব্যতীত লালবাগ থানা এলাকা) ও ১১২ (তেজগাঁও ও টঙ্গী থানা এলাকা) আসন হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খায়রুদ্দিনও উক্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড আসন্ন জাতীয় পরিষদে নির্বাচনে এন, ই ১১০ (মোহাম্মদপুর থানা, মীরপুর থানা, রমনা থানা ও লালবাগ থানার ধানমণ্ডি ইউনিয়ন) আসন হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য জনাব জহির উদ্দিনকে মনোনয়ন দান করিয়াছেন।

এই আসনে প্রাদেশিক জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, এন, ই ৯৯ (গোপালগঞ্জ থানা ও কোতওয়ালীপাড়া থানা এলাকা) আসনে মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদকে মনোনয়ন দান করা হইয়াছে।

এই আসনে সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম পন্থী) সহ সভাপতি জনাব ওয়াহিদুজ্জামান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জনাব ওয়াহিদুজ্জামান এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য শেখ মুজিবর রহমানকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন। “চ্যালেঞ্জের” জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান জবাব দিয়াছিলেন যে, তিনি (শেখ সাহেব) নিজে নহেন বরং আওয়ামী লীগ কর্মীর দ্বারাই নির্বাচনে জনাব ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

জেনারেল ওমরাও খানের রাজনৈতিক বয়ান:

প: বাংলা হইতে বহু কমিউনিষ্ট আসিয়া ভাসানী-মুজিবের দলে কাজ করিতেছে শুকুর, ২৪শে সেপ্টেম্বর।- জামাত-ই-ইসলামের নেতা মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) ওমরাও খান গত বুধবার এখানে বলেন যে, পশ্চিম বাংলা হইতে বিপুল সংখ্যক কমিউনিষ্ট পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করিয়া, শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানীর দলে কাজ করিতেছে। মেহেরান সংস্কৃতিক কেন্দ্রে এক জনসভায় ভাষণদানকালে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। জাতীয় ইসলামের উদ্যোগে এবং শুকুর জামাতী ইসলামীর আমীর হাকিম বেদুল্লাহ ওবায়দীর সভাপতিত্বে উক্ত জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬-দফার মাধ্যমে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন এবং পিপুলস পার্টি ও মওলানা ভাসানী নির্বাচনের পূর্বে গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াশ পাইতেছেন বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

তাহার শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করিয়া মেঃ জেঃ (অবসর প্রাপ্ত) ওমরাও খান বলেন যে, সরকারের ধরন বা প্রকৃতি লইয়া আমরা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়াছি। কিন্তু ইসলামের যে ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছিল, এখন আমাদের পক্ষে সেই ইসলামিক পদ্ধতির সরকার গঠন করাই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নির্বাচনে তাহাদের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য তিনি বিভিন্ন ইসলাম প্রিয় দলগুলিকে একতাবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান এবং এই নির্বাচনে সম্ভাব্য রক্তপাত বন্ধ করার জন্য তিনি সরকারকে ১৬নং এবং ৬০নং সামরিক ধারা বলবৎ করারও দাবী জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাক স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে অন্যকে ভর্ৎসনা করা। এপিপি

পূর্বদেশ

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পার্টি মহলে চাপা গুঞ্জন (ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক কারণে সাজাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তির মুক্তি দাবী করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে দলের মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা উপলক্ষে আওয়ামী লীগ অফিসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন, দেশে রাজনৈতিক বন্দী নেই, তা তিনি স্বীকার করেন না।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, তার দল কোন নির্বাচনী ঐক্যজোট করবে না। তবে সিদ্ধ প্রদেশে জনাব জি, এম সৈয়দের সিদ্ধ যুক্তফ্রন্টের সাথে এক জোটে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে শেখ মুজিব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে সিদ্ধ যুক্তফ্রন্ট তার দলের ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে বলেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সব আসনে দলীয় প্রার্থী মনোনীত করা সম্ভব নয় তবে যত বেশী সম্ভব আসনে দলীয় মনোনয়ন দান করা হবে। দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের সাম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্যে দুই-এক দিনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যাবেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব বাংলায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সব আসনে আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় পরিষদের ১শ’ ৬২টি আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩শ’ আসনের মধ্যে ২শ’ ৯৯টি আসনে দলের মনোনীত প্রার্থীদের নাম গতকাল প্রকাশ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই নম্বর আসনে মনোনীত প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়েছে।

আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করবে সে সম্পর্কে অভিমত জানতে চাওয়া হলে শেখ মুজিব বলেন, “আমি এখন কিছু বলতে পারি না।” প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন বলেন “আসল পরীক্ষা সামনে।”

সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে দলের মনোনয়নের জন্যে আবেদনকারী অমনোনীত ব্যক্তির নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তাজউদ্দিন

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় মনোনয়ন তালিকা প্রকাশের পূর্বে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে আওয়ামী লীগ প্রদেশের সবগুলি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং দলের মনোনয়ন লাভের উদ্দেশ্যে বহু ‘যোগ্য ব্যক্তি’ আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সকলকে মনোনীত করা সম্ভব হয়নি। বলেন যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু লোকের প্রয়োজন হবে এবং যাদের মনোনয়ন দান করা সম্ভব হয়নি, তাদের সেই সব কাজে লাগানো হবে।

জনাব তাজউদ্দিন আশা প্রকাশ করেন যে যারা মনোনয়ন পাননি, তারা দলীয় ও জাতীয় স্বার্থের জন্যে কাজ করে যাবেন।

জনাব তাজউদ্দিন বলেন যে, পরিষদের ১শ’ ৬২টি আসনের জন্যে ৩শ’ ৫৯ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩শ’ আসনের জন্যে ১ হাজার ৫শ’ ৫৬ জন আবেদন করেছিলেন।

যেসব বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা দলীয় মনোনয়ন লাভ করেছেন, তারা হলেন :-

শেখ মুজিবুর রহমান (ঢাকার দুটি আসন), এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান (রাজশাহী), জনাব তাজউদ্দিন (ঢাকা) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ময়মনসিংহ) খন্দকার মুস্তাক আহমদ (কুমিল্লা), জনাব মিজানুর রহমান (কুমিল্লা), জনাব জহিরউদ্দিন (ঢাকা), জনাব মশিউর রহমান (যশোর), মওলানা আবদুর রশীদ তর্ক বাগিশ (পাবনা) জনাব আসাদুজ্জামান খান (ময়মনসিংহ)। মনোনীত আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতাদের নির্বাচনী এলাকা দেখে মনে হচ্ছে যে ঢাকার একটি আসনে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কাউন্সিল মুসলিম লীগ খাওজা খায়েরউদ্দিনের এবং অপর একটি আসনে জনাব জহিরউদ্দিনের সাথে প্রাদেশিক জামাতে ইসলামী প্রধান জনাব গোলাম আজমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এছাড়া ময়মনসিংহ পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমিনের সাথে জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়া এবং গোপালগঞ্জে শেখ মুজিবের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী জনাব ওয়াহিদুজ্জামানের সাথে মোল্লা জালালউদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

উল্লেখযোগ্য যে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণাকালে জনাব তাজউদ্দিন বলেছেন যে সবকিছ, বিবেচনা করেই প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন আওয়ামী লীগ কর্মীদের সাথে আলাপ করার পর জানা গেছে যে দলের জন্যে বহু নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন এমন অনেক বিশিষ্ট কর্মী দলের মনোনয়ন পাননি। এছাড়া আরও অনেকে আছেন,

যারা জাতীয় পরিষদের মনোনয়ন চেয়ে প্রাদেশিক পরিষদের এবং প্রাদেশিক পরিষদের মনোনয়ন চেয়ে জাতীয় পরিষদের মনোনয়ন পেয়েছেন।

দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে আরও জানা গেছে যে দলের অন্যতম নেতা খন্দকার মুস্তাক আহমদের সুপারিশ সম্বলিত আওয়ামী লীগের বহু পুরাতন সদস্যকে মনোনয়ন দেয়া হয়নি। এই সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা হল, জনাব মুস্তাকের সমর্থিত প্রার্থীদের ইচ্ছা করে বাদ দেয়া হয়েছে।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সুযোগ-সুবিধা পাবার যে আশ্বাস জনাব তাজউদ্দিন দিয়েছেন তা এই অসন্তোষকে চাপা দিতে পারেনি। এবং এর ফলে অভিজ্ঞ বহু কর্মীর দল ত্যাগের সম্ভাবনাকেও এড়িয়ে দেয়া যায় না।

Pakistan Observer

25th September 1970

Mujib contests 2 city seats:

AL nominations for NA, PA

(By A Staff Correspondent)

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman told a Press conference on Thursday in Dacca that his party would not form election alliance with any other party except in Sind where Awami League had been a component of the Sind United Front.

The names of Awami League’s candidates in East Pakistan for the National and Provincial Assemblies were announced at the Press conference by Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary, East Pakistan Awami League, and Secretary, Awami League Parliamentary Board.

Awami League will contest all the 162 National and 300 Provincial Assembly seats in East Pakistan. The name of one Provincial Assembly candidate in a Chittagong Hills Tracts constituency was not announced at the press conference in view of some “technical reason”. It will be announced later.

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman himself will contest the National Assembly election from two seats in Dacca, while Mollah Jalaluddin, an Awami League worker, will contest from a Gopalganj constituency where he will face Muslim League (Quaiyum Group) leader, Mr. Wahiduzzaman.

Referring to this challenge by Mr. Wahiduzzaman, Sheikh Mujib told newsmen, “Let him face a worker of Awami League; Insha Allah he will be defeated miserably.

Announcing the names of the party candidates Mr. Tajuddin Ahmed hoped that those who could not be given nominations would also continue their struggle in the interest of the party and the nation.

Replying to a newsman Sheikh Mujibur Rahman said that disciplinary action would be taken against any member of the party contesting the elections as an independent candidate, violating the party decision. He said first such members would be expelled from the party.

Sheikh Mujib said that Awami League was a disciplined party and that he had confidence in the party workers, He reminded the newsmen that in the past when there was no prospect of election Awami Leaguers did not desert the party. He said that except for a brief period Awami League was in the opposition all through. He claimed that it was Awami League which created opposition in the country.

The Awami League President thought that all the candidates set up by the party were suitable candidates. A newsman wanted to know which of the parties he thought to be formidable opponents. He answered, "None".

He replied in the negative to a question if he would think a joint front of the Islam Pasand parties a formidable opponent.

Sheikh Mujib left it to newsmen to assess the election prospects or his party. "You can judge the public opinion", he said. Regarding West Pakistan he said Awami League would set up candidates in some of the seats in all the provinces. He said that he was hopeful about Sind.

He expressed his confidence that the National Assembly to be elected would be able to give the nation a constitution in 120 days provided there were honest intentions.

Emphasising the need to maintain a peaceful situation in the country for the ensuing election Sheikh Mujibur Rahman demanded the release of all political prisoners including political convicts. He said that he did not agree to the claim that there were no political prisoners in the county today.

Sheikh Mujib observed that the forces which had been engaged in conspiracies against the interest of the people since the beginning were still active. He said Awami League would resist any conspiracy against the elections. He said that he depended on the people who were conscious and would realise their rights.

NE-1 Rangpur-1 Mr. Mozahar Hossain Choudhury, B. A. NE-2 Rangpur-ii Mr. Ahmed Hossain Sarker, Mukhteer, NE-3 Rangpur-iii Mr. Md. Sadaquat Hossain. NE-4 Rangpur-iv Mr. Md. Lutfur Rahman, B. A. NE-5 Rangpur -V Shah Abdul Hamid, Advocate, NE-6 Rangpur-VI Dr. Abu Solaiman Mondal, MBBS. NE-7 Rangpur -VII Mr. Md. Azizur Rahman, Advocate. NE -8 Rangpur-VIII Mr. Md. Nurul Haq. M.A. LLB. Advocate. NE-9 Rangpur-IX Mr. Md. Abdul Awal. NE-10 Rangpur-X Mr. Matiur Rahman, LL.B. NE-11 Rangpur-XI Mr. Md. Abdur Rauf, B. A. NE-12 Rangpur-XII Mr. Afsar Ali Ahmed, B. Sc. NE-13 Dinajpur-1 Mr. M. Mosharraf Hossain Choudhury, Advocate. NE-14 Dinajpur-II Mr. Md Azizur Rahman, Advocate. NE -15 Dinajpur-III Prof. A.B.M. Muksed Ali M.A. NE-16 Dinajpur-IV Prof. M. Yusuf Ali, M. A. LL.B. Advocate, NE-17 Dinajpur-V Shah Mahtab Ahmed M.A., LL.B. NE-18 Dinajpur-VI Dr. Md. Wakiluddin Mondal, LMF-NE-19 Bogra-i Dr. Mafiz Ali Mohammad Choudhury @ Dr. Mafiz Choudhury M. Sc. Ph.D. NE-20 Bogra_II Mr. Mujibur Rahman (Akkelpuri) NE-21 Bogra -III Mr. Akbar Ali Khan Choudhury, NE_22 Bogra_IV Mr. Md. Habibur Rahman, Advocate, NE_23 Bogra_V Dr. Zahidur Rahman, MBBS. NE-24 Pabna-i Mr. Motahar Hossain Talukder. NE-25 Pabna_II Maulana Abdur Rashid Tarkabagish. NE-26 Pabna-III Mr. Abdul Momin Talukder Advocate, NE-27 Pabna_IV Syed Hossain Mansur, M.A. NE-28 Pabna_V Mr. Abu Sayeed, M. A. NE-29 Pabna_VI Mr. Amjad Hossain, B. A. NE-30 Rajshahi-I Mr. Md. Atwar Rahman Talukder, M. A., L.L.B. Advocate. NE-31 Rajshahi-II Mr. Md. Azizur Rahman Mian. NE- 32 Rajshahi-III Mr. Md. Baitullah, M. A., L.L.B., Advocate. NE-33 Rajshahi-IV Mr. Md. Khaled Ali Mian, M. A. NE-34 Rajshahi_V Alhaj Rais Uddin Ahmed, Advocate. NE-35 Rajshahi_VI Mr. A.H.M. Kamaruzzaman, Advocate, NE-36 Rajshahi-VII. Principal Shah Mohammad Zafarullah, M. A. LL.B. NE-37 Rajshahi-VIII Mr. Md. Nazmul Haq Sarker, Advocate. NE-38 Rajshahi-IX Dr. Sheikh Md. Mobarak Hossain, MBBS. NE-39 Kushtia-I-Md. Ameerul Islam Bar-at-Law. NE-40 Kushtia_II Mr. Azizur Rahman Akkas, M.A., LL.B Advocate, NE-41 Kushtia-III_Md. Sohiuddin NE-42 Kushtia-IV_Mr. Abu Ahmed Afzalur Rashid, Bar-at-Law. NE-43 Jessore-I Mr. Md. Qamaruzzaman, M.A., B.Ed. NE-44 Jessore_II Mr. Iqbal Anwarul Islam, M.A., LL.B. Advocate NE-_45 Jessore_III_Mr. M. Masihur Rahman, Advocate NE-46 Jessore- IV_Babu Subodh Kumar Mitra. NE- 47 Jessore-V.

Mr. Md. Raushan Ali, Advocate NE-48 Jessore-VI_Mr. Sohrab Hossain, Advocate NE-49 Jessore-VII_Khandaker Abdul Hafiz, Advocate, NE-50 Khulna_1 Mr. M. A. Khair, B. A. B.Ed. NE-51 Khulna_II Sheikh Abdul Aziz, M.A. LL.B. Advocate NE-52 Khulna-III Mr. Lutfar Rahman (Moni), NE-53 Khulna-IV Mr. Md. Abdul Gafur, NE-54 Khulna-IV Mr. Md. Mohsin, B. Sc NE-55 Khulna-VI Mr. Salahuddin Yusuf, Advocate., NE-56 Khulna_VII Mr. Md. Abdul Gaffar, M.A., LL.B, Advocate., NE-57 Khulna_VIII Syed Kamal Bakht. NE-58 Bakerganj-I Mr. Abdur Rab Serniabat, Advocate, NE-59 Bakerganj-II Prof. Abul Kaiser Salehuddin Ahmed. M.A. NE-60 Bakerganj-III Mr. Nurul Islam Manjur., Advocate, NE-61 Bakerganj-IV Mr. Md. Abdul Barek , M.A. LL.B Advocate, NE-62 Bakerganj-V Mr. Abdul Mannan, NE--63 Bakerganj-VI Mr. Tofail Ahmed, M.Sc. NE-64 Bakerganj-VII Dr. Azharuddin Ahmed, LMF. NE-65 Bakerganj-VIII Prof. Abul Kalam Faizul Haq, M.A. NE-66 Bakerganj-IX Mr. Enayet Hossain Khan Advocate, NE-67 Bakerganj-cum-Patuakhali-X Mr. M. Shamsul Haq, M. A., LL.B. Advocate, NE-68 Patuakhali-I Mr. Golam Ahad Choudhury, Advocate. NE-69 Patuakhali-II Mr. Abdul Hady Talukder, M.A. (Dac), M.A. (London). NE-70 Patuakhali-III Mr. Asmat Ali Sikder, M.A. LL.B. Advocate. NE-71 Tangail-I Mr. Abdul Mannan, M Com. NE-72 Tangail-II Mr. Shaukat Ali Khan, Bar-at-Law. NE-73 Tangail-III Principal Md. Humayun Khalid, M.A. LL.B. NE-74 Tangail-IV Mr. Hatem Ali Talukder, NE-75 Tangail-V. Mr. Shamsur Rahman Khan, (Shah Jahan) Advocate NE-76 Mymensingh I Alhaj Abdus Samad, B.Sc. NE-77 Mymensingh_II Mr. Md. Karimuzzaman Talukder, B.A.B.T. NE-78 Mymensingh_III Mr Md. Abdul Hakim, M. A., LL.B, Advocate, NE-81 Mymensingh-IV Mr. Anisur Rahman Mukhteer. NE-80 Mymensingh-V. Mr. Md. Abdul Hakim Sarker NE-81 Mymensingh VI. Mr. Mosharraf Hossain Akand, M. A. B. L., Advocate. NE-82 Mymensingh-VII Mr. M. Ibrahim, B.L. NE-83 Mymensingh-VIII. Mr. Rafiquddin Bhuiyan. NE-84 Mymensingh-IX Syed Abdus Sultan, Advocate, NE-85 Mymensingh-X. Prof. A.N.M. Nazrul Islam, M.A. NE-86 Mymensingh_XI Prof. Md. Shamsul Huda, M.A. NE-87 Mymensingh-XII. Mr. Sadiuruddin Ahmed, Advocate. NE-88 Mymensingh-XIII Mr. Abdul Momin, M.A., LL.B. Advocate., NE- 89 Mymensingh_XIV Mr. M. Jobed Ali, Advocate. NE-90 Mymensingh_XV Mr. Asaduzzaman Khan, M. A. B. L. Advocate. NE-91 Mymensingh_XVI Mr. Md. Zillur

Rahman, M. A., LL.B., Advocate. NE-92 Mymensingh-XVII Syed Nazrul Islam, M. A. LLB. NE-93 Mymensingh-XVIII Mr. Abdul Hamid, B.A NE-94 Faridpur-I Mr. A.B.M. Nurul Islam, M.A., LL.B., Advocate. NE-95 Faridpur-II Syed Qamrul Islam, Md. Salehuddin, Bar-at-Law, NE-96 Faridpur--III Mr. K.M. Obaidur Rahman, M.A., NE-97 Faridpur-IV Mr. Shamsuddin Mollah, Advocate. NE-98 Faridpur-V. Mr. Md. Abul Khair, B.Sc. NE-99 Faridpur-VI. Mollah Jalaluddin Ahmed, M.A., LL.B., Advocate. NE-100 Faridpur-VII Adeluddin Ahmed, M.A., LL.B., Advocate. NE-101 Faridpur-VIII. Mr. Amjad Hossain Khan, Advocate. NE-102 Faridpur-IX Mr. Abidur Reza Khan, Advocate. NE-103 Faridpur-X Dr. M.A. Qasim, LMF. NE-104 Dacca-I Mr. Md. Nurul Islam. NE-105 Dacca--II Mr. Moselemuddin. Khan M. A, LL.B. Advocate. NE-106 Dacca--III Khandaker Nurul Islam, M. A, LL.B. Advocate. NE--107 Dacca--IV Mr. Md. Shamsul Hoq, M. A, NE-108 Dacca--V Mr. Tajuddin Ahmad. NE-109 Dacca--VI Mr. Ashraf Ali Choudhury, B.Com. NE-110 Dacca-VII. Mr. Zahiruddin, M. A, B.L. Advocate. NE-111 Dacca--VIII Sheikh Mujibur Rahman, NE-112 Dacca--IX Sheikh Mujibur Rahman, NE-113 Dacca--X Mr. Fazlur Rahman. M. A, LL.B. Advocate. NE—114 Dacca--XI Mr. Aftabuddin Bhuiyan, Advocate. NE-115 Dacca--XII Mr. Abdur Razaaq Bhuiyan, M. A, LL.B. Advocate. NE-116 Dacca-XIII Mr. Md. Sahar Ali Miah Dip-in-Civil Eng. NE-117 Dacca-XIV Mr. A.K.M. Shamsuzzoha. NE-118 Dacca-XV Mr. Kafiluddin Choudhury, NE-119 Dacca-XVI. Mr. Abdul Karim Bepari, B. Com. NE-120 Sylhet--I Mr. Mustafa Ali, Advocate. NE--121 Sylhet--II Mr. Md. Abdur Rab, M.A. (Alig) Lt. Col. (Rtd) NE-122 Sylhet--III Mr. A. K. Latifur Rahman Choudhury (Manik Choudhury) NE-123 Sylhet--IV Mr. Md. Elias, M. Sc. NE-124 Sylhet--V Mr. Abdul Muntaqueem Choudhury, Bar-at-Law. NE-125 Sylhet--VI Mr. Md. Ataul Ghani Osmani, B.A. (Alig). Colnel (Retired) NE-126 Sylhet--VII Mr. Abdur Rahman. M.A.. LL.B. J. D., Advocate NE-127 Sylhet--VIII Dewan Farid Ghazi. NE—128 Sylhet—IX Mr. Abdul Haq, Advocate. NE- 129 Sylhet--X Mr. Md. Abdus Samad, B.A. NE-130 Sylhet--XI Dewan M. H. Obeidur Reza B.A. NE-131 Comilla-1 Mr. Taheruddin Thakur, B.A. NE-132 Comilla-II Mr. Ali Azam, Advocate, NE-135 Comilla-III Dewan Abdul Abbas, M.A., LL.B. Advocate. NE-134 Comilla-IV Mr. Serajul Haq, M. A, LL.B Advocate, NE-135 Comilla-V Prof. Md. Khurshid Alam, M. Sc., NE—136 Comilla—VI Mr. Qazi Zahirul Qaiyum, B.L. Khak

YnRB TA IONU NNUN. NE-137 Comilla-VII. Mr.A.M. Ahmed Khaleq (Bulu Mian), B. A, NE-138 Comilla-VIII. Khandaker Mohshtaque Ahmed, Advocate., NE-139

Comilla-IX Alhaj Abul Hashem. NE-140 Comilla-X Capt. Md. Sujat Ali, Abdul Awal, Advocate. NE-B.A. 135 NE—141 Comilla—XI Mr. 142 Comilla-XII Prof. Hafez Habibur Rahman, M. A. NE—143 Comilla—XIII Mr. M. Waliullah, B.Sc. NE—144 Comilla—XIV Mr. Mizanur Rahman Choudhury, B.A. NE—145 Noakhali—I Principal Md. Obaidullah Mazumder, M.A., NE—146 Noakhali—II Mr. Khwaja Ahmed, NE—147 Noakhali—III Mr. Nurul Haq. NE—148 Noakhali—IV Mr. Abdul Malek Ukil Advocate. NE—149 Noakhali—V Delwar Hossain, Advocate. NE—150 Noakhali—VI Mr. Khalid Mohammad Ali, B.A. NE—151 Noakhali—VII. Prof. Md.Hanif, M.A., NE—152

Noakhali—VIII Mr. Md. Abdur Rashid, NE—153 Chittagong—I Mr. Mustafizur Rahman Siddiqui, M. A. (Cal) B.Com. (London) C.A. (Lonon) NE—154 Chittagong—II Mr. M.A. Aziz. NE—155 Chittagong—III Mr. Md. idris, B.Sc. NE—156 Chittagong —IV Syed Md. Fazlul Haq B. Sc. NE_157 Chittagong- V Prof. Md. Khalid, M.A. NE—158 Chittagong—VI. Prof. Nurul Islam Choudhury M. A. LL.B, Advocate. NE—159 Chittagong —VII. Mr. Ataur Rahman Khan (Kaiser) M.A. NE—160 Chittagong—VIII. Mr. Abu Saleh, B.Com. NE—161 Chittagong—IX Mr. Noor Ahmed, M.A, LL.B. Advocate. NE_162 Chittagong—X. Chittagong Hill Tracts. Mr. Charu Bikash Chakma, B.A.

Dawn

25th September 1970

Sheikh Mujib rules out any electoral alliance

Bureaucracy accused of trying to prevent holding of polls

(From Our Staff Correspondent)

DACCA, Sept 24: Pakistan Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman said today that his party had no election alliance with any party in the country except an electoral understanding with the Sind United Front led by Mr. G. M. Syed which, he said, had supported his six-point programme. Addressing a Press conference at the party office, he asserted that he was ready to face any party in the elections in East Pakistan, but said he would not forecast the results. “Let us hope for the best and prepare for the worst”, he said.

৩৮৯

No application was received from any female candidate for the general seats, the Awami League chief said in reply to a question. He added that the Parliamentary Board of his party would certainly have given consideration on this point, if there was any such applications.

In deciding the nominations the Parliamentary Board was unanimous, Sheikh Mujib said. Asked if he thought his party was capable to win all the seats in the elections of both the Assemblies Sheikh Mujib declined to make any forecast. Awami League Secretary Mr. Tajuddin, who was sitting by Sheikh Mujib’s side, said the real test lay ahead and there should not be any forecast now.

Asked what action he would take if those who have not received party nominations, contest elections as independents, Sheikh Mujib said anyone who would not abide by party discipline during the elections shall be expelled from the party. He thought that there should not be any grumbling for not getting nominations. However, he said if anyone tried to contest independently he would not only be suspended from the party but would be expelled. He said that Awami League was the oldest party in the country which gave birth to the very concept of democratic Opposition in the country’s politics. He said his party workers were very much disciplined who had sacrificed, suffered, fought and worked for the realisation of the party programme.

As regards a “code of conduct” and declaration of assets by candidates before the polls, as had been reported in the Press, Sheikh Mujib said that only when it was decided he could say what he would do.

BUREAUCRATIC HINDRANCE

The Awami League chief said in reply to another question that he was firmly of the view that a section in the bureaucracy and the vested interest were working against the holding of the elections in the country to hinder transfer of power to representatives of the people. Sheikh Mujib emphasised that at all costs his party and people resist such conspiracy. His party was very much alive to the situation, Sheikh Mujib warned.

The Awami League chief called upon the administration to release the “political prisoners” whether they were political convicts or detenues so that a proper condition was created for holding of the elections in the country.

৩৯০

Sheikh Mujib pointed out that apart from his party men there were many others who made no mean contribution to the cause of democracy.

Replying to another question, Sheikh Mujib said he never thought his party would take any retaliation on anybody in the process of political opposition. Rather he always thought that tolerance should be a cardinal principal in political life.

APP adds: Sheikh Mujib said he did not consider any candidate too strong for his party in the elections. He said that Mr. Wahiduzzaman threw a challenge to him. His challenge has been accepted. Mollah Jalaluddin, an Awami League worker, would contest and defeat him.

Answering another question as to why he was contesting from Dacca instead of his home constituency Gopalganj, Sheikh Mujib said: "This is also my home." He confidently said: "I can contest from any constituency from East Pakistan."

The Awami League chief said that his party would also contest in other provinces of West Pakistan although they would not set up candidates in all the seats. They would contest some seats only, he said. He told a questioner that it was possible to frame a Constitution within 120 days if "the purpose is noble."

On the election manifesto, Sheikh Mujib said they have no separate election manifesto. His party manifesto was the election manifesto.

দৈনিক পয়গাম

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

পিডিপি প্রধান কর্তৃক শেখ মুজিব ও ভাসানীর সমালোচনা

গুজরানওয়ালা, ২৬শে সেপ্টেম্বর।- পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জনাব নুরুল আমীন গতকল্য এখানে জনসাধারণের প্রতি দেশে যাহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে তাহাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিবার আহ্বান জানান। তিনি গতকল্য বিকালে শেরানওয়ালা গার্ডেনে জনসভায় ভাষণদানকালে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে শেখ মুজিবর রহমান এবং মওলানা ভাসানী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন ফ্যাসিস্ট নেতা জাতীয় সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধানের বিরোধিতা করেন। তাহারা এমন সমস্ত শ্লোগান উত্থাপন করিতেছেন যাহাতে তাহাদের সংক্ষিপ্ত উপায়ে ক্ষমতা দখলের অশুভ পরিকল্পনা ফুটিয়া উঠে। পিডিপি নেতা জনগণকে হুশিয়ার করিয়া দেন যে, তাহারা যদি জাতীয় ঐক্য বানচাল করিয়াও দেশে

সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এইসব ভূয়া শ্লোগানের পশ্চাতে ধাওয়া করেন এবং এই রকম পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের পরাস্ত করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ না হন তবে জনগণ দীর্ঘদিনের জন্য দুর্ভোগে পোহাইতে বাধ্য হইবেন। তিনি বলেন যে, আসন্ন নির্বাচন জনগণের জন্য পাকিস্তানকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করিবার তাহাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুবর্ণসুযোগ। জনাব নুরুল আমীন জনগণের প্রতি পাকিস্তানের আদর্শ এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের আহ্বান জানাইয়াছেন। যাহাতে দেশকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হয়। তিনি যে সকল নেতা আঞ্চলিকতাবাদ ফেনাইয়া তুলিতেছেন তাহাদের নিন্দা করেন এবং বলেন এই সমস্ত নেতা প্রাদেশিকতাবাদের নামে জনসাধারণকে শোষণ করিতেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে সিন্ধী পাঞ্জাবী বেলুচী পাঠান এবং বাঙ্গালী সবাই ভাই ভাই এবং সকলেই সমান দেশ প্রেমিক। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তাহারা দুই অংশের জনগণের মধ্যে বিদ্বেষী ছড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

জনাব নুরুল আমীন বলেন যে বর্তমানে দেশ একটি সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে। অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে বর্তমানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনগণ নির্বাচনে সংপ্রতিনিধি নির্বাচিত করিলেই বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করিতে পারেন। তিনি বলেন যে, দেশের ভবিষ্যত এখন ভোটদারদের হাতে তাহারা যদি ভুল করেন তবে আগামী দিনের বংশধরেরা আমাদের ক্ষমা করিবেন না, পিডিপি নেতা বলেন যে, আইয়ুব সরকারের স্বৈরাচারী শাসন আমল পাকিস্তানের ... যুগ। জনগণ নির্বাচনে সংবিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তিদের জয়যুদ্ধ করিলেই ... যুগের সকল সামাজিক ক্রটি নির্মূল করা যাইবে। তিনি বলেন যে পাকিস্তানে ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়াছে। -এপিপি

পূর্বদেশ

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নুরুল আমীন বলেন:

শেখ মুজিব ও ভাসানী গণতন্ত্র বিরোধী

গুজরানওয়ালা, ২৬শে সেপ্টেম্বর (এপিপি)।- পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জনাব নুরুল আমীন গতকাল এখানে জনসাধারণের প্রতি দেশে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্রত নিয়েছে তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি গতকাল বিকালে শেরানওয়ালা গার্ডেনে এক জনসভায় বক্তৃতা দানকালে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবুর রহমান এবং মওলানা ভাসানী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন ফ্যাসিস্ট নেতা জাতীয় সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধানের বিরোধিতা করেন। তারা এমন সব শ্লোগান উত্থাপন করছেন যাতে তাদের সংক্ষিপ্ত উপায়ে ক্ষমতা দখলের অশুভ পরিকল্পনা ফুটে উঠে।

পিডিপি নেতা জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেন যে, তারা যদি জাতীয় ঐক্য বানচাল করা ও দেশে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এইসব ভুয়া শ্লোগানের পশ্চাতে ধাওয়া করেন এবং এ রকম পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের পরাস্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ না হন তবে জনগণ দীর্ঘদিনের জন্য দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য হবেন। তিনি বলেন যে, আসন্ন নির্বাচন জনগণের জন্য পাকিস্তানকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করার তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুবর্ণ সুযোগ। জনাব নূরুল আমিন জনগণের প্রতি পাকিস্তানের আদর্শ এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন। যাতে দেশকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলা যায়।

তিনি যে সকল নেতা আঞ্চলিকতাবাদ ফেনিয়ে তুলেছেন তাদের নিন্দা করেন এবং বলেন, এইসব নেতা প্রাদেশিকতা বাদের নামে জনসাধারণকে শোষণ করছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সিন্ধী পাঞ্জাবী বেলুচী পাঠান এবং বাঙ্গালী সবাই ভাই ভাই এবং সকলেই সমান দেশপ্রেমিক।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা দুই অংশের জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করছেন।

জনাব নূরুল আমিন বলেন যে, বর্তমানে দেশ একটি সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে বর্তমানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণ নির্বাচনে সং প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেই বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে পারেন। তিনি বলেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ এখন ভোটদানের হাতে, তারা যদি ভুল করেন তবে আগামী দিনের বংশধরেরা আমাদের ক্ষমা করবেন না।

পিডিপি নেতা বলেন যে, আইয়ুব সরকারের স্বৈরাচারী শাসনামল পাকিস্তানের কৃষ্ণ যুগ। জনগণ নির্বাচনে সং, বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তিদের জয়যুক্ত করলেই কৃষ্ণযুগের সকল সামাজিক ক্রটি নির্মূল করা যাবে।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তানে ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বার্থ হয়েছে।

আজাদ

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ সাহেবের প্রতি আহ্বান:

সস্তা শ্লোগানে জনগণকে বিভ্রান্ত করিবেন না

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

পারজোয়ার (ঢাকা), ২৪ শে সেপ্টেম্বর।- পারজোয়ার উন্নয়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নূর হোসেন সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, সম্প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবুর রহমান কেরানীগঞ্জ বন্যা দুর্গত এলাকা সফর কালে বুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণের দাবী জানাইয়াছেন।

তিনি বলেন, দাবীর পিছনে শেখ সাহেবের নির্বাচনী প্রচারণার পথ প্রসন্ন করিতে চাহিয়াছেন মাত্র। তিনি বলেন, এই শেখ সাহেব এক সময়ে কেরানীগঞ্জের মানুষকে ভূখা মিছিলের প্ররোচনা দিয়া পুলিশের গুলীর সামনে ঠেলিয়া দিয়া ছিলেন যাহার ফলে তাহার (শেখ সাহেবের) গদী লাভও আসন্ন হইয়া উঠে। তিনি শেখ সাহেবকে প্রশ্ন করিয়া বলেন 'আপনার ওজারতির সময় এই সেতু নির্মাণের দাবী কোথায় ছিল? কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন তখন। আর ক্ষমতায় যাইয়া এই এলাকার মানুষের মুখে কতটুকু 'অন্ন' তুলিয়া দিয়াছিলেন?'

জনাব হোসেন এই সকল সস্তা শ্লোগান দিয়া এই এলাকার জনগণকে আর বিভ্রান্ত না করার জন্য শেখ সাহেবের নিকট আহ্বান জানান।

জনাব হোসেন আরও বলেন পারজোয়ার (কেরানীগঞ্জ) এলাকার জনসাধারণ সং এবং খোদাভীরু কাজেই তাহারা তাহাদের এলাকা হইতে আসন্ন নিবাচনে সেই রূপ প্রতিনিধিই নির্বাচিত করিবেন। তাহাদের নূতন কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন জেলা হইতে আমদানী করার প্রয়োজন নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শেখ মুজিবের সফরসূচী

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার অভ্যন্তরভাগে সপ্তাহব্যাপী সফরে আগামী ৪ঠা অক্টোবর চট্টগ্রাম মেলযোগে ঢাকা ত্যাগ করিবেন।

নিম্নে শেখ মুজিবের বিস্তারিত সফরসূচী প্রদত্ত হইল : ৪ঠা অক্টোবর রাত্রি ১টায় ভৈরব উপস্থিতি, রাত্রি ২টায় লঞ্চে আরোহণ, ৫ই অক্টোবর সোমবার সকাল ৯টায় কুলিয়ারচরে উপস্থিতি, সকাল ১০টায় কুলিয়ারচরে জনসভা বিকাল ২টায় চাতলপাড়ে জনসভা এবং বিকাল ৫টায় নাসিরনগরে (কুমিল্লা) জনসভা।

৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার-সকাল ৮টায় অষ্টগ্রামে, দুপুর ১২টায় নিকলীতে এবং বিকাল ৪টায় ইটনায় জনসভা।

৭ই অক্টোবর বুধবার-সকাল ৯টায় আজমিরিগঞ্জে ও বিকাল ৪টায় ডেরাইয়ে জনসভা।

৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার-সকাল ১১টায় জয়কলাশ (সুনামগঞ্জ), বিকাল ৩টায় জামালগঞ্জ এবং সন্ধ্যা ৬টায় গোলকপুরে জনসভা।

৯ই অক্টোবর শুক্রবার-সকাল ৯টায় রাজাপুর, সকাল ১১টায় জাগনাজুর বাজার এবং বিকাল সাড়ে ৩ টায় ধরমপাশায় জনসভা।

১০ই অক্টোবর শনিবার-সকাল ৮টায় মোহনগঞ্জে জনসভা এবং মোহনগঞ্জ হইতে ট্রেনযোগে ময়মনসিংহ প্রত্যাবর্তন।

এই সফরে শেখ মুজিবের সঙ্গে থাকিবেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন এবং সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এম, এ, সামাদ।

পূর্বদেশ

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০

অবশেষে মুজিব-ভুট্টো আঁতাত!

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

আইয়ুবের মন্ত্রিসভায় দীর্ঘ সাত বছর ওজারতির কৃতিত্বে কৃতিমান, এককালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে প্রকাশ্য বাহাসে আহ্বানকারী জনাব জুলফিকার আগী ভুট্টো শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবের সাথেই আঁতাত করতে যাচ্ছেন বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি ওয়াশিংটন ন্যাপের জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী পশ্চিম পাকিস্তানে ন্যাপ- আওয়ামী সমঝোতা সম্পর্কে যে আভাস দান করেন শেখ মুজিব এক সাংবাদিক সম্মেলনে তা নাকোচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ কারও সাথে নির্বাচনী জোট করবে না। কিন্তু এ কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই জানেন যে, পাকিস্তানে এমন কোন রাজনৈতিক দল নেই যা সমভাবে ‘উভয়াঞ্চলে জনপ্রতিনিধিত্ব কিংবা

জনপ্রিয়তা দাবী করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আঁতাত কিংবা সমঝোতাই হোক- একটা কিছু করতে হবে। সুতরাং নেতারা যত জোরেশোরেই জোট বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন না কেন জোট গঠন অপরিহার্য। ইতিপূর্বে বলা হয়েছিল যে, শেখ মুজিব কাউন্সিল লীগের পদত্যাগী প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানার সাথে সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করবেন। অবশ্য এই সমঝোতা প্রকাশ্যে হবে না এটা এমনি একটা বোঝাপড়া হবে যা নির্বাচনের পরে কাজে লাগানো হবে। কিন্তু মিয়া সাহেবের পদত্যাগে সেই পরিকল্পনা ভেঙে গেছে বলে শোনা যায়। সেই নিবন্ধে অবশ্য জনাব ভুট্টোর নামও উল্লেখ করা হয়েছিল।

জনাব ভুট্টো সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে একদিন বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কোন বোঝাপড়া করলে তা’ মওলানা ভাসানীর নির্বাচনে নিরুৎসাহ এবং অনেকটা নির্বাচন বিরোধী অভিযানে জনাব ভুট্টোকে স্ট্রাটেজী পরিবর্তন করতে হচ্ছে এবং হালফিল আমলে তিনি মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ করে চলেছেন। জনাব ভুট্টো মনে করেন, পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং তাঁর দলই সর্বাধিক আসন লাভ করবে। এমতাবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের কারও সাথে যদি জোট করতেই হয় তবে শেখ মুজিবের সাথে করাই ভাল।

এ জন্য জনাব ভুট্টো সম্প্রতি তাঁর দলে যোগদানকারী সাবেক ন্যাপ নেতা জনাব মাহমুদ আলী কাসরীকে দৌত্য কার্যে নিয়োজিত করেছেন। প্রকাশ, কাসুরী সাহেব শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার পর “হটলাইন” অব্যাহত রাখার জন্য তাঁর পুত্র ওমর আলী কাসুরীকে ঢাকা রেখে গেছেন।

রাজনৈতিক মহল আরও বিশ্বাস করেন, পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জনাব ভুট্টো অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এবং বিভিন্ন দলের নির্বাচনের জোট গঠনের ফলে শেখ মুজিব এবং জনাব ভুট্টোর কোন রকম সমঝোতা ছাড়া গতান্তর নেই। তবে স্থানীয় রাজনৈতিক মহল এই বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, সাধারণতঃ একমুনা লোকদের মধ্যেই সমঝোতা কিংবা জোট গঠিত হয় কিন্তু শেখ মুজিবকে খতম করে দেয়ার জন্যে একদিন যারা জোট বেঁধেছিল এবং শেখ মুজিবকে মাঠে পরাস্ত করার জন্যে যারা তাঁকে প্রকাশ্য বাহাসে আহ্বান করেছিল, তাঁদের এই জোট কতটা ফলপ্রসূ হবে এ সম্পর্কে সংশয় রয়েছে। অবশ্য “রাজনীতিতে বিচিত্র দোসর” বলে যে প্রবাদ রয়েছে এ ক্ষেত্রে হয়ত তারই পুনরাবৃত্তি হবে।

পূর্বদেশ
২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০
লাহোরে পিডিপির জনসভা:
মুজিব, ভুট্টো ও মওলানা ভাসানীর সমালোচনা

লাহোর, ২৮ শে সেপ্টেম্বর (এপিপি)।- পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রধান জনাব নূরুল আমিন গতকাল স্থানীয় ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এক জনসভায় ভাষণদানকালে যাঁরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের নির্বাচিত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, গত ১২ বছর ধরে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে এবং দেশের কোন ব্যাপারে জনগণের কোন বক্তব্য পেশ করতে দেয়া হয়নি। আর তাছাড়া, তখন কোন সত্যিকারের গণপ্রতিনিধিও ছিলেন না যাঁরা আইয়ুব খানকে মানুষের গণতান্ত্রিক দাবী-দাওয়া নস্যাৎ করা থেকে বিরত রাখতে পারেন।

জনাব নূরুল আমিন বলেন, কেউ কেউ বলেন যে আদর্শের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই আদর্শই নস্যাৎ করতে চাচ্ছেন। তিনি তাদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, একমাত্র ইসলামের আদর্শে বলীয়ান হয়ে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা কংগ্রেস আর বৃটিশের সাথে সংগ্রাম করে পাকিস্তান অর্জন করেছেন।

জনাব নূরুল আমিন বলেন, দেশের ভাবী শাসনতন্ত্র ইসলাম আর গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আমরা গণতন্ত্র আর ভোটের মাধ্যমেই ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান হাসিলের পথ প্রশস্ত করেছিলাম, জোর করে নয়। এবারও ভোটের মাধ্যমেই আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো।

পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের দেশকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মত সমানই পবিত্র মনে করে। কাজেই বিচ্ছিন্নতার কোন প্রশ্নই পূর্ব পাকিস্তানে উঠতে পারে না বলেও তিনি দাবী করেন।

পিডিপি'র সহ-সভাপতি মৌলবী ফরিদ আহমদ বলেন যে, দেশের সমৃদ্ধি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল এবং আওয়ামী লীগ ও জনাব ভুট্টোর দল সেই ঐক্য বিনষ্ট করতে যাচ্ছে। তিনি পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য জনাব ভুট্টোর বিরুদ্ধেও এক অভিযোগ উত্থাপন করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন যে, দেশ এখন এক সংকটময় পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট

আইয়ুব খানই এ সব কিছুর জন্য দায়ী। তিনি জনাব ভুট্টো, মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমানেরও তীব্র সমালোচনা করেন।

সভায় জনাব মাহমুদ আলী, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সরফরাজ খান প্রমুখ ভাষণ দেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০
ঢাকায় শোকের ছায়া
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আরব বিশ্বের মহান নেতা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জামাল আবদুন নাসেরের ইন্তেকালের সংবাদে গতকাল (মঙ্গলবার) রাজধানী ঢাকায় সকল মহলে শোকের ছায়া নামিয়া আসে।

সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী তাঁহার স্মৃতির স্মরণে গতকাল সরকারী ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গতকাল শোকসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নাসেরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেও তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট নাসেরের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া বলেন যে, 'তাঁহার মৃত্যু শুধু আরব বিশ্বই নয় সমগ্র বিশ্বের জন্যই বিরাট ক্ষতিস্বরূপ। এক বিবৃতিতে শেখ সাহেব বলেন, প্রেসিডেন্ট নাসের যখন আরব বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন সেই সময় মৃত্যুর করালগ্রাস তাঁহাকে ছিনাইয়া নিল। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, প্রেসিডেন্ট নাসের আরব জনগণের মুক্তি অর্জনের যে মিশন সফল করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার মৃত্যু আরব নেতাদের উহা সততার সঙ্গে সমাপ্ত করার প্রেরণা যোগাইবে। শেখ মুজিব বলেন, নাসের আর নাই, কিন্তু তিনি জনগণের জন্য যা করিয়া গিয়াছেন তারা তা দীর্ঘদিন স্মরণ করিবে। তিনি পরলোকগত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সৈনিকদের পক্ষ হইতে মিসর ও আরব বিশ্বের জনগণের উদ্দেশ্যে গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

আওয়ামী লীগ

গতকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ অফিসে দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভায় প্রেসিডেন্ট নাসেরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় গৃহীত এক শোক প্রস্তাবে মিসর ও আরব বিশ্বের শোকসন্তপ্ত জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য সভায় ২ মিনিটকাল নীরবতা এবং তাঁহার আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া মোনাজাত করা হয়।

আজাদ

১লা অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের সফরসূচী

ঢাকা, ২৮শে সেপ্টেম্বর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আগামী ৫ই অক্টোবর কুলিয়ারচর, পরদিন অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় চাটালপাড়া নগর এবং ৪ ঘটিকার সময় ইটনায় জনসমাবেশে ভাষণ দান করিবেন।

তিনি ৭ই অক্টোবর আজমিরীগঞ্জ, দিরাই ও জয়কলসে ভাষণদান করিবেন এবং ৮ই অক্টোবর জালালগঞ্জ ও গুলপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

শেখ মুজিবের এই সফরকালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব এম, এ, সামাদও তাহার সহিত থাকিবেন।—এপিপি

আজাদ

৩রা অক্টোবর ১৯৭০

প্রেসিডেন্ট সকাশে শেখ মুজিব:

বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শুক্রবার ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন।

রাজবন্দীদের মুক্তি দান, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আনীত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ও তাঁহাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন।

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে জানান যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাইবেন। এছাড়া রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে জানান যে, অবিলম্বে তিনি এই সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা অক্টোবর ১৯৭০

প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের সহিত হাত মিলাইয়া

অতি বিপ্লবীরা নির্বাচন বানচালের চেষ্টায় লিপ্ত: শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের ভিতরের এবং বাহিরের একশ্রেণীর নির্বাচনবিরোধী তথা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি এই চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন কঠোর ঘোষণা করেন যে, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠাবিরোধী সকল চক্রান্ত ৭ কোটি বাঙ্গালী যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে রক্ষিয়া দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এক শ্রেণীর অতি-বিপ্লবী দেশের কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সহিত হাত মিলাইয়া নির্বাচন বানচালের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বাংলার স্বার্থ-বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ৫ম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে গতকাল (শুক্রবার) সকালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসের মিলনায়তনে আয়োজিত উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতেছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শফিকউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনে সংগঠনের সভাপতি নুরে আলম সিদিকী, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব, কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট সদস্য স্বপন কুমার চৌধুরী এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বাংলার অধিকার, দুঃখ-দুর্দশা এবং বাংলার গণ-মানুষের দুরবস্থার কারণ ছাত্রদের নিকট বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, গত ২৩ বৎসর ধরিয়া বাংলার

মানুষকে যে শোষণ করা হইয়াছে তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বাংলার এই হাহাকার। তিনি এই প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন, সংগ্রাম এবং ত্যাগের মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম, বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ত্যাগ এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ইহার যাত্রা এবং ইহার ইতিহাস ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি বলেন, আজও বহু ছাত্রলীগ কর্মী কারাগারে রহিয়াছে। তিনি এই প্রসঙ্গে কারাগারে আটক সকল ছাত্র ও শ্রমিকের মুক্তি দাবী করেন।

প্রদেশের শিক্ষা সমস্যার প্রতি আলোকপাত প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও দেশের অংশের মধ্যকার বৈষম্যের খতিয়ান ছাত্রদের নিকট তুলিয়া ধরেন। তিনি অবিলম্বে শিক্ষা সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই প্রদেশে আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শেষ মুজিব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গুরু-দায়িত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন, দেশকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব তোমাদের উপর, তোমাদের দিকে জাতি তাকাইয়া রহিয়াছে। তিনি তাঁহাদিগকে দেশের সমস্যা অনুধাবন এবং তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী তাহার ভাষণে নিজ সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, ছাত্রলীগ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলন অগণতান্ত্রিক পন্থায় স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা করা হইলে ছাত্রলীগ কর্মিগণ উহার মোকাবিলা করিতেও প্রস্তুত রহিয়াছে।

ডাকসুর সহ-সভাপতি আঃ সঃ মঃ আবদুর রব তাহার ভাষণে আগামী নির্বাচনকে বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, আগামী নির্বাচনই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সর্বশেষ প্রচেষ্টা। দাবী আদায়ের ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা ব্যর্থ হইলে হিংসাত্মক পথ গুরু হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতি উপলব্ধি করার জন্য সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সম্মেলন উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ডঃ কামাল হোসেন, সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব এম, এ, জব্বার এবং জনাব আলিমুজ্জামান আলোচনায় অংশ নেন।

আলোচনা সভায় আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্র তুলিয়া ধরিয়া ডঃ কামাল হোসেন বলেন, বৈষম্য দূরীকরণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের চরিত্রের আজও কোন পরিবর্তন হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা, অর্থ দফতর

এবং অর্থনীতি বিষয়ক পরিষদ এখনও পুরাতন খেলা অব্যাহত রাখিয়াছে। তিনি বলেন, যতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এই তিনটি বিষয় থাকিবে ততদিন বাংলার মানুষ অর্থনৈতিক সুবিচার পাইবে না। তিনি এই প্রদেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন অর্থ বরাদ্দ কিংবা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ন্যস্ত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, গত ২৩ বৎসরে কোন বাঙ্গালী পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান, অর্থনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী কিংবা কেন্দ্রীয় অর্থ দফতরের সেক্রেটারী হইতে পারেন নাই। এই ৩টি দফতরই বৈষম্যের জন্য দায়ী বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। গতকাল অধিক রাতেও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র লীগের কাউন্সিল অধিবেশন চলিতে থাকে।

সংবাদ

৩রা অক্টোবর ১৯৭০

নূরুল আমীন বলেন:

মুজিব ও ভুট্টোর দল, ১২০ দিনে শাসনতন্ত্র তৈরী করিতে পারিবে না

রাওয়ালপিন্ডি, ২রা অক্টোবর (এপিপি)।- পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি জনাব নূরুল আমীন অদ্য এখানে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে সক্রিয় রহিয়াছে। এসব দল নির্ধারিত ১২০ দিনে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিবে না।

পিডিপি প্রধান করাচী যাত্রার পূর্বে ইসলামাবাদ বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন।

জনাব নূরুল আমীন তাহার নিজের দল সম্পর্কে বলেন, পিডিপিই একমাত্র দল দেশের উভয় অংশে যাহার মূল এবং সত্যিকার গণতান্ত্রিক চরিত্র রহিয়াছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল হয় আঞ্চলিক না হয় দেশের শুধু এক অংশে সক্রিয় রহিয়াছে।

পিডিপি প্রধান বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ পর্যন্ত যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী।

করাচীর পথে জনাব নূরুল আমীনের সহিত পিডিপির সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদ আলী এবং পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানও ছিলেন।

পিডিপি প্রধান বলেন, তিনি তাঁহার পাঞ্জাব সফরে সুখী হইয়াছেন। তথায় তিনি বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২০টি সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, তিনি যেখানেই গিয়াছেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য যথেষ্ট ভালবাসা দেখিতে পাইয়াছেন।

তাঁহার পশ্চিম পাকিস্তান সফর একমনা দলগুলির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির ব্যাপারে সম্পৃক্ত কি না, প্রশ্ন করা হইলে জনাব আমীন বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে এরূপ সমঝোতা কঠিন ব্যাপার। কারণ এখানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অনেক বেশী।

সম্প্রতি উল্লেখ্যদের কয়েকটি অংশের আবির্ভাব পশ্চিম পাকিস্তানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থা কিছুটা ভিন্ন ধরনের বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

পূর্বদেশ

৩রা অক্টোবর ১৯৭০

বাংলার মানুষের দাবী আদায়ের জন্য আমার রাজনীতি: মুজিব
(ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয়— বাংলার মানুষের দাবী আদায়ের জন্যই তিনি রাজনীতি করে থাকেন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বার্ষিক সম্মেলনে গতকাল শুক্রবার প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, সংগ্রাম ছাড়া কোন জাতি কোনদিন দাবী আদায় করতে পারে না। দাবী আদায় করতে হলে আত্মত্যাগেরও প্রয়োজন।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য আছে—বৈশিষ্ট্য আছে। তার সেই আদর্শের সাথে কোন কিছু আপোষ হয় না। ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানের সমালোচনাকারী মহলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বাংলা ধ্বংস হয়নি। ‘বাংলা আছে— ভবিষ্যতেও থাকবে।’

আওয়ামী প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগ্ণতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, স্বাধীনতার তেইশ বছরে পূর্ব বাংলায় প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা উনত্রিশ হাজার থেকে সাতাশ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা আট হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চৌদ্দ হাজার হয়েছে। ঢাকাস্থ আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে শুধুমাত্র ‘সাইন বোর্ড’ পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জনসংখ্যানুপাতে পূর্বে বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করে বলেন, “আমি তোমার অংশে ভাগ বসাতে চাই না। আমি বিচার চাই,— ইনসাফ চাই, স্বাধিকার চাই।”

শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রলীগের ইতিহাসকে সংগ্রামের ও রক্তের ইতিহাস বলে বর্ণনা করেন। ভাষা আন্দোলনে তিনি ছাত্রলীগের ভূমিকার কথা করেন। ছাত্রলীগের মধ্যে আত্মকলহের যে খবর পাওয়া যাচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন কিন্তু সে কথা সংবাদপত্রে না ছাপার জন্য সাংবাদিকদের হুঁশিয়ার করে দেন।

তিনি বলেন, “আপনারা যদি আমাকে ভালবাসেন তবে আত্মকলহ করবেন না।”

শেখ মুজিব সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য সকল রাজবন্দীদেরকে মুক্তি দেয়ার দাবী জানান।

“আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে মুক্ত করেছেন— আমার রক্ত দিয়ে আপনাদের রক্তের দান শোধ করব” বলে তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। এবং ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান দেন।

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি শফিক উদ্দিন আহমেদ।

Morning News

3rd October 1970

Mujib warns anti-election elements

The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman yesterday warned those inside the government who were trying to sabotage the coming election reports PPI.

He was inaugurating the annual conference of the Engineering University branch of the East Pakistan Students League at Liaquat Hall yesterday morning.

Presided over by Md. Shafiq president of the Engineering University unit of the EPSL, the conference was addressed among others, by Mr. A.S.M. Abdur Rob and Abdul Quddus Makhan Vice-President and General Secretary of the Dacca University Central Students Union. Mr. Noor-e-Alam Siddiqui and Mr. Shah Jahan Shiraj President and General Secretary of the EPSL.

Sheikh Mujib also issued a stern warning against those so-called revolutionaries who are out to foil the election in collusion with the vested interests of the country to thus delay the transfer of

power to the people. He declared that seven crore Bengalees would resist by all means any machination and conspiracy to deprive them of a government of their own choice. He called upon the students to unite to achieve the rights of the people.

The Sheikh gave a dismaying picture of the economy of this province caused by recurring devastating floods and asked the Government to mobilise all resources to solve this, flood problem permanently.

Dawn

3rd October 1970

Syed, Mujib, Wali criticised

SUKKUR, Oct 2: Maulana Gulzar Ahmad Mazhari, Chief of Jamiat Ittihad-ul-Ulema Pakistan, has criticised those elements who are opposing the introduction of Islamic constitution in the country and described them “protectors of capitalists.”

Addressing a public meeting at Shah Lateef Park here on Wednesday night Maulana Gulzar warned the people that if Islamic constitution was not framed now they would have to wait for a long time to achieve their goal.

He said after raising regional, linguistic and parochial issues the enemies of the ideology of Pakistan were now bent upon creating Shia-Sunni problem. The Maulana further said that some political leaders were sheltering themselves behind the Islamic Masawat and Socialism. He said that the anti-Islamic elements who could not dare to condemn Islam openly were doing so in the garb of Islamic Socialism and Masawat.

Maulana Mazhari criticised Mr. G. M Syed, Shaikh Mujib and Wali Khan and said that even they could not harm the solidarity of the country. Every Pakistani would face them at every stage, he added. -PPI

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা অক্টোবর ১৯৭০

সপ্তাহব্যাপী সফরে আজ শেখ মুজিবের ঢাকা ত্যাগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার এক সপ্তাহের সফরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের রহমান আজ (রবিবার) রাত্রে চট্টগ্রাম মেলযোগে ভৈরব রওয়ানা হইবেন। এই সফরে শেখ মুজিবের সঙ্গে থাকিবেন পূর্ব পাকিস্তান

৪০৫

আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক জনাব আব্দুল মোমিন, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, এ সামাদ প্রমুখ। ১০ই অক্টোবর রাত্রে শেখ মুজিব ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

১০ই অক্টোবর মোহনগঞ্জ হইতে ট্রেনযোগে ফেরার পথে শেখ মুজিবকে বারহাটা, টাকুরাকোনা, নেত্রকোনা, চল্লিশা ও শ্যামগঞ্জে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে।

রাজারবাগে কর্মীসভা

আজ (রবিবার) বিকাল ৪টায় মালীবাগ চৌরাস্তায় রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হইবে। মেসার্স জহিরুদ্দিন এডভোকেট, গাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ কর্মীসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

মৌলভীবাজারে কার্যালয় উদ্বোধন

ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও রমনা-লালবাগ প্রাদেশিক আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী গাজী গোলাম মোস্তফা আজ (রবিবার) সন্ধ্যায় মৌলবী বাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ২নং ইউনিটের কার্যালয়ে আবুল খয়রাত রোডে উদ্বোধন করিবেন। তিনি গোলাম মোস্তফা লেনে ৩ নং ইউনিট, ৬৮, বেচারাম দেউরীতে ৪ ও ৫ নং ইউনিট এবং আগা নবাব দেউড়ীতে ৯ নং ইউনিট কার্যালয়ও উদ্বোধন করিবেন। ইউনিট কার্যালয়গুলি উদ্বোধনের পর কার্যকরী সংসদের এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

নবাবপুরে স্বেচ্ছাসেবক মহড়া

আজ (রবিবার) সকাল ১০টায় নবাবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের এক মহড়া অনুষ্ঠিত হইবে। কোতওয়ালী-সুত্রাপুর প্রাদেশিক পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান প্রমুখ মহড়ায় উপস্থিত থাকিবেন।

সম্পাদকীয়

পূর্বদেশ

৪ঠা অক্টোবর ১৯৭০

‘বঙ্গবন্ধুর’ সঙ্গে প্রকৃতির রঙ্গ

গত জুন মাসে অওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গেলে জনৈক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘পূর্ব বাংলার অনেক নেতাই

৪০৬

বলেছেন, ঝড় বৃষ্টি বন্যার জন্য সেখানে নির্বাচন হতে পারে না। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ‘বঙ্গবন্ধু’ নাকি এই প্রশ্নের জবাবে ‘কেশর’ ফুলিয়ে বলেছিলেন, ‘আই নো বেঙ্গল মোর দ্যান এনি বডি এল্‌স।’ (আমি বাংলা দেশকে অন্য কারো চাইতে বেশী চিনি)। এই জবাবের নির্গলিতার্থ হল, অক্টোবর মাসে ঝড় বৃষ্টির জন্য নির্বাচন হতে পারে না, এমন কথা যাঁরা বলছেন বাংলা দেশ বা বাংলা দেশের আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁদের কোন জ্ঞান নেই। অর্থাৎ অক্টোবর মাসের আবহাওয়ায় পূর্ব বাংলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

রণক্ষেত্রে ও রণকৌশলে আমাদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কতটা পারদর্শী ছিলেন আমরা জানি না। কিন্তু দেশে ক্ষমতা দখলের পর তিনি ‘ফিল্ড মার্শাল’ খেতাব গ্রহণ করেছিলেন। আওয়ামী প্রধান ও পূর্ব বাংলার স্বার্থ ও অধিকারের কতটা আন্তরিক জিহ্মাদার তা আমরা এখনো জানি না। কিন্তু সর্বদলীয় আন্দোলনে আইয়ুবের কারাগার থেকে বেরিয়ে তিনি ‘বঙ্গবন্ধু’ খেতাবের উষ্ণীয় শিরে ধারণ করতে দ্বিধা করেননি। আর এই খেতাবের জোরেই বাংলা দেশের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণেরও সর্বময় ক্ষমতা তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন কিনা কে বলবে? নইলে অক্টোবর মাসে পূর্ব বাংলার আবহাওয়া কি রকম থাকবে, তা পূর্ব বাংলার অন্যান্য নেতার চাইতে একমাত্র তিনিই ভালো জানেন, এমন দম্ভোক্তি করা তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভব হয়েছিলো? রাজা ক্যানিউটকে তার মোসাহেবেরা বুঝিয়েছিল, তার অঙ্গুলি হেলনে সমুদ্রের ঢেউ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। স্তাবকতায় অন্ধ মোটা বুদ্ধির রাজা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে উত্তাল ঢেউমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন তার কাছ থেকে দূরে যেতে। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ আদেশ না মেনে তীরে ছুটে এসে পারিষদসহ ক্যানিউটকে ভিজিয়ে দিয়েছিল।

গল্পে রাজা ক্যানিউটের সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ যে পরিহাস করেছিল, এবার অক্টোবর মাসের পয়লা দিনেই বাংলা দেশকে যিনি একমাত্র চেনেন ও জানেন সেই ‘বঙ্গবন্ধুর’ সংগে বাংলা দেশের প্রকৃতি একই পরিহাস শুরু করেছে মনে হয়। খবরে বলা হয়েছে, ১লা ও ২রা অক্টোবর অবিরাম বৃষ্টিপাতে ঢাকাসহ প্রদেশের অধিকাংশ জেলা প্লাবিত হয়েছে। এই সম্পাদকীয় লেখার সময় পর্যন্তও (অর্থাৎ ৩রা অক্টোবর) অপরাহ্নে অবিরাম বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়নি। রাজধানী ঢাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এবং কোন কোন নদীতে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আমরা আগামী দু’দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস এখনো জানি না। যদি গত তিন দিনের মত বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকে, তাহলে আবার সীমিতভাবে হলেও বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে দেরী হবে না। আর যদি আজ এবং কাল (৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর) আবহাওয়া শুষ্কও

থাকে, তাহলেও এই তিন দিনের অবিরাম বর্ষণের জের শেষ হতে বেশ সময় লাগবে। রাস্তা-ঘাটের কদম শুকানো ও পানি নেমে যেতেও সময় দরকার। প্রেসিডেন্টের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫ই অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ অপরিবর্তিত রাখা হলে এই অবিরাম বর্ষণের মধ্যে কি ভাবে ভোট কেন্দ্র স্থাপন এবং শেষ মুহূর্তের নির্বাচনী প্রচার কার্য চালানো সম্ভব হতো এবং নির্বাচনের তারিখে বৃষ্টিপাত না হলেও কিভাবে এই পানি- কাদা ভেঙ্গে ভোটদাতাদের, বিশেষ করে মহিলা ভোটদাতাদের বহু দূর-দূরান্ত থেকে ভোট কেন্দ্রে আনা-নেয়া সম্ভব হতো তা আমরা জানি না। আর যদি এই বৃষ্টি ৫ই তারিখ পর্যন্তও অব্যাহত থাকে, তাহলে ঐ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে অবস্থা কি দাঁড়াতো বঙ্গ দেশের একমাত্র আবহাওয়া তথ্যবিশারদ ‘বঙ্গ বন্ধুরা’ এখন একবার তার জবাব দিলে আমরা কৃতার্থ বোধ করবো। রাজা ক্যানিউটের সমুদ্রের ঢেউ নিয়ন্ত্রণের মত যিনি বাংলা দেশের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন বলে ভাবেন, তাকে শুধু আমরা একটা কথাই বলবো, কিছু সময়ের জন্য কিছু লোককে বোকা বানানো যায়, কিন্তু সকল সময়ের জন্য সকল লোককে বোকা বানানো যায় না। আমরা এখন ভাবছি, বাংলা দেশের প্রকৃতি ‘বঙ্গ বন্ধুর’ সঙ্গে অক্টোবর মাসের পয়লা তারিখেই যে রসিকতা শুরু করেছে, তার জের টেনে বাংলা দেশের মানুষ আগামী ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনেও তার সঙ্গে রসিকতা করে না বসে!

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা দরকার। অক্টোবর মাসে যাঁরা নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই গণতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থে এ দাবী জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঝড় বন্যা বৃষ্টিতে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যদি সম্ভবপর সর্বোচ্চ সংখ্যার ভোটদাতা অংশ গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে এই নির্বাচন গ্রহসনে পরিণত হত। এ জন্যেই অক্টোবরের বদলে ডিসেম্বর মাসের শুরু আবহাওয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে দলমত নির্বিশেষে সকলেই মুখর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই সর্ব দলীয় দাবীর মধ্যেও আওয়ামী লীগ প্রধান তার দলের বিরুদ্ধে ‘চক্রান্ত’ আবিষ্কার করেছিলেন। এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, ৫ই অক্টোবর যদি নির্বাচনের তারিখ অপরিবর্তিত রাখা হতো, তাহলে ১লা অক্টোবর থেকে এই অবিরাম বৃষ্টিপাত শুরু হলে আওয়ামী প্রধান এটাকে কি আখ্যা দিতেন? আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের প্রকৃতির চক্রান্ত? আমরা অবশ্য একে আখ্যা দিয়েছি প্রকৃতির পরিহাস। স্তাবক বেষ্টিত রাজা ক্যানিউটের মত চরম বিভ্রান্ত না হলে আওয়ামী প্রধানের উচিত, প্রকৃতির পরিহাস থেকেও রাজনৈতিক শিক্ষা ও দূরদর্শিতা অর্জন করা।

Morning News

4th October 1970

Mujib for Mymensingh today

The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, will leave Dacca tonight by train for a six-day tour of Mymensingh, Comilla and Sylhet districts, reports PPI.

During the tour, Sheikh Mujibur Rahman will address as many as 15 public meetings in the three districts.

The Sheikh will be accompanied by Mr. Nazrul Islam, Vice-President, East Pakistan Awami League; Mr. Abdul Momen, Publicity Secretary and Mr. M. A. Samad, President Sylhet District Awami League.

Dawn

4th October 1970

Mujib warns 'officials' sabotaging polls

DACCA, Oct 3: The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, yesterday warned those inside the Government who are trying to sabotage the election.

He was inaugurating the annual conference of the Engineering University branch of the East Pakistan Students League at Liaquat Hall here yesterday morning.

Sheikh Sahib also issued a stern warning against those so-called revolutionaries who are out to foil the election in collusion with the vested interests of the country to delay the transfer of power to the people. He declared that seven crore Bengalese would resist by all means machination and conspiracy to deprive them of a government of their own choice.

He called upon the students to unite to achieve the rights of the people.

The Sheikh gave a dismal picture of the economy of this Province caused by recurring devastating floods and asked Government to mobilise all resources to solve this flood problem permanently.-PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের ভৈরব যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার পল্লী এলাকাসমূহে সপ্তাহব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (রবিবার) রাত্রে চট্টগ্রাম মেলযোগে ভৈরব রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। গতকাল রাত্রি ১টায় ভৈরব পৌঁছার পর রাত্রি ২টায় লঞ্চযোগে তাঁহার কুলিয়ারচর রওয়ানা হওয়ার কথা।

শেখ মুজিবের সফরসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল : আজ ৫ই অক্টোবর, সোমবার--সকাল ৯টায় কুলিয়ারচর উপস্থিতি; ১০টায়-- কুলিয়ার চরে, বিকাল ২টায় চাতলপুরে এবং বিকাল ৫টায় নাসিরনগরে জনসভা। ৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল ৮টায় অষ্টগ্রাম; দুপুর ১২টায় নিকলী এবং বিকাল ৪টায় ইটনায় জনসভা। ৭ই অক্টোবর বুধবার-- সকাল ৯টায় আজমিরিগঞ্জ এবং বিকাল ৪টায় ডেরাই-এ জনসভা। ৮ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার-- সকাল ১১টায় জয়কলাশ (সুনামগঞ্জ); বিকাল ৩টায়-জামালগঞ্জ এবং সন্ধ্যা ৬টায় গোলপুকুরে জনসভা। ৯ই অক্টোবর শুক্রবার-- সকাল ৯টায় জাগলাজুর; সকাল ১১টায় রাজাপুর এবং বিকাল সাড়ে ৩টায় ধরমপাশায় জনসভা। ১০ই অক্টোবর, শনিবার-- সকাল ৮টায় মোহনগঞ্জে জনসভা এবং ট্রেনযোগে ময়মনসিংহে রওয়ানা। ট্রেনে ময়মনসিংহ ফেরার পথে শেখ মুজিবকে বারহাটা, ঠাকুরাকোণা; নেত্রকোণা এবং শ্যামগঞ্জে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে।

এই সফরে শেখ মুজিবের সঙ্গে রহিয়াছেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, এ, সামাদ। সফরের শেষ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন শেখ মুজিবের সঙ্গে মিলিত হইবেন। ১০ই অক্টোবর রাত্রে শেখ মুজিব সদলবলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই অক্টোবর ১৯৭০

‘ইসলামী ঐক্যফ্রন্টের’ অন্যতম হোতা নবাবজাদা বলেন:

ভুট্টো, ভাসানী, মুজিব সবাই খারাপ

করাচী, ৩রা অক্টোবর।— ইসলামী ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান গতকাল বলেন যে, ইসলামী জীবনাদর্শ বিরোধী চক্র দেশের

সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আরামবাগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি জনাব ভুট্টো, মওলানা ভাসানী, ওয়ালী খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহারা আইন-শৃংখলা করিয়া দেশের সংহতিবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রহিয়াছেন ও বিদেশী ইজম প্রচার করিতেছেন।

তিনি বলেন, জনাব ভুট্টো তাঁহার আট বৎসরের মন্ত্রিত্বকালে সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের একনায়কত্ব শাসনের প্রধান সমর্থক ছিলেন এবং এক্ষণে তিনিই আবার জনগণের মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য চিৎকার জুড়িয়া দিয়াছেন। জনগণের প্রতি এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া তিনি বলেন যে, জনাব ভুট্টো নিজে একজন জায়গীরদার ও ভূস্বামী, ক্ষমতা দখলের পর তিনি নিজে কোন দিন দেশের সর্বহারাদের জন্য কোন সহানুভূতি অথবা ত্যাগ স্বীকার করিবেন না। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অস্থিতিশীলতা এবং বিভিন্ন গোলযোগের জন্য ভুট্টো নিজেই অনেকাংশে দায়ী বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াই তাঁহারা জনগণের মৌলিক অধিকার এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথ ধরিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানীর একটি হুমকির কথা উল্লেখ করিয়া নবাবজাদা বলেন যে, মওলানা ভাসানী বলিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী সমাধান না হইলে হইলে তিনি সমগ্র দেশ জ্বালাইয়া দিবেন।

অনুরূপভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানেও তাহার ৬-দফা প্রচার করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, আপন কর্মসূচী অনুযায়ীই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির জন্যও স্বায়ত্তশাসন দাবি করিতেছেন। শেখ মুজিবের ৬-দফা সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক প্রণীত এবং উহাতে দেশের সংহতি বিনষ্ট করিবে বলিয়া নবাবজাদা নিজে উহা মানিতে রাজী হন নাই বলিয়া যাঁহারা বিদেশী দালাল হিসাবে কাজ করিতেছেন, নবাবজাদা এমন সব নেতার সমালোচনা করিয়া বলেন, ইহারা বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থ পাইতেছেন।

অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেলের নয়া যুক্তি

অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সরফরাজ খান তাঁহার বক্তৃতার অধিকাংশ সময়ই দেশের বামপন্থীদের সমালোচনায় অতিবাহিত করেন। তিনি বলেন, প্রচুর ত্যাগের বিনিময়ে ইসলামের নামে যে দেশের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দেশের জনগণ

কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী বিদেশী মতবাদ গ্রহণ করিবে কি করিয়া? তিনি বলেন, সমাজতন্ত্রের মূল কথা হইল স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করব। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন মধ্যপ্রাচ্যের সমাজতন্ত্রের কাঠামো চালু হওয়ায় অধিকাংশ আরব দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আজ অস্থিতিশীল হইয়া পড়িয়াছে।

জোটের মাহাত্ম্যকীর্তনে জামাত নেতা

বিশিষ্ট জামাত নেতা চৌধুরী রহমত এলাহী বলেন যে, দেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল জনগণকে ইসলামী জীবনাদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে প্রয়াস পাইতেছে এবং ইহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইসলাম পছন্দ দলগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিতে হইবে।

সমাজতন্ত্র জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা বিধান করিতে পারে বলিয়া যাহারা প্রচার করিতেছেন, জামাত নেতা তাদের বিভ্রান্তিকর শ্লোগানে মুগ্ধ না হওয়ার জন্য জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন এবং বলেন, মানব জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা বিধান করতে পারে একমাত্র ইসলাম, তিনি বলেন, ইসলামী ঐক্য ফ্রন্ট জনগণকে একটি ইসলামী জীবনাদর্শ ভিত্তিক শাসনতন্ত্র উপহার দিবে। এপিপি

Morning News

5th October 1970

Mujib off to Mymensingh

(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, left Dacca yesterday (Sunday) for a weeklong tour of Mymensingh, Comilla and Sylhet.

During his tour the Awami League chief is expected to address 15 public meetings, sheikh Mujibur Rahman will be accompanied by Messs Syed Nazrul Islam, Abdul Momin and M. A. Samad.

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই অক্টোবর ১৯৭০

১৮ই অক্টোবর কালিগঞ্জে শেখ মুজিবের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ই অক্টোবর (রবিবার) বিকাল ৩টায় ঢাকা জেলার কালিগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কালিগঞ্জ- কাপাসিয়া

জাতীয় পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এডভোকেট, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও কালিগঞ্জ প্রাদেশিক পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মোঃ ময়জুদ্দিন এডভোকেট; কাপাসিয়া প্রাদেশিক পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ এডভোকেট প্রমুখও এই জনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন।

আজ নীলক্ষেতে জনসভা

আজিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৪নং ইউনিটের উদ্যোগে আজ (বুধবার) সন্ধ্যা ৬টায় নীলক্ষেত মাঠে এক জনসভা জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহিরউদ্দীন এডভোকেট, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা, জনাব এ, কে, এম, আমিন উল্লাহ, জনাব সালহ আহমদ ভূঁইয়া প্রমুখ জনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন। আজিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৪ নং ইউনিটের সভাপতি ডাঃ সৈয়দ আহমদ চৌধুরী জনসভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

মিলি চৌধুরীর রংপুর সফর

রংপুর দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় ব্যাপক সাংগঠনিক সফরে আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম মিলি চৌধুরী গতকাল (মঙ্গলবার) রংপুর রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তিনি রংপুরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া রংপুরের বিভিন্ন এলাকা সফর করিবেন।

আজাদ

৮ই অক্টোবর ১৯৭০

শেখ বনাম আমেনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস আমেনা বেগম জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী জনাব মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আশা পোষণ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ওয়াকফহাল মহল সূত্রে প্রকাশ, ঢাকার তেজগাঁও, টংগী এবং কুমিল্লার চাঁদপুর থানা জাতীয় পরিষদের এই দুইটি নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে মিসেস আমেনা বেগম জাতীয় লীগের মনোনয়ন লাভের জন্য আবেদনপত্র পেশ করিয়াছেন। শেখ মুজিব ও জনাব মিজানুর

রহমান যথাক্রমে উপরোক্ত দুইটি নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় পরিষদের আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। জাতীয় লীগের হাই কমান্ডও নাকি মিসেস আমেনা বেগমকে জাতীয় পরিষদের উপরোক্ত দুইটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন দানের আশ্বাস দিয়াছেন।

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই অক্টোবর ১৯৭০

সংহতির প্রয়োজন সবকিছুর উপরে

নির্বাচনের আর ঠিক দুইমাস বাকী। দেশে নির্বাচনী জৌশ পরিবেশ ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছে। পাকিস্তানের ইতিহাসে দেশব্যাপী এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন; ইহার সাফল্যের উপর শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, লোকায়ত্ত সরকার গঠন-সবকিছু নির্ভরশীল। রাজনীতি-সচেতন জনগণ-এর গুরুত্ব বুঝেন। এবং বোঝেন বলিয়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহ, সক্রিয়তা ও তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এক কথায়, দেশে নির্বাচনী স্রোত প্রবহমান। বস্তুতঃ, এই স্রোতের টান বা আবহাওয়ার প্রভাবে সেই সব লোকেরাও পথে আসিতেছেন যাঁহারা নির্বাচন বর্জন ও ভুল্ল করার হুমকি দিতেছিলেন। ইহা সুলক্ষণ। এই অনুকূল পরিবেশ ও সকল মহলের এই শুভবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকুক, দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়া আসুক এবং লোকায়ত্ত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া আমাদের দেশরক্ষা বাহিনী তাঁহাদের আপন গৌরবময় দায়িত্বের প্রতি পূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দিতে সক্ষম হউন। ইহাই সমস্ত দেশপ্রেমিকের কাম্য।

বস্তুতঃ, দেশের এই সার্বিক সর্বোচ্চ কল্যাণ চিন্তাই সকল দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ও দলের লক্ষ্য। আমরা বিশ্বাস করি, ইহা সাধারণভাবে সর্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। তবে কিছু কিছু লোক যে নির্বাচনী জ্বরের ঘোরে আখালি-পাখালি বেড়ায় লাথি মারেন এবং অভ্যাস দোষে হুমকি ও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া মারেন, ইহা বোধগম্য ব্যতিক্রম।

আজ ব্যক্তির প্রশ্ন নিতান্তই গৌণ। জন্মভূমি ও স্বদেশের প্রশ্নই সব কিছুর উর্ধ্বে। কেহ বলিতেছেন, এই সাধারণ নির্বাচনের সাফল্যজনক সমাপন শুধু গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার নয়, পাকিস্তানের ঐক্য-অখণ্ডতা সংরক্ষণেরও সর্বশেষ চাপ্ত। অনেকে বলেন, এত কালের বিশীর্ণ বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার ও স্বায়ত্ত শাসন অর্জনেরও ইহাই শেষ সুযোগ। পাকিস্তানী জাতি, বিশেষ করিয়া সাত কোটি বাঙ্গালী এই সুযোগ হেলায় হারাইলে দেশের অবস্থা ও বাঙ্গালীর অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই

অনুমেয়। কোন বিতর্কের আশঙ্কা না-করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, এই চাঞ্চ হারাইলে দেশ, জাতি ও বঞ্চিত বাঙালীর ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত, আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। কাজেই পাকিস্তানী হিসাবে পাকিস্তানের প্রতি যেমন প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে, তেমনি বাঙালার প্রতি রহিয়াছে প্রতিটি বাঙালীর দায়িত্ব। এই দুইটি পরস্পরবিরোধী নয়; বরং পরস্পরের পরিপূরক। দেশেরই সর্বোচ্চ কল্যাণার্থ, বিশেষতঃ নির্ধারিত সময়ের ভিতর একটি জনগণ গ্রহণযোগ্য গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রদান সুনিশ্চিত করার স্বার্থে এবং দেশের রাজনীতিকে স্থিতিশীল করিয়া তোলার অপরিহার্য প্রয়োজনে জনসংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ চিরশোষিত এই অঞ্চলের জনগণের ঐক্যের গুরুত্ব আজ সর্বোচ্চ। গণতান্ত্রিক শক্তিকে আজ এই মুহূর্তে সর্ব প্রযত্নে ঐক্য- সংহতি রক্ষা করিতে হইবে, কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন হওয়া চলিবে না। বিচ্ছিন্ন হইলে, এই শেষ চাঞ্চও হয়ত হারাইতে হইবে।

দেশের সর্ববৃহৎ পার্টি ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ভ্যানগার্ড হিসাবে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব এই ঐক্য সংরক্ষণে সর্বাধিক। তাঁহাদের এতকালের সংগ্রাম ও ত্যাগ- তিতিক্ষার সুফল জনগণের হাতের কাছে আসিয়াও যাহাতে কাহারো একটি পদক্ষেপের ভুলে বা সংগ্রামী কর্মীদের এতটুকু অনৈক্যের দরুন অপসৃত হইয়া না যায়, সেদিকে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মী-সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পার্টির মনোনয়ন-তালিকা কয়েক দিন হয় বাহির হইয়াছে। কয়েক সহস্র প্রার্থীর মধ্য হইতে বাছিয়া কয়েক শতকে মনোনীত করা হইয়াছে। পার্লামেন্টারী বোর্ড প্রাপ্ত তথ্য ও রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁহাদের জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী, নমিনেশনের তালিকাকে যতদূর সম্ভব নিখুঁত করিতে অবশ্যই চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু তদসত্ত্বেও কোথাও কোথাও কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকিতে পারে। বস্তুতঃ, এত বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর মধ্য হইতে প্রত্যেক এলাকার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোকটিকে বাছিয়া বাহির করা এক দুঃসাধ্য কাজ। উচ্চ আদালতের হাকিমদের জাজমেন্ট পর্যন্ত ভুল হয়, মত-বিভিন্নতা দেখা দেয়। আর তা এটা রাজনৈতিক মনোনয়নের ব্যাপার। কাজেই মনোনয়ন দানে কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যাই হউক, মনোনয়নের তালিকা বাহির হইবার পর বেশ কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে জনমতের প্রতিক্রিয়াও অল্প-বিস্তর জানা গিয়াছে। উহার আলোকে পার্লামেন্টারী বোর্ড হয়ত তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনাও করিতে পারেন। যুক্তফ্রন্টের নমিনেশনেও সেরূপ করা হইয়াছিল। প্রয়োজনবোধে আওয়ামী লীগও যদি জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে কোন কোন জায়গায় সেরূপ করেন, তাহাতে দোষের কিছু নাই।

কিন্তু তাহার পরও কোথাও কিছু আপত্তি থাকিতে পারে, কিছু গুঞ্জরণ চলিতে পারে। আর আওয়ামী শিবিরে তথা বাঙালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য যাহারা দিবসের বিশ্রাম, রাত্রির নিদ্রা বিসর্জন দিয়াছে তাহারা ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ইহাকে নিজেদের রাজনৈতিক মূলধন রূপে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা বোধগম্য। নির্বাচনী রাজনীতিতে এগুলি একেবারে এড়াইবার উপায় নাই। কিন্তু তবু আমাদের বিশ্বাস আছে যে, যে-ত্যাগী ও সংগ্রামী কর্মীরা গণতন্ত্র, স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ভ্যানগার্ড আওয়ামী লীগকে গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং এতদিনের সুকঠিন অর্জনের সংগ্রামের লক্ষ্য অর্জনের এই সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা মনোনয়নের ইশতে সামান্যতম অনৈক্যও সৃষ্টি হইতে দিবেন না বা উহা সৃষ্টি করিতে কুচক্রীদের এতটুকু সুযোগও প্রদান করিবেন না। দেশ ও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ স্বার্থেই ঐক্যের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। ইহার প্রেক্ষিতে ব্যক্তির প্রশ্ন নিতান্তই গৌণ ও অকিঞ্চিৎকর। দেশপ্রেমিক কর্মীবৃন্দকে ইহা অনুধাবন করিয়া অধিকতর ত্যাগের বিনিময়েও ঐক্য-সংহতি অটুট রাখিত হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই অক্টোবর ১৯৭০

৬-দফা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশ হইতে পুঁজি পাচার বন্ধ হইবে না:
কুলিয়ারচরে মনোনয়ন-উত্তর প্রথম জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান কর্তৃক
ভোটারদের কর্তব্য বিশ্লেষণ
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৬ই অক্টোবর।- আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ঘোষণার পর কুলিয়ারচরে তাঁহার প্রথম জনসভায় গতকাল সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সমবেত বিপুল জনসমষ্টিকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ৬-দফা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলা দেশ হইতে পুঁজি পাচার কোনক্রমেই বন্ধ হইবে না। তাই বিগত ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শেখ সাহেব বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থে ৬-দফা অর্জনের জন্য আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বাক্সে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আবেদন জানান।

কুলিয়ারচরের এই বিরাট জনসভার অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দীন ভূঁইয়া, কুলিয়ারচর-বাজিতপুর- ভৈরব হইতে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ

মনোনীত প্রার্থী এডভোকেট জিল্লুর রহমান এবং প্রাদেশিক পরিষদের আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব বদরুজ্জামান।

আওয়ামী লীগ-প্রধান তাঁহার দলীয় প্রার্থীদের জনসভায় পরিচয় করাইয়া দেন এবং পুনর্বীর প্রদেশবাসীকে একথা স্মরণ করাইয়া দেন যে, আসন্ন নির্বাচন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নয়, বরং এই নির্বাচন বঞ্চিত বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার একটা সুবর্ণ সুযোগ।

আওয়ামী লীগ-প্রধান সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দফাওয়ারীভাবে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যকার বৈষম্যের একটি করুণ চিত্র জনসমক্ষে তুলিয়া ধরেন। তিনি দাবী করেন যে, মানুষের ভোটাধিকার এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব আদায়ে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদেরই সর্বাধিক ত্যাগ রহিয়াছে।

শেখ সাহেব বলেন যে, বর্তমানে সরকারী হুকুমের মাধ্যমে যে গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মাধ্যমে তাহা সুনিশ্চিত করিতে হইবে।

শেখ মুজিব গতকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার ছাতলপাড় এবং নাসিরনগরেও দুইটি বিরাট বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই অঞ্চল হইতে জাতীয় পরিষদের আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব তাহেরউদ্দীন ঠাকুর। কচুয়ায় পীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাতলপাড়ের বিরাট জনসভায় অন্যদের মধ্যে জনাব তাহেরউদ্দীন ঠাকুর এবং নাসিরনগর হইতে প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মোজাম্মেল হক।

কুলিয়ার চর, ছাতলপাড় নাসিরনগরে শেখ সাহেবকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রতিটি স্থানে জনসাধারণ নৌকার মিছিল করিয়া আসিয়া বাদ্য সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়। প্রতিটি স্থানে তাঁহার সম্মানার্থ সুদৃশ্য তোরণও নির্মাণ করা হয়। গতকাল এতদঞ্চলে তাঁহার অভ্যর্থনা দৃশ্য দেখিয়া মনে হয় মেঘনার তীরে তীরে জনতা-সাগরে উর্মি জাগিয়াছে।

এছাড়া, পূর্বদিন রাত্রি ২টার সময় চট্টগ্রাম মেইলযোগে ভৈরব বাজার পৌঁছিলে ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা। এই গভীর রাত্রিতেও আওয়ামী লীগ প্রধানের সম্বর্ধনায় শরীক হওয়ার জন্য এক বিরাট জনতা ষ্টেশনে হাজির হয়। শেখ সাহেব তাঁহাদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। অতঃপর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান নাসিরনগরের জনসভায় জাতীয় পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বিশিষ্ট সাংবাদিক তাহের উদ্দীন ঠাকুরের পরিচয়দান প্রসঙ্গে বলেন যে, আইয়ুব আমলে তাঁহারই সঙ্গে জনাব ঠাকুর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। শেখ মুজিব আরও বলেন যে, ঠাকুর

সাহেব তাঁহার অগ্নিস্রাবী লেখনীর সাহায্যে বাংলার মানুষের দাবী-দাওয়া তুলিয়া ধরেন।

সৈয়দ নজরুল তাহার বক্তৃতায় দৈনিক ‘ইত্তেফাক’ ও ইহার মরহুম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং এই প্রসঙ্গে গণ-অধিকার আদায়ের জন্য মরহুম মানিক মিয়া সাহেবের কঠিন সংগ্রাম ও বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কারাভোগের কথা উল্লেখ করেন।

কুলিয়ারচরের জনসভায় শেখ মুজিবকে একটি রৌপ্য নির্মিত নৌকা উপহার দেওয়া হয়। রবিবার রাতে ঢাকা হইতে ভৈরব গমনের পথে নরসিংদীতে শেখ মুজিবকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে সেই মধ্যরাতে এক বিরাট জনসমাবেশে শেখ সাহেবকে বক্তৃতা দিতে হয়।

শেখ সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় ১৯৫২ সালে ছাত্রদের উপর, রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের উপর গুলীবর্ষণ এবং মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে- অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের জন্য জনাব নূরুল আমীরের তীব্র সমালোচনা করেন।

শেখ মুজিব মওলানা মওদুদীর সমালোচনা করিয়া পবিত্র ইসলামের নামে তাহার ফতোয়া জারি সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন, এই সব তথাকথিত নেতা জলুমবাজির দশকে নীরব ছিলেন, কিন্তু এখন তাহারা বাংলার মানুষের দাবীকে বানচাল করার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বাধীনাদীরা ৬-দফা কর্মসূচীকে নস্যাৎ করার জন্য কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়াছে, আর বাংলার মিরজাফরেরা তাহাদের পশ্চিমা প্রভুদের খুশী করার জন্য পুরাতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে জনসাধারণ কাদায় দাঁড়াইয়া মনোযোগের সঙ্গে নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। নদীতে নদীতে নৌকার মাঝিরা নির্বাচনে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের সাফল্য কামনা করিয়া স্বরচিত গান গাহিতে থাকেন।

দৈনিক পয়গাম

৮ই অক্টোবর ১৯৭০

অষ্টগ্রামে শেখ মুজিব:

দালালদের রাজনৈতিক জীবন হইতে উৎখাতের আহ্বান

অষ্টগ্রাম (মোমেনশাহী) ৭ই অক্টোবর।— নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বিগত ২৩ বৎসর যাবত যাহারা বাংলা দেশের সম্পদ শোষণ করিয়াছে তাহাদের দালালগণকে রাজনৈতিক জীবন হইতে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গঠন করিবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গত মঙ্গলবার এইখানে এক জনসভায় ভাষণ প্রদানকালে শেখ মুজিবর রহমান তাহার ভূমিকা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, আমাদের নিজেদেরকেই নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন জনগণের অধিকারের কথা উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনগণের দুশমনদের কবল হইতে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করিবার জন্য আমরা সংগ্রাম করিতেছি।

শেখ মুজিবর রহমান পিডিপি নেতার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, পিডিপি নেতা পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর পিডিপি নেতার দীর্ঘ ছয় বৎসর প্রধান মন্ত্রীত্ব কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে।

জনাব নুরুল আমিনের প্রতি সরাসরি আক্রমণ চালাইয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য জনাব নুরুল আমিন ক্ষমতায় থাকা কালে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ভবিষ্যতে আমরা কি আমাদের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করী হইবো কিনা জনগণ সেই সম্পর্কে রায় প্রদান করিবেন। এপিপি

পূর্বদেশ

৮ই অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের প্রতিদ্বন্দ্বী

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদিকা এবং বর্তমানে বাংলা ন্যাশনাল লীগের সহ-সভানেত্রী আমেনা বেগম ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে এন-ই ১১২-ঢাকা-৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন বলে জানা গেছে।

মিসেস আমেনা বেগম একই সঙ্গে এন-ই ১৪৪ কুমিল্লা-১৬ নির্বাচনী এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন বলে জানা গেছে।

আমেনা বেগম এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করলে ওয়ালী ন্যাপ সম্ভবত এ এলাকায় কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবেন না।

গতকাল ওয়ালী ন্যাপের যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে এন-ই ১১২ তেজগাঁও এলাকার জন্য কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।

ধামরাইয়ে শেখ মুজিবের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ১৪ই অক্টোবর বেলা দুটায় ধামরাইর কালামপুর হাই স্কুল ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন।

Pakistan Observer

8th October 1970

Unite against exploiters: Mujib

AUSTOGRAM (Mymensingh) Oct. 7: Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman said here today that the struggle of his party was to wipe out all the vestiges of exploitation through the realisation of Six-Point programmes to ensure a decent standard of living to the toiling masses of Bangla Desh and declared that the struggle of Awami League would continue till the full realisation of demands and right of the people and the remedy of past justices, reports PPI.

In a big public meeting here this morning, also addressed among others by Syed Nazrul Islam, Vice President, East Pakistan Awami League, Sheikh Sahib dwelt in his speech at length how the condition of Bangalees started deteriorating since independence and pointed out that the lot of the common-man could only be improved if we can achieve autonomy on the basis of Six Point programmes. He called upon the people to vote for his nominees in the ensuing election to strengthen his position for the realisation of their just demands.

He appealed to the people to forge unity in their rank and file to liquidate the agent the vested interest who he said did more harm to the cause of Bengal than the West Pakistan leaders.

In this context he listed the misdeed of some politicians including Mr. Nurul Amin and Monem Khan and said if these leaders had not have bartered away the interests of people for third personal aggrandisement, the due shares of Bangla Desh could be occurred long before. He asked people to inflict crushing defeat on these self centred politicians in the election so that they got no chance to betray the people again.

Narrating the political developments in the country since independence the League chief said palace intrigues, dirty games of the vested interests and betrayal of some politicians deprived the people of enjoying the fruits of freedom. He cautioned the people

that a section of politicians were still harbouring a sinister design to keep Bangla Desh in the perpetual bondage of the exploiters. These politicians had appeared in the field in different garbs to hoodwink people in the name of religion or other tactics to hunt down votes on the eve of election.

As for himself he said he had no lust for power. If peoples' love and affection were the greatest wealth of one then he was the happiest man in the world because he said he had got them in abundance from the people.

Morning News

8th October 1970

AL will wipe out exploitation: Mujib

ASHTOGRAM (Mymensingh), Oct. 7 (PPI): The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman said here today that the basic object of the struggle of his party was to wipe out all the vestiges of exploitation through the realisation of the Six-Point programme which is aimed at ensuring a decent standard of life to the toiling masses of Bangla Desh.

Addressing a big public meeting which was also addressed, among others, by Syed Nazrul Islam, Vice-President East Pakistan Awami League, Sheikh Sahib dwelt at length on the deteriorating condition of Bengalees since independence. He said the lot of the common man could only be improved "if we can achieve autonomy on the basis of the Six-Point programme". He called upon the people to vote for his nominees in the ensuing election to strengthen his position for the realisation of their just demands.

He appealed to the people to forge unity in their rank and file to liquidate the agents of the vested interest who, he said did of the more harm to the cause of Bengal than the West Pakistan leaders.

In this context he listed the misdeeds of some politicians including Mr. Nurul Amin and Monem Khan and said if these leaders had not have bartered away the interests of people for their personal aggrandizement, the due shares of Bangla Desh could have been secured long ago. He asked people to inflict a crushing defeat on these self-centered politicians in the election so that they got no chance to betray the people again.

Narrating the political developments in the country since independence, the Awami League Chief said palace intrigues, dirty games of the vested interests and betrayal of some politicians deprived the people of enjoying the fruits of freedom. He

cautioned the people against a section of politicians who were still harbouring a sinister design to keep Bangla Desh in the perpetual bondage of the exploiters. These politicians had appeared in the field in different garbs to hoodwink people in the name of religion.

As for himself he said he had no lust for power. If people love and affection were the greatest wealth of one then he was the happiest man in the world because he said he had got them abundantly from the people.

Dawn

8th October 1970

Mujib's pledge to change conditions in E. Wing

(From Our Staff Correspondent)

NASIRNAGAR (Comilla), Oct 7: The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, said here today that the golden Bengal had been rendered barren in the last 22 years as its people were deprived of the fruits of independence.

Addressing a huge gathering here the Sheikh declared his party's pledge to bring about a change in the conditions if his party candidates were voted during the coming elections.

The Awami League leader and his entourage boarding a motor launch was received here by the cheering crowd along the river bank when he was accorded a smart welcome escort. The boatmen received him with a dancing ovation to the beat of drums.

Profusely garlanded the Sheikh introduced his party's National Assembly candidate (N.E.13) Taheruddin Thakur, Chief Reporter of daily "Ittefaq", to his audience and asserted that he needed the support of his party team in the National Assembly to frame the constitution. Sheikh Mujib took these meetings for projecting his N.A. and P.A. candidates to the electorate.

Earlier in the morning he introduced his N.A. and P.A. candidates at Kuliarchar a relative stronghold of Nurul Amin, the PDP chief, and also of ex-Governor Monem Khan who hails from Nasirnagar (Comilla).

Speaking to a wayside meeting at Chatlapar the Sheikh cited an example of the comparative food position of the two Wings of the country and showed how Bengal ran-short of 17,00,000 tons of food-grains while the deserts in West Pakistan were showing surplus of 5,00,000 tons.

He demanded immediate arrangement of a flood control scheme.

Lamenting the ruined backbone of East Pakistan the Sheikh held that this was due to heavy taxation of salt, betelnut etc. while the jute growers were never ensured with the minimum fair price.

Bitterly criticising Nurul Amin and referring to Maulana Bhashani the Awami leader told the people that when “I was behind the prisons, in the Agartala conspiracy case these leaders remained observers.” He specially referred to Mr Nurul Amin for the anti-Bengali role he had played when at his instance Barkat and Salam were martyred during the language movement.

Warning the people of the designs of Maulana Maudoodi in the name of Islam he alleged that these leaders would spend tons of money during the polls. The Sheikh said this money would come from the vested interests for the subjugation of the people of Bengal.

PPI adds: Later on the Awami League chief on arrival at Mymensingh said that the struggle of his party was to wipe out all the vestiges of exploitation through the realisation of the six-point programme and to ensure a decent standard of living to the toiling masses of Bengal.

He declared that the struggle of the Awami League would continue till fuller realisation of the demands and rights of the people and the remedy of past injustices.

He called upon the people to vote for the Awami League nominees in the ensuing election to strengthen his position for the realisation of their demands.

He appealed to the people to forge unity in their rank and file to liquidate the agents of vested interests who did more harm to the cause of Bengal than West Pakistan leaders.

Narrating the political developments in the country since independence the Awami League chief said palace intrigues, dirty games of the vested interests and betrayal of some politicians deprived the people of enjoying the fruits of freedom. He cautioned that a section of politicians was still harboring sinister design to keep Bengal in perpetual bondage. As for himself he said he had no lust for power. If people’s love and affection were the greatest wealth of one. He was the happiest man in the world, because he had them in abundance.

He also addressed two other public meetings at Metabound and Itna this afternoon.

আজাদ

৯ই অক্টোবর ১৯৭০

সুনামগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিব:

আর শোষণ করিতে দেওয়া হইবে না

দেরাই (সুনামগঞ্জ), ৮ই অক্টোবর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য বলেন যে, জনগণ যদি আওয়ামী লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ থাকে তবে যে কোন মূল্যে বাংলার অধিকার রক্ষা করা হইবে। বাংলাকে আর শোষণ করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

গতকল্য অপরাহ্নে এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন তিনি ন্যায় বিচার চান। এই ন্যায় বিচারের জন্যই তিনি এবং তাহার দল দীর্ঘদিন সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে।

তিনি বলেন, বাংলার মীর-জাফররাই বাঙ্গালীর দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী। জনসাধারণকে এইবার ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

জনাব নূরুল আমিন ও সাবেক গবর্নর মোনায়েম খানের কথা বলিতে যাইয়া শেখ মুজিব বলেন যে, তাহারা সকলেই প্রদেশের মেহনতি মানুষের স্বার্থকে বিকাইয়া দিয়াছে এবং দেশের বহু সম্মানকে তাহারা হত্যা করিয়াছে।

কুমিল্লা ও সিলেট জেলায় ছয়দিনব্যাপী সফরের এক পর্যায়ে শেখ মুজিব গতকল্য অপরাহ্নে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে এক বিরাট জনতা তাহাকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে।

শেখ মুজিব তাহার বক্তৃতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের একটি পরিষ্কার চিত্র তুলিয়া ধরেন। —এনা

আজাদ

৯ই অক্টোবর ১৯৭০

সৈয়দ আলতাফের অভিযোগ:

ভাসানী ও মুজিব প্রতিক্রিয়াশীল চক্রবিরোধী

গণ-আন্দোলনের ক্ষতি করিতেছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ওয়ালীখান পত্নী পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন গত বুধবার ঢাকায় দলের প্রাদেশিক সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন যে, শেখ মুজিবর রহমান এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এদেশে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বিরোধী ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য ন্যাপের (তাহার দলের) উপর্যুপরি আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া গণআন্দোলনের বিজয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

এ ব্যাপারে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকাও আশাব্যঞ্জক নহে বলিয়া জনাব আলতাফ হোসেন উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার প্রশ্নে মওলানা ছাহেবের ইতস্ততঃ মনোভাব মানুষের অধিকার আদায় এবং গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ব্যাহত করিতেছে।

সাধারণ সম্পাদক বলেন যে, যাহা হউক দলের আদর্শ অনুযায়ী তাহারা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার আবেদন জানাইবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই অক্টোবর ১৯৭০

বাঙ্গালীরা একজোটে আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে

দুনিয়ার কোন শক্তিই প্রদেশের দাবী ঠেকাইতে পারিবে না: শেখ মুজিব

(বিশেষ প্রতিনিধির তার)

আজমিরীগঞ্জ (সিলেট), ৭ই অক্টোবর।— বাঙ্গালীদের ঢাকা আগমন কালে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন বিমান বন্দরে যে তল্লাশী করা হয়, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাহাতে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শুদ্ধ কর্তৃপক্ষ স্বর্ণের অনুসন্ধানে বাংলার জনগণকে তল্লাশী করিয়া থাকেন। একই দেশের নাগরিক হিসাবে বাঙ্গালীদের পক্ষে উহা চরম অবমাননাকর বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাহার পার্টির মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী অভিযান উপলক্ষে এখানে আগমনের পর এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দান কালে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। আজমিরীগঞ্জ নবীগঞ্জ এবং বানিয়াচং এলাকা হইতে জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ প্রার্থী কর্ণেল আবদুর রব (অবসরপ্রাপ্ত) এবং প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ প্রার্থী গোপাল মহারত্ন, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, এ, সামাদ এবং স্থানীয় অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা তাহার সঙ্গে ছিলেন।

শেখ মুজিব শোষণের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন “তোমরা ২৩ বৎসর যাবৎ আমার দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছ। কিন্তু

পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর কোনরূপ তল্লাশী করা হয় নাই”। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা “অনুরূপ অবমাননা অব্যাহত থাকিলে বাংলার জনগণ বাংলা দেশে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে ছাড়িবে না”।

তিনি সিলেটের জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি ভুয়া আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সামরিক হেফাজতে থাকাকালে লণ্ডন প্রবাসী সিলেটি জনগণ তাহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। তিনি সিলেটের জনগণের উক্ত স্নেহের কথা কখনও ভুলিবেন না বলিয়া উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, পাকিস্তান একই দেশ এবং বাঙ্গালী জনগণ একই দেশের নাগরিক বিধায় তাহাদের জন্য কোনরূপ তল্লাশীর বিধান থাকা উচিত নহে। বাংলার মীর জাফররাই বাঙ্গালীদের অবমাননার জন্য দায়ী বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আগামী নির্বাচনে তাহার দলীয় প্রার্থীদের ভোটদানের মাধ্যমে বাংলার বুক হইতে মীরজাফরদের নির্মূল করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ইতনার জনসভায় বক্তৃতা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার ইতনার দেওয়ানবাড়ী ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইলে বাংলা দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দ্বার খুলিয়া যাইবে।

দলীয় ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন: আমরা আপনাদের ভোটাধিকার আদায় করিয়া দিয়াছি। এখন ৬-দফা কর্মসূচীর পক্ষে ভোট দিয়া নিজেদের সুখময় ভবিষ্যৎকে সম্ভব করিয়া তোলার দায়িত্ব আপনাদেরই।

এই সময় বিপুল জনতা হাত তুলিয়া শেখ সাহেব মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দানের প্রতিশ্রুতি জানাইতে থাকিলে তিনি বলেন: বাংলা দেশে আমরা যদি জাতীয় পরিষদের শতকরা ৯৫টি আসন লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের দাবী আদায়ের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

সভায় সৈয়দ নজরুল এবং উক্ত নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় পরিষদের আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব আবদুল হামিদও বক্তৃতা করেন।

এখানে ‘বঙ্গবন্ধুকে’ এক অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই ভাটি এলাকায় গণ্যমান্য কোন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাইতে নৌকা বাইচের

আয়োজন করা হইয়া থাকে। শেখ সাহেবকেও এই ঐতিহ্যময় পদ্ধতিতে স্বাগত জানান হয়। এই এলাকার ইতিহাসে আর কোন নেতাই এই রীতিতে এমন প্রাণঢালা সম্বর্ধনা পান নাই।

বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ বাংলা দেশের প্রতি যে সীমাহীন অবিচার করা হইয়াছে, দেওয়ান বাড়ীর জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান তাহা একে একে বর্ণনা করেন। এই ভাটি এলাকার সহজ-সরল মানুষেরা এই প্রথম বারের মত এইসব এইসব তথ্য জানিতে পারে। শেখ সাহেব যখন কেন্দ্রীয় চাকুরী, বৈদেশিক ঋণ বন্টন, প্রতিরক্ষা, উন্নয়ন, ফরেন সার্ভিস শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের খতিয়ান দিতেছিলেন, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী তখন তীব্রভাবে প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠেন, তাহাদের চক্ষু হইতে যেন আগুন বাহির হইতে থাকে।

শেখ মুজিব বলেন যে, বাংলা দেশের এই দুরবস্থার জন্য বাংলার মীরজাফরেরাই দায়ী। তিনি বলেন: শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে এইসব মীরজাফর বাংলার সমস্ত সম্পদকে তাহাদের পশ্চিমা প্রভুদের হাতে সমর্পণ করে।

তিনি আসন্ন নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে এই মীরজাফরদের উচ্ছেদ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা আবার ভোট সংগ্রহের জন্য এই মীর জাফরদের হাতে বিপুল পরিমাণ টাকা তুলিয়া দিয়াছে।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে শেখ মুজিব উপস্থিত জনতাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, নূরুল আমিন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫২ সালে ছাত্রদের উপর এবং রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাছাড়া তিনি ৩৩টি উপ-নির্বাচনও ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

জামাত ও মওদুদীর সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব জানান যে, আইয়ুব শাহী ও মোনেমশাহী যখন সারা দেশে অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালাইতেছিল, তখন তাহার অনুগামীরা এক দিনও মুখ খোলেন নাই কিংবা বাংলা দেশকে তাহার ন্যায় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে দেখিয়াও তাঁহারা কোনদিন ফতোয়া দেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালীরা তাহাদের সঙ্গত দাবী উত্থাপন করিলেই তাঁহারা ফতোয়া দেওয়া শুরু করিয়া থাকেন।

শেখ মুজিবর রহমান ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, বাংলার মানুষকে মওদুদীর নিকট ইসলাম শিক্ষা করিতে হইবে না।

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই অক্টোবর ১৯৭০

১৪ই অক্টোবর ধামরাইয়ে শেখ মুজিবের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

ধামরাই থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ১৪ই অক্টোবর বুধবার বিকাল ২টায় কালামপুর হাইস্কুল ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, ধামরাই-সাভার জাতীয় পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী খোন্দকার নূরুল ইসলাম এ্যাডভোকেট প্রমুখও এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

কাপাসিয়া-কালীগঞ্জ জনসভা

আগামীকাল (শনিবার), ১০ই অক্টোবর তারাগঞ্জে; ১১ই অক্টোবর (রবিবার) চরসিন্দুরে এবং ২০ শে অক্টোবর নরন বাজারে কাপাসিয়া-কালীগঞ্জ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও কাপাসিয়া-কালীগঞ্জ জাতীয় পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক ও কালীগঞ্জ প্রাদেশিক পরিষদ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মোঃ ময়জুদ্দিন এ্যাডভোকেট, কাপাসিয়া প্রাদেশিক আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ এ্যাডভোকেট, আবদুল আজিজ বাগমার প্রমুখ এই সকল জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

সংবাদ

৯ই অক্টোবর ১৯৭০

মুজিবের বিরুদ্ধে প্রার্থী:

ভাসানী ন্যাপ ও জাতীয় লীগ সমঝোতা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে টঙ্গী তেজগাঁও এলাকা জাতীয় পরিষদ আসনে প্রার্থী মনোনয়নের প্রশ্নে ভাসানীপন্থী ন্যাপ ও পাকিস্তান জাতীয় লীগের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধানের উক্ত সভ্য্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছেন, আওয়ামী লীগেরই এককালের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বর্তমানে জাতীয় লীগের সিনিয়র সহ-সভানেত্রী মিসেস আমেনা বেগম।

মিসেস আমেনা বেগম নাকি কুমিল্লায় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ৬-দফা আন্দোলনকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বদকে আটক করার পর মিসেস আমেনা বেগম বস্তুতঃ একাই সমগ্র প্রদেশে ৬-দফার সমর্থনে সভা-সমাবেশ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এখনও তিনি ৬-দফা কর্মসূচীতে বিশ্বাস করেন। তবে, ৬-দফা বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সহিত তাঁহার মতানৈক্য রহিয়াছে।

পর্যবেক্ষক মহল বলেন, ভাসানী ন্যাপ বিশেষতঃ টঙ্গী শিল্পাঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়নসমূহে এখনও প্রভাবশালী কাজী জাফর, মেনন ও রনো গ্রুপের সহিত জাতীয় লীগের পাকাপাকি সমঝোতা হইয়া থাকিলে আওয়ামী প্রধান ও সাবেক আওয়ামী নেত্রীর মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে।

পূর্বদেশ

৯ই অক্টোবর ১৯৭০

সিলেটে শেখ মুজিব:

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের আহ্বান

দেরাই (সিলেট), ৮ই অক্টোবর (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল এখানে বলেন যে, আসন্ন নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। তিনি ৬-দফা ১১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য তাঁর দলের পিছনে সমবেত হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

এখানে এবং আজমেরী গঞ্জের জনসভায় ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন এ প্রদেশের জনগণ পূর্বের তুলনায় এখন অধিকতর রাজনৈতিক সচেতন হয়েছে। তিনি বলেন যে, জনগণের দাবী আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তিনি বলেন যে, জনগণ ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকার চায় কিনা তারই গণভোট হতে যাচ্ছে এই নির্বাচনের মাধ্যমে।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন গত ২৩ বছরের ইতিহাস হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের হতাশা ও নৈরাশ্যের কাহিনী সম্মিলিত ইতিহাস।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি গণ-বিরোধী সরকারের অন্যতম শিকার। দেশের প্রতিটি সরকার অন্ততপক্ষে তাঁকে একবার করে জেলে পাঠিয়েছে। কিন্তু এসব তাঁকে তাঁর সংগ্রাম থেকে বিরত করতে পারেনি।

তিনি দেশের ঐ সমস্ত নেতার বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করে দেন যাঁরা মন্ত্রীত্বলাভের জন্য জনগণের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেনি। তিনি অভিযোগ করেন যে, জনগণ যখন আইয়ুব সরকারে বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবনপাত করছিল সে সময়ে এ সব নেতা দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁরা আবার জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন।

Pakistan Observer

9th October 1970

Election symbols allotted

ISLAMABAD, Oct. 8: The Election Commission today allocated election symbols to 19 political parties contesting the forthcoming general elections at a joint meeting held with the representatives of the parties, reports PPI.

The meeting which was presided over by the Chief Election Commissioner, Mr. Justice Abdus Sattar, was attended by the two members of the Commission, Mr. Justice M.A. Sayem, and Mr. Justice M.N. Akram, Secretary Election Commission, Mr. Aslam Abdullah and the provincial election commissioners. The meeting lasted for nearly three hours.

The symbols were allocated to the parties on their solemn declaration that they will contest for at least 25 seats of the assemblies these symbol were allocated mostly on the preference given by the parties. In all the Commission has 51 recognised symbols. The rest of the parties have been asked to contact the respective returning officers.

The symbols allotted are Awami League (Boat)

Council Muslim League (Lantern)

Jamaat-i-Islami (Scale)

PDP (Umbrella)

PPP (Sword)

Markaz-i-Jamiat-Ulemai Islam, Thanvi Group (Book) Jamiat Ulemai Islam, Hazavarvi Group. (Tree)

K.S.P. (Huqa)

Pakistan Muslim League Convention (Cycle)
 National Awami Party Wali Group (Horse)
 National Awami Party Rhashani Group (Bunch of Paddy)
 Pakistan Muslim League (Qayyum Group) (Tiger), Sind United
 Front (Walking Stick) Markazi Jamiat Al Hadis (Rose)
 Jamat Alaiya Mujahadeen (Turban)
 Pakistan Masih League (Spectacle) Khaksars (Spade)
 Jamiat Ulemai Pakistan (Key) and
 Pakistan National League (Plough).

The deliberations of the meeting were conducted in most cordial atmosphere and all the representatives were free to express their views without any reservation. In fact a number of representatives when came out of the meeting wished and hoped that similar atmosphere prevails during the general elections.

The Election Commissioner who mostly spoke on behalf of the Commission asked questions as regards the choice of the parties to a particular symbol in some cases. Alternative symbols were suggested in which most of the representatives gave their frank suggestions.

It is learnt that 42 parties had applied for the symbols, out of which only 19 were allotted while the rest were asked to contact their respective returning officers.

After the allotment of symbols, the Commission laid before the representatives a paper making suggestion with regard to the code of conduct to be adopted by the political parties during the elections. Although the suggestions were kept secret but the representatives were asked to send the suggestion of their party chiefs to the commission by October 15 after which the Commission will take a final decision.

There was a general belief, among the representatives of the parties that the Commission went to the maximum to accommodate the references of the parties with regard the allocation of the symbols. In some cases the same symbol was asked by more than one party.

Earlier, the Commission held its meeting in which it reviewed the progress of election work and considered a number of other related matters namely the approval of polling stations lists, distribution of election material, final arrangements with regard to conduct of poll and publication of preliminary election results.

The Commission had another meeting after the allocation of symbols.

Dawn

9th October 1970

Mujib's Rallying Call: E. Wing's 'Fate' In Balance

DERAI (Sylhet), Oct 8: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, said that the election, due in two months will decide the "fate" of East Pakistan and appealed to the people to rally behind his party to get the regional autonomy on the basis of six-point programmes.

Addressing a public meeting here and at Ajmeriganj yesterday, he said the people were more politically conscious today than at any other time before.

Sheikh Mujibur Rahman gave a brief account as to how the inter-wing disparity grew, reducing the poor people of East Wing poorer. "Although we are one nation, the prices of consumer goods were substantially less in West Pakistan compared to those in East Wing", he added.

He said one would find repetition of the same story in every field, in the sector of business or industries. He said, out of three thousand crores of foreign loans received so far only one-fourth of it was spent in East Pakistan and the rest was spent in West Pakistan, although East Pakistan had 56 per cent of the country's population.

He said, the history of the last 23 years was the story of "utter despair and frustration for the people of East Pakistan." He said repression and imprisonments were always the reply by the Government whenever people protested against the injustices the province.

আজাদ

১০ই অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের অভিমত:

শোষণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য নির্বাচন একটি বিরাট সুযোগ

গোলাপগঞ্জ (সিলেট), ৯ই অক্টোবর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বলেন যে, স্বাধীনতার পর হইতে আমরা যে অন্যায় শোষণের বোঝা বহন করিয়া আসিতেছি সেই অন্যায় ও শোষণের কবল হইতে ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্ষার জন্য আসন্ন সাধারণ নির্বাচন আমাদের নিকট একটি বিরাট সুযোগ।

তিনি সিলেট জেলার নিম্নাঞ্চলে গত কয়দিনে অর্ধডজন জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি সর্বত্রই ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা যদি সময়ের আহ্বানে সাড়া না দেই তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের ক্ষমা করিবে না।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছে। যে পদ্ধতি দেশের শোষণ শ্রেণীকে আমাদের সম্পদ লুট পাট করার ব্যাপারে সাহায্য করে সেই পদ্ধতির মূলোৎপাটন করিতে হইবে। ভবিষ্যতে জনগণের ভাগ্যে কি হইবে তাহা আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক হইবে।

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, যদি পূর্ব পাকিস্তানের তহবিল ও সুযোগ সুবিধা থাকিত তাহা হইলে আমরা বহু পূর্বেই বন্যা ও খাদ্য সমস্যাসহ সকল সমস্যারই সমাধান করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা না হওয়ার জন্য জনগণের দুঃখ দুর্দশা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির বহুলাংশে দায়ী।

তিনি অভিযোগ করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা পূর্ব পাকিস্তানে তাহাদের ফার্মে বাঙ্গালীদের চাকুরী দেয় না। তদুপরি এসব শিল্পপতি পূর্ব পাকিস্তান হইতে সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করিতেছে।—এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই অক্টোবর ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলায় সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (শনিবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই অক্টোবর ১৯৭০

বাংলার অবহেলিত মানুষের জন্য সুখী জীবনের নিশ্চয়তা বিধানই

৬-দফার লক্ষ্য: শেখ মুজিব

শোষণ শ্রেণী ও তাহাদের দালালদের প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধানের কঠোর ইঁশিয়ারি ডেরাই (সিলেট), ৮ই অক্টোবর।— গতকাল এখানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাহার দল ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না— তাহার দল দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের বিষয়েই আগ্রহশীল।

গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব নাজাবত মিয়া। অন্য যাহারা বক্তৃতা করেন তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন অত্র অঞ্চলের আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ নির্বাচন প্রার্থী ও সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব এম, এ, সামাদ। শেখ সাহেব তাহার বর্তমান নির্বাচনী অভিযানের তৃতীয় দিবসে এখানে আগমন করেন। তিনি জনগণকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আসন্ন নির্বাচন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নহে বরং উহা ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে জনগণ এই প্রদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন চাহে কিনা তাহা যাচাইয়ের নির্বাচন। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে শেখ মুজিব জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ছয় দফার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, কায়মী স্বার্থবাদী এবং তাহাদের অনুচরগণ এই প্রদেশকে শোষণ করিতেছে, তাহাদের হাত হইতে প্রদেশকে রক্ষার জন্য সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধনে আওয়ামী লীগ বন্ধপরিকর বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। বর্তমানের সামাজিক কাঠামোর আওতায় দেশের সম্পদের সিংহভাগ শিল্পপতিদের কুক্ষীগত হইয়াছে। দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দারিদ্র্য প্রপীড়িত জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হইলে সামাজিক গঠন-কাঠামোর পুনর্নির্মাণ করিতে হইবে বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান উল্লেখ করেন।

ত্রিশ মিনিট বক্তৃতায় শেখ মুজিব স্বাধীনতার পর হইতে বিভিন্ন সরকারের ক্ষমতা দখল এবং কিভাবে তাহারা এই প্রদেশের ন্যায্য দাবী-দাওয়া নস্যাত্ত করিয়া দেয়, তাহার চিত্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন, গোলাম মোহাম্মদ, ইক্ষান্দার মীর্জা এবং আইয়ুব খানের নেতৃত্বে গঠিত সরকারসমূহ বাংলা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে।

নুরুল আমীন, মাহমুদ আলী, সালাম খান এবং মোনেম খানের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ প্রধান ‘গণবিরোধী’ কার্যকলাপের অভিযোগ আনয়ন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে দেশের দাবী যদি বিসর্জন না দিতেন তবে বহু পূর্বেই বাংলা দেশের দাবী আদায় হইয়া যাইত।

আসন্ন নির্বাচনে বাংলাদেশের এইসব ‘পরগাছাকে’ চিরদিনের মত মূলোৎপাটনের জন্য শেখ সাহেব সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি আহ্বান জানান।

দুই প্রদেশের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্কে বলিতে যাইয়া শেখ সাহেব উল্লেখ করেন যে, গত তেইশ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে মাত্র তিনশত তিন কোটি টাকা এবং বাদবাকি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের খতিয়ান প্রদান করিয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত প্রকাশ করেন যে, স্বাধীনতা লাভের সময় পূর্ব পাকিস্তানে প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার। আর বর্তমানে সেই সংখ্যা হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ২৬ হাজারে, পঞ্চাশেরে আজাদী লাভের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ হাজার। অথচ সেই সংখ্যা এখন বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৩৪ হাজারে।

অষ্টগ্রামে বক্তৃতা

অষ্টগ্রাম (ময়মনসিংহ), ৬ই অক্টোবর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে নিজের জীবন দিয়া হইলেও বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের সংকল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন।

তিনি আসন্ন নির্বাচন ভোট শিকারের আশা লইয়া মাঠে অবতীর্ণ কতিপয় রাজনৈতিক দলের ভূমিকার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, কোন কোন দলের নেতারা আইয়ুবী একনায়কতন্ত্রের আমলে দেশে নির্যাতনের ষ্টিম রোলার চলাকালে একদম বোবা বনিয়া বসিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ আইয়ুব সরকারের সহিত গোপনে হাতও মিলাইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আইয়ুব ও মোনেম খানের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ৬-দফা আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রকাশ্য মাঠে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শেখ সাহেব এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। এই জনসভায় তিনি স্থানীয় নির্বাচনী এলাকার দলীয় মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি জনগণের প্রতি তাহার দলের প্রার্থীদের ভোট দানের আহ্বান জানান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্থানীয় এলাকার জাতীয় পরিষদের সদস্যপদে দলীয় প্রার্থী জনাব আবদুল হামিদ এবং ইটনা ও অষ্টগ্রাম হইতে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে দলীয় মনোনীত প্রার্থী জনাব আবদুল কাদেরও বক্তৃতা করেন।

শেখ মুজিব তাহার ভাষণে বলেন যে, বাংলা দেশের অবহেলিত মানুষের জন্য সুখী জীবনের নিশ্চয়তা বিধানই হইতেছে ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য।

শেখ সাহেব উল্লেখ করেন যে, ক্ষমতার জন্য তাহার কোন মোহ নাই, জনগণের সেবাই তাহার জীবনের মূল লক্ষ্য। শেখ সাহেব আজ সকালে এখানে আগমনের পর এই এলাকার বিশিষ্ট নেতা অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেনের (৯০) সহিত দেখা করেন।

শেখ সাহেব অসুস্থ নেতার সহিত কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এবং তাহার আশির্বাদ লাভ করেন।

পূর্বাঞ্চে স্থানীয় লঞ্চঘাটে শেখ সাহেবকে এক বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঘাটেও শেখ মুজিবকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য বক্তৃতা করিতে হয়।

শেখ সাহেব ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিকলিতেও এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। সেখানে নদীর বুকে নৌকার উপর অবস্থান পূর্বক বক্তৃতা শ্রবণরত জনতা যেন নদীকেই মাঠে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। তিনি এই ভাটি এলাকার লোকদের প্রতি তাহাদের প্রতিটি গৃহকে ৬-দফার দুর্গে পরিণত করার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান সেখান হইতে নেত্রাবন্দ পৌছেন এবং এক জসভায় বক্তৃতা করেন। শেখ মুজিব বক্তৃকর্থে শোষকদের ও তাহাদের দালালদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন, “আমি বাঁচিয়া না-ও থাকিতে পারি কিন্তু বাংলা দেশের যুবকগণ আর ঘুমাইয়া নাই, তাহারা তাহাদের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়াও তোমাদের প্রতিরোধ করিবে।”

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই অক্টোবর ১৯৭০

দেশে মানবিক পরিবেশের ক্রমাবনতি রোধ করিতে হইবে

নির্বাচনে প্রতিটি ভোট আওয়ামী লীগকে দিতে হইবে:

নাসিরনগরের বিরাট জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আহ্বান (বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এবং বিলম্বে প্রাপ্ত)

নাসিরনগর, ৫ই অক্টোবর।— অশীতিপর বৃদ্ধ সংখ্যালঘু নেতা এবং সাবেক মন্ত্রী শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন। অদ্য এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি দেশে মানবিক পরিবেশের ক্রমাবনতিরোধ এবং দেশ হইতে বিষাক্ত পরিবেশ দূর করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের বাস্তব প্রতিটি ভোটদানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

স্বাধীনতার ২৩ বৎসরের মধ্যেও কেন দেশের মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হয় নাই, শ্রীদত্ত সলককে তাহা ভাবিয়া দেখার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, এই প্রশ্নের উত্তরই জনগণকে আওয়ামী লীগের প্রতি অনুপ্রাণিত করিবে। আওয়ামী লীগই দেশের পর্বত-প্রমাণ দুর্নীতি আর অবিচারের একমাত্র প্রতিষেধক।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানও এখানকার এই ঐতিহাসিক জনসভায় বক্তৃতা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুল কাইয়ুম ভূঁইয়া।

প্রবল বৃষ্টি এবং সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করিয়াও হাজার হাজার লোক শেখ মুজিবের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে এখানে সমবেত হয়। শেখ সাহেব সেই বিপুল জনতার সঙ্গে যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও জনাব মোজাম্মেল হকের পরিচয় করাইয়া দেন। শেখ সাহেব আলোচ্য প্রার্থীদ্বয়কে মনোনীত করার কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁহাদের পক্ষে ভোটদানের জন্য সমবেত জনতার প্রতি আহ্বান জানান। শেখ মুজিবের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অন্যতম সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ও এখানে আগমন করেন।

সম্পাদকীয়

সংবাদ

১০ই অক্টোবর ১৯৭০

আওয়ামী লীগের ‘সমঝোতা’ কাহাদের সহিত?

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান পশ্চিম পাকিস্তানের চারিটি প্রদেশে মোটমোট ৮টি জাতীয় পরিষদ ও ১৪টি প্রাদেশিক পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে জনাব কামরুজ্জামান ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দল পশ্চিম পাকিস্তানে ‘যত বেশী সম্ভব’ প্রার্থী দাঁড়া করাইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং অনুমান করা যায়, আওয়ামী লীগ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের চারিটি প্রদেশে সর্বমোট ২২টি আবেদনপত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তি শূণ্য, জনপ্রিয়তাও সমপরিমাণ। কাজেই উহার মনোনয়ন প্রার্থীদের একরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (গুণাগুণ বা নির্বাচনজয়ের সম্ভাবনার কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল) করণ হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়।

সে যাহা হউক, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে আওয়ামী লীগের শক্তি বা প্রভাবহীনতা আমাদের বর্তমানের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম শুধু এই বিষয়টি পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে যে, আওয়ামী লীগকে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বা সরকার গঠনের জন্য জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে হইলে কোন না কোন শক্তির সহিত মৈত্রী বা সমঝোতায় আসিতে হইবে। কারণ পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আওয়ামী প্রার্থী

নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইবে পূর্ব পাকিস্তানের উপর এবং পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৫০টি আসন লাভ করিবে এ কথা পাগলেও বিশ্বাস করে না। কাজেই এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্র রচনা বা কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্য কাহার সহিত কোয়ালিশন বা সমঝোতা করিবে?

আওয়ামী লীগের সহিত কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সর্বাধিক মিল রহিয়াছে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি জাতীয় লীগ ও ভাসানী ন্যাপের। আওয়ামী লীগ এই গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দলগুলির সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুক, নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী শিবিরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেশের জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করুক এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করুক—দেশবাসী ইহাই চাহিয়াছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি উপরি উল্লিখিত কর্তব্যগুলি সুষ্ঠু ও সুসঙ্গতরূপে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বরাবর গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ঐক্যজোট গঠনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দলীয় সঙ্কীর্ণতা ও ফাপা জনপ্রিয়তার অহমিকায় অন্ধ হইয়া এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। আওয়ামী নেতৃত্ব শুধু যে ঐক্যজোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করিয়াছে তাহাই নয়, গণবিরোধী শিবিরের পালের গোদা সবুর, ফজলুল কাদের, ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখকে পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করিতে অস্বীকার করিয়া কার্যত ইহাদিগকে পিছনের দরজা দিয়া পার করিয়া দেওয়ারই ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার পিছনে কি গোপন মতলব কাজ করিতেছে তাহা আওয়ামী নেতৃবর্গই বলিতে পারেন।

সে যাহা হউক, আওয়ামী নেতৃত্ব যে শুধু ‘একলা চল’ নীতি লইয়া কিম্বা ‘বান্ধালীদের গণভোটের’ রায়ের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন তাহা নয়। পূর্ব পাকিস্তানে প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রীদিগের সহিত ঐক্যজোট গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেও আওয়ামী লীগ জি, এম, সৈয়দের নেতৃত্বাধীন সিন্ধুর সামন্ত ভূস্বামী বা ‘ভেডেরা’দের যুক্তফ্রন্টের সহিত প্রকাশ্যে নির্বাচনী আঁতাত করিয়াছে। মুখে পাঞ্জাবী বিদ্বেষ ও বান্ধালী দরদের খই ফুটিলেও পাঞ্জাবের ধুরন্ধর নেতা ও কায়মী স্বার্থের ধারক বাহক দৌলতানার সহিত গোপন আঁতাত করিতে ‘বঙ্গবন্ধুর’ বাধে নাই। এমনকি ৬-দফার প্রশ্নে পল্টন ময়দানে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী প্রাক্তন মন্ত্রী ও কনভেনশন লীগের সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল (অধুনা পিপলস পার্টির নেতা) ভুট্টোর সহিতও নাকি ইদানিং ‘সমঝোতার’ উদ্দেশ্যে গোপন আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আপোষহীন হইলে পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট

প্রদেশগুলির জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দের সমর্থন কামনা করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত ‘সমঝোতায়’ উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিতেন। পশ্চিম পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক ‘এক ইউনিট’ বাতিল ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সীমান্ত প্রদেশে ওয়ালী খানের নেতৃত্বে, বেঙ্গলিস্তানে বেজেষ্টোর নেতৃত্বে ও সিল্কতে মজিদ সিক্কীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করিয়াছে এবং অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। অথচ ‘স্বায়ত্তশাসনকামী’ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ইহাদের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থের দালাল ও স্বায়ত্তশাসন বিরোধীদের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিতেছে।

অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নীতির মূলকথা হইল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সহিত ঐক্যের প্রশ্ন উঠিলে ‘একলা চল’, আর তলে তলে প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত হাত মিলাও। এই নীতির উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সময় থাকিতেই ইশিয়ার হইতে হইবে এবং এই মারাত্মক নীতিকে অবশ্যই প্রতিরোধ করিতে হইবে।

সংবাদ

১০ই অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

আসন্ন নির্বাচন শোষণ মুক্তির একটি সুযোগ

জামালগঞ্জ (সিলেট), ৯ই অক্টোবর (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য এখানে বলেন যে, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনী দেশকে শোষণ ও বঞ্চনার হাত হইতে রক্ষার একটি সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, স্বাধীনতার পর হইতে এ পর্যন্ত আমরা প্রায়শঃই নানা রকমভাবে শোষিত হইয়াছি।

সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করিতেছিলেন।

আওয়ামী লীগ নেতা এই সকল সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দিনে দিনে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িতেছে।

তিনি আরও বলেন যে, এই অবস্থার অবসান হওয়া একান্ত দরকার।

তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব বাঙলার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইলে আমরা আমাদের বহু সমস্যাই সমাধান করিতে সক্ষম হইব।

তিনি আরও বলেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনামলে এ দেশের সম্পদসমূহ বৃটেনের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হইত। ঐ একই পদ্ধতিতে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হইতেছে।

তিনি আরও বলেন যে, আমরা যতদিন লক্ষ্য অর্জন করিতে পারিব না ততদিন আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

তিনি আরও বলেন যে, আইয়ুব মোনায়েমের শাসনামলে যখনই কোন অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে তখনই দমননীতি চালানো হইয়াছে।

সংবাদ

১০ই অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

ঢাকা, ১০ই অক্টোবর (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সপ্তাহব্যাপী সিলেট, ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লা সফরশেষে গতরাতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

১০ই অক্টোবর ১৯৭০

সিলেটের গ্রামাঞ্চলে শেখ মুজিব:

জনসাধারণের অধিকার আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দিন

দেরাই, (সিলেট), ৮ই অক্টোবর।— গতকল্য আজমেরীগঞ্জে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, দুই মাস পর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে উহাই পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণ হইবে। ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে গণবিরোধী সরকারের তিনি একজন ভুক্তভোগী। সকল সরকারই তাহাকে আটক করে। প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে জনগণ কর্তৃক তিনি মুক্তি লাভ করেন।—এপিপি

পূর্বদেশ

১০ই অক্টোবর ১৯৭০

সিলেটের জনসভায় শেখ মুজিব:

ভাবী বংশধরদের রক্ষার জন্য নির্বাচন সুযোগ এনে দিচ্ছে

জামালগঞ্জ (সিলেট), ৯ই অক্টোবর (এপিপি)।— গতকাল আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যে শোষণ ও অবিচার ভোগ করে আসছি তা থেকে ভাবী বংশধরদের রক্ষা করার জন্য আগামী নির্বাচন আমাদের জন্য একটা সুযোগ এনে দিচ্ছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান সিলেট জেলায় ছয়টিরও বেশী বিরাট বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন যে, দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে। তিনি বলেন যে, এই অবস্থা শোষণকারীদের আমাদের সম্পদ লুট করতে সাহায্য করছে। তাই তিনি বলেন যে, আমাদের অবশ্যই এই ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান জোর দিয়ে বলেন যে, আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল আগামী বছরগুলোতে জনসাধারণের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

জনসভায় ভাষণ দানকালে 'আওয়ামী লীগ প্রধান অভিমত প্রকাশ করেন যে, পূর্ব বাংলার কাছে তহবিল ও সুযোগ-সুবিধা থাকলে আমরা অনেক আগেই বন্যা ও খাদ্য সমস্যাসহ আমাদের অনেক সমস্যারই সমাধান করে ফেলতে পারতাম। জনাব মুজিবুর রহমান অভিযোগ করেন যে, এ দেশের বিশেষ করে কৃষক ও শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। এর পেছনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদেরও অবদান রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি প্রকাশ করেন যে, এই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এদেশ থেকে বিরাট মুনাফা লুট করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে এরাই আবার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত তাদের শিল্প সংস্থাগুলোতে বাঙ্গালীদের নিযুক্ত করতে অস্বীকার করে থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি শ্রোতাদের ঔপনৈবেশিক দিনগুলোর অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন এবং শোষণের অবসান না ঘটানো পর্যন্ত আমাদের সাংগ্রামে কোন শিথিলতা আসবে না। সভায় সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব আব্দুস সামাদ বক্তৃতা করেন।

Morning News

10th October 1970

Mujib returns to city today

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman will return to Dacca today (Saturday) after a week-long tour of the districts of Comilla, Mymensingh and Sylhet.

Morning News

10th October 1970

Coming polls an opportunity to end exploitation : Mujib

JAMALGANJ (Sylhet) Oct. 9 (APP): Sheikh Mujibur Rahman President of Awami League said yesterday coming general elections “offer us an opportunity to save the future generation

from the exploitations and injustices, which we suffered all these years right from the beginning of our independence.”

Addressing over half-a-dozen big public meetings including a few unscheduled in the low-lying areas of the district. Sheikh Mujib told his audience that the posterity would “legitimately blame us if, we fail to rise to the occasion.”

The Awami League leader said the economic condition of the people steadily “deteriorated from bad to worse. We must put an end to the process, which helped exploiters to loot our resources”. The outcome of the elections would decide the fate of the people for years to come he stressed.

Sheikh Mujibur Rahman said if East Pakistan had the funds and facilities “we could have solved many of our problems including those of the flood and food long ago,” But, unfortunately it happened otherwise leading to steady deterioration of economic conditions of people- the peasants and workers in particular-the businessmen and industrialists from West Pakistan, he said added their contribution to the miseries of the people in the Eastern Wing. He charged that they even refused to employ Bengalees in their concerns in East Pakistan, although they earned huge profit to be transferred to West Pakistan.

Sheikh Mujib said in the colonial days the resources were utilised for the benefit of Britain and now the money earned in East Pakistan were taken to West Pakistan in a planned manner. He wondered, how one could oppose if “we want to stop the process to save the people of the province from ruination.”

The Awami League chief said they did not have any grudge against common-men in West Pakistan, but, certainly against exploiters from that wing.

He firmly told the people that “there cannot be any slackening in our struggle until, we succeed in our mission and end the exploitation.”

AYUB-MONEM REGIME

The Awami League leader said the Ayub-Monem regime and vested interests became annoyed when he protested against these injustices. He said former President Ayub Khan threatened me and later put me behind the bar to suppress me, but nothing as you know could make me compromise.

Sheikh Mujib said “bullet and imprisonments were the only reply whenever people demanded justice and fair play.” In the mass movement people demonstrated that they were nothing less

determined to oust the Ayub-Monem regime. The strength of the people finally won as it happens everywhere.

He, however, regretted, the exploitations of East Pakistan could not have been possible if some “agents” did not collaborate with the people and vested interests who were opposed to justice to us. In this connection, he referred to the names of Mr. Nurul Amin and Mr. Mahmud Ali.

Sheikh Mujib told the people that election of PDP’s Mahmud Ali, who is likely to contest from the area, would mean strengthening the hands of Nawabzada Nasrullah and Mr. Nurul Amin, who he charged always sided with the forces working against interests of East Pakistan.

Mr. Abdus Samad, who is the Sylhet District Awami League chief, told gathering that six points programme was the only answer to face the problems and to ensure a better future for the people of the province.

Dawn

10th October 1970

Mujib asks people to back his party in December polls

(From Our Staff Correspondent)

JAMALGANJ (Sylhet), Oct 9: Awami League President, Sheikh Mujib, asked the people to support his party in December polls and defeat the contestants from other parties. It required a grim fight from the members of East Pakistan to realise legitimate rights.

Earlier today he addressed about half a dozen river side meetings and receptions in Sunamganj sub-division.

The Sheikh said if there had not been hirelings of vested, interests from West Pakistan the interests of East Pakistan would have been achieved long ago. This time again when his party had realised franchise against the heavy repression of Ayub- Monem regime the same people had come to approach for votes. He cautioned the people against these elements and reminded them to look back to the State language movement, when Mr Nurul Amin, the PDP chief, had killed the students. Mr Mahmud Ali, the PDP leader, likewise would sell East Pakistan to Nawabzada Nasrullah Khan.

He said if the Awami League could win at least 90 per cent seats in NA, he would show to the world that East Pakistanis were united so far as the realisation of six and 11-point formulas were concerned.

About the problems of low- lying areas of the district, lamented that all the major rivers of East Pakistan had been silted up in the course of the misrule of the exploiters. He hoped he would do his best to solve the problems faced by the people of the area.

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই অক্টোবর ১৯৭০

ধর্মপাশার জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণা:

শাসনতন্ত্রে বাঙ্গালীর দাবী-দাওয়া গৃহীত হইলেই সংগ্রাম শেষ হইবে

(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

ধর্মপাশা (সুনামগঞ্জ), ১০ই অক্টোবর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, অতীতে জনগণের স্বার্থ যাহারা বিকাইয়া দিয়াছে এবার তাহারা খতম হইবে। কারণ, এবার জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে বাঙ্গালীর ন্যায্য অংশীদারিত্ব সম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল পুনরায় উল্লেখ করেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যে শাসনতন্ত্র তৈরী করিবেন, তাহাতে বাঙ্গালীদের দাবী-দাওয়া গৃহীত হইলেই তাহার সংগ্রাম শেষ হইবে।

গতকাল এখানে এক জনসভায় ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জনগণের মঙ্গলের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের তাঁত, লবণ উৎপাদন, পান এবং তামাক শিল্প এভাবে ধ্বংস করা হইয়াছে যে, বাঙ্গালীদের এখন জীবিকা নির্বাহের মত কোন সঙ্গতি নাই।

তাছাড়া বাঙ্গালীরা দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিরক্ষাসহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে তাহাদিগকে শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগের বেশী চাকরী দেওয়া হয় নাই।

শেখ মুজিব বলেন যে, কারণেই তিনি ৬-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার আপোষহীন মনোভাবের দরুনই আমীন, সর্ব শেষে গোলাম মোহাম্মদ, নূরুল আমীন, ইফ্রান্দার মীর্জা এবং সর্বশেষে আইয়ুব সরকার তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

তিনি গোলটেবিল বৈঠকে মেসার্স মাহমুদ আলী এবং সালাম খানের ভূমিকা এবং আইয়ুব প্রশাসনের সহিত জড়িত থাকার দরুন মেসার্স ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং সবুর খানের সমালোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, জনাব মাহমুদ আলী সম্ভবতঃ এই এলাকা হইতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি দীর্ঘ ১০ বৎসর নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন বলিয়া ভোট দাবী করার অধিকার তাহার রহিয়াছে। জনগণই তাহাকে তাহাদের রক্তের বিনিময়ে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি স্থানীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন আছেন এবং যথাসময়ে উহার প্রতি নজর দিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই অক্টোবর ১৯৭০

প্রদেশের স্বার্থের প্রতি অতীতে যারা বৈদ্যমানী করিয়াছে
তাহারা ভোট জয়লাভ করিলে বাঙ্গালী গোলামে পরিণত হইবে:
জামালগঞ্জের জনসভায় জনগণের প্রতি শেখ মুজিবের ইশিয়ারি
(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

জামালগঞ্জ, ৯ই অক্টোবর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জনগণের প্রতি এক আবেদনে বলেন যে, দেশের একটা বিশেষ অঞ্চলের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রও তাহাদের স্থানীয় অনুচরেরা দীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ বাংলার দাবীর প্রতি চরম বৈদ্যমানী করিয়াছে এবং তাহারাই আবার ভোটের জন্য জনগণের দয়ারে আজ ধর্গা দিতেছে।

জনগণের প্রতি উচ্চারিত এক সতর্কবাণীতে তিনি বলেন যে, বাঙ্গালীরা যদি এবার ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা চিরদিনের মত দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ বইয়া পড়িবে।

সুনামগঞ্জ মহকুমার সাচনা বাজারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী প্রধান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বাংলার মীরজাফরেরা যদি নসরুল্লাহ খান ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মত পাঞ্জাবী শঠ ও চক্রান্তকারীদের সহিত আঁতাত গঠন না করিত তাহা হইলে গোলটেবিল বৈঠকেই বাংলার দাবী আদায় হইত।

উক্ত জনসভায় সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এম, এ, সামাদ, সুনামগঞ্জ, তাহিরপুর এবং জামালগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা হইতে আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থী দেওয়ান ওবায়দুর রাজা চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থী জনাব আবদুর রহিম মিয়া ও জনাব এ, জহুর ও উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, শোষণ চক্রের এই অনুচরেরা ক্ষমতাসীন থাকাকালীন বাংলাকে শোষণ করার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ ত করেন নাই, উপরন্তু তাহাদিগকে সমর্থন প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহাদিগকে ভোট না দেওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

শেখ মুজিব সিলেটের নেতা মাহমুদ আলীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, মাহমুদ আলীর দলের নেতা নসরুল্লাহ খান ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর পাঞ্জাবী প্রাসাদ চক্রান্তকারীদেরই শিরোমণি আর তাহার দলীয় প্রধান নেতা জনাব নূরুল আমীন ভাষা আন্দোলনের সময় ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, জনাব নূরুল আমীন তাহার মস্তিষ্কের আমলে ৩৩টি উপনির্বাচন ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং জনগণকে ১৬ টাকা সের দরে লবণ খাইতে হইয়াছিল।

তিনি বলেন, আইয়ুব মোনেমের একনায়কত্ববাদী শাসনামলে এই সকল নেতা একেবারে চূপ করিয়া ছিলেন।

কেন্দ্রীয় চাকুরীতে বৈষম্যের চিত্র তুলিয়া ধরিয়া শেখ মুজিব বলেন, ‘আমার বাঙ্গালী তরুণ ভাইরা পানির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, বসবাস করে তাহার পানির মধ্যে এবং সংগ্রাম করিতে হয় তাহাদিগকে পানির সঙ্গে অথচ নৌ-বাহিনীতে তাহাদিগকে রিজুট না করিয়া মরুভূমি এলাকার লোককে নৌ বাহিনীতে ভর্তি করা হয়।’ বাংলা দেশে পাকিস্তানের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ বসবাস করা সত্ত্বেও এখানে প্রতিরক্ষা বিভাগের কোন সদর দফতর স্থাপিত না হইয়া স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন এবং বলেন ‘প্রয়োজন হইলে রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিব।’

সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব এম, এ, সাাদ জনাব মাহমুদ আলীর কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন, বাংলার স্বার্থ বিকানোর জন্য তিনি নসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং মওদুদী চক্রের সহিত আঁতাত করিয়াছেন।

জনগণের প্রতি উচ্চারিত এক সতর্কবাণীতে তিনি বলেন, আপনারা যদি মাহমুদ আলীর পক্ষে ভোট দান করেন, তাহা হইলে নসরুল্লাহ, মওদুদী এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মত প্রাসাদ চক্রান্তকারীদের হস্ত মজবুত করা হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই অক্টোবর ১৯৭০

ঝাটিকা সফর শেষে শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান মনোনয়ন উত্তর নির্বাচনী অভিযান উপলক্ষে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং সিলেট জেলার হাওর এলাকায় এক ঝাটিকা সফর শেষে গত শনিবার গভীর রাতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই সফরকালে তিনি কিশোরগঞ্জ মহকুমার ভৈরব, কুলিয়ারচর, অষ্টগ্রাম, নিকলী, মিটামইন, ইটনা; হবিগঞ্জ মহকুমার আজমিরীগঞ্জ, মারগুল্লী; ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার ছাতলপাড়, নাছির নগর; সুনামগঞ্জ মহকুমার দেরাই, পাখালিয়া, জয়কলস, জয়নগর জামালগঞ্জ, গোলকপুর, ধর্মপাশা এবং নেত্রকোনা মহকুমার গাগলাজুর, মোহনগঞ্জ, বারহাটা, নেত্রকোনা, হিরণপুর, ঠাকুরকোনা, শ্যামগঞ্জ; ময়মনসিংহ সদর মহকুমার গৌরীপুর, শম্ভু গঞ্জ এবং ময়মনসিংহসহ প্রায় ৩৩টি স্থানে জনসভা এবং পথিপার্শ্বস্থ জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুস সামাদ প্রমুখ এই সফরের বিভিন্ন পর্যায়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন।

এই সফরকালে তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার আওয়ামী লীগ মনোনীত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থীগণকে জনসাধারণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীগণকে ভোটদান করিয়া বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য আকুল আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, প্রদেশের অথৈ পানির রাজ্য দুর্গম ভাটি এলাকায় যেকোন জনপ্রিয় জাতীয় রাজনৈতিক নেতার এই ব্যাপক সফর স্বাধীনতা উত্তর ভাটি এলাকার ইতিহাসে ইহাই প্রথম। শেখ সাহেবের সফর উপলক্ষে মেঘনা, কুশিয়ারা, সুরমা-কংসের কূলে কূলে তথা ভাটি বাংলার সুবিশাল হাওর অঞ্চলের জনজীবনে এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। এই উপলক্ষে হাওর এলাকার বিভিন্ন বাজার-গঞ্জ উৎসব মুখর হইয়া উঠে। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়। এবং নৌকাবাইচ সহকারে তাঁহাকে পানিপথে হাওরবক্ষে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। নৌকা বাইচগুলি তাঁহাকে মিছিল করিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকার সভাস্থলে লইয়া যায়। বাইচ নৌকার মাঝীদের কণ্ঠে কণ্ঠে আওয়ামী লীগের সংগ্রাম

এবং শেখ মুজিবসহ বাংলার মানুষের সাহসিকতা ও বীরত্ব গাথা মূলক স্বরচিত গান বাদ্যযন্ত্র সহকারে ধ্বনিত হইয়া উঠে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের জনসভার কর্মসূচী

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী বুধবার ধামরাই থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কালামপুর স্কুল ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। আওয়ামী লীগ-প্রধান আগামী ১৭ই অক্টোবর রাত্রি ৮টায় ঢাকার দোলাইখালে ওয়ারী ও রোকনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

১৮ই অক্টোবর শেখ মুজিব ঢাকা জেলার কালীগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

পূর্বদেশ

১২ই অক্টোবর ১৯৭০

নির্বাচনী সফরে শেখ মুজিব:

শোষণের অবসানকল্পে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের আহ্বান

ঢাকা, ১১ই অক্টোবর (এপিপি)।— নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের সিলেট, ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লার হাওর এলাকায় সঙ্ঘাব্যাপী এক ব্যাপক নির্বাচনী সফর গতরাতে শেষ হয়। এই সফরের সময় বক্তৃতা দানকালে জনাব মুজিবর রহমান প্রধানত জনসাধারণকে শোষণের সব চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এক আকুল আবেদন জানান।

সফরের সময় বক্তৃতা দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, দেশ আজ এক সঙ্কটের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই সময়ই বাংলা দেশের শোষিত জনসাধারণের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। জনাব মুজিবর রহমান এই সফরকালে প্রদেশের উত্তর-পূর্ব এলাকার নিম্নাঞ্চলে ত্রিশটিরও অধিক বিরাট বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রদেশের এই অঞ্চল বর্ষাকালে প্রায় সাত মাস পানিতে ডুবে থাকে। জনাব মুজিবর রহমান বর্ষায় আটকে পড়া এই জনসাধারণকে বলেন যে, একমাত্র দৃঢ় একতার মাধ্যমেই জনসাধারণ স্বায়ত্তশাসনসহ তাদের

ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলো অর্জন করতে পারে। এ সময় তিনি পুনরায় ওয়াদা করেন যে, “আমরা জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করবো।”

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব মুজিবর রহমানই প্রথম এই এলাকায় নির্বাচনী অভিযান শুরু করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধানের এই সফরের সময় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব এম, এ, সামাদ এবং জনাব আবদুল মমিনও তাঁর সাথে ছিলেন।

জনাব মুজিবর রহমান গতকাল ঢাকা ফেরার পথে মোহনগঞ্জ থেকে ময়মনসিংহ আসার পথে পশ্চিমধ্যে বজুতায় বলেন যে, আসন্ন নির্বাচন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য এক সুযোগ এনে দিচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আমরা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচতে চাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান দৃষ্ট করে বলেন যে, দেশকে প্রতিবছর বৈদেশিক ঋণের সুদ হিসেবে একশ’ কোটি টাকা দিতে হয়। তিনি প্রকাশ করেন যে, এই সুদের অধিকাংশ অর্থই দিতে হয় পূর্ব বাংলাকে। পক্ষান্তরে বৈদেশিক ঋণের মাত্র চার ভাগের এক ভাগ বাংলা দেশে খরচ করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, বাংলা দেশকে অবিরাম শোষণ করার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বাংলা দেশের জনসাধারণকে খাওয়াবার মত প্রচুর খাদ্যশস্য বাংলা দেশেই উৎপাদিত হতো। কিন্তু আজ সে ক্ষেত্রে বাংলা দেশের জন্য প্রতি বছর বিদেশ থেকে আঠার লাখ টন খাদ্যশস্য ক্রয় করতে হয়। আর পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান প্রতি বছর আট লাখ টন উদ্ভূত খাদ্যশস্য উৎপাদন করে।

বজুতা দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁর দলের ছয়-দফা কর্মসূচীর কথাও উল্লেখ করেন।

জনাব মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও শোষকদের কজী থেকে আমরা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সত্যিকার কোন ভাল পরিবর্তন আশা করতে পারিনা। তিনি বলেন যে, এই শোষক ও ক্ষমতাসীন শ্রেণীই আবার জনসাধারণের কণ্ঠকে নির্দয় ভাবে রোধ করে রেখেছে। বজুতাদানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমীনসহ অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।

জনাব মুজিবর রহমান জনসাধারণের কাছে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দেশের জন্য ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য আবেদন জানান।

Pakistan Observer

12th October 1970

Mujib urges people:

Liquidate traces of exploitation

An impassioned appeal to the people to assert their democratic rights liquidating all traces of exploitation was the main theme of the speeches of Sheikh Mujibur Rahman in the “haor area” comprising parts of Sylhet, Mymensingh and Comilla during his week-long hectic election tour ending last night, reports APP.

The country is passing through a crucial stage which will decide the “destiny of the exploited people of Bangla Desh”, he told over 30 largely-attended public meetings in the extensive tour of low-lying north eastern part, which, in rainy season, every year turn into a vast stretch of water keeping it submerged for seven months.

The Awami League Chief moved from one “Island” to another as much as he could cover to tell the marooned people that nothing short of their solid unity could help them realize their legitimate demands including “regional autonomy” “We on our part, will fight it to the end to establish people’s rights”, he reiterated.

Sheikh Mujib who was the first among national leaders to launch election campaign in the area-virtually cut off from the “mainland” was given warm welcome everywhere he went to launch election campaign.

The Awami League Leader, who was accompanied by Syed Nazrul Islam, Mr. M. A. Samad, and Mr. Abdul Momin all party candidates for election to National Assembly-discussed the political situation in the country against the background of the “widening” inter-wing economic disparity and the gross injustices done to East Pakistan in 23 years.

Exploitation

The Awami League Leader regretted that East Pakistan had to bear the country’s “major burden” of paying off annually rupees one hundred crore interest of foreign loans although barely one fourth of rupees two thousand crores was spent in this Wing.

Sheikh Mujib said the perpetuation of the exploitation of East Pakistan brought the economy of the province on the verge of ruination. East Pakistan, which used to produce enough to feed people, had now to buy 18 lakh tons of food-grains from abroad annually while West Pakistan now produces eight lakh tons surplus, he added.

The Awami League Leader, referring to his Six-Point programme launched over four years back said “we plunged into the struggle to save the people from exploitation, knowing full well its consequences, which we suffered later. Besides me, hundreds of Awami Leaguers were immediately taken behind the bar.”

Morning News
12th October 1970

Mujib asks people to assert their democratic rights

An impassioned appeal to the people to assert their democratic rights liquidating all traces of exploitation was the main theme of the speeches of Sheikh Mujibur Rahman in the “haor” area comprising parts of Sylhet, Mymensingh and Comilla during his week-long hectic election tour ending Saturday night, reports APP.

“The country is passing through a crucial stage which will decide the destiny of the exploited people of Bangla Desh”, he told over 30 largely- attended public meetings in the extensive tour of low-lying north – Eastern part, which in rainy season, every year turn into a vast stretch of water keeping it submerged for over seven months.

The Awami League chief moved from one “Island” to another as much as he could to cover to tell the marooned people that nothing short of their solid unity could help them realize their legitimate demands including regional autonomy. “We on our part will fight it to the end to establish people’s rights”, he reiterated.

Sheikh Mujib who was the first among national leaders launch election campaign in the area-virtually cut off from the “mainland”-was given warm welcome everywhere he went to launch election campaign. At places his launch was escorted by big boats to the destinations giving the occasion festive look.

The Awami League leader, who was accompanied by Syed Nazrul Islam, Mr. M. A. Samad and Mr. Abdul Momin-all party candidates for election to National Assembly-discussed the political situation in the country against the background of the “widening” inter-wing economic disparity and the gross injustices done to East Pakistan in 23 years.

FREE CITIZEN

Sheikh Mujib, who had also addressed on Saturday over half a dozen way-side meeting including at Netrokona in his journey from Mohanganj to Mymensingh on his way back to Dacca, said the coming elections offered an opportunity to put an end to the situation. “We want to live as a free citizen” he added Friday.

The Awami League leader regretted that East Pakistan had to bear the country’s “major burden” of paying off annually Rs. 100 crore interest of foreign loans although barely one fourth of Rs. 2000 crores was spent in this wing. Other aspects of our life did not present any better he added firmly.

Sheikh Mujib said the perpetuation of the exploitation of East Pakistan brought the economy of the province on the verge of ruination. East Pakistan, which used to produce enough to feed people, had now to buy 18 lakh tons of grain from abroad annually while West Pakistan now produces eight lakh tons surplus, he added.

Sheikh Mujib told the people that his clash with Ayub-Monem regime was not the result of any quarrel on any domestic issue. It began “when we rose against East Pakistan”. Ayub Khan could not tolerate our protest because it was directed against the exploiters whose leader the former President was.

The Awami League leader, referring to his six point programme launched over four years back, said “we plunged into the struggle to save the people from exploitation, knowing fully well its consequences which we suffered later. Besides me, hundreds of Awami leaguers were immediately taken behind the bar.”

OFFER FOR HIGH POSITION

Sheikh Mujib said the offers for the Prime Ministership and other high position in the Government were made to dissuade me from the movement but “nothing could allure me been to cause my mission has been to save people from the exploitations. I am not ready to make any compromise with my programme-demand for regional autonomy.”

The Awami League chief said East Pakistan suffered heavily at the hands of the rulling class which did not hesitate to put under house-arrest the giant like Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Huq dismissing his cabinet after United Front victory and to jail the great leader like Mr. H.S Suhrawardy at the age of 71. He told the people that “we can not expect any genuine change for the better until we free ourselves from the clutches of the exploiters and the

ruling class which ruthlessly suppressed the voice of the people whenever they rose against the vested interests looting our resources unchecked.

LEGITIMATE INTERESTS

Sheikh Mujib said all our legitimate interests were made subservient to exploitation of the vested interests. He charged that our flourishing weaving industry was made to suffer decay, salt industry destroyed and biri industry's dragged to ruination turning lakhs of people into virtual destitute only to make East Pakistan serve as market to exploiters from West Wing.

He regretted that the history of East Pakistan would have been different "if some political Mirzafars did not sabotage our cause. "He accused them of playing the role of agents of exploiters who happen to come from West Pakistan. They sold out our interests for ministerial job, he added.

The Awami League leader launched a virulent attack on the President of Pakistan Democratic Party Mr. Nurul Amin and held him largely responsible for the deteriorating economic condition of the people in East Pakistan, the seed of disparity was sown during his time when he was Chief Minister he charged.

Sheikh Mujib wondered how Mr. Nurul Amin now "dare" to speak for democracy when the former Chief Minister held up as many as 33 bye elections and jailed over 3000 Awami Leaguers during 1954 elections. He added it was the PDP chief who was also responsible for the killing of several political prisoners in Rajshahi jail in 1951 and the firing on the demonstrations in the 1952 Language Movement killing several students.

POLITICAL LEADERS

He said these political leaders remained aloof from the people when they were laying down their lives in their fight against Ayub-Monem oppression. He told a few of the meetings that "neither Nurul Amin nor Maulana Bhashani protested against my arrest. They even did not inquire from Government if I was alive or dead".

Sheikh Mujib also strongly criticised Mr. Mahmud Ali and Mr. Abdus Salam Khan of the PDP. He told the people that their support to them through the election would only mean strengthening the hands of the people like Nasrullah Khan and others who always sided with the forces exploiting East Pakistan.

Sheikh Mujib appealed to the people to return Awami League candidates to the National assembly to frame the future constitution of the country "protecting our legitimate rights". He added Awami League had the record of services to the people which "entitles us to claim the votes of the people in the elections".

Addressing several meeting Mr. M. A. Samad spoke in details about the problems of the "haor" area where over 30 lakh people live in about 1500 square miles. He appealed to the Provincial Government to look into the conditions of the people there and wanted the Government to take up scheme for embankments and drainage facilities to free the area from submersion.

Mr. Samad, who is an Awami League candidate from the haor area, said the problem of the area should be tackled without loss of time. He suggested the formation of an autonomous authority to harness the resources of the area and save it from inundation, which leave the scope for only one paddy crop a year.

ENA adds: Sheikh Mujib said in Mymensingh that the ensuing general election would offer an opportunity to save the coming generations from injustices and exploitations that had continued for long and ensure a prosperous and happy nation. Government must reflect the hopes and aspirations of the people and would have to give heed to people's interests by forming a people's government, he said.

The Awami League Chief also criticised

Moulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan, Mr. Fazlul Quader Choudhury, Khan Abdul Qayyum Khan and said that none of them yet had put efforts to stop exploitation of Bengalees all these years right from the beginning of independence.

Morning News

12th October 1970

Mujib back in city

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman returned to Dacca on Saturday after a week long tour in the districts of Mymensingh, Comilla and Sylhet. He addressed a number of meetings during his tour.

Sheikh Mujibur Rahman, will address a public meeting on Tuesday at Kalampur School Maidan. The meeting is being arranged by Dhamrai Thana Awami League.

He will address another public meeting on Saturday at "Dholai Khal."

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ই অক্টোবর ১৯৭০
কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও সিলেটের হাওর অঞ্চলে
আওয়ামী লীগ-প্রধানের এক সপ্তাহ:
বাংলার সম্পদের মালিক বাঙ্গালী হইবে কিনা
আসন্ন নির্বাচনে তাহা নির্ধারিত হইবে
(বিশেষ প্রতিনিধি)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলায় তাঁহার সাম্প্রতিক সপ্তাহব্যাপী ঝটিকা সফরের সময় সর্বমোট ৩৩টি স্থানে বক্তৃতা দেন।

এই সফরকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত জনসভায় এবং পৃথিপার্শ্ব সমাবেশে জনসাধারণের নিকট আগামী নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নয়, বাংলার মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হইবে কি হইবে না, বাংলার সম্পদের অধিকারী বাঙ্গালী হইবে কি হইবে না এবং বাংলার সম্পদ বাঙ্গালী ভোগ করিতে পারিবে কি পারিবে না তাহারই দলিল রচিত হইবে আগামী নির্বাচনের পর।

তিনি এই সকল সভায় বাংলার দুঃখ-দুর্দশ এবং ২৩ বৎসরের বঞ্চনার ইতিহাস ভাঙি অঞ্চলের জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরেন। বাংলার আজিকার সঙ্কটজনক অবস্থার করুণ চিত্র জনসাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া তিনি জানান যে, ২৩ বৎসরব্যাপী বাংলা দেশকে একটানাভাবে শোষণ এবং দেশরক্ষা, কেন্দ্রীয় চাকুরী, কেন্দ্রীয় উন্নয়নখাত সহ জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে বঞ্চনা করার দরুনই এককালের সোনার বাংলা আজ শূন্যে এবং বাংলার মানুষ কঙ্কালসারে পরিণত হইয়াছে। দেশের একটা অঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী ও শোষকগণ বাংলার এক শ্রেণীর মীরজাফরের সহায়তায় সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বাংলার এই সর্বনাশ করিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বাংলা দেশ একদিন সারা ভারতের মানুষের আহাৰ জুটাইয়াও বিদেশে খাদ্য সরবরাহ করিত; সেই বাংলা দেশে আজ ১৭ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পড়িয়াছে, আর বাংলার মা-বোনেরা আজ এক মুষ্টি খাদ্যের জন্য পথে-ঘাটে ইজ্জত বিকাইতেছে, কোলের সন্তান বিক্রি করিতেছে--অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান বৎসরে ৮ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশে রফতানী করে। তিনি বলেন, শুধু এই ভাঙি অঞ্চলই সারা পাকিস্তানের মানুষের আহাৰ জুটাইতে পারিত যদি সর্বথাঙ্গী বন্যা রোধ করা হইত। তিনি বলেন, কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাহাড় কাটিয়া মরুভূমিতে আজ 'সবুজ বিপ্লব' তথা কৃষি বিপ্লব আনয়ন করা হইয়াছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে,

তারবেলা, মঙ্গলা বাঁধ নির্মাণ এবং ভূমির লবণাক্ততা দূরীকরণের প্রকল্প বাস্তবায়িত হইয়াছে। তিন তিনটি রাজধানী নির্মাণ করা হইয়াছে। কিন্তু বাংলার মানুষকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

তিনি গভীর আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, বাংলার মানুষের অর্থ দিয়া যে রাজধানী নির্মাণ করা হইয়াছে বাংলার মানুষ তাহা দেখিতে পারিবে না।

শেখ সাহেব বাংলার দুর্দশার জন্য আঞ্চলিক বৈষম্যকে দায়ী করেন এবং ২৩ বৎসরের বৈষম্যের খতিয়ান পেশ করেন। তিনি বলেন যে, ২৩ বৎসরে পাকিস্তান সরকার প্রশাসন খাতে যে ৩২ শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে, তাহার মধ্যে পূর্ব বাংলায় মাত্র ৩০৩ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাকী ২৮ শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। ২ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণের মধ্যে বাংলা দেশকে দিয়াছে মাত্র ৫ শত কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে দিয়াছে ১৫ শত কোটি টাকা। গত ২৩ বৎসরে বাংলার পাট, চা, মাছ বিক্রি করিয়া ২২ শত কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। তাহার মধ্যে বাংলা দেশে মাত্র ১৬ শত কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৬ শত কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিয়া ৩৮ শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। শিক্ষাখাতে বৈষম্যের উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, স্বাধীনতালভের সময় পূর্ব বাংলায় ২৯ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৮ হাজার প্রাইমারী স্কুল ছিল। বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে ৩৪ হাজার প্রাইমারী স্কুল হইয়াছে, অপরদিকে বাংলা দেশে এই ২৩ বৎসরে ২ হাজার কমিয়া ২৭ হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

চাকুরীক্ষেত্রে প্রশাসন বিভাগে মাত্র শতকরা ২৫টি চাকুরী বাঙ্গালীর ভাগ্যে জুটিয়াছে। অবশিষ্ট ৮৫টি চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানী নিযুক্ত হইয়াছে। সামরিক বাহিনীর তিন তিনটি হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত এবং শতকরা ৯০টি চাকুরী পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। শেখ সাহেব বলেন যে, এই বৈষম্য এবং এই ভাবে বাংলা দেশের স্বার্থ পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়া সঞ্চিত হওয়ার দরুন বাংলার মানুষের দুর্দশা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যাঙ্ক-ইন্সুরেন্স এবং সকল কল কারখানার মালিক পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। তাঁহারা বিদেশে ব্যবসা করিয়া মুনাফা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করিয়া থাকে। বাংলার বেকার যুবকগণ তাঁহাদের অফিস কিংবা কারখানায় চাকুরী পায় না। তাঁহারা এই দেশে কোরবানী কিংবা ফেরাও দেয় না। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে মুনাফা বাংলা দেশে আনা যায় না। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বাংলা দেশে আগমনের সময় তাঁহাদের মাজা ও পকেটে তল্লাশী করা হয়। তিনি একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালীকে এইভাবে অপমান করার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বাংলার এই অঞ্চলের ইতিহাস ভাটি অঞ্চলের জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরার সময় ৬-দফা দাবীও জনসাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করেন। ৬-দফার ভিত্তি ও স্বায়ত্তশাসন এবং ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হইলে এই বঞ্চনার অবসান হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বাংলার দাবী উত্থাপন করার জন্য তাঁহাদের দলের উপরে ১০ বৎসর আইয়ুব-মোনেম সরকার যে অমানুষিক নির্যাতন এবং বাংলার ছাত্র-যুবক-শ্রমিক হত্যার করুণ ইতিহাস বর্ণনা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান এই প্রসঙ্গে জনাব নূরুল আমীন, জনাব মাহমুদ আলী, ফরিদ আহমদ, মওলানা মওদুদীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মী, ছাত্র-শ্রমিকদের ত্যাগের দরুনই জনসাধারণ ভোটের অধিকার এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা দেশের প্রতিনিধিত্বের অধিকার ফিরিয়া পাইয়াছে। অপর পক্ষে বাংলার মীরজাফরগণ সংখ্যা-সাম্য বজায় রাখার জন্য পশ্চিমা শোষক শ্রেণীর সহিত হাত মিলাইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় বর্তমানে শোষকগণ বাংলা দেশে তাঁহাদের বিশ্বস্ত এজেন্টগণকে নির্বাচনে দাঁড় করাইয়া তাঁহাদের হাতকে শক্তিশালী করার নূতন ষড়যন্ত্রের জাল ফেলিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। তিনি জনসাধারণকে এই নূতন চক্রান্ত হইতে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং নসরুল্লাহ, মওদুদী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রভৃতি পাঞ্জাবী চক্রের মনোনীত বাংলা দেশের এজেন্টগণকে আগামী নির্বাচনে বাংলার মাটি হইতে চিরতরে উৎখাত করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ-প্রধান ভাটি অঞ্চলের জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া বলেন, আইয়ুবের শত অত্যাচার নিপীড়ন এমনকি ফাঁসীকাষ্ঠের সম্মুখীন হইয়াও প্রধানমন্ত্রী, গভর্নর কিংবা কোনপদের লোভে বাংলার মানুষের সাথে বেইমানী তিনি করেন নাই। আবেগজড়িতকণ্ঠে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বাংলার মানুষের ভালবাসার চাইতে প্রধানমন্ত্রিত্ব তাঁহার নিকট বড় নয়। বাংলার মানুষ ‘আমাকে’ আইয়ুব-মোনেমশাহীর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হইতে উদ্ধার করার জন্য যে রক্তদান করিয়াছে, আমি নিজের রক্তের বিনিময়ে হইলেও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া যাইব। তাই আগামী নির্বাচনে আমি ভোট চাই না— ভোটের মাধ্যমে বাংলার দাবী আদায় না হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে আপনাদিগকে সাথী হিসাবে পাইতে চাই।’ এই আহ্বানের সময় হাজার হাজার মানুষ দুই হাত তুলিয়া গগনবিদারী শ্লোগানের মাধ্যমে শেখ সাহেবের আহ্বানে সাড়া দান করে।

Morning News
14th October 1970
Mujib for Dhamrai today

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, will address a public meeting today at Kalampur High School maidan, reports APP.

The meeting is being organised by Dhamrai Thana Awami League.

He will start for Dhamrai from Dacca at 12-30 p.m. by car.

আজাদ

১৫ই অক্টোবর ১৯৭০

ধামরাইয়ের জনসভায় শেখ মুজিবের উদাত্ত আহ্বানঃ
বাংলা দেশের স্বার্থে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করুন

ঢাকা, ১৪ই অক্টোবর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান “বাংলা দেশের” স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ নিশ্চিত করার জন্য আসন্ন নির্বাচনে তাঁহার পার্টিকে সমর্থন করার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি এখান হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে ধামরাইয়ে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাহাতে বাঙ্গালী এবং অন্যান্য প্রদেশের জনসাধারণের অধিকার নিশ্চিত করা হইবে। তিনি বলেন, নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বাঙ্গালীদের বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাকে সংখ্যালঘু করায় দুরভিসন্ধি লইয়া প্রচুর টাকা ঢালিতেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান কুচক্রীদের চক্রান্ত হইতে সতর্ক থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। অতীতে এই ধরনের কুট চক্রিগণ প্রদেশকে শোষণ করিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, বিগত ২৩ বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশকে উহার ন্যায় অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তিনি এই জন্য ‘বাংলার মীরজাফরদের’ দায়ী করেন। তিনি আসন্ন নির্বাচনে নিজেদের ভোটাধিকারের সুষ্ঠু ব্যবহার মাধ্যমে এই সকল “রাজনৈতিক পরগাছা” নির্মূল করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বাঙ্গালীদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তাহার সংগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জনগণের স্বার্থ আদায়ের সংগ্রামে তিনি জেল ও আইয়ুব আমলের গুলীকে ভয় করেন নাই। তিনি বলেন যে, জনগণের দাবী-

দাওয়া লইয়া আন্দোলন করার জন্য তাহাকে নূরুল আমিন সরকারসহ অতীত সকল সরকারের আমলে জেল ও জুলুম সহ্য করিতে হইয়াছে। - এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই অক্টোবর ১৯৭০

জেল-জুলুমের ভয়ে যারা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাদের নয়-
এবারকার নির্বাচনে ভোটের হক কেবল বাংলার সেই সংগ্রামী সৈনিকদের, যারা-
ধামরাইয়ের বিশাল জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান

শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা

(আমির হোসেন প্রদত্ত)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলিয়াছেন যে, আইয়ুব-
মোনেমশাহীর দুঃশাসনের সেই দুর্বিষহ দিনগুলিতে যারা জেল-জুলুমের ভয়ে
মুচলেকা দিয়া রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যারা জনগণের সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রাণের মায়ার ঘরে খিল আটকাইয়া নির্বিঘ্নে সংসার
ধর্ম পালন করিয়াছেন- অথবা যারা সেদিন প্রকাশ্যে বা গোপনে স্বৈরাচারী
আইয়ুবের সঙ্গে হাত মিলাইয়া নিজেদের আখের গুছাইয়া লইয়াছেন এবারের
ভোট তাদের প্রাপ্য নয়। দেশের এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শোষিত-বঞ্চিত
জনগণের ভোটের ‘হক’ কেবল বাংলার সেই সংগ্রামী সৈনিকদের যারা শত
নির্যাতনের মুখেও জালেমশাহীর কাছে মাথা নত না করিয়া ভোটাধিকার,
গণতন্ত্র, ছয় দফা, এগার দফা এবং বাংলার স্বাধিকার আদায়ের জন্য
নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন, হাসিমুখে জেল-জুলুম সহ্য করিয়াছেন।

শেখ সাহেব গতকাল (বুধবার) বিকালে ঢাকা হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী
ধামরাইতে ভালুম আতাউর রহমান হাইস্কুল ময়দানে এক বিশাল
জনসমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই সাভার-ধামরাই
নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের খোন্দকার নূরুল
ইসলামের সঙ্গে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানে জাতীয়
লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। গতকল্যকার
এই জনসভা উপলক্ষে নিভৃত পল্লীর শ্যাম-সবুজিমা রঙ্গিন পরিমণ্ডলে মরা
নদী বংশীর তীরবর্তী ভালুম হাইস্কুল প্রাঙ্গণে জনতার জোয়ার নামিয়া আসে।
শরতের নির্মল রৌদ্রস্নিগ্ধ পড়ন্ত বিকালে আওয়ামী লীগ প্রধান যখন এক এক
করিয়া বাংলার জনগণের দুর্ভোগ-দুর্ভাগ্যের কারণ ও স করুণ পটভূমি ব্যাখ্যা
করিয়া প্রত্যাসন্ন ভাগ্য নির্ধারণী নির্বাচনে তাহাদের কর্তব্য নির্দেশ করিতে
থাকেন, তখন সম্মুখে উপবিষ্ট অগণিত সহজ-সরল গ্রামীণ শ্রোতা কখনওবা

বিস্ময়ে- বিক্ষোভে আর্তনাদ; কখনওবা বেদনায় অশ্রুটধ্বনি আবার কখনও
নতুন আশার আলোর হাতছানি এবং নবতর সংগ্রামের সাথে উৎফুল্ল
উচ্চকিত হইয়া উঠিতে থাকে। বক্তৃতার এক পর্যায়ে শেখ সাহেব বেদনা
জড়িত কণ্ঠে বলেন, “আপনাদের ভোটাধিকারের জন্য, ৬-দফা, ১১ দফা ও
বাংলার স্বাধিকারের জন্য, মনুমিয়া, মতিউর, আনোয়ারা জোহা, জহুররা
জীবন দিয়াছে, অগণিত সোনার সংসার ছারখার হইয়াছে, অসংখ্য ছাত্র-
শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মী জেল খাটিয়াছে, আমারও জীবনের দশটি বছর
কারাগারে কাটিয়াছে-আর আপনারা একটা ভোটও দিতে পারিবেন না?”
মুহূর্তের মধ্যে সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ উঠে “পারিব পারিব।”

উক্ত এলাকায় স্থায়ী দলের জাতীয় পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থী খোন্দকার
নূরুল ইসলাম ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থী জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ
জান এবং মানিকগঞ্জের জাতীয় পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থী জনাব মোসলেম
উদ্দিন খান (হাবু মিয়া) কে শ্রোতাদের নিকট পরিচয় করাইয়া দিয়া শেখ
সাহেব বলেন, “আমার এই প্রার্থীদের ভোট দিলেই সে ভোট আমি পাইব।
যদি আপনারা আমাকে ভোট দিতে রাজী থাকেন, তবে হাত তুলুন।” সঙ্গে
সঙ্গে তড়িৎস্পৃষ্টের মত অগণিত হস্ত উর্ধ্বে উত্থিত হয়-কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে
‘শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ।’

বক্তৃতার এক পর্যায়ে শ্রোতাদের কাছে বাংলার জনগণের উপর শোষণ
ও অবিচারের করুণ কাহিনী বর্ণনাকালে শেখ সাহেব বলেন, “তেইশ বছর
ধরিয়া শোষকরা আমাদের রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে তবু তৃপ্তি হয় নাই। পদে
পদে আমাদের সন্দেহ করা হয়। তাই করাচী হইতে ঢাকা আসার সময়
সোনার সন্ধানে আমাদের দেহ তল্লাশী করা হয়। বাংলার জনগণের পক্ষ
হইতে আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছি, দেহ তল্লাশী হইতে শুরু করিয়া যা
চান সব তাতে রাজী; কিন্তু বাংলার কিছু অর্থ আর পশ্চিমাঞ্চলে পাচার হইতে
দিব না।” জনতা বিপুল উল্লাস ও করতালি সহকারে শেখ সাহেবের এই
ঘোষণার প্রতি অভিনন্দন জানায়।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার ৩৫ মিনিটব্যাপী ভাষণে, শোষণবিহীন
সমাজ, খাদ্য, আশ্রয়, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসালভের কি দুর্মর স্বপ্ন লইয়া
দেশবাসী স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল, ২৩ বছরের বলগাহীন শোষণ ও
বৈষম্যের যাতাকলে কিভাবে সে স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিভাবে
বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া এই প্রদেশকে ভিখারীর দেশে পরিণত করা
হইয়াছে, কিভাবে বাংলার মানুষ বৈষম্য-বঞ্চনার ছোবলে ছোবলে ক্ষত-
বিক্ষত হইয়াছে, আর কিভাবে এখানকারই একশ্রেণীর ‘পেশাদার দালাল’

মস্তিষ্ক ও পারমিটের লোভে বার বার বাংলার স্বার্থ শোষণকদের পদতলে বিকাইয়া দিয়াছে তার মর্মস্পর্শী বিবরণী দান করেন। তিনি বলেন, “তেইশ বছর ধরিয়া আমরা বহু ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু প্রতিদানে কেবলই প্রতারণিত হইয়াছি, শোষিত হইয়াছি। এবার ৭ই ডিসেম্বরে ব্যালটের সাহায্যে সেই বৈষম্য-বঞ্চনা-অবিচারের প্রতিশোধ লইয়া ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনসহ সকল অধিকার আমরা আদায় করিতে চাই। আমরা মানুষের মত বাঁচিতে চাই--ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে চাই না।”

তিনি বলেন, আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক জনতার জীবনপণ সংগ্রামের সময় যাঁরা জেল-জুলুমের ভয়ে ঘরে খিল দিয়া ‘সংসার ধর্ম পালন’ করিয়াছে যারা আইয়ুবের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ভাগ্য গড়িয়াছে, অনেক ত্যাগ-তিতিষ্কার বিনিময়ে ভোটাধিকার অর্জিত হওয়ার পরও ‘কাছিমের মত গর্ত হইতে মুখ বাহির করিয়া’ এখন তারাই আবার ‘খেদমতের ওয়াদা লইয়া’ ভোটের জন্য জনগণের দ্বারে হাজির হইয়াছেন। তিনি বলেন, ভোটের হক ইহাদের নয়-যাঁদের জেল-জুলুম ত্যাগ-তিতিষ্কার বিনিময়ে ভোটাধিকার কায়ম হইয়াছে ভোট তাদেরই ‘হক’- তাহাদিগকেই আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে হইবে।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে তুমুল করতালির মধ্যে শেখ সাহেব বলেন, নির্বাচনে যাহাই হউক, ক্ষমতায় যাই বা না যাই, আপনাদের কথা দিতে পারি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা আপনাদের মওকুফ হইবেই।

শেখ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় মেসার্স মওলানা মওদুদী, কাইয়ুম খান, নুরুল আমীন, আতাউর রহমান খান প্রমুখ নেতার সমালোচনা করেন।

ধামরাই থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সাফাত উল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশিষ্ট সংখ্যালঘু নেতা শ্রী জগদীশ সাহা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সভায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মহম্মদ ইসহাক শ্রোতাদের কাছে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব খলিল আহমদ তিরমিজি এবং পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক হামিদ সরফরাজকে পরিচয় করাইরা দেন।

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং শ্রীপুর-কালিয়াকৈর-জয়দেবপুর জাতীয় পরিষদ আসন আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব শামসুল হক এবং ঢাকার রমনা-লালবাগ প্রাদেশিক পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী গাজী গোলাম মোস্তফাও শেখ সাহেবের সঙ্গে ধামরাই গমন করেন।

সভার শুরুতে ধামরাইর জনসাধারণের পক্ষ হইতে আওয়ামী লীগ প্রধানকে একটি জাতীয় পতাকা, নৌকার প্রতীকচিহ্নিত একটি সোনার মেডেল ও কয়েকটি নৌকার প্রতিকৃতি উপহার দেওয়া হয়। (‘ধামরাইর পথে পথে কি দেখিলাম’ পর্যায়ের বক্তব্য আগামীকাল্য প্রকাশিতব্য)

সংবাদ

১৫ই অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

আগামী নির্বাচন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নির্বাচন

ঢাকা, ১৪ই অক্টোবর (এপিপি)।— বাংলার স্বার্থ রক্ষার জন্য ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোটদানের জন্য শেখ মুজিব সকলের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

শেখ সাহেব আজ ধামরাইয়ে এক জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আসন্ন নির্বাচন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নহে—শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নির্বাচন।

শেখ মুজিব বলেন, বাঙ্গালীদের সংগ্রাম ব্যর্থ করার জন্য চক্রান্ত চলিতেছে। এই চক্রান্তের ব্যাপার সতর্ক থাকার জন্য তিনি সকলকে পরামর্শ দেন।

শেখ মুজিবর রহমান পিএনএল প্রধান জনাব আতাউর রহমানের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, সুখী জীবন যাপন করিয়া নিরুপদ্রবে আইন ব্যবসা করিলে দেশের সেবা করা যায় না।

দৈনিক পয়গাম

১৫ই অক্টোবর ১৯৭০

ধামরাইর জনসভায় শেখ মুজিব:

জমির খাজনা মাফ করিয়া প্রয়োজনবোধে শিল্পের কর বৃদ্ধি করা হইবে

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজন হইলে রক্ত দিয়াও ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ করা হইবে। তিনি বলেন ২৫ বিঘার খাজনা মওকুফ করিবার ফলে যে রাজস্ব ঘাটতি পড়িবে শিল্প-কারখানার কর বৃদ্ধি করিয়া উহা পোষাইয়া লওয়া হইবে। এই প্রসঙ্গে নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন “আমি বাজে লোক না। বাজে কথাও আমি বলি না।”

ঢাকা হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্তী ধামরাই থানার বাহলাম পুর আতাউর রহমান হাই স্কুল প্রাঙ্গণে নির্বাচনী প্রচারাভিযান উপলক্ষে গতকাল্য

(বুধবার) বিকাল চারটায় এক জনসভায় বক্তৃতা দান কালে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

জনসভায় ন্যাশনাল লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খানের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী খন্দকার নূরুল ইসলাম শেখ সাহেবকে একটি সোনার মেডেল উপহার দেন। তাঁহাকে নৌকার প্রতিকৃতি উপহার দেওয়া হয়।

জনসভায় সভাপতি ও বক্তার নাম এবং উপহার দাতাদের নাম ঘোষণা অর্থাৎ সভাটি পরিচালনা করেন সাবেক কনভেনশন লীগ নেতা (বর্তমানে আওয়ামী লীগ) জনাব মেহম্মদ ইসহাক খান।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গত ২৩ বৎসর যাবত বাংলার বঞ্চনার কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলেন যে, অবাকালী অপেক্ষা বাঙালী মীরজাফররাই উহার জন্য অধিক দায়ী। তিনি বলেন আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দান করিয়া রাজনীতিক কীট ও পরগাছাদের উচ্ছেদ সাধনের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার ন্যায়সঙ্গত পাওনা আদায় সম্ভব।

শেখ সাহেব তাঁহার সংগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে একদিকে মেশিন গানের গুলী চলিতেছে অপর দিকে শ্লোগান উঠিতেছে “জেলের তালা ভাঙ্গব, শেখ মুজিবকে আনব।” তিনি বলেন সেইদিন সারা দেশে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এক দুর্বীর আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল।

শেখ সাহেব বলেন, “বাংলার পক্ষে কথা বলা ও সবুরের মত চোরকে চিনিবার” অপরাধেই তাঁহাকে জেলে দেওয়া হইয়াছিল। এবং তাঁহার মুক্তি চাওয়াতে কোলের বাচ্চাকে গুলী করিয়া মারা হইয়াছে।

জেল খানার মানসিক অত্যাচারের বর্ণনা দিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, তাহাকে পাগল করিয়া দেওয়ার জন্য এক টানা... দিন একশ’ ন্যাংটা পাগলের সহিত রাখা হইয়াছে। সেই কথা চিন্তা করিয়া এখনও তিনি অন্ধকারে চিৎকার করিয়া উঠেন বলিয়া জানান।

জনাব আতাউর রহমান খানের সমালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন “ছয় বৎসর রাজনীতি করিব না বলিয়া এবড়ো বড়ো দস্তখত করিয়া এবং ওকালতি করিয়া স্ত্রী পুত্র এ লইয়া সুখে থাকিয়া নেতৃত্ব দেওয়া চলেনা।” নেতৃত্বের জন্য ত্যাগ ও কষ্টের প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ‘ইচ্ছা করিলে আমিও সুখে থাকিতে পারিতাম জেলে যাওয়ার জন্য আমাকে পোকায় কামড়ায় না’। তিনি ঘোষণা করেন আতাউর রহমান খান এদেশে কোন দিনও ক্ষমতায় আসিবে না।

তিনি বন্যা সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য টাকা হয় না অথচ দুইবার রাজধানী নির্মাণের টাকা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণের সহিত তাহার কোন বিরোধ নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, প্রয়োজন হইলে সেখানকার পুঁজিপতি ও জায়গীরদারদের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করিবেন।

Pakistan Observer

15th October 1970

AL for movement unless people's demands met: Mujib

The Pakistan Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman said in Dacca on Wednesday that his party was fully prepared to launch a vigorous movement to realise the people's demands, reports PPI. Addressing a huge public meeting at Dhamrai, 25 miles of the city, this afternoon, the Awami League Chief maintained that his party was not after power but had been fighting for justice for the 70 million Bengalees who were groaning under the pangs of torture and injustice for the last 23 years.

Narrating in brief the history of his party since its inception in 1949, the Sheikh observed that the Awami Leaguers had been fighting against injustice, oppression and suppression and were trying to establish a society free from exploitation.

Addressing the meeting within the constituency of the former Provincial Chief Minister and the Pakistan National League Chief, Mr. Ataur Rahman Khan, he observed that unless the Six-point formula is implemented, the Bengalees would become slaves. He said that this was the last chance for achieving the people's rights through constitutional means. In it failed, God forbid, strong mass movement would be launched to realise the demands and added that his party was fully prepared with the people for such movement.

Criticising Mr. Ataur Rahman Khan, National League Chief, he said that the days for armed chairs' had gone away and added that he accepted 'Ebdo' without protest during the time of Ayub Khan and furnished a bond that I shall never do politics in future.

He further said that Mr. Ataur Rahman Khan would never get power in the near future.

Morning News

15th October 1970

Leaders responsible for all injustices to E. Wing : Mujib

(By Our Staff Reporter)

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman yesterday said that some leaders of Bengal were responsible for all the injustices and

exploitations done to the people of East Pakistan during the last 23 years.

Addressing a public meeting at Dhamrai, about 24 miles off from Dacca, Sheikh Mujib urged the people to ensure that these leaders, whom he described as opportunists, did not get elected to betray the cause of Bangla Desh and to sabotage the demands of the people again.

The meeting held at the Bhalum Ataur Rahman Khan School ground was organised by the Dhamrai Thana Awami League and was addressed, among others, by Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of East Pakistan Awami League and Mr. Jagdish Chandra Shaha, a local Awami League leader. Haji Sefatullah Khan, President of the Dhamrai Awami League, presided.

The Awami League nominee to National Assembly from Dhamrai constituency Mr. Nurul Islam, who would face the Pakistan National League chief Mr. Ataur Rahman Khan from the same constituency, was present at the dias along with the AL's provincial nominee Mr. Mahmud Jan.

Sheikh Mujibur Rahman in his 40-minute speech reminded the audience the past activities of Ataur Rahman Khan and said that the former Chief Minister (Ataur Rahman), in order to escape from being EBDOED, had given undertaking to Ayub Khan that he would not be in politics for six years.

The Sheikh said that these leaders had never sacrificed and suffered for the cause of people and always been on the safe side during movements and struggles.

OPPORTUNISTS

Sheikh Mujibur Rahman said that the people know why Ataur Rahman had resigned from Awami League. He said that those who were opportunists and were afraid of sufferings and imprisonments for the cause of people had no place in politics. The people should be cautious this time against these leaders and ensure that they did not get vote in the ensuing elections, he suggested.

The Awami League chief recounted the history of the sufferings and sacrifices of the Awami League leaders and workers during the last 23 years for the cause of the people and autonomy and called upon them to vote only for those who had been fighting against injustice, oppression and exploitations and had suffered imprisonment and torture.

He said that the election this time was not one of going to power. It was the vote for framing the constitution for the country and achieving the people's rights through constitutional means. If this last chance of restoring democracy and realising autonomy was foiled, seven crore Bengalis would continue to be exploited and neglected, he warned.

APP adds : Sheikh Mujibur Rahman pleaded for support in favour of his party in the coming elections to ensure frame of a constitution on the basis of six-point programme to protect the interests of Bangla Desh. He said that there was move to frustrate the struggle of the Bangalees for their rights and for that purpose the interested circles were pouring in money to turn Bengale's majority into minority.

He cautioned the people against such "sinister move" by those who, he said, had in the past exploited the people of this province.

Malik Hamid Sarfaraz, President of the Punjab Awami League and Khalil Ahmed Tirmizi, General Secretary of the Karachi Awami League and Organising Secretary of Pakistan Awami League, were present at the meeting.

Mr. Jagdish Chandra Shaha, a local leader of the minorities, briefly speaking at the meeting, assured the Awami League chief of his community's support in the coming elections.

Mr. Tajuddin Ahmed, in his brief address, sought people's support for the Awami League candidates in the coming elections.

আজাদ

১৬ই অক্টোবর ১৯৭০

জাতীয় পরিষদ : প্রদেশের মোট ১৬২টি আসন

৮৭০ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশ

(স্টাফ রিপোর্টার)

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে প্রদেশের জন্য বরাদ্দ ১৬২টি জাতীয় পরিষদ আসনে গতকাল বৃহস্পতিবার পূর্ব পাকিস্তানে ৮৭০ জন প্রার্থীর পক্ষ হইতে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইয়াছে।

গতকাল প্রদেশের সর্বত্র সংশ্লিষ্ট এলাকার রিটার্নিং অফিসারের নিকট সকাল সাড়ে নয়টা হইতে বিকাল সাড়ে চারিটা পর্যন্ত এই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়। স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ এই সঙ্গে নির্বাচনী প্রতীকের আবেদনপত্রও পেশ করেন।

আগামীকাল শনিবার মনোনয়নপত্র বাছাই ও আগামী ২৪ শে অক্টোবর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে শেষ তারিখ নির্ধারিত রহিয়াছে।

এই নির্বাচনের জন্য সমগ্র পাকিস্তানে ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ভোটার রহিয়াছেন। তাহার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভোটার সংখ্যা হইতেছে মোট ৩ কোটি ১২ লক্ষ ১১ হাজার।

গতকাল ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় জনাব নূরুল আমীন, শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আবু কাসেম, অধ্যাপক গোলাম আজম, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, খওয়াজা খয়ের উদ্দিন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী, জনাব আহমদ আলী, জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, জনাব মসিউর রহমান, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন খান, আবদুস সবুর খান প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, পাঞ্জাবে ৮২টি জাতীয় পরিষদ আসনে ৬১৭ জন, সীমান্ত প্রদেশে ২৫টি জাতীয় পরিষদ আসনে ১৯৬ জন, বেলুচিস্তানে ৪টি জাতীয় পরিষদ আসনে ৩০জন ও করাচীতে ৭টি জাতীয় পরিষদ আসনে ৭৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনয়ন পত্র পেশ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই অক্টোবর ১৯৭০

আজ কালীগঞ্জে শেখ মুজিবের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ (রবিবার) ঢাকা জেলার কালীগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। তিনি আজ সকাল ৯টায় মোটর লঞ্চযোগে কালীগঞ্জ রওয়ানা হইবেন।

জোয়ার শহরায় জনসভা

জোয়ার শহর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজ (রবিবার) বিকাল ৪টায় মহাখালীতে (ওয়ারলেস গেটের নিকটে) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সম্মুখে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডঃ কামাল হোসেন প্রধান অতিথি হিসাবে জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

তাজুদ্দীনের জনসভা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কাপাসিয়া- কালীগঞ্জ জাতীয় পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব তাজুদ্দীন আহমদ আগামী ২০শে অক্টোবর কালীগঞ্জ থানার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত নরুনে এবং ২৫শে অক্টোবর কালীগঞ্জ থানার জামালপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

সংবাদ

১৬ই অক্টোবর ১৯৭০

মুজিবের বিরুদ্ধে আরও একজন

ঢাকা, ১৪ই অক্টোবর (এনা)।- নয়গাঠিত নিখিল পাকিস্তান শেরে বাংলা আজাদী ফ্রন্টের আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ আলী সরকার ঢাকার এন ই ১১২ কেন্দ্র হইতে জাতীয় পরিষদের আসনের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন এবং এতদসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি অদ্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করিয়াছেন বলিয়া ফ্রন্টের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ।

Morning News

16th October 1970

Mujib to address Dholai Khal meeting tomorrow

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman will address a public meeting at Dholai Khal tomorrow (Saturday) at 8 p.m.

He will address another public meeting at Kaliganj in Dacca district on October 18.

আজাদ

১৮ই অক্টোবর ১৯৭০

এবার না হইলে আগামীতে রক্তের বিনিময়ে

প্রদেশের দাবী আদায় করা হইবে: শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

“এবার ভোটের মাধ্যমে ৬-দফা তথা প্রদেশের দাবী আদায় করা না গেলে আগামীতে রক্তের বিনিময়ে প্রদেশের দাবী আদায় করা হইবে।”

গতকাল শনিবার কাঁঠাল বাগানে আয়োজিত দলীয় নির্বাচনী জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন যে, এবারের ভোট ক্ষমতায় যাওয়ার ভোট নহে, বরং উহা গণভোট ও দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ভোট। তিনি বলেন, ইহাই প্রদেশবাসীর দাবী আদায়ের শেষ সংগ্রাম। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, এদেশের নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ই তাহার সংগ্রামের লক্ষ্য।

তিনি বলেন যে, “বাংলা দেশের মুছলমানরাই পাকিস্তান হাচ্ছেল করিয়াছিল। অথচ দীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ কুচক্রী মহলের অত্যাচার, কুশাসনকারীদের যাতাকলে নিষ্পিষ্ট এককালের ‘সোনার বাংলার’ সুখী জনসাধারণের সুখের সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে।”

তিনি বলেন, বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ ‘বাংলা দেশের’ মানুষের জন্য কিছুই করা হয় নাই। তিনি বলেন, বিগত ২৩ বৎসর বাঙ্গালীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল এবং ইহারই সুযোগ লইয়া শোষক দস্যুরা তাহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়।

তিনি জানান যে, এবার পটের পরিবর্তন হইয়াছে এবং বাঙ্গালীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হইয়াছেন এবং দুর্বীর আন্দোলনের মাধ্যমে তাহারা এক ব্যক্তি এক ভোট আদায় করিয়া লইয়াছে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অবাধ সোনা চলাচলের ব্যাপারে যে নিষেধ বিধি চালু আছে তাহার সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, একই দেশের মধ্যে এহেন বিধানের অস্তিত্বই দুর্ভাগ্যজনক।

এই প্রসঙ্গে এক হুশিয়ারীতে তিনি বলেন, অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পুঁজি পাচার বন্ধ করা না হইলে পুঁজি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, জনসাধারণের ভোটাধিকার হরণকারীরা নবরূপে জনদরদী সাজিয়া ভোট প্রার্থী হইয়াছেন। বাংলার এই সব মীরজাফর সম্পর্কে তিনি জনসাধারণকে হুঁশিয়ার থাকার এবং এই সব গণবিরোধী লোকের ভোটের বাস্তব খালি করিয়া তাহাদের প্রকৃত শাস্তি বিধানের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দিলেই তিনি জয়যুক্ত হইবেন এবং তাহা হইলেই তিনি ৬-দফা আদায় করিতে পারিবেন।

গতকাল শনিবার রাতে শেখ মুজিব দোলাই খালে অনুষ্ঠিত দলের অপর এক নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করেন।

আজ কালীগঞ্জে জনসভা

আজ রবিবার শেখ মুজিব কালীগঞ্জের এক দলীয় জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই অক্টোবর ১৯৭০

**‘৫৪ সালের সেই ষড়যন্ত্রকারীরা আজো জীবিত, আজো চক্রান্তে লিপ্ত, তাই-
ঢাকার দোলাইখালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা**

॥ আমির হোসেন প্রদত্ত ॥

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলিয়াছেন যে, “পূর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ঐতিহাসিক বিজয়কে নস্যাত্ন করিয়া দিয়া যে-শোষক ও ষড়যন্ত্রকারীরা দল শেরে বাংলাকে অন্তরীণাবদ্ধ করিয়াছিল, আমাকেসহ আওয়ামী লীগের কয়েক হাজার নেতা ও কর্মীকে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিল, দেশে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়াছিল, শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বৃদ্ধ বয়সে ধোঁকাতার করিয়াছিল- তারা আজো বাঁচিয়া আছে, আজো তারা নির্বাচন বানচাল ও জনগণের সরকার এবং বাংগালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করার জন্য চক্রান্ত চালাইয়া যাইতেছে। তাই জনগণকে নির্বাচনের পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে গণআন্দোলনে শরীক হওয়ারও প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে।

শেখ সাহেব গতকাল (শনিবার) রাতে নিজের অন্যতম নির্বাচনী এলাকাভুক্ত পুরাতন ঢাকার ভরাট করা দোলাই খালে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বলেন, ৬-দফার বিজয় দুন্দুভিতে আতঙ্কিত শোষক, কায়েমী- স্বার্থবাদী ও তাদের ভাড়াটিয়া এজেন্টরা যে কোন পন্থায় নির্বাচন বানচাল এবং উহা সম্ভব না হইলে ১৯৫৪ সালের কায়দায় জনগণের সরকার ও গণদাবী কায়েমের পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়ার অশুভ পায়তারা চালাইতেছে। স্বভাবসুলভ তারা দৃঢ়তার সঙ্গে শেখ মুজিব বলেন, খোদা না করুন, যদি ষড়যন্ত্রকারীরা সফলকাম হয় এবং পরিস্থিতি তেমন দেখা দেয়, তাহা হইলে আমিই বাংলার মানুষের প্রতি সংগ্রামের ডাক দিব। সেদিন দুর্বীর গণ-আন্দোলনে প্রচণ্ড আঘাতে ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া বাংলার স্বাধিকার, ৬-দফা ও ১১-দফা এবং শোষণবিহীন সমাজের বিজয়কেতন উড়াইন হইবে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে আমাদের বিশ্বাস অবিচল বলিয়াই আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে দাবী আদায় করিতে চাই। কিন্তু সে সুযোগ দেওয়া না হইলে কি করিয়া দাবী আদায় করিতে হয়, বাংলার মানুষ জানে। কারণ, সংগ্রামের মাধ্যমেই তাহারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা- পাইয়াছে, ভোটের অধিকার এবং জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব কায়েম করিয়াছে। আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ‘নৌকা’ মার্কায় ভোটদানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া শেখ

সাহেব বলেন, “ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় আমি মন্ত্রী-গবর্নর হইতে পারিতাম। কিন্তু বাংলার জনগণের সঙ্গে বেঈমানী করিতে পারিনা বলিয়াই তা হই নাই। ক্ষমতার জন্য নয়-এবার আমি ভোট চাই বাংলার গরীব-দুঃখী বঞ্চিত মানুষকে অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করার জন্য।”

আওয়ামী লীগ প্রধান তাহার দীর্ঘ বক্তৃতায় একের পর এক এই দুর্ভাগ্য দেশের ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ইতিবৃত্ত, অন্তহীন বৈষম্য বঞ্চনার উপাখ্যান এবং শোষিত বাংগালীর স্বাধিকার আন্দোলনের সংগ্রামী সৈনিকদের অকথ্য জেল-জুলুম বরণ ও আত্মদানের কাহিনী বর্ণনা করিতে থাকিলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ উপবিষ্ট শ্রোতারা কখনো বা বিস্ময়ে-বেদনায় স্তান, কখনো ‘শেম শেম’ ধ্বনির সাহায্যে প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ, আবার কখনও বা অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী শপথে উজ্জীবিত হইয়া ওঠে। সমবেত শ্রোতা দর্শকের মুহূর্ত্ত করতালি ও উল্লাস ধ্বনির মধ্যে শেখ সাহেবের কণ্ঠ বার বার তলাইয়া যাইতে থাকে। অগণিত প্রাণের সেই অনাবিল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় কৃতজ্ঞধন্য শেখ মুজিব বক্তৃতার এক পর্যায়ে পুরাতন ঢাকাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “নির্বাচন উপলক্ষে আমাকে বাংলার দিকে দিকে ঘুরিতে হইবে। আপনাদের সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখা করিয়া ভোট চাওয়ার সময় ও সাধ্য আমার হইবেনা। কিন্তু তবু কি আপনারা আমাকে ভোট দিবেন, যাঁরা আসেন নাই, তাঁদের কাছে আমার কথা পৌঁছাইয়া দিবেন? মুহূর্ত্তের মধ্যে হাজার হাজার লোক হাত তুলিয়া গগনবিদারী ধ্বনি তোলে ‘দিব, দিব।’

শেখ সাহেব তাহার বক্তৃতায় সূষ্ঠা নির্বাচনের স্বার্থে অবিলম্বে দণ্ডিত ও বিচারাধীন আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীকে মুক্তিদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন, ‘অন্যথায় ৭ই ডিসেম্বরের পরে তারা গলায় মালা পরিয়াই বাহির হইয়া আসিবে।’

বাংলার জনগণের বঞ্চনার কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, ঋণ-খাজনা-ট্যাক্সের ভারে, বন্য়ার অভিশাপে বাংলার চাষী-মজুর সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রদেশে আজ ৯০ লক্ষ লোক বেকার। পাট চাষী ন্যায্য মূল্য পায় না। বোনাস ভাউচার, ট্যাক্স হলিডে প্রভৃতির সাহায্যে অপরাধীদের শিল্পপতিদের ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া তোলা হইয়াছে আর বাংলার ব্যবসায়ীরা আজ ধ্বংসের মুখে। তিনি বলেন, বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্কে গিয়া ওভার ড্রাফট পায় না, এল-সি খুলিতে পারে না। এই অব্যবস্থার অবসানকল্পেই পাট ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক ও বীমা জাতীয়করণ করার জন্য আওয়াম লীগ চেষ্টা চালাইবে। তিনি পুনরায় বলেন যে, আওয়ামী লীগ কোরান ও সুন্নাহর বিরোধী কোন আইন পাস হইতে দিবে না। আওয়ামী লীগের সংগ্রাম ইনসাফের জন্য-ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য।

এই নির্বাচনী এলাকায় নিজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা খায়ের উদ্দিনের রাজনৈতিক ভূমিকা ও নির্বাচনী শ্লোগানের সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, কোন কিছু দিয়াই বাঙ্গালীর ঈমান ক্রয় করা যাইবে না- আওয়ামী লীগের জয়যাত্রা প্রতিহত করা যাইবে না।

শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব বলেন, এবারের নির্বাচন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নয়- বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ, ছয়-দফা, এগার-দফা আদায় এবং শোষণের অবসান ঘটাইবার নির্বাচন। তিনি বলেন, এই নির্বাচনে ছয়-দফার পক্ষে ভোট দিয়া মওদুদী-কাইয়ুম-নূরুল আমিন-দৌলতানা-নসরুল্লাদের দেখাইয়া দিতে হইবে যে, সংহতি ও ইসলামের ধূয়া তুলিয়া কিছু সংখ্যক দালাল খরিদ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাংলার মানুষের ঈমান ক্রয় করা যায় না-তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও ঠেকাইয়া রাখা যায় না। উল্লিখিত নেতাদের কঠোর সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব আরও বলেন, শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের পয়সা খাইয়া তাদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে বাংলার মানুষকে শোষণের দরোজা খোলা রাখার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর স্বাধিকার আন্দোলন বানচালই তাদের মূল উদ্দেশ্য। আওয়ামী লীগ প্রধান পুনরায় বলেন, চারিদিকে ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হইয়াছে। গণবিরোধী শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা নির্বাচন বানচাল এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিহত করার ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। তাই আমাদের একই সঙ্গে নির্বাচন প্রস্তুতি এবং আন্দোলন প্রস্তুতি চালাইতে হইবে। ভোটের মাধ্যমে দাবী আদায় করিতে দেওয়া না হইলে আমরা সংগ্রামের মাধ্যমেই উহা আদায় করিব। পুরাতন ঢাকার বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, স্বাধীনতার পর তেইশ বছরে ঢাকার নাগরিকদের নিকট হইতে ছলে-বলে-কৌশলে হরেক রকম ট্যাক্স আদায় করা হইয়াছে, কিন্তু জনজীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করা হয় নাই। তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে, জনগণের সরকার কায়েম হইলে বুড়িগঙ্গায় সেতু নির্মাণ, পানি নিকাশন, ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতালের উন্নয়ন সমস্যা এবং দোলাই খাল সমস্যার সমাধানসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

রোকনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব কোরবান আলি, জনাব আবদুর রশিদ এবং কোতোয়ালি-সূত্রাপুর নির্বাচনী এলাকায় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থী জনাব সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ই অক্টোবর ১৯৭০
দোলাইখালে গণজোয়ার
॥ আমির হোসেন প্রদত্ত ॥

ইট-সুরকীতে ভরাট করা ঢাকার দোলাই খালে গতরাত্রে বান ডাকিয়াছিল। তবে সে বান পানির নয়— সে অবিস্মরণীয় জোয়ার ছিল স্বাধিকারকামী গণমানুষের। আর ইহার উপলক্ষ ছিল ধোলাই খালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের জনসভা। মূলতঃ ইহা ছিল একটি কর্মসভা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরাতন ঢাকার অগণিত জনতার শ্রোতে আওয়ামী লীগের এই কর্মসভাটিই বিশাল জনসভায় পর্যবসিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র দাখিলের পর নিজের অন্যতম নির্বাচনী এলাকা পুরাতন ঢাকায় ইহাই ছিল শেখ মুজিবের প্রথম জনসভা।

এই সভা উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যা হইতেই পুরাতন ঢাকার বিভিন্ন এলাকা হইতে দলে দলে লোক আসিয়া দোলাই খালে জমা হইতে থাকে। খণ্ড খণ্ড দলে বা মিছিল সহকারে শ্লোগান দিতে দিতে তাহারা সভায় হাজির হয়। শ্রোতারা সভাস্থলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীকস্বরূপ কয়েকটি ‘নৌকা’ও বহন করিয়া আনে।

রাত্রি সাড়ে আটটার দিকে শেখ সাহেব সভাস্থলে পৌঁছার বহু আগেই সমগ্র দোলাই খাল এলাকা লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। স্থানাভাবে বহু লোক ভাঙ্গা-পরিত্যক্ত বাস ট্রাকের ছাদে এবং অদূরবর্তী গৃহশীর্ষে স্থান করিয়া লয়। শেখ সাহেব সভাস্থলে আসিয়া পৌঁছিলে বিপুল জনতার গগনবিদারী শ্লোগান, উল্লাসধ্বনি এবং ব্যাণ্ডের বাজনা চারিদিক মুখরিত হইয়া ওঠে। দোলাইখালের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছুসংখ্যক ‘নৌকার’ প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। সভাস্থলে এবং আগমনকালে অগণিত লোক “ভোট দিবেন কাকে— নৌকা মার্কীর লোককে” “হারিকেনে তেল নাই— ভোট দিয়া লাভ নাই” “হারিকেন নিভিল—হায় হায় করিল” প্রভৃতি শ্লোগান দেয়।

সভাস্থলে এবং পথে পথে আওয়ামী লীগ প্রধানকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানানো হয়। শেখ সাহেব নওয়াবপুর রোড অতিক্রমকালে সেখানে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়।

জনবহুল সেই বিরাট রাজপথে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়— রাস্তার দুই পাশে অগণিত জনতার ভীড়। আর সেই ভীড়ের মধ্য হইতে রহিয়া রহিয়া কেবল উঠিতে থাকে ‘শেখ মুজিব জিন্দাবাদ’ শ্লোগান আর বর্ষিত হইতে থাকে স্নেহ-শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ পুষ্পবৃষ্টি। শেখ সাহেবের গাড়ীটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকাকালে দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনতা, রিক্সা চালক, গাড়ীর ড্রাইভার,

স্কুটার চালক, বাস ড্রাইভার, দোকানদার সসম্মুখে আওয়ামী লীগ প্রধানকে সালাম জানাইতে ও সালামের জবাব দিতে থাকে। দোলাই খালের অনতিদূরে লিয়াকত এভিনিউতে শেখ সাহেবের সম্মানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে স্কুটার একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয়। তোরণটির শীর্ষদেশে পালতোলা নৌকা, কুটির, কলাগাছ, গাভী, নাড়ার পালা, পেঁপেগাছ প্রভৃতির প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া আবহমান বাংলারই একটি জীবন্ত ছবি সযত্নে ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হয়। দোলাই খালের প্রবেশপথে নির্মিত সুদৃশ্য অপর একটি তোরণের শিরদেশে একটি বিরাট নৌকার প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়।

গতকল্যকার জনসভায় সমবেত শ্রোতাদের যে অপরিসীম শুভেচ্ছাসিক্ত পথ ধরিয়া এই নির্বাচনী এলাকায় শেখ সাহেবের যাত্রা শুরু, তাদের কণ্ঠের শ্লোগান আর বন্ধমুষ্টি শপথে যে মঙ্গল আলোবিচ্ছুরিত হইয়াছে, উহা নিঃসন্দেহে এক নয়া ইতিহাস সৃষ্টিকে অনিবার্য করিয়া তোলার সাথে সাথে এই ইঙ্গিতই দিয়াছে যে, সমগ্র বাংলার মত পুরাতন ঢাকার আপামর বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক শেখ মুজিবর রহমানের পিছনে কাতারবদ্ধ। গতরাত্রের জনসভা সম্ভবতঃ আরেকটি বিষয়েরও ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছে। আর উহা হইতেছে, দেশের রাজনীতিতে জমিদার জায়গীরদার নবাবদের প্রভাবের সমাধির উপরে উডডীন হইয়াছে জনগণের মধ্য হইতে উদ্ভূত নয়া নেতৃত্বের বিজয় পতাকা।

শেখ মুজিব মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলে জনতা উল্লাস ও করতালি ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়ে। সভার প্রারম্ভে নেতাকে মাল্যভূষিত করা ছাড়াও কোরান শরীফ, সোনার মেডেল, টাকার মালা, কাঠের শহীদ মিনারের প্রতীক নৌকার প্রতিকৃতি সম্বলিত কেক প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় পরিষদের এই নির্বাচনী এলাকায় শেখ সাহেবের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছেন ঢাকার নবাব পরিবারের কাউন্সিল লীগ পন্থী জনাব খাজা খয়ের উদ্দিন।

সংবাদ

১৮ই অক্টোবর ১৯৭০

পুরাতন ঢাকায় শেখ মুজিবের জনসভা:
বুড়ীগঙ্গার উপর পুল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শনিবার) রোকনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পুরান ঢাকার দোলাইখালের উপর এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব

করেন রোকনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের জনাব শামসুদ্দিন। সভায় প্রধান বক্তা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিব তাঁহার বক্তৃতায় সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দেশের সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানান। তিনি বলেন, তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া না হইলে নির্বাচনের পরে গলায় মালা দিয়া লইয়া আসা হইবে।

উক্ত জনসভার উদ্দেশ্যে দোলাই খালের সন্নিকটবর্তী নবাবপুর রোড, বংশাল রোডের মোড়, মদনমোহন বসাক রোডের মোড়, টিকাটুলীর মোড় প্রভৃতি স্থানে জাঁকজমকপূর্ণ তোরণ নির্মাণ করা হয়। সভায় সকল আওয়ামী লীগ ইউনিট হইতে কর্মী বাদ্য-বাজনা ও বড় পিচ বোর্ডের নৌকাসহ মাইক লইয়া যোগদান করেন। অনেক জায়গা হইতে ট্রাক ও বাসযোগেও লোকজন সভায় আনার ব্যবস্থা করা হয়। সমুদয় তোরণসহ সমগ্র দোলাই খাল এলাকাটি আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

শেখ মুজিব জনসভায় বক্তৃতা কালে বলেন, “আমার টাকা পয়সা নাই, আপনারই আমার ভরসা, অনেকেই টাকা লইয়া আসিবে, আপনারা টাকা লইবেন কিন্তু ভোট দিবেন না। বাংলার মানুষ ভোট দিলে দেখা যাইবে বাংলার দাবী আদায় হয় কিনা। আমি ভোট চাই, গণভোট চাই, বাংলার মানুষের একটি একটি করিয়া ভোট গনিয়া চাই।”

শেখ মুজিব সুত্রাপুর, কোতোয়ালী, লালবাগ জাতীয় পরিষদ আসনে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা খয়েরুদ্দিনের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন, খাজা ঢাকাইয়া হইলে আমিও ঢাকাইয়া। তিনি বলেন যে, খাজার মুখ দিয়া একটিও বাংলা শব্দ বাহির হয় না, সে কেমন করিয়া ঢাকাইয়া হইতে পারে।

তিনি দোলাই খালের সংস্কার এবং বুড়িগঙ্গার উপর পুল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, পুরাতন ঢাকার লোকের অর্থে নয়। ঢাকায় উন্নতি হয়। নির্বাচনের পর ঢাকা ডি আইটিকে দেখিয়া লইবে।

পিডিপি প্রধান নূরুল আমীনকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, আপনি ১৯৫০ সালে জেলখানায় গুলী করিয়া দেশপ্রেমিকদের হত্যা করিয়াছিলেন, ৫২ সালে ছাত্রদের উপর গুলী চালাইয়া ছিলেন, এখন ভোটের জন্য আসিয়াছেন। জমাত প্রধান মওলানা মওদুদীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, বাংলার টাকা পয়সা লুট করিয়া যাহারা খাইতেছেন তাহারাই অনৈসলামিক কাজ করিতেছেন, আমরা করিতেছি না।

পরিশেষে তিনি বলেন, ৬ দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে বাংলার দাবী আদায় না হইলে সংগ্রামের জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকেন।

দৈনিক পয়গাম

১৮ই অক্টোবর ১৯৭০

দোলাইখালের জনসভায় শেখ মুজিব:

জনগণের হস্তে ক্ষমতা অর্পিত না হইলে রক্তাক্ত আন্দোলন করিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, আগামী নির্বাচনের পর যড়যন্ত্রের ফলে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হইলে আবার জনগণ রক্ত দিবে। তীব্র গণআন্দোলনে তাহারা আবার রাস্তায় নামিয়া আসিবে।

গতকাল্য (শনিবার) ঢাকার দোলাই খালের উপর এক জনসভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে উপরোক্ত ঘোষণা করেন। পুরাতন ঢাকার আওয়ামী লীগের পুরান ঢাকার বিভিন্ন শাখাগুলির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় জনাব শামসুদ্দিন খান সভাপতিত্ব করেন। সভামঞ্চে আসার পর আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শাখার পক্ষ হইতে শেখ মুজিবকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। ইতিপূর্বে মিছিল করিয়া আসার সময়ও রাস্তার মোড়ে কর্মীরা তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানায়। এই উপলক্ষে বহু সংখ্যক তোরণ তৈরী করা হয়।

বক্তৃতায় শেখ মুজিবর রহমান খাজা খয়ের উদ্দিন, নূরুল আমীন, মওলানা মওদুদী ও নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর তীব্র সমালোচনা করেন। ইহা ছাড়া আইয়ুব খান ও কনভেনশন লীগ নেতাদের সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, “দেশে সামরিক আইন ও ৬০ নম্বর সামরিক বিধি না থাকিলে কনভেনশন লীগ নেতাদের এ্যারোপ্লেনে করিয়া ইসলামাবাদ পাঠাইয়া দিতাম। প্রসঙ্গত তিনি কনভেনশন লীগ নেতাদের অতীত কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, এখন সুযোগ বুঝিয়া তাহারা কাছিমের মত কল্লা বাড়াইতেছে।

আইয়ুব, দৌলতানা, মওদুদী, নূরুল আমীন ও খাজা খয়ের উদ্দিনের নাম উচ্চারণ করিয়া শেখ সাহেব প্রশ্ন করেন তোমরা বাঙ্গালীর উপর কি অত্যাচার কর নাই ও বোয়াল মাছ দিয়া বাঙ্গালী পুটি মাছগুলি শেষ করার ব্যবস্থা কর নাই। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের শেষ কর নাই? তোমরা বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করিয়া বাঙ্গালীদের ভিখারীতে পরিণত করিয়াছ। আজ জনগণের নিকট তোমাদের এইসবের জবাবদিহি দিতে হইবে। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ঢাকা তেজগাঁও এ আসিয়া সেখান হইতে সোনা আনিয়াছে কিনা তাহা দেখার জন্য এখানকার যাত্রীদের যেভাবে পকেট হাতড়ানে হয়, খুব শীঘ্রই ঠিক সেইভাবে বাঙ্গালীর পয়সা উপার্জন

করিয়া তাহা পশ্চিম পাকিস্তান পাচার করা হইতেছে কিনা তাহা দেখা হইবে। প্রসঙ্গত তিনি ব্যাক্ক, বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণ করার কথা উল্লেখ করেন।

খাজা খয়ের উদ্দিনের নাম ধরিয়া তিনি বলেন, আমি তোমার চাইতে হাজার গুণ ঢাকাইয়া। তুমি কাশ্মীর হইতে আসিয়াছ। আমি বাঙ্গলা হইতে। আমি ঢাকায় এমন গলি নাই, যেখানে ভাত খাই নাই।

তিনি বলেন, বাঙ্গলায় কোন ভোট পাইবেনা জানিয়াও তাহারা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা চাঁদা তুলিয়া তাহাদের জন্য টাকা জোগাইতেছেন। ইহা তাহাদের এক গভীর ষড়যন্ত্র। কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ বাঙ্গলা হইতে তোমরা ১৬২টির একটি আসনও পাইবেনা। উল্লেখযোগ্য, খাজা খয়ের উদ্দিন পুরাতন ঢাকা হইতে শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

শেখ মুজিব বলেন, আমি ভোটের রাজনীতি নাই করি বাঙ্গলার দুঃখী মানুষের হক আদায় করার জন্যই রাজনীতি করিয়াছি। আর ইহার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের দাবী আদায় করিবই।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগ নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন, বাঙ্গালীর অধিকার ও হৃত সম্পদ ফিরাইয়া আনব জন্যই তাহার ৬-দফার আমৃত্যু সংগ্রাম।

তিনি বলেন, যাহারা সংগ্রামের শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের রক্ত বৃথা যায় না। তাহারা বাঙ্গালীদের সুখে রাখার জন্যই বুকের তাজা রক্ত দিয়াছে। ইহাকে যাহাতে একটি বাজারে অথবা কলোনীতে পরিণত করা না যায় তার জন্যই তাহারা রক্ত দিয়াছেন।

শেখ সাহেব উপস্থিত শ্রোতাদের নিকট ভোট প্রার্থনা করিয়া বলেন, ইহা গণভোট। মা বোনদেরও ভোট দেওয়ার জন্য আনিবেন।

তিনি বলেন স্বার্থবাদী মহল, ষড়যন্ত্র করিয়া ঈদের পর পরই ভোটের তারিখ ফেলিয়াছে। আপনারা ঈদের পর অবশ্যই ঢাকা আসিয়া আমাকে ভোট দিবেন।

মওলানা মওদুদী প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আমি ইসলাম বিরোধী নই। বাঙ্গলার টাকা লুট করিয়া আপনারাই ইসলাম বিরোধী কাজ করিতেছেন।

ব্যক্তিগত ত্যাগ তিতিক্ষার কথা উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন “জেল হইতে বাহির হওয়ার পর গত ১৬ মাসে আমি স্ত্রী পুত্রদের সহিত একদিনও আরামে বাস করিতে পারি নাই। বাঙ্গলার প্রতিটি আসনেই তাঁহার সম্ভাব্য জয়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, মনে রাখিবেন ইহাই শেষ যুদ্ধ।

শেখ সাহেব আগামী নির্বাচনের পূর্বে ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীসহ সকল প্রকার রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন। তিনি বলেন, দেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অবাধ নির্বাচন চাহিলে নির্বাচনের পূর্বে অবশ্যই তাহাদের মত দিতে হইবে।

আগামী ২২শে অক্টোবর শেখ মুজিব নির্বাচন প্রচারণা সফরে উত্তর বঙ্গ গমন করিবেন।

পূর্বদেশ

১৮ই অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের ঘোষণা:

নির্বাচনের মাধ্যমে না হলে সংগ্রাম করে অধিকার আদায় করা হবে

ঢাকা, ১৭ই অক্টোবর (এপিপি)।— পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান আজ রাতে এখানে বলেন যে, বাংলা দেশকে অনেক দিন যাবত শোষণ করা হচ্ছে তাই বাংলা দেশের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই তাঁর সংগ্রামের উদ্দেশ্য বলে আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন।

জনাব মুজিবর রহমান ঢাকা নগরীর কাঁঠাল বাগান এলাকাতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে এই ঘোষণা করেন। জনাব মুজিবর রহমান জাতীয় পরিষদে তাঁর দলের মনোনীত প্রার্থী সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব জহিরুদ্দীনের নির্বাচনী অভিযানের অংশ হিসেবে কাঁঠাল বাগান এলাকায় বক্তৃতা করেন।

জনাব জহিরুদ্দীন জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রাদেশিক জমাতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজমের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান পুনরুল্লেখ করেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণের দাবী অর্জিত না হলে তাঁর দল আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের দাবী আদায় করবে। এ প্রসঙ্গে তিনি সভার শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, এর আগেও আন্দোলনের মাধ্যমেই জনসাধারণের দাবী অর্জিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবীর উদাহরণ দেন।

Pakistan Observer

18th October 1970

Movement if demands are not met: Mujib

By A Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief addressing a public meeting in Dacca on Saturday, alleged that “conspirators” were

still active and expressed his apprehension that they might remain active even after the ensuing general elections.

The Awami League President said that he would launch movement if the demands of the people could not be realised through the election and wanted to know if his listeners were prepared to participate in the movement.

Sheikh Mujibur Rahman recalled that the “conspirators” had interned the Sher-e-Bangla after the United Front was voted to power in 1954 election.

The public meeting which was held in the evening on the now filled in Dolai Khal near Nawabpur bridge was Sheikh Mujib’s first public meeting in his old city constituency after the announcement of his nomination to the National Assembly.

Stating that he wanted votes not for going to power Sheikh Mujib said that he would see how anybody could prevent the realisation of the demands of the people if his party polled 90 per cent of the votes. He said that he wanted justice to the people of Bangla Desh and a constitution on the basis of six and 11 point programmes.

Sheikh Mujib also dwelt at length on the disparities between East and West Pakistan, Sheikh Mujib said that he had nothing against the people of West Pakistan. “But I want my rights, I want to be master of my own money,” he said.

Sheikh Mujib criticised the roles of Ayub Khan, Nawab Zada Nasrullah Khan, Maulana Moudoodi, Mia Murtaz Khan Daulatana and Khawaja Khairuddin, Council Muslim League leader who is contesting Sheikh Mujib in the old city constituency. He also recalled the killing of students and shooting at political prisoners during Mr. Nurul Amin’s chief minister-ship.

Sheikh Mujib asked the regime to release the political prisoners and convicts and students and workers now under detention if the regime wanted restoration of democracy through the holding of the election, Sk. Mujib was presented a gold medal, a wreath of currency notes, a miniature shoheed minar made of wood and boat-shaped cakes by his supporters before he addressed the meeting. A number of ceremonial arches were erected in the vicinity of the meeting place.

After concluding his speech he raised a number of slogans. Justifying the “Joy Bangla” slogan he observed that those who called this slogan un-Islamic wanted parajoy (defeat) for Bangla Desh.

Sheikh Mujibur Rahman, said in Dacca that the purpose of his struggle was to restore the rights of the people of Bangladesh, who had long been exploited, adds APP.

Morning News

18th October 1970

Release political prisoners before polls, urges Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, the chief of Awami League, last night asked the Government to release the political prisoners before the general elections if they really wanted restoration of democracy in the country, reports APP.

He said a large number of Awami League workers, students and labourers were imprisoned. If these political prisoners were not freed before the elections, they would be released after December 7- the date of elections to the National Assembly.

The Awami League chief was addressing a big public meeting in Dholai Khal area in the old city to mark launching of election campaign in his National Assembly Constituency where Provincial Council Muslim League chief Khwaja Khairuddin is a candidate against him.

Sheikh Mujib challenged Khwaja Khairuddin’s claim to be an original inhabitant of Dacca city and said if the latter’s family coming from Kashmir could claim to be man of Dacca why he being a Bengalee could not have the same claim.

The Sheikh also commented on his opponent Khwaja Khairuddin’s ability to speak in Bengali. He urged Khwaja Shaheb to prove the bonafide of his claim by addressing the people in Bengali. An East Pakistani has better claim to represent the people of Dacca, he added.

Sheikh Mujibur Rahman who hails from Gopalganj in Faridpur District and was once elected to East Pakistan Provincial Assembly from there, this time preferred to contest from two National Assembly constituencies from Dacca city.

PURPOSE OF STRUGGLE

Addressing another big meeting in Kathal Bagan area last night as part of election campaign for his party nominee, Mr. Zahiruddin Ahmed, a former Central Minister, who is being opposed by Provincial Jamaat-e-Islami chief, Prof. Ghulam Azam in a National Assembly constituency, Sheikh Mujib said that the purpose of his struggle was to restore the rights of people of Bangla Desh who had long been exploited.

He said: “We (Bengalees) are 56 percent of country’s population. We don’t want to remain a colony and market for others. We want to live as independent people.”

Sheikh Mujibur Rahman said that Bengal had been exploited in such a way that its once prosperous land had been turned into a funeral pier. He said that the people of Bengal who earlier had prosperity had been rendered virtual destitute, men were unemployed and women and children were begging for food. He alleged transfer of resources out of Bengal and assured the people that if his party came to power it would restrict such transfer.

In this connection he referred to the relevant provision in Awami League’s Six-Point programme.

The Awami League chief recalled his struggle against Ayub Regime and his suffering in jail and said that all those were for restoring the rights of the people including their rights of the people including their right of franchise. He said that the voting right of the people could not have been restored had his party not fought on the basis of Six-Point programme and had not the workers, peasants and students unitedly carried on the movement against Ayub regime.

THROUGH MOVEMENT

Sheikh Mujibur Rahman reiterated that if the demands of the people could not be realised through elections his party would through achieve movement. He said that earlier also the demands were realised through movement and he cited the example of representation on the basis of population. He claimed that it was because of his party’s persistent demand that ultimately representation on population basis was accepted.

The Awami League chief said that if his party could secure substantial majority in the coming elections he would show on the very soil of Dacca city how the rights of the Bengalees were fully realised.

Earlier, Mr. Zahiruddin briefly addressing the meeting described the role of his party and reaffirmed faith in the leadership of Sheikh Mujibur Rahman.

KALIGANJ MEETING

PPI adds: Sheikh Mujibur Rahman will address a public meeting at Kaliganj in Dacca District today.

He will leave Dacca for Kaliganj by motor launch at 9 a.m. today.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে অক্টোবর ১৯৭০

ভোটের মাধ্যমে জানাইয়া দেন—

চিরদিন কাহারও কলোনী হইয়া, বাজার হইয়া, গোলাম হইয়া থাকার জন্য
বাংলার মানুষের জন্ম হয় নাই:
কালিগঞ্জের সর্বকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ-প্রধানের আহ্বান
॥আমির হোসেন প্রদত্ত॥

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলিয়াছেন যে, “ছয় দফা আদায় না হইলে বাঙ্গালীর সন্তান-সন্ততি চিরতরে শোষকদের ক্রীতদাসে পরিণত হইবে। তাই, জনগণের প্রতি আমার আবেদন, ৭ই ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের নৌকায় ৬-দফার পক্ষে ভোট দিয়া শোষক ও কায়মী স্বার্থবাদীদের কজা হইতে নিজেদের ভাগ্য ছিনাইয়া আনুন, আর ভোটের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিন যে, চিরদিন কাহারও বাজার হইয়া, কলোনী হইয়া, গোলাম হইয়া থাকার জন্য বাংলার মানুষের জন্ম হয় নাই”।

শেখ সাহেব গতকাল (রবিবার) বিকালে ঢাকা হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী বস্ত্র ব্যবসায় কেন্দ্র কালিগঞ্জের সর্বকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনী এলাকাভুক্ত কালিগঞ্জের মত মোকামের এই জনসভা রাজধানী ঢাকার জনসভাকেও হার মানাইয়া দিতে চাহিয়াছে। হেমন্তের প্রথম দিবসের গোখুলি লগ্নে গ্রামবাংলার ছায়া- সুনীবিড় পরিবেশে ফলন্ত, ধান ক্ষেতের পাশে হাইস্কুল ময়দানের বিস্তীর্ণ সভাস্থলে সমবেত হাজার হাজার লোক আওয়ামী লীগ প্রধানের এক প্রশ্নের জবাবে উর্ধ্বোচ্চ হাতের শপথ আর দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠের ধ্বনিতে সগর্ব উল্লাসে জানাইয়া দেয় যে, ভোট তাহারা আওয়ামী লীগের নৌকাতেই দিবে।

গতকাল্যকার এই জনসভার শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিল মাঠের মানুষ, ঘাটের মানুষ, কারখানার মানুষ-অন্নহীন, বস্ত্রহীন চাষী-মজুর-মাঝি। শেখ সাহেব যখন তাহার বক্তৃতায় একের পর এক বাংলার ‘মীর জাফরদের’ সাহায্যপুষ্ট শোষককুলের চক্রান্তে বাঙ্গালীর শোষণ ও বঞ্চনার সক্রমণ কাহিনী, সংখ্যাগরিষ্ঠ উল্লেখ করিয়া দুই প্রদেশের মধ্যকার পর্বতপ্রমাণ বৈষম্যের খতিয়ান, বাংলার বিরুদ্ধে ‘গণদুশমনদের’ ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত এবং দুর্ভাগা বাংলার আজিকার অন্তহীন দুঃখদৈন্যের বৃত্তান্ত পেশ করিতে থাকেন, তখন সামনের অগণিত শ্রোতা দর্শকের বুকে ওঠে বিক্ষোভের ঝড়, চোখের তারায় জ্বলিয়া ওঠে দুঃখ, যন্ত্রণা আর প্রতিবাদের

অগ্নিশিখা। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইতিপূর্বে আর কোন নেতাই বাড়-বন্যা ক্ষুধা অশিক্ষার ছোবলে জর্জরিত বাংলার দুঃখী মানুষের ব্যথা এমন করিয়া হৃদয় দিয়া অনুভব করেন নাই। তাদের জন্য এভাবে হাসিমুখে জেলজুলুম সহ্য করেন নাই—এমনভাবে বাংলার ‘মৃঢ়-স্মান-মুখ’ জনগণের পক্ষ হইয়া আর কেহ কথাও বলেন নাই। তাই বার বার বাংলার অন্যান্য জায়গার মত কালিগঞ্জের আকাশ-বাতাসও সেই একই শ্লোগানে মুখর হইয়া ওঠে ‘বাংগালীরা আছে-শেখ মুজিবের পিছে।’

বিপুল করতালিধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া শেখ সাহেব জনগণকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, সার্বজনীন ভোটের অধিকার ‘হঠাৎ আসমান হইতে পড়ে নাই’ ৬-দফা ১১-দফা ও স্বাধিকারকামী অসংখ্য বীর শহীদের বুকের রক্ত, অনেক ছাত্র শ্রমিক রাজনীতিকের জেলজুলুম বরণ, অনেক মায়ের অশ্রু, অনেক বোনের দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ে সংগ্রামের মাধ্যমেই ভোটাধিকার অর্জিত হইয়াছে। তাই আগামী নির্বাচনে বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষেই এই ভোট প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, এই নির্বাচনেই চিরতরে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান তাহার বক্তৃতায় বৈষম্য বঞ্চনা ও শোষণের ফলে সর্বস্বান্ত আজিকার বাংলার এক করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বলেন যে, ইংরেজ একদিন বাংলাকে বাজার হিসাবে ব্যবহার করিয়া ইহাকে শোষণ করিয়াছে। স্বাধীনতার পরে এই শোষণ আরও তীব্রতর হইয়াছে—আজো বাংলাকে বাজার এবং কলোনি করিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি বলেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ না হওয়ায় সোনার বাংলা ছারখার হইয়া গিয়াছে। বাংলার মানুষ একদিন আটা খাওয়ার কথা চিন্তাও করিতে পারিত না কিন্তু আজ আটাও তাদের ভাগ্যে জোটে না। বাংলার দশ দিগন্তে যতদূর দৃষ্টি যায়, আজ চোখে পড়ে শুধু অন্তহীন, গৃহহীন, বস্ত্রহীন কংকালসার মানুষের মিছিল। আর তাদেরই মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিয়া দেশের অপর অঞ্চলের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান সম্পদের পাহাড় গড়িয়া তুলিয়াছে। শেখ মুজিব বলেন, বস্ত্র শিল্প সমৃদ্ধ যে বাংলাকে একদিন বলা হইত প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার—পশ্চিম পাকিস্তানী বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য সেই বাংলার ২০ লক্ষ তাঁতীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানকার বস্ত্রমিলগুলিও আজ অচল। স্কুলের শিক্ষক, কারখানার শ্রমিক, পাট চাষী, ইক্ষু চাষী, তামাক চাষী, লবণ চাষী সকলকেই ভাতে মারার সুকৌশল চক্রান্ত চলিতেছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, এই চক্রান্ত প্রতিহত করিয়া বাঙ্গালীকে বাংলার সম্পদের মালিক করার জন্য, তাদের সুখী করার জন্যই আমার সংগ্রাম—এজন্যই ছয়-দফার আন্দোলন। তিনি বলেন, শোষকরা যেমন বাংলার সম্পদ লুণ্ঠ করিয়া নিয়াছে; আমরা তেমন হারাম খাইতে চাইনা, আমরা হক চাই, ইনসাফ চাই।

মওলানা মওদুদী, কাইয়ুম খান, দৌলতানা, নসরুল্লা, নূরুল আমিন প্রমুখের কঠোর সমালোচনা করিয়া এই সব নেতার অতীত ভূমিকার কথা জনগণকে স্মরণ করাইয়া দেন। মওলানা মওদুদীর উদ্দেশে শেখ সাহেব বলেন, শোষকদের পয়সা খাইয়া মিথ্যা ফতোয়া দিতে আসিবেন না। “বাংলার মানুষ আল্লাহর ইসলাম মানে—ভাড়াটিয়া মওদুদীর ইসলাম মানে না।” তিনি ফৌজি চটকলসহ বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এই নির্বাচনী এলাকায় তাজুদ্দিন আহমদের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যতম ন্যাপের মনোনীত প্রার্থীর কঠোর সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, “মুখে মুখে প্রগতি বাদী সাজিয়া ইস্পাহানি সুগার মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়াছেন, চা বাগানের মালিক বনিয়াছেন, ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির বিরুদ্ধে আনীত মামলায় আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আইয়ুব খানের ডিক্টেটরীর আমলে নিরাপদে ব্যবসায়-বাণিজ্য আর ঘর-সংসার করিয়াছেন। আর এখন নির্বাচনে দাঁড়াইয়াছেন সেই জনাব তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে যিনি এই বাংলার মানুষের জন্য বারবার আমার সঙ্গে কারাগারে নিষ্কণ্ট হইয়াছেন। নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। ন্যাপ নেতার উদ্দেশে শেখ মুজিবর বলেন, আপনারা আর আপনাদের পত্রিকাখানি বলিয়া বেড়াইতেছে। আপনারাই নাকি দেশের জন্য সব চাইতে বেশী ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। ভোট চাওয়ার আগে জবাব দিন দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য কতদিন জেল খাটিয়াছেন, কি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। শেখ সাহেব কর্তৃক শিল্পপতি প্রগতিবাদী ন্যাপ প্রার্থীর মুখোশ উন্মোচন কালে জনতা শেম শেম ধ্বনি দিতে থাকে।

জনাব হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান, দলীয় জাতীয় পরিষদ পদপ্রার্থী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং যথাক্রমে রূপগঞ্জ, কালিগঞ্জ ও কাপাসিয়া থানার দলের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থী মেয়ার্স কাজী শাহাবুদ্দিন, জনাব ময়েজউদ্দিন ও ফকির সাহাবুদ্দিনকে পরিচয় করাইয়া দেন।

শেখ সাহেব উপস্থিত জনসমুদ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নৌকা মার্কায় ভোট দিয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর স্বাধিকার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। সভায় নেতাকে নৌকার প্রতিকৃতি, পাটের মালা, কাপড়, সুতা, একটি টাকার মালা প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়। তিনি টাকার মালাটি কালিগঞ্জ-নির্বাচনী তহবিলে দান করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে অক্টোবর ১৯৭০

আজ ডুমনীতে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (মঙ্গলবার) ঢাকার অনতিদূরে বেড়াইদ ইউনিয়নের ডুমনী হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। শেখ সাহেব আজ সকাল ১১টায় মোটরযোগে ডুমনী রওয়ানা হইবেন। ডুমনী যাওয়ার পথে তিনি মহাখালী জোয়ার সাহারা, বাড্ডা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার সম্মানার্থ আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ডঃ কামাল হোসেন এবং জনাব আনোয়ার চৌধুরী শেখ সাহেবের সঙ্গে থাকিবেন।

আগামীকাল লালবাগের জনসভায় বক্তৃতা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামীকাল (বুধবার) রাত ৮টায় লালবাগে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

সংবাদ

১৯শে অক্টোবর ১৯৭০

আওয়ামী প্রধানের অভিযোগের জবাবে আতা: শেখ মুজিব অযথা কটাক্ষ করিয়া বেড়াইতেছেন— (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার) জাতীয় লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান এক বিবৃতিতে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার রাজনৈতিক সততার উপর কটাক্ষ করিয়া বেড়াইতেছেন।

এবডো ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে জনাব খানের হাজির না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শেখ সাহেব যে সব কটুক্তি করিতেছেন উহার জবাবে জনাব খান বলেন যে, তৎকালীন দলীয় প্রধান শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশক্রমে তিনি উক্ত ট্রাইব্যুনালের সম্মুখীন হন নাই। কারণ, সোহরাওয়ার্দীর মতে উক্ত ট্রাইব্যুনাল অবৈধ ছিল। তাঁহার যুক্তি ছিল এই ট্রাইব্যুনালের সম্মুখীন হইলে একটি অবৈধ ট্রাইব্যুনালকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে একটি ‘প্রতীক কেস’ হিসাবে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এই ট্রাইব্যুনালের সম্মুখীন হন।

জনাব খান বলেন, ইহাছাড়া শেখ মুজিবের মত তাঁহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতির অভিযোগও ছিল না। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি

কতিপয় পুরান মামলা প্রত্যাহার করেন এবং নিজ নির্বাচনী এলাকায় অতিরিক্ত টেস্ট রিলিফ বরাদ্দ করেন।

জনাব খান আরও বলেন, শেখ মুজিবকে যাহারা বাহবা দেয় না শেখ মুজিব তাহাদের সকলকেই মীর্জাফর বলিতেছেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ড যদি জনসাধারণের জানা থাকিত তাহা হইলে এই মীর্জাফর খেতাবে কে ভূষিত হইত উহা প্রতিপন্ন করা সহজ হইত।

পূর্বদেশ

১৯শে অক্টোবর ১৯৭০

অভিযোগের জবাবে আতাউর

(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান অভিযোগ করেছেন যে, শেখ মুজিবর রহমান আন্দোলনের কথাই বলেন কিন্তু পাকিস্তানে কোন আন্দোলনের সাথে তিনি (শেখ মুজিব) নিজেকে জড়িত করেন নি। আন্দোলনের দুঃসময় উল্লেখ্য হলে তিনি (শেখ মুজিব) রাম ধনুর মতো উদিত হয়েছেন এবং অন্যায়ভাবে আন্দোলনের সকল কৃতিত্ব দাবী করেছেন।

জনাব খান তার ‘এবডো’ হওয়া সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমানের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে গতকাল রবিবার এক বিবৃতিতে উপরোক্ত অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন যে, সামরিক আইন জারী (প্রথম) প্রথম কয়েক বছর শেখ মুজিব কুখ্যাত ২২ পরিবারের অন্যতম হারুনের বীমা কোম্পানীতে চাকরী করেছেন, এমন কি জেলে গিয়েও কিছুদিন বেতন গ্রহণ করেছেন।

জনাব খান তাঁর বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করেন যে, কিছুদিন থেকে শেখ মুজিবর রহমান, যে সব লোক তাকে অভিনন্দন জানাননি, তাদেরকে তিনি (শেখ মুজিব) ‘মীর জাফর’ বলে অভিহিত করেছেন। জাতীয় লীগ প্রধান এই বিষয়টি খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে শেখ মুজিব যা করেছেন, সে সম্পর্কে যদি জনসাধারণকে জানান হয় তাহলে তাঁরা কে বা কারা ‘মীর জাফর’ নামের উপযোগী তা ভালভাবে বিচার করতে পারবেন।

‘তার বিরুদ্ধে, ‘এবডো’ সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমানের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে জনাব খান আরও বলেন, তৎকালীন দলীয় প্রধান মরহুম

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশ ক্রমে সামরিক আইন সরকারের এই বেআইনী নির্দেশের বিরুদ্ধে তিনি ট্রাইবুনালে উপস্থিত হননি। কারণ ট্রাইবুনালে উপস্থিত হওয়ার অর্থই উক্ত বে-আইনী নির্দেশ স্বীকার করে নেয়া।

জনাব আতাউর রহমান খান আরও বলেন যে, আইয়ুব সরকারের আমলে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন নি বরং বিভিন্নভাবে এমন কি তাঁর উপর আরোপিত সরকারী বিধি নিষেধ উপেক্ষা করেও সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছেন।

পূর্বদেশ

১৯শে অক্টোবর ১৯৭০

দোলাইখালে মুজিবের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

নিজস্ব নির্বাচনী এলাকাধীন ঢাকার দোলাই খাল এলাকায় গত শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনী সভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এইবারের নির্বাচনীযুদ্ধকে বাংলার দাবী আদায়ের শেষ যুদ্ধ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পরবর্তী ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, “সে সব ষড়যন্ত্রকারিগণ এখনো রয়েছে”। এবারেও নির্বাচনের পরে ‘চক্রান্তের’ আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি নির্বানের পরে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা ন হলে গণ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান জানান।

রোকনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সামসুদ্দিন উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচন প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, তিনি ভোটের রাজনীতি করেন না। কারণ ভোট ছাড়াও দাবী আদায় করা যায়।

দুই অঞ্চলে বৈষম্যের কথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে, বাংলার ভাইদের অর্জিত অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে গরীব ভাইদের জন্য হারাম।

তিনি বলেন যে, এসব হারাম ভোগ করেছে দৌলতানা মওদুদি গোষ্ঠী।

তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনাকালে বলেন যে, জামাত প্রধান পূর্ব বাংলার মানুষ কোন দাবী তুললেই তাকে অনৈসলামিক আখ্যা দিয়ে জনগণকে আবার ধোকা দেবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যারা বাংলার অর্জিত সম্পদ লুট করছেন তারাই অনৈসলামিক কাজ করছেন। তিনি এ ছাড়া পিডিপি প্রধান জনাব নুরুল আমিনেরও সমালোচনা করেন।

নওয়াবপুর রোড থেকে ধোলাই খালের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এ উপলক্ষে কয়েকটি তোরণ নির্মাণ করা হয়।

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকগণ উক্ত এলাকায় দীর্ঘক্ষণযাবৎ যানবাহন চলাচল বন্ধ করে রাখে।

দোলাইখালের মাঝামাঝিতে কাউন্সিল লীগের ইউনিয়ন অফিসের সামনে কাগজের তৈরী একটি বিরাট হারিকেন আলোকিত অবস্থায় দেখা গেছে।

এ ছাড়া আওয়ামী লীগ প্রধানের সভা উপলক্ষে নির্মিত তোরণ সমূহে পার্টির নির্বাচনী প্রতীক নৌকা ছিল।

সভা শুরু হবার প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ প্রধানকে বিভিন্ন কর্মীগণ উপহার প্রদান করে। তার মধ্যে দশ, পাঁচ, পঞ্চাশ ও একশত টাকার নোট দিয়ে তৈরী একটি মালাও দেওয়া হয়। সভায় এ ছাড়াও মেসার্স কোরবান আলী, প্রাদেশিক পরিষদে উক্ত এলাকা থেকে নির্বাচন প্রার্থী জনাব সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

Pakistan Observer

19th October 1970

Mujib asks people:

Don't Misuse Right of Franchise

KALIGANJ, Oct. 18: The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Ranman, declared here today that his party's struggle would not cease until and unless it could realise to the pie the wealth that had been squeezed out of Bangla Desh during the 20 years of exploitation by the big capitalists, vested interests and their agents, reports PPI.

He was addressing a public meeting this afternoon at Kaliganj High School premises, some 20 miles north of Dacca. This is the constituency of Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League who is being opposed, among others, by Mr. Ahmedul Kabir, Treasurer of East Pakistan National Awami Party (Wali Group) for the National Assembly seat.

Sheikh Saheb, who came to this industrial area in the last phase of his current election campaign, said the coming election would conclusively decide whether the seven-crore people of Bangla Desh would live a decent life as masters of their destiny or go-down in history as slaves forever.

He, therefore, asked the people not to be misled by the false propaganda of the agents of the vested interests and exploiters and misuse their right of franchise which, he said, was achieved after hard struggle and momentous sacrifices made by himself, his party workers and the people at large.

In course of his speech Sheikh Shahib bitterly criticised Mr. Ahmedul Kabir and said that this gentleman, who claims to represent the so-called progressive forces, was living in luxury while people and his party workers suffered jails and faced bullets and deaths for the realisation of their rights and demands during the dictatorial regime of Ayub Khan. He wondered how a man like Mr. Kabir, who owns tea garden and holds the office of Managing Director of a sugar mills of Ispahani could feel the sufferings of the people and work for the solution of their manifold problems.

He also blamed Mr. Kabir for deposing against him a case framed in connection with the formation of riot resistance committee during the communal riot in 1964 and asked the members of the minority community not to forget the role played by him

Sheikh Shahib reminded the people that the Editor of Sangbad persuaded a senior for civil servant to depose against him in the so-called "Agartola conspiracy case". People's memory is not so short to forget all these events so soon, he added.

N. Bengal tour

Another report adds: The Pakistan Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman will embark upon a week-long tour North Bengal from October 22.

During this post-nomination electioneering, the Awami League Chief will address about dozen scheduled public meetings in the districts of Dinajpur, Rangpur and Rajshahi.

The Sheikh and his entourage will leave Dacca on Thursday by PIA for Thakurgaon and will address public meetings there and at Panchagarh the same day.

He will address public meetings at Saidpur, Domar and Nilphamari on Friday, at Badarganj, Parbatipur, Phulbari, Hill, Panchbibi, Joypurhat, Santahar and Naogaon on Saturday.

On October 26, he will address two public meetings, one at Natore and the other at Gurudaspur.

Morning News

19th October 1970

Elections will decide fate of nation : Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League yesterday called for full participation by the people in the coming general elections which he said would decide the fate of the nation reports APP.

Addressing a big public meeting at Kaliganj, about 25 miles south-east of here, Sheikh Mujibur Rahman asked the people to realise the significance of the coming elections which he said was a virtual referendum on his party's Six-Point Programme. The salvation of the people of Bengal, he said lay in the realisation of the Six Points. He asked the voters to be in their respective polling centres at the time of elections and vote for his party.

Sheikh Mujibur Rahman warned the people against conspiracy to wreck the interest of the people adding that he could not say whether the demands of Bengal would be realised, even his party won the elections. But he pledged he would shed his blood and struggle for restoration of rights of the people.

The Awami League chief addressed the meeting as part of election campaign for the Provincial Awami League General Secretary, Mr. Tajuddin Ahmed who is contesting for a National Assembly seat. Mr. Tajuddin is being opposed by NAP leader (Wali) Mr. Ahmedul Kabir.

Earlier, on his way to Kaliganj by motor launch Sheikh Mujib addressed over a dozen big gatherings on the bank of river Sitalakkyha. Hundreds of people greeted the Awami League leader shouting slogans and waving hands.

Sheikh Mujibur Rahman blasted the claim of Mr. Ahmedul Kabir as a progressive leader and asked how the NAP leader could claim as a socialist when he was owner of tea estate and being a Managing Director of Isphanis Sugar Mills. Sheikh Mujibur Rahman posed a question if Mr. Ahmedul Kabir had any sacrifice for the cause of people.

Recalling the days of last mass movement Sheikh Mujib expressed his gratitude to the people for their sacrifice which he said had ultimately freed the Awami League chief from the goal. In return he said he had nothing to offer, but assured the audience he would make supreme sacrifices needed for the cause of the people.

Sheikh Mujibur Rahman said he had no personal animosity with the former President Avub Khan or the former Governor Monem Khan. But Sheikh Mujib said he launched movement against the Government for restoration of the rights of the Bengalees who were being exploited since inception of Pakistan. He said Bengal which was once known as granary of the sub-continent had been turned into barren land following the exploitation.

The Awami League chief said the exploiters looted away the wealth of Bengal with the help of whom he called Mirzafars. He said during the Round Table Conference the former President Ayub Khan had accepted all the popular demands, but he added the other leaders of this wing who participated the conference had betrayed.

Sheikh Mujib reiterated that if the rights of the people were not realised this time, it would never be achieved.

“I want justice should be done and exploitation must end. We must get back our shares of which we have been deprived” the Sheikh said.

Dawn

19th October 1970

**Voting rights due to AL effort, says Mujib:
If elected, party will implement 6 & 11 points**
(From Our Staff Correspondent)

DACCA, Oct 18: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, said here last night that the right of vote would not have been realised if six-point formula, had not been launched and followed up by the struggle the Awami League waged.

Sheikh Mujib was addressing a huge public meeting at Dolai old Khal off Nawabpur in the old city. This was the first public meeting the Sheikh addressed in his own seat (NE-111) where the East Pakistan Council Muslim League chief, Khwaja Khairuddin, is set to oppose him.

This constituency comprises Kutwali, Sutrapur and Lalbagh Police Stations of the old Dacca city.

The other seat where from the AL chief is running for election is NE-112-Tejgaon and Tongi industrial area.

Sheikh Sahib pledged to the people that, if elected, his party would get the six and eleven points realised. Those formulas contained the universal demands of Bengalees rights to live as citizens of Pakistan on equality and justice, he added.

Recalling the days of struggle against the Ayub regime he told the audience that he had no personal quarrel with Ayub Khan but it was a matter of principle on which he did not compromise. Moreover the struggle was carried to achieve rights of the people.

Criticising Maulana Maudoodi, Khan Qayyum, Mian Mumtaz Daultana, Mr. Nurul Amin and Khan A. Sabur, for allegedly supporting the exploiters of Bengal, he asserted that earnings in Bengal must be spent here and not in the other part of the country.

Explaining the six-point programme he said that his programme wanted to stop the legacy of exploitation of the people both in East and West Pakistan by the vested few.

Referring to the election he appealed to the people to vote for his party candidates. This, he said, would provide him with the lever to realise their genuine rights. He said that the coming polls was a referendum and the people must exercise their franchise with care.

He blamed Maulana Maudoodi, Mr. Nurul Amin and Mian Daultana for parity instead of population as the basis of representation. He added that during the coming election it would be decided once for all whether “we wanted to live as human beings or not.”

The Sheikh and his motorcade were heartily welcomed by the people who lined-up along the sidewalks of Nawabpur Road from the rail crossing up to the venue of the meeting. Sheikh Mujib was profusely garlanded throughout the route where a number of arches with illumination were raised to accord him welcome.

Earlier the Sheikh addressed another public meeting at Kathal Bagan where he assured people that election or no election he would realise their demands. He solicited their votes in favour of his party candidate Zahiruddin, an ex-Central Minister.

He also told people that after election he would address the people at the Ramna Race course and this time he would apprise them of the results of election and its consequent developments.

আজাদ

২০শে অক্টোবর ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গ যাত্রা
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহব্যাপী উত্তরবঙ্গ সফরে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

শেখ মুজিব আজ বৃহস্পতিবার পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও, ২৩ শে অক্টোবর সৈয়দপুর নিলফামারী ও ডোমার, ২৪ শে অক্টোবর বদরগঞ্জ, ফুলবাড়ী, হিলি, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট ও নওগাঁ, ২৬ শে অক্টোবর নাটোর ও গুরুদাসপুর, ২৭ শে ও ২৮ শে অক্টোবর রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে, ২৯ শে অক্টোবর মানিকগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিতব্য জনসভা ও গণজমায়েতে বক্তৃতা করবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে অক্টোবর ১৯৭০

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মোট ২১২১ জন প্রার্থী

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের তিনশত আসনের জন্য গতকাল (সোমবার) প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন হয়।

পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের ৩ শত আসনের জন্য মোট ২ হাজার ১শত ২১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন। জেলা-ওয়ারী আসন এবং প্রার্থীসংখ্যা নিম্নরূপ: খুলনা জেলার ১৪টি আসনের জন্য ১৩০ জন, কুষ্টিয়া জেলার ৭টি আসনের জন্য ৫৩ জন, যশোর জেলার ১৩টি আসনের জন্য ৯৪ জন, বাকেরগঞ্জ জেলার ১৮টি আসনের জন্য ১৩৮ জন, পটুয়াখালী জেলার ৭টি আসনের জন্য ৪২ জন, রংপুর জেলার ২২টি আসনের জন্য ১৪৮ জন, দিনাজপুর জেলার ১০টি আসনের জন্য ৬৬ জন, বগুড়া জেলার ৯টি আসনের জন্য ৬৩ জন, পাবনা জেলার ১২টি আসনের জন্য ৮১ জন, রাজশাহী জেলার ১৭টি আসনের জন্য ১৪০ জন, সিলেট জেলার ২১টি আসনের জন্য ১৩৮ জন, কুমিল্লা জেলার ২৬টি আসনের জন্য ১৭৪ জন, চট্টগ্রাম জেলার ১৮টি আসনের জন্য ১৩২ জন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ২টি আসনের জন্য ১২ জন, ঢাকা জেলার ৩০টি আসনের জন্য ২শত জন, ময়মনসিংহ জেলার ৩২টি আসনের জন্য ২৪১ জন, টাঙ্গাইল জেলার ৯টি আসনের জন্য ৬৩ জন, ফরিপুর জেলার ১৯টি আসনের জন্য ১২৬ জন।

তিনজন মহিলা প্রার্থীও প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। তাঁহারা হইতেছেন পি-ই ১১৯ বাখরগঞ্জ ৮ হইতে মিসেস মমতাজ রহমান, পি-ই ৮৬ যশোর ৮ হইতে মিসেস আয়েশা সরদার এবং পি-ই ৮১ যশোর ৪ হইতে মিসেস সুফিয়া খাতুন।

উল্লেখযোগ্য যে, আগামী কাল (বুধবার) মনোনয়নপত্রের চূড়ান্ত বাছাই হইবে এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ ২৮ শে অক্টোবর। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।—এপিপি

সংবাদ

২০শে অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিব নিজে কোন আন্দোলনে জড়িত ছিলেন না,

তথাপি সমস্ত কৃতিত্বের দাবী করিতেছেন: আতাউর রহমান খান

ব্যক্তিগত আক্রমণের জবাবে ন্যাশনাল লীগের প্রেসিডেন্ট ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে (গতকাল

আংশিকভাবে প্রকাশিত) শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এই মর্মে পাল্টা অভিযোগ করেন যে, তিনি নিজে পাকিস্তানের কোন আন্দোলনে জড়িত ছিলেন না, কিন্তু সংকটকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর রংধনুর মত উদয় হইয়া সমস্ত কৃতিত্বের দাবী করিতেছেন। বিবৃতিতে জনাব আতাউর রহমান আরও উল্লেখ করেন যে, এবড়ো মামলায় তাঁহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতির অভিযোগ ছিলনা—কিন্তু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তিনটি দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। বিবৃতির পূর্ণ বিবরণনিম্নে প্রদত্ত হইল:

“আমার বিরুদ্ধে এবড়ো মামলা চলার সময় আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করি নাই। এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার সততার বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়াছেন। এই ধরনের কটাক্ষ বা অপবাদ দেওয়া তাঁহার পক্ষে ইহাই প্রথম নহে। তিনি যে সকল অপবাদ দিয়াছেন, এই প্রথমবারই যে আমি উহার জওয়াব দান করিতেছি তাহা নহে কিন্তু শেখ মুজিব বাকোয়াজ। আর কোন কিছু না পাইলে তিনি একই কথার জাবর কাটেন। অনেক সময় তিনি আভাসে-ইঙ্গিতে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাপুরুষতার জন্যই আমি এবড়ো মামলার সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করি নাই। আমার তরফ হইতে আমি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমার বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতির মাধ্যমে ইহাই জানাইয়াছি যে, আমাদের পার্টি নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী অন্যান্য আওয়ামী লীগ কর্মীসহ আমি এবড়ো মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বিরত থাকি। জনাব সোহরাওয়ার্দী ন্যায় বিচারের মূল নীতি অনুসারে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে ক্ষেত্রে আপিলের কোন সুযোগ নাই, যেক্ষেত্রে আইনানুগভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ, সেক্ষেত্রে উহাকে (এবড়ো মামলাকে) শাসন কর্তৃপক্ষের একটি বেআইনী ব্যবস্থা হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। অধিকন্তু ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে হাজির হওয়ার ফলে কার্যতঃ মার্শাল ল সরকারের বেআইনী কার্যকে স্বীকার করিয়া লওয়ার শামিল হইবে। এতদ্ব্যতীত তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মার্শাল ল সরকার পূর্ব হইতেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সকল রাজনৈতিক নেতাকেই নির্বাচন যোগ্য পদের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইবে। এমতাবস্থায় আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করি বা না করি তাহাতে অবস্থার কোন ইতর বিশেষ হইবে না। আমি এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লই এবং তদনুসারে আমি ট্রাইব্যুনালকে আমার মনোভাব জানাইয়া দেই। স্বয়ং সোহরাওয়ার্দী পার্টি নেতা হিসাবে নামমাত্র আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিচায়ক হিসাবে এবং ট্রাইব্যুনালের নোটিশে বিধিবিধানের দিক দিয়া বহুক্ষেত্রে যে সকল অনিয়ম রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শেখ মুজিব এ সব কথা খুব ভালভাবেই জানেন। বিশেষত

তিনি যখন নিজেকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর সবচেয়ে আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত অনুগামী হিসাবে দাবী করেন, তখন এসব বিষয় তাঁহার জানিবার কথা। সুতরাং এমতাবস্থায় অজ্ঞতার দোহাই দিয়া তিনি বিষয়টিকে এড়াইয়া যাইতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত দেশের প্রত্যেকেই এ কথা জানেন যে, সুনির্দিষ্টভাবে দুর্নীতির দায়ে যে সকল ব্যক্তির বিচার করা হইয়াছিল, তাহারা বাদে অন্যান্য অনেকের ন্যায় আমার প্রতি এবড়ো নোটিশ জারী করা হইয়াছিল। শেখ মুজিব এই সকল ব্যক্তির (অর্থাৎ যাহাদের দুর্নীতির দায়ে বিচার করা হইয়াছিল) ক্যাটেগোরীর মধ্যে পড়িয়াছিলেন আমার ক্ষেত্রে দুর্নীতির কোন অভিযোগ ছিল না। আমার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র এই অভিযোগ আনা হইয়াছিল যে, আমি কতিপয় মামলা (যেগুলি দীর্ঘদিন ধরিয়া বিচারাহীন অবস্থায় ছিল) প্রত্যাহার করিয়া ছিলাম। এবং টেস্ট রিলিফের ব্যাপারে আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় বেশী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিয়াছিলাম।

অপরপক্ষে শেখ মুজিব যেরূপ বলিতেছেন তদনুযায়ী আমার ক্ষেত্রে সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগের প্রশ্ন কোন সময়েই দেখা দেয় নাই। ১৯৬২ সালে ৯-নোভার বিবৃতিতে আমি অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলাম। যে সময় এন ডি এফ গঠন করা হয়, সে সময় আমি এবং শেখ মুজিব উহাতে আওয়ামী লীগের দুই জন প্রতিনিধি হিসাবে ছিলাম। উহার অনতিকাল পরেই কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রোশ আমার উপর পড়ে এবং ১৮ মাসের জন্য কোন সভায় বক্তৃতা দান, বিবৃতি প্রচার অথবা সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠান না করার নির্দেশ দিয়া আমার প্রতি একটি নোটিশ জারী করা হয়।

এই আদেশ উপেক্ষা করিয়া আমি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করি এবং উক্ত আদেশ সরাসরিভাবে অমান্য করিয়া আমি বরিশাল, খুলনা ও ঢাকায় মোট চারিটি সভায় বক্তৃতা দান করি। এজন্য আমার বিরুদ্ধে চারিটি বিভিন্ন মামলা রুজু করা হয়। এইসব মামলায় সাফল্যের সহিত আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করি। আমি সকল প্রকার আইনগত বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। বায়তুল মোকাররমের সম্মুখে সর্বপ্রথম যাহারা ১৪৪ ধারা অমান্য করেন, তাহাদের প্রথম দলে আমি ছিলাম। শেখ মুজিব আন্দোলনের কথা বলিতেছেন; কিন্তু তিনি নিজে কোন সময় পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। চরম সংকটকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি রংপুর ন্যায় উদয় হইয়া সমস্ত কৃতিত্ব নিজের বলিয়া দাবী করিতেছেন। সামরিক আইন জারী হওয়ার প্রথম কয়েক বৎসর শেখ মুজিব ছিলেন কুখ্যাত ২২ পরিবারের অন্যতম হারুন গোষ্ঠীর মালিকানাধীন একটি বীমা কোম্পানীর কর্মচারী এবং এমনকি কারাগারে থাকার সময় তিনি কিছুকাল যাবৎ উক্ত কোম্পানীর নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করেন।

যাহারা তাঁহার স্তাবক নহে এইরূপ প্রত্যেকেই মীরজাফর বলিয়া আখ্যায়িত করার প্রবণতা শেখ মুজিবের মধ্যে দেখা যাইতেছে। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, দেশের রাজনৈতিক জীবনে শেখ মুজিব যেসব কাজ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ যদি জনসাধারণ জানিতে পারে, তাহা হইলে কেবা কাহারা ঐরূপ আখ্যালাভের সবচেয়ে উপযুক্ত, তাহার বিচার তাহারা করিতে পারিবেন।

সম্পাদকীয়

সংবাদ

২০শে অক্টোবর ১৯৭০

রাজনীতির নামে শেখ সাহেবের নোংরামি ও মিথ্যাচার

নির্বাচনের দিন যতই আগাইতেছে দেখা যাইতেছে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ততই বেসামাল হইয়া পড়িতেছেন এবং ৬-দফা, ১১-দফা সব কিছু ছাড়িয়া দিয়া ব্যক্তিগত কুৎসা, মিথ্যাচার এবং হুমকি ধামকির আশ্রয় লইতেছেন।

এই স্তম্ভে আমরা সকল দল ও মতের নিকট নির্বাচনী সংগ্রামকে রাজনৈতিক ও কর্মসূচীগত প্রচার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার আহ্বান জানাইয়াছিলাম এবং যে কোন প্রকার ব্যক্তিগত কুৎসা, গৌড়ামি ও সংকীর্ণতা পরিহার করার আবেদন জানাইয়াছিলাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে গণতন্ত্রের দাবীদার হইয়াও শেখ সাহেব তাঁহার নির্বাচনী প্রচারকে যথার্থ রাজনৈতিক প্রচার বা সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতেছেন না।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে অনুষ্ঠিত কয়েকটি জনসভায় তিনি যে ধরনের মিথ্যাচার ও রটনার আশ্রয় লইয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ একমাত্র শেখ সাহেবের পক্ষেই সম্ভব। দেশ ও গণতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ঐক্যের ডাককে অকুণ্ঠ সমর্থন দান করিয়া গিয়াছি এবং কোন আওয়ামী নেতার ব্যক্তিগত সমালোচনা হইতে বিরত থাকিয়াছি। কিন্তু শেখ সাহেব ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির এই দেশপ্রেম, সদিচ্ছা ও শালীনতার সুযোগ অতিমাত্রায় লইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ ইহাকে দুর্বলতা মনে করিয়া বলগাহীন উজ্জ্বল আশ্রয় লইয়াছেন।

কালিগঞ্জের এক জনসভায় শেখ সাহেব বলিয়াছেন, গোলটেবিল বৈঠকে আইনগত সব দাবী মানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে। কথাটা ডাঙা মিথ্যা। আইনগত গণ-দাবীসমূহ মানিয়া নেন নাই বলিয়াই গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ শেখ

সাহেব ছাড়া অন্যসব পূর্ব পাকিস্তানী নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন ইহাও একটি বানোয়াট উক্তি।

একই জনসভায় তিনি ঐ অঞ্চলে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ন্যাপ প্রার্থীর সমালোচনা করিতে যাইয়া ন্যাপ প্রার্থীর গাড়ী-বাড়ী বা সম্পদের সমালোচনা আর যার মুখেই সাজুক আওয়ামী নেতার মুখে যে সাজে না এটা তাঁর নিজেরই উপলব্ধি করা উচিত ছিল। শেখ সাহেবের ধানমণ্ডিখ ত্রিতল অট্টালিকাটি নিশ্চয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয় এবং নিশ্চয় তাহা বিনা পয়সায় তৈয়ার হয় নাই। বাইশ পরিবারের অন্যতম হারুনদের ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর পূর্ব পাকিস্তানস্থ শাখার প্রধান হিসাবে তিনি যে নিয়োজিত ছিলেন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হইতে মুক্তি পাইবার পরদিনই এই হারুন সাহেবই হেলিকপ্টারে চড়িয়া গিয়া গ্রামের বাড়ীতে শেখ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এসব তথ্য তো একাধিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি যে, প্রার্থীর পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন, তিনিও কোন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন। কাঁচের ঘরে বাস করিয়া তিনি কাহাকে ঢিল ছুড়িতেছেন?

ঐ একই বক্তৃতায় শেখ সাহেব আরও দুইটি মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। এই মিথ্যার একটি হইল ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি সংক্রান্ত। সেদিন দাঙ্গা বিরোধী কাজের জন্য দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির ১০ জন সদস্যের বিরুদ্ধে মোনাম খান মামলা দায়ের করে। যাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় তাঁহাদের মধ্যে মরহুম মানিক মিঞা, হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, জহুর হোসেন চৌধুরী, আলী আকসাদ, মাহবুবুল হক মাহমুদ আলী, ডঃ আলিম আলরাজী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য এই মামলায় দীর্ঘ চার বছর তারিখই পড়িয়াছে; কোন শুনানী হয় নাই, কোন সাক্ষী হয় নাই। অবশেষে সরকারই মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া নেয়। অর্থাৎ শেখ সাহেব একটি নির্জলা মিথ্যা বলিয়া ফেলিলেন যে, উক্ত ন্যাপ নেতা নাকি তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়াছে। এই মিথ্যা উক্তি করার সময় তাঁহার অন্ততঃ এই সত্যটুকু মনে রাখা উচিত ছিল যে, দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি কোথাও কোন অফিস না পাইয়া আলোচ্য ন্যাপ নেতার অফিসেই একটি কক্ষ ব্যবহার করিয়াছিল এবং কাজ চলাইয়া গিয়াছিল। একই বক্তৃতায় শেখ সাহেব অপর যে মিথ্যাটির আশ্রয় লইয়াছেন তাহা হইল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকালে সংবাদ সম্পাদক নাকি কোন সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্টকে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। শেখ সাহেব এই সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্টটির নাম করিলেন না কেন এবং কবে তিনি শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়াছিলেন এবং কি সাক্ষী দিয়াছিলেন তাহা বলিলেন না কেন?

শেখ সাহেব সম্ভবতঃ হিটলার অনুচর গোয়েবলসকেই ওস্তাদ মানিয়াছেন। গোয়েবলস বিশ্বাস করিত একটি মিথ্যাকে বার বার উচ্চারণ করিলেই তাহা সত্য হইয়া যায়। এবং এই গোয়েবলসীয় মিথ্যার পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মসূচী মতাদর্শ প্রভৃতি জলাঞ্জলি দিয়া নিছক গুণ্ডামি ও ধমকের মাধ্যমে ভোট আদায় করার পথ লইয়াছেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে আওয়ামী মন্ত্রিসভা চালু থাকার সময় এই মিথ্যা রটনা ও গুণ্ডামির পরিণতি কি হইয়াছিল শেখ সাহেব তো তাহা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। তারপরও তিনি সেই একই পথ লইতেছেন কোন খুঁটির বলে? সেদিন ইন্সপার মির্জার ইঙ্গিতে আওয়ামী লীগ হইতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিকের বহিষ্কার করিয়া এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের শতকরা ৯৮ ভাগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া, মওলানা ভাসানীর কাগমারী সম্মেলনের অপব্যাত্যা করিয়া দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছিলেন; ন্যাপের জনসভায় গুণ্ডামি সংঘটিত করিয়া কি অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন উহা নিশ্চয় তাঁহার জানা আছে এবং দেশবাসীরও স্মরণে আছে। আজ তিনি আবার কাহার ষড়যন্ত্রকে চরিতার্থ করার জন্য এই বিভেদ সৃষ্টি, মিথ্যার বেসাতি ও নোংরামির আশ্রয় লইতেছেন? ১৯৬৯ সালের সেই গৌরবময় আন্দোলনে ইতিমধ্যেই তিনি বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই আন্দোলনকে সাফল্যজনকভাবেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তার পর কি?

এখনও সময় আছে চেতনা ফিরিয়া পাইবার। যদি তাহা না হয়, যদি মিথ্যা ও কুৎসা রটনাই আওয়ামী নেতার সম্মুখে পরিণত হয়, তবে বাধ্য হইয়াই আমাদের এ সব প্রসঙ্গে আসিতে হইবে। তবুও আমরা আশা করিব পুনরায় এই ধরনের অপ্রিয় প্রসঙ্গে আসিতে আওয়ামী নেতারা আমাদের বাধ্য করিবেন না।

দৈনিক পয়গাম

২০শে অক্টোবর ১৯৭০

সমালোচনার জবাবে আতাউর রহমান:

শেখ মুজিব দুর্ভোগ শেষের রংধনু: কোন আন্দোলনে তিনি জড়িত ছিলেন না (ষ্টাফ রিপোর্টার)

ন্যাশনাল লীগ প্রধান জনাব আতাউর খান রহমান বলেন, দেশের জনসাধারণ জানেন, অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত 'এবডো' নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। কেবলমাত্র দুর্নীতিবাজদের ইহা হইতে অব্যাহতি দিয়া বিশেষ বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। শেখ মুজিব এই দ্বিতীয় গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।

‘এবডো’ আদেশের বিরুদ্ধে মোকাবিলা না করায় শেখ মুজিবের উপর্যুপরি সমালোচনার প্রতিবাদে জনাব আতাউর রহমান খান এক বিবৃতিতে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

গত রবিবার প্রদত্ত উক্ত বিবৃতিতে ন্যাশন্যাল লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, শেখ মুজিবের উক্ত

সমালোচনার উত্তর ইতিপূর্বে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এখনও ‘এবডো’-র মোকাবিলা না করাকে তাঁহার ভীর্ণতা বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন।

‘এবডো’ মোকাবিলা না করার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দীর সুস্পষ্ট নির্দেশই অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার সহিত তিনিও ‘এবডো’ মোকাবিলা হইতে বিরত থাকেন। আইনগত নীতির প্রক্ষেপে সোহরাওয়ার্দীর ব্যাখ্যা ছিল যে, আইনের আশ্রয় গ্রহণ ও আপীলের সুযোগ না থাকায় ‘এবডো’-র মোকাবিলা করা ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের বাহিরে ছিল। অপর দিকে উহার প্রতিবাদ করা হইলে উক্ত বেআইনী নোটিশকেই স্বীকৃতি দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্বদকে রাজনীতি হইতে দূরে সরাইয়া রাখার ব্যাপারেও সামরিক সরকার পূর্বাচ্ছেদিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং ‘এবডো’ মোকাবিলা করা না করা একই কথা ছিল। শুধুমাত্র সোহরাওয়ার্দী সাহেবই দলীয় প্রধান হিসাবে ‘প্রতীক মোকাবিলা’ করিয়া বেআইনী ‘এবডো’ নোটিশের অসংখ্য ভুলত্রুটি নির্দেশ করেন।

মরহুম সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র বিশ্বাসী লেফটেন্যান্ট বলিয়া দাবীদার শেখ মুজিবর রহমান সেই ইতিহাস ভালভাবে জানেন বলিয়া জনাব আতাউর রহমান বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।

তিনি জানান যে, তাঁহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির দায়ে কোন অভিযোগ আনয়ন করা হয় নাই। তবে, দীর্ঘদিনের কয়েকটি মামলা প্রত্যাহার এবং নিজের নির্বাচনী এলাকায় টেষ্ট রিলিফ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করায় কয়েকটি নামমাত্র অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল।

রাজনীতি হইতে সরিয়া থাকার ব্যাপারে শেখ মুজিবের অভিযোগের উত্তরে জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, তিনি ১৯৬২ সালের ৯ নেতার বিবৃতির অন্যতম স্বাক্ষরকারী এবং তিনি ও শেখ মুজিব একত্রে ‘এন ডি এফ’-এ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন। উহার ফলে সভা, সমিতি ও সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা এবং বিবৃতি দান নিষিদ্ধ করিয়া সরকার তাঁহার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে। তাহা সত্ত্বেও উক্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি চারটি জনসভায় বক্তৃতা করেন বলিয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করেন। তিনি বিগত গণ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে অন্যান্য নেতৃত্বদের সহিত বায়তুল মুকারররমের সম্মুখে ১৪৪ ধারা অমান্য করেন বলিয়াও উল্লেখ করেন।

জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, শেখ মুজিব কখনও কোন আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন না। তিনি দুর্যোগ শেষে রং ধনুর মত আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি বলেন, সামরিক আইনের প্রথম পর্যায়ে শেখ সাহেব ২২ পরিবারের অন্যতম হারুন পরিবারের বীমা কোম্পানীতে চাকুরী করিতেন। এবং কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায়ও কিছুদিন সেই চাকুরীর বেতন পাইতেন।

তিনি বলেন, শেখকে যাহারা পছন্দ করে না তাহাদিগকেই তিনি ‘মীরজাফর’ আখ্যায়িত করিতেছেন। দেশবাসীই প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিচার করিবে বলিয়া জনাব আতাউর রহমান বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।

আজাদ

২১শে অক্টোবর ১৯৭০

ডুমনির জনসভায় শেখ মুজিব:

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই ৬-দফার উদ্দেশ্য

ঢাকা, ২০শে অক্টোবর।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বলেন যে, ৬-দফা একটি বাস্তব কর্মসূচী ছাড়া আর কিছুই নহে। দীর্ঘদিন যাবত অধিকারবঞ্চিত ‘বাংলার’ জনগণের ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই এই ৬ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে।

তেজগাঁ থানার অন্তর্গত ডুমনিতে শেখ মুজিবর রহমান এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন।

তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচন জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। তিনি বলেন, ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে দীর্ঘ ২৩ বৎসরের শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের অবসান হইবে। ভোটের মাধ্যমে যদি তাহাদের এই দাবী পূরণ না হয় তবে তিনি ‘বাংলার’ জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য গণআন্দোলন শুরু করিতে কোন রকম দ্বিধা করিবেন না।

শেখ মুজিব বলেন, “ক্ষমতার মোহ আমার নাই। যৌবনের ১০টি বৎসর আমি কারাগারে অতিবাহিত করিয়াছি। বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমি বৃদ্ধ বয়সের বাকী বৎসরগুলি কারাগারে অতিবাহিত করিতে দ্বিধাবোধ করিব না।”

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিগত ২৩ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন, যখনই ‘বাংলা’র মানুষ তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা বলিয়াছে তখনই উহার জবাবে তাহারা পাইয়াছে পুলিশের লাঠিচার্জ আর গুলী। সেই সঙ্গে সঙ্গে ‘এছলাম বিপন্ন’ বলিয়া জিগির তোলা হইয়াছে।

গুটি কয়েক পরিবার বাংলা দেশকে এমনভাবে শোষণ করিয়াছে যাহার ফলে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন যে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বাংলার মানুষ আজ যেকোন ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। শেখ মুজিব তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় দুই প্রদেশের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্যের একটি চিত্র জনগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন।—এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে অক্টোবর ১৯৭০

আজ লালবাগে শেখ মুজিবের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (বুধবার) রাত্রি ৮টায় হাজারীবাগ, আজিমপুর, লালবাগ, কাটারা ও চকবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে লালবাগ চৌরাস্তায় আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। সভাপতিত্ব করিবেন ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব ফজলুল করিম। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুদ্দীন আহমদ; মীরপুর, মোহাম্মদপুর ও রমনা জাতীয় পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব জহির উদ্দীন এ্যাডভোকেট; রমনা-লালবাগ প্রাদেশিক পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা, কোতওয়ালী-সুত্রাপুর প্রাদেশিক পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

শেখ মুজিবর রহমানের লালবাগ এলাকায় আগমন উপলক্ষে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ও চক বাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দীনকে চেয়ারম্যান করিয়া ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে অক্টোবর ১৯৭০

সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়া হইলেও বাঙ্গালীদের

পথের ঠিকানা দিয়া যাইব: শেখ মুজিব

॥আমির হোসেন প্রদত্ত॥

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আসন্ন ভাগ্য নির্ধারণী সাধারণ নির্বাচনে অপরিসীম দায়িত্ব নির্দেশ প্রসঙ্গে বাংলার জনগণের উদ্দেশে

বলিয়াছেন যে, “দুর্ভাগা বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরদের যাতে কায়েমী স্বার্থবাদী শোষককুলের অর্থনৈতিক ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে না হয়, তারই জন্য ছয় দফার পক্ষে আওয়ামী লীগের নৌকায় ভোট দিয়া বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করিয়া তুলুন।” শেখ সাহেব আরও বলিয়াছেন, “আওয়ামী লীগের অগণিত কর্মীর সঙ্গে আমি নিজে জীবনে বহু জেল-জুলুম সহ্য করিয়াছি— ষড়যন্ত্রের শিকার হইয়াছি। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর সন্তান-সন্ততিকে যাতে চিরদিন শোষকদের গোলাম হইয়া না থাকিতে হয়, যাতে বাংলার দুঃখী মানুষ ভাত-কাপড় পায়, মানুষের মত বাঁচিতে পারে— সে সংগ্রাম হইতে সরিয়া দাঁড়াই নাই, ভবিষ্যতেও দাঁড়াইব না। সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়া হইলেও আমি বাংলার অন্তহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন গণমানুষকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথের নিশানা দিয়া যাইতে চাই। আমি যদি নাও থাকি—আমার সহকর্মীরা আপনাদের সে পথেই আগাইয়া লইয়া যাইবে।”

শেখ মুজিব গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে ঢাকা হইতে ১৫ মাইল দূরবর্তী তেজগার নিভূতপল্লী ডুমনী স্কুল ময়দানে নিজের দ্বিতীয় নির্বাচনী এলাকায় সর্ব প্রথম জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। চারিদিকে ছিটকী বিল পরিবেষ্টিত দ্বীপ-সম ডুমনী গ্রামটি গতকাল এই জনসভা উপলক্ষে নিরিবিলা প্রশান্তি ভাঙ্গিয়া হঠাৎ যেন অফুরন্ত প্রাণোচ্ছ্বাসে জাগিয়া ওঠে। এই জনসভায় শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র চাষী মজুর। বিপুল-সংখ্যক মহিলাও মঞ্চের পিছনের দিকে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শেখ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সভাস্থলের চারদিক জলমগ্ন থাকায় অধিকাংশ শ্রোতাই নৌকাযোগে সভায় যোগদান করে এবং আসা- যাওয়ার পথে ভোট দিবেন কিসে, নৌকায় নৌকায়’ শ্লোগান দেয়।

জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় শেখ মুজিব এক এক করিয়া দেশের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে স্বার্থবাদীদের সুগভীর চক্রান্ত এবং বাঙ্গালীর ভাগ্যে গত তেইশ বছর ধরিয়া শুধু যে সীমাহীন বৈষম্য ও বঞ্চনা জুটিয়া আসিয়াছে, তত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ করিয়া সে কাহিনী বর্ণনা করেন। দেশের তেইশ বছর আগের ওপরের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তুলনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে বাংলার মানুষের পাকিস্তান আন্দোলনকালীন স্বপ্ন বার্থ হইয়া গিয়াছে। বৃটিশের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন হইলেও তারা আজো দেশের অপর অংশের কলোনীই হইয়া রহিয়াছে। শেখ সাহেব বলেন, একদিন বিহার হইতে, উড়িষ্যা হইতে অসংখ্য লোক যে বাংলায় চাকুরী করিতে আসিত, আজ সেখানে বেকারের সংখ্যা ৭০ লক্ষ। সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরিয়া বাংলার মীরজাফরদের মস্তিষ্ক আর পারমিটের লোভ এবং বেঙ্গমানীকে মূলধন করিয়া

চক্রান্তকারী ও শোষকরা বাঙ্গালীর রক্তমাংস চিবাইয়া খাইয়াছে। ফলে সোনার বাংলা শাসন হইতে চলিয়াছে। তিনি বলেন যে, বাংলার মানুষের ভোটের জোরে পাকিস্তান আসিয়াছে। তারাই এখন নিজ দেশে পরবাসী ভিখারীতে পরিণত হইয়াছে। আর দেশের মালিক-মোক্তার বনিয়াছেন তারা যাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনই অবদান নাই। শেখ সাহেব বলেন, বাংলার জনগণ কোন দিনই পরের অধিকারে হাত দিতে চায় নাই, শুধু নিজের হক, নিজের হিস্যা বুঝিয়া চাহিয়াছে। এই ‘হক ও হিস্যা’ আদায় করার জন্যই ছয়দফা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বাংলার মানুষ যদি আগামী নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে ভোট দেয়--দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদের অধিকার ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। তিনি বলেন, মীরজাফর না থাকিলে পলাশীতে সিরাজের পরাজয় ঘটিত না--তেমনি নূরুল আমিন, মোনেম খানদের মত লোকের সাহায্য না পাওয়া গেলে শোষকরা বাংলাকে এভাবে শোষণ করিতে পারিত না। সুতরাং আগামী নির্বাচনে ‘দালাল’দের পরাস্ত করিতে হইবে। তিনি মওদুদী, নসরুল্লা প্রমুখেরও তীব্র সমালোচনা করেন।

বিশিষ্ট আইনজীবী ডঃ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় তেজগাঁও নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থী জনাব হেদায়েতুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক মিসির আহমদ, জনাব মনসুর প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ কামাল হোসেন আসন্ন নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে ভোট দিয়া শেখ মুজিবের হস্ত শক্তিশালী করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় শেখ সাহেব জনাব হেদায়েতুল ইসলাম ছাড়াও নরসিংদী-রূপগঞ্জ নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় পরিষদে দলীয় প্রার্থী জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং প্রাদেশিক পরিষদে দলের প্রার্থী কাজী শাহাবুদ্দিনকে পরিচয় করাইয়া দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ডুমনী থানা যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ প্রধান মহাখালি, বনানী, খিলক্ষেত, বেরাইদ, বাড্ডা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি খণ্ড সভায় বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে অক্টোবর ১৯৭০

নেতা ও জনতা

॥ আমির হোসেন প্রদত্ত ॥

মহাখালিতে গুরু-বনানী, খিলক্ষেত, ডুমনী বেরাইদ হইয়া বাড্ডায় আসিয়া শেষ।

মাবখানের পথে পথে গতকাল (মঙ্গলবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে অগণিত নারী-পুরুষ, কিশোর-বৃদ্ধ জানাইয়াছে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা। নেতার দ্বিতীয় নির্বাচনী এলাকায় (তেজগাঁও-টঙ্গী) তাহার যাত্রা শুরু সূচিত হইয়াছে অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত সমর্থক শুভাকাংক্ষীর অচেল ভক্তি, ভালোবাসা, আশীর্বাদসিক্ত পথ ধরিয়া। স্থানে স্থানে গেট সাজাইয়া, খণ্ড সভার আয়োজন করিয়া, পথের বাঁকে, ঘরের আগিনায়, গবাক্ষপথে, মাঠে-ময়দানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিপুলসংখ্যক নরনারী প্রিয় নেতাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছে, তাহার মুখের কথা শুনিয়াছে, সান্নিধ্য লাভের দুর্লভ আনন্দ কুড়াইয়া নিয়াছে- আর বিনিময়ে উজাড় করিয়া নিবেদন করিয়াছে অনাবিল প্রীতি ও অবিচল আস্থা। নেতা ও জনতার সেই মিলনের দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া গতকাল কেন যেন হইয়াছে বাংলার প্রতি, বাংলার মানুষের প্রতি শেখ মুজিবের অফুরন্ত ভালোবাসা আর সেজন্য তার অন্তহীন দুঃখের তপস্যা বিফলে যায় নাই। মনে হইয়াছে এমন নেতাকে প্রাণ দিয়া ভালো বাসিয়া, তারই হাতে অবিচল আস্থার সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের চূড়ান্ত লড়াইয়ের সেনাপতিত্ব তুলিয়া দিয়া বাংলার মানুষ ভুল করে নাই।

গতকাল (মঙ্গলবার) সকালে শেখ সাহেবের গাড়ীটি মহাখালি মোড়ে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সংখ্যক হর্ষোৎফুল্ল জনতা মুহূর্তের মধ্যে উহা ঘিরিয়া ধরে এবং প্রায় শূন্যে তুলিয়া মহাখালি বাজারের দিকে লইয়া যায়। বাজারের দক্ষিণ পাশের যে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মহাখালির জনগণ শেখ মুজিবের মুক্তি দাবীতে কারফিউ ভাঙ্গিয়া রাজপথে নামিয়া আসিয়াছিল সেই ভগ্নপ্রাচীর পথেই (বর্তমান নাম শেখ মুজিব রোড) জনতা তাহাকে লইয়া সামনে আগাইয়া চলে। বাজারের শেষ প্রান্তে রাস্তার অপর পারে শেখ মুজিবকে একটি খণ্ড সভায় বক্তৃতা করিতে হয়।

বক্তৃতা শেষে শ্লোগানরত বিপুল সংখ্যক উল্লসিত ভক্ত-অনুরক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া শেখ সাহেব মহাখালিস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে গমন করেন। সেখানে পূর্ব হইতেই বিপুলসংখ্যক লোক জমায়েত হইয়াছিল। এখানেও শেখ সাহেব জনতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। অতঃপর বনানী রোড ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে বিপুল সংখ্যক নরনারী শেখ সাহেবের গতিরোধ করিয়া দাঁড়ায়। এখানে অগণিত সম্বর্ধনাকারীর ভিড়ে এক বসীয়াসী মহিলাকে বোরখা পরিয়া একটি মালা হাতে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। কর্মীদের প্রচেষ্টায় তিনি শেখ সাহেবের গলায় সসম্মমে মালাটি পরাইয়া দিয়া যান। এখানে বক্তৃতা করিয়া সামান্য কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা যায় যে, রাস্তার বামপার্শ্বের ঘর-বাড়ীগুলির আগিনা ও গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া বিপুলসংখ্যক মহিলা শেখ সাহেবকে দেখার চেষ্টা করিতেছেন। উহা

লক্ষ্য করিয়া শেখ সাহেব গাড়ী হইতে নামিয়া সামনে আগাইয়া যান এবং মা-বোনদের উদ্দেশ্যে সালাম জানান। তাহারাও সহাস্যে নেতার সালাম গ্রহণ করেন। খিলক্ষেতে নৌকায় ওঠার আগে শেখ সাহেব তাহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য সমবেত বিরাট জনতার উদ্দেশ্যে সৎক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। নৌকাযোগে ডুমনী গিয়া পৌঁছিলে বিপুলসংখ্যক লোক আওয়ামী লীগ প্রধানকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানায়। নৌকাঘাট হইতে বিরাট এক মিছিল সহকারে তাহাকে সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। দুইদিকে আম, জাম, কাঁঠাল-বাঁশবন ও ফসলের ক্ষেতের মধ্যবর্তী সরু পায়েচলা পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবার কালে দুই পার্শ্বে অসংখ্য মহিলা নেতাকে দেখার জন্য সমবেত হন। সভাস্থলেও পুরুষদের মত বিপুলসংখ্যক মহিলার সমাবেশ ঘটে।

ডুমনী সভাস্থলে প্রেস গ্যালারির অদূরে গেঞ্জি গায়ে গামছা মাথায় উপবিষ্ট জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ তন্মুগ্ধ হইয়া শেখ সাহেবের বক্তৃতা শুনিতছিলেন। এক ফাঁকে তার সঙ্গে আলাপ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, গ্রাম ছাড়িয়া দূরে, ঢাকায়ও তার তেমন যাওয়া হয় নাই। প্রায় ৩ মাইল দূর হইতে প্রচণ্ড রৌদ্র-কিরণ মাথায় করিয়া তিনি আসিয়াছেন শেখ সাহেবকে দেখার জন্য। তিনি যাহা বলিলেন, সাজাইয়া লিখিলে কথাগুলি দাঁড়ায়, “বহুদিন ধরিয়া শেখ সাহেবের নাম শুনিতছি। তিনি আমাদের গরীবের জন্য জেল খাটিয়াছেন, আমাদের জমির খাজনা মাফ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাই তাকে দেখার বড় সাধ ছিল, আজ সে সাধ পূরণ হইল।” এক বৃদ্ধা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কেন এ সভায় আসিয়াছেন।” তিনি লজ্জিত স্বরে জবাব দিলেন, “শেখ মুজিবকে দেখিতে।”

সংবাদ

২১শে অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের নির্বাচনী অভিযান:

ক্ষমতার জন্য লালায়িত নহি

ঢাকা, ২০শে অক্টোবর (এপিপি)।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বলেন যে, বাংলার জনগণ মর্যাদা সহকারে বাঁচিতে চায়, না দুর্দশা আর দারিদ্র্যের দাসত্ব করিতে চায়, আসন্ন নির্বাচন উহারই চরম পরীক্ষা।

তেজগাঁও থানার ডুমনীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আসন্ন নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে দুনিয়াকে ইহাই দেখাইয়া দেওয়ার জন্য বাংলার জনগণকে আহ্বান জানান যে, তাহারা ন্যায় অধিকার হইতে আর বঞ্চিত হইতে

চাহেন না এবং তাহারা তাহাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রা হইবেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ দিন হইতে বাংলার বঞ্চিত জনগণের মৌলিক অধিকারের প্রতি সুবিচার সাধন ছাড়া ৬-দফা কর্মসূচী আর কিছু নহে। তিনি বলেন যে ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইলে গত ২৩ বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকা শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়নের অবসান হইবে। তিনি বলেন, ভোটের মাধ্যমে দাবী আদায়ে তাহারা ব্যর্থ হইলে তিনি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণআন্দোলন শুরু করিতে দ্বিধা করিবেন না। বাংলার জনগণ যদি তাহাদের অধিকার আদায়ে এইবার ব্যর্থ হয়, তবে এযাবৎকাল উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহৃত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্রীতদাসের মতই জীবন-যাপন করিতে থাকিবে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, তিনি ক্ষমতার জন্য লালায়িত নহেন, প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য শহীদের রক্তের সহিত বেঈমানী করার কথা তিনি চিন্তাও করিতে পারেন না। তিনি বলেন, প্রথম জীবনে তিনি প্রায় দশ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছেন, বাংলা দেশের জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য বৃদ্ধ বয়সেও জেলে যাইতে তিনি দ্বিধা করিবেন না।

স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ তেইশ বৎসরের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বাংলার জনগণ ন্যায় অধিকারের জন্য যখনই সোচ্চার হইয়াছে, তখনই তাহাদের নেতা ও কর্মীদের লাঠিচার্জ, বুলেট ও কারাভোগ করিতে হইয়াছে এবং ইসলাম বিপন্ন বলিয়া রাজনৈতিক পরিবেশ ঘোলা করার প্রয়াস পাইয়াছে। তিনি বলেন, কতিপয় পরিবার বাংলার রক্ত এমনভাবে শোষণ করিয়াছে যে, এই প্রদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

২১শে অক্টোবর ১৯৭০

ভোটের মাধ্যমে না হইলে আন্দোলনের মাধ্যমে

দাবী আদায় করিব: শেখ মুজিব

ঢাকা, ২০শে অক্টোবর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, এবারের নির্বাচন বাংলার জনগণের ভাগ্য পরীক্ষার নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে বাংলার মানুষ মর্যাদার সঙ্গে বাচিতে চায়, না দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকিবে।

তেজগাঁও থানার ডুমনাইয়ে অনুষ্ঠিত এক বিপুল সমাবেশে ভাষণ দানকালে শেখ সাহেব উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বাংলার জনগণকে ভোটের মাধ্যমে বিশ্বকে দেখাইয়া দেওয়ার আহ্বান জানান যে, তাহারা আর তাহাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে রাজী নয়। তিনি এবারের নির্বাচনকে গণভোট বলিয়া উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, যদি ভোটের মাধ্যমে দাবী আদায় না হয়, তাহা হইলে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায় করিতে তিনি কুষ্ঠা বোধ করিবেন না। জীবনের দশটি বৎসর তিনি জেলে কাটাইয়াছেন, জনগণের দাবী আদায়ের জন্য প্রয়োজন- হইলে বাকী জীবনও তিনি জেলের প্রকোষ্ঠে কাটাইয়া দিবেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, বিগত ২৩ বৎসর বাংলার জনগণ যখনই তাহাদের দাবীর কথা তুলিয়াছেন, তখনই তাহাদের উপর নামিয়া আসিয়াছে লাঠি-জেল-জুলুম। তিনি বাংলার জনগণ এবার জাতিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহারা এবার দাবী আদায়ের জন্য যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

তিনি দেশের উভয় অংশের বিভিন্ন বৈষম্যের কথাও উল্লেখ করেন। সমাবেশে ডঃ কামাল হোসেনও বক্তৃতা করেন। -এপিপি

পূর্বদেশ

২১শে অক্টোবর ১৯৭০

দুমনিতে শেখ মুজিব:

বাঙ্গালীরা স্বাধীনভাবে বাঁচবে কিনা তার পরীক্ষা হবে

ঢাকা, ২০শে অক্টোবর (এপিপি)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বলেন যে, বাঙ্গালীরা দাস হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায় আসন্ন নির্বাচন এ প্রশ্নে একটি চরম পরীক্ষাস্বরূপ।

তেজগাঁও থানার দুমনিতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, বাঙ্গালীরা তাদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে না নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়বে এ প্রশ্নে আসন্ন নির্বাচন একটি গণভোট স্বরূপ।

শেখ সাহেব বলেন যে, বাংলা দেশের জনগণের জন্য ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যই ছ'দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন যে ছ'দফা বাস্তবায়িত হলে তেইশ বছরের সকল প্রকার অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান হবে।

শেখ সাহেব বলেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আওয়ামী লীগ গণসংগ্রাম শুরু করবে। তিনি বলেন যে, এবারকার নির্বাচনে জনগণ অধিকার অর্জনে ব্যর্থ হলে চিরদিনের জন্য দাস হয়ে থাকতে হবে।

শেখ মুজিব বলেন যে, ক্ষমতার জন্য তার কোন লোভ নেই। প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের আশায় তিনি শহীদদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাননি।

তিনি বলেন যে, গত তেইশ বছরে বাঙ্গালীরা যখনই তাদের ন্যায় অংশ ফিরে পাবার জন্য কথা বলেছে তখনই তাদের উপর লাঠি চার্জ, বুলেট নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা করা হয়েছে।

কায়েমী স্বার্থবাদীরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য ইসলাম বিপ্লবের ধূয়া তুলেছে। কতিপয় মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী পরিবার বাংলা দেশের রক্ত শোষণ করে প্রদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে।

তিনি বলেন যে, বাঙ্গালীরা জেগে উঠেছে। এখন তারা অর্থনৈতিক দাসত্ব মোচনের জন্য যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত।

শেখ মুজিব এক পর্যায়ে শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিস্তারিত বিবরণ দেন।

শেখ সাহেব পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার কথা পুনরায় উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনা করেন।

Pakistan Observer

21st October 1970

Attain rights through polls: Mujib

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman said on Tuesday that the coming elections would be a crucial test for the people of Bengal to decide whether they wanted to live a dignified life or continue to languish in misery and poverty as slaves, reports APP.

Addressing a big gathering at Dumni in Tejgaon police station, some 15 miles from Dacca city. Sheikh Saheb asked the people of Bengal to show to the world through votes in the election which was in fact a referendum that they could no more be deprived of their due rights and privileges and would be master of their own destiny and fate.

He told the cheering crowd who had come to the meeting place from far flung unions in processions, that Six-Point programme was nothing but a pragmatic programme drawn up to ensure justice for the people of Bengal whose basic rights and privileges, had so long been trampled. The programme if implemented would put an ended for all to the continued exploitation, oppress on and suppression which had reigned supreme all the 23 years. He said that if they failed to realise their demands through votes, he would not hesitate to plunge into mass

movement to secure their rights, for he said if the people of Bengal failed to wrest their usurped rights, they would continue to remain like slaves in East Pakistan which had so long been treated as a “colony”.

The Awami League chief gave a detailed picture of the glaring disparity in the prices of various essential commodities between the two wings and said that how long people of this wing would tolerate such discrimination within one country.

He also quoted extensively the data to prove that what gross injustice had been done to East Pakistan in respect of spending of foreign money and Central Government allocations. He regretted that that billions of rupees could be spent for prestigious projects like Mangla and Tarela Dams whereas there is no money for flood control which was life and death question for the people of Bengal who constituted 56 per cent of the total population of the country.

He referred to the representation of Bengalis in Central and Defence Services and said that such state of affairs could no longer be tolerated. Having been 56 per cent of the total population, Bengal's are only 10 per cent in Defence and 15 per cent in Central Services even after 23 years.

The Awami League chief once again said that they were pledge bound to exempt land revenue upto 25 bighas of land and the loss of rupees seven crore to the government coffer would be made up by withdrawing tax holiday given to the rich industrialists. Thereby, he said, government would be able to earn more revenue.

Morning News

21st October 1970

Coming elections will be crucial test, says Mujib

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, said yesterday that the coming elections, would be a crucial for the people of Bengal to decide whether they wanted live a dignified life or continue to languish in misery and poverty as slaves, reports APP.

Addressing a big gathering at Dumni in Tejgaon police station, some 15 miles from Dacca city, Sheikh Saheb asked the people of Bengal to show to the world through votes in the elections which was in fact a referendum that they could no more be deprived of their due rights and privileges and would be of their master of their own destiny and fate.

He told the cheering crowd who had come to the meeting place from far flung unions in processions, that six-point programme was nothing but a pragmatic programme drawn up to ensure justice for the people of Bengal whose basic rights and privileges had so long been trampled. The programme, if implemented, would put an end once for all to the continued exploitation, oppression and suppression which had reigned supreme all the 23 years. He said that if they failed to realise their demands through votes he would not hesitate to plunge into mass movement to secure their rights for, he said, if the people of Bengal failed to wrest their usurped rights, they would continue to remain like slaves in East Pakistan which had so long been treated as “colony”.

NO LUST FOR POWER

Sheikh Mujib, who spent the whole day addressing scores of meetings in his constituency made clear to the people that he had no lust for power as he had been time and again offered high positions. He said that he “shuddered to think of betraying the blood of the martyrs” for the sake of Prime Ministership. He said that he had spent almost ten years of his youth in jail and would not hesitate to spend the years of his old age in jail for realising the rights of the people of Bangla Desh.

Recalling the long 23 years of independence he said that whenever people of Bengal raised their voice to get their due rights, lathi-charge, bullets and jails were in store for their leaders and workers and the bogey of Islam in danger was raised to confound the political atmosphere of the country. He said that the few privileged families had sucked the blood of Bengal in such a way all these years that the very backbone of the economy of this province had been shattered.

The opulence and affluence had given way to total bankruptcy and the people in this province had turned into destitute. What fruit of freedom the people of East Pakistan could be able to get even after 23 years was privation, poverty, mounting unemployment, frustration and despondency all round.

But he said that the people of Bengal were now wide awake from their slumber and were ready to make any sacrifice to shake off their shackles of economic slavery.

GOLD MOVEMENT

Sheikh Mujib referred to the restrictions on the movement of gold from West Pakistan to Bengal and said that similar restrictions would be imposed on the flight of capital from here to West wing.

The Awami League chief gave a detailed picture of the glaring disparity in the prices of various essential commodities between the two wings and said that how long people of the wing would tolerate such discrimination within one country.

He also quoted extensively the data to prove that what gross injustice had been done to East Pakistan in respect of spending of foreign loan money and Central Government allocations. He regretted that billions of rupees could be spent for prestigious projects like Mangla and Tarbela dams whereas there is no money for flood control which was life and death question for the people of Bengal who constituted 56 per cent of the total population of the country.

He referred to the representation of Bengalis in central and defence services and said that such state of affairs could no longer be tolerated having been 56 per cent of the total population, Bengalis are only ten per cent in defence and 15 per cent in central services even after 23 years.

LAND REVENUE

The Awami League chief once again said that they were pledge bound to exempt land revenue up to 25 bighas of land and the loss of rupees seven crore to the Government coffer would be made up by withdrawing tax holiday given to the rich industrialists. Thereby, he said, Government would be able to earn more revenue.

Sheikh Mujib expressed surprise how those leaders who always betrayed the cause of the people at the altar of personal gains, and never raised their voice for the return of voting rights to the people could seek votes.

This was a shameless act and people should give a befitting rebuff to those self-seekers in the coming elections.

Dr. Kamal Hossain, an Awami League leader, who accompanied the Sheikh along with others in the whirlwind election campaign, said that the magnitude of the problem facing East Pakistan could be gauged from the fact that beggars and displaced persons associations had been formed in Dacca.

He referred to the distressing condition of the people in Bengal and said that people had not achieved Pakistan to find themselves in great predicament. People fought for Pakistan to get

rid of the oppression but to their utter dismay they found themselves in the labyrinth of problems.

Before the meeting ended, the crowd responded to the call of Sheikh Mujib by raising their hands amidst deafening slogans of “Joy Bangla” to vote for Awami League candidates.

Dawn

21st October 1970

6 Points to end all exploitation:

Mujib’s speech

DACCA, Oct. 20: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman, said today that the coming elections would be a crucial test for the people of Bengal to decide whether they wanted live a dignified life or continue to languish in misery and poverty as slaves.

Addressing a big gathering at Dumni in Tejgaon Police Station, some 15 miles from Dacca city, Sheikh Sahib asked the people of Bengal to show to the world through votes in the election, which was in fact a referendum, that they could no more be deprived of their due rights and privileges and would be master of their own destiny and fate.

He told the cheering crowd, who had come to the meeting from far-flung unions in processions, that the six point programme was nothing but a pragmatic programme drawn up to ensure justice for the people of Bengal whose basic rights and privileges had so long been trampled down. The programme if implemented would put an end once for all to the continued exploitation, oppression and suppression which had reigned supreme all the 23 years. He said that if they failed to realise their demands through votes, he would not hesitate to plunge to mass movement to secure their rights, for, he said, if the people of Bengal failed to wrest their usurped rights, they would continue to remain like slaves in East Pakistan, which had so long been treated as a colony.

Sheikh Mujib, who spent the whole day addressing scores of meetings in his constituency, made clear to the people that he had no lust for power as he had been time and again offered high positions. He said that he shudders to think of betraying the blood of the martyrs for the sake of Prime Ministership. He said that he had spent almost ten years of his youth in jail and would not hesitate to spend the years of his old age in jail for realising the rights of the people of Bangla Desh.

PLIGHT OF BENGAL

Recalling the long 23 years of independence, he said that whenever the people of Bengal raised their voice to get their due rights, lathi-charge, bullets and jails were in store for their leaders and workers and the bogey of Islam of in danger was raised to confound the political atmosphere of the country. He said that the few privileged families had sucked the blood of Bengal in such a way all these years that the very backbone of the economy of this Province had been shattered. The opulence and affluence had given the way to total bankruptcy and the people in this Province had turned into destitute. What fruit of freedom the people of East Pakistan could be able to get even after 23 years? Poverty, mounting unemployment frustration and despondence were rampant.

But he said that the people of Bengal were now awake from their slumber and were ready to make any sacrifice to shake off their shackles of economic slavery.

Sheikh Mujib referred to restrictions on the movement of gold from West Pakistan to Bengal and said that similar restrictions would be imposed on the flight of capital from here West Wing.

DISCRIMINATION

The Awami League chief gave a detailed picture of the glaring disparity in the prices of various essential commodities between the two Wings and said that how long people of this Wing would tolerate such discrimination within one country.

He also quoted extensively the data to prove that what gross injustice had been done to East Pakistan in respect of spending of foreign loan money and Central a Government allocations. He regretted that billions of rupees could be spent for prestigious projects like Mangla and Terbel Dams whereas there is no money for flood control which was life and death question for the people of Bengal, who constituted 56 per cent. of the total population of the country.

He referred to the representation of Bengalis in Central and defence services and said that such a state of affairs could no longer be tolerated. Having been 56 per cent. of the total population, Bengalis are only ten percent. in defence and 15 per cent in Central services even after 23 years-APP.

আজাদ

২২শে অক্টোবর ১৯৭০

লালবাগে শেখ মুজিবের ঘোষণা:

রক্ত-মাংস খেঁকোদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব গতকাল বুধবার রাতে লালবাগ চৌরাস্তায় এক জনসভায় বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা বাঁচবে কিনা আসন্ন নির্বাচনে তাহাই স্থির হইবে। স্বাধীকার আন্দোলনের বীর শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া শেখ মুজিব তাঁহার বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বলেন যে, “বাঙ্গালীরা ঘুমাইয়া ছিল। তাই দীর্ঘ দিন তাহাদের শোষণ করা হইয়াছে।”

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধে- যাহারা “আমাদের পথের ভিখারী করিয়াছে, আমাদের রক্তমাংস খাইয়াছে।”

শেখ মুজিব বলেন যে, কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নহে- পাকিস্তানের সকল অংশের মুক্তির জন্যই ৬ দফা প্রণয়ন করা হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান পাকিস্তানের সকল অনুন্নত এলাকা, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ৬ দফার পক্ষে ভোট দানের আহ্বান জানান।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব ফজলুল করিম।

ধানমণ্ডি স্থা বাসভবন হইতে লালবাগ আগমনের সময় তিনি পথিমধ্যে কয়েকটি অনির্দারিত জনসভায় বক্তৃতা করেন।

কয়েক স্থানে তাঁহার সম্মানে সুদৃশ্য তোরণও নির্মাণ করা হয়। শেখ মুজিবের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। তাই তিনি বক্তৃতা সংক্ষেপ করেন।

নুরজাহান মোর্শেদ

পূর্বাঞ্চে নিখিল পাকিস্তান মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস নুরজাহান মোর্শেদ বলেন যে, তিনি আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে মুক্তি সনদ মনে করেন।

তিনি বলেন, “আমরা অধিকার লাভের যোগ্য কনা আগামী নির্বাচনে তাহার পরিচয় দেওয়া হইবে।”

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে অক্টোবর ১৯৭০

ষড়যন্ত্র ও শক্তি প্রয়োগে বাংলার দাবী স্তব্ধ করা যাইবে না: শেখ মুজিব

॥আমির হোসেন প্রদত্ত॥

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলিয়াছেন যে, ষড়যন্ত্র এবং শক্তি প্রয়োগের দ্বারা বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন বানচাল করা যাইবে না।

তিনি গতকাল (বুধবার) সন্ধ্যায় নিউমার্কেট-আজিমপুর মোড়ে অনির্ধারিত এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। শেখ সাহেব বলেন, স্বাধীনতার দিন হইতে বাংলার বিরুদ্ধে শোষণ ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল পরিচালিত অশুভ ষড়যন্ত্রেরই পর্যায়ক্রমে আজ নির্বাচন বানচাল, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিরোধ এবং বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন নস্যাত্ত করিয়া দেওয়ার সুগভীর চক্রান্ত চলিতেছে। তিনি বলেন, ‘এই ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে যে কোন অশুভ ঘটনা ঘটিতে পারে। এই ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হইয়া আমাদের পৃথিবী হইতে বিদায় নিতে হইতে পারে; কিন্তু আমি ষড়যন্ত্রকারী গণদুশমনদের হুঁশিয়ার করিয়া দিতে চাই-- একা মুজিবর রহমানকে হত্যা করা যাইতে পারে, একা তাকে জেলে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে, কিন্তু সমগ্র বাঙালী জাতিকে হত্যা করা যাইবে না, জেলে দেওয়া যাইবে না। আমি যখন থাকিব না-সংগ্রামী বাংলার ঘরে ঘরে হাজার শেখ মুজিব জন্ম নিবে। বাংলার গণমানুষ ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ নিবে, বাংলাকে অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত করিবে। তাই আজ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতে চাই, নির্বাচন হউক বা না হউক, আমি থাকি আর না থাকি, দুনিয়ার কোন শক্তিই বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না’

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তেইশ বছর বছর ধরিয়া বাঙ্গালীকে নির্মমভাবে শোষণ করা হইয়াছে। আর শোষণ নয়, এবার ভোটের মাধ্যমে হউক আর আন্দোলনের মাধ্যমেই হউক, শোষণের অবসান ঘটাইবই। জনতার তুমুল করতালির মধ্যে শেখ সাহেব ঘোষণা করেন, আগামী নির্বাচনে আমি ভোট চাই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয়-বাংলার শোষিত-বঞ্চিত জনগণের স্বাধিকারের জন্য। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, বাঙ্গালী আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার পাইবে কি পাইবে না, তাদের গোলামীর অবসান হইবে কি-না এ নির্বাচনে উহাই নির্ধারিত হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে অক্টোবর ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গ যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সপ্তাহব্যাপী উত্তরবঙ্গ সফরে আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল ৮টা ২০ মিনিটে বিমানযোগে ঠাকুরগাঁও রওয়ানা হইবেন।

নিম্নে শেখ মুজিবের বিস্তারিত সফরসূচী প্রদত্ত হইল: আজ সকাল ১০টা ২০ মিনিটে বিমানযোগে ঠাকুরগাঁও উপস্থিতি। দুপুর ১২টায় মোটরযোগে পঁচাগড় উপস্থিতি ও জনসভায় ভাষণ। বিকেল ৪টায় মোটরযোগে ঠাকুরগাঁও উপস্থিতি ও জনসভায় ভাষণ এবং দিনাজপুরে রাত্রি যাপন।

আগামীকাল (শুক্রবার) সকাল ৯টায় মোটরযোগে সৈয়দপুর উপস্থিতি ও পথসভায় ভাষণ; সকাল সাড়ে ১১টায় মোটরযোগে নিলফামারী উপস্থিতি ও জনসভায় ভাষণ; বিকেল সাড়ে ৩টায় মোটরযোগে ডোমার উপস্থিতি ও জনসভায় ভাষণ এবং রংপুরে রাত্রি যাপন।

২৪ শে অক্টোবর শনিবার- সকাল ৭টায় রেলযোগে রংপুর ত্যাগ, বদরগঞ্জ রাস্তার পার্শ্বস্থ গণজমায়েতে ভাষণ; সকাল সাড়ে ৮টায় পার্বতীপুরে উপস্থিতি এবং সাড়ে ৯টায় রেলযোগে পার্বতীপুর ত্যাগ; ফুলবাড়ী, হিলি, পাঁচবিবি এবং জয়পুরহাটের পথ পার্শ্বস্থ গণজমায়েতে ভাষণ দান; দুপুর ১টায় সান্তাহার উপস্থিতি; বিকেল ৪টায় মোটরযোগে নওগাঁ উপস্থিতি, জনসভায় ভাষণ ও রাত্রি যাপন।

২৫ শে অক্টোবর রবিবার--নওগাঁ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে সভায় ভাষণ দান।

২৬ শে অক্টোবর সোমবার সকাল ৭-৪০ মিনিটে রেলযোগে সান্তাহার ত্যাগ; সকাল সাড়ে ৯টায় নাটোর উপস্থিতি এবং সকাল ১০টায় ভাষণ দান; বিকাল ৩টায় মোটরযোগে গুরুদাসপুর উপস্থিতি ও জনসভায় ভাষণ দান।

২৭ শে অক্টোবর মঙ্গলবার-রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে জনসভা।

২৮ শে অক্টোবর বুধবার- জেলা নেতৃবৃন্দ জনসভার কর্মসূচী নির্ধারণ করিবেন।

২৯ শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার মানিকগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে পথসভা।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে অক্টোবর ১৯৭০

লালবাগে শেখ মুজিব-

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (বুধবার) গভীর রাত্রে লালবাগে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন।

নিউমার্কেট-আজিমপুর রোডের সমাবেশে বক্তৃতা শেষে রাত্রি পৌনে আটটায় এক বিরাট গণ-মিছিলের- পুরোভাগে খোলা জীপে চড়িয়া তিনি লালবাগ রওয়ানা হন। পথে আজিমপুরে ছাত্রলীগ অফিস উদ্বোধন এবং রাস্তায় রাস্তায় সমর্থনকারীদের প্রচণ্ড ভিড়ের দরুন লালবাগ পৌঁছিতে তাঁহার সময় লাগে পৌনে তিন ঘণ্টা। রাত্রি এগারটার দিকে শেখ সাহেব লালবাগের জনসমুদ্রের উদ্দেশে বক্তৃতা শুরু করিলে আকস্মিকভাবে বৃষ্টি নামে। তবু সভার কাজ যথারীতি চলিতে থাকে। জনসভা হইতে ফিরিয়া অদ্যকার কাগজের জন্য উহার বিবরণ লেখার সময় আর ছিল না। তাই লালবাগের জনসভা এবং পুরাতন ঢাকায় শেখ সাহেবের অবিস্মরণীয় গণসমর্থনার বিস্তারিত বিবরণ আগামীকাল (শুক্রবার) ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইবে।

উপ-সম্পাদকীয়

পূর্বদেশ

২২শে অক্টোবর ১৯৭০

সমদর্শীর চোখে

নির্বাচন ও রাজনৈতিক দিগন্ত

ইচ্ছে ছিল এ সপ্তাহে গত সপ্তাহের অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করবো। গত বৃহস্পতিবারের ‘পূর্বদেশে’ প্রকাশিত ‘নির্বাচন ও রাজনৈতিক দিগন্ত’ শীর্ষক আলোচনার প্রথম পর্যায়ে আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নয়াচীনের মনোভাব বিশ্লেষণ করেছি এবং এও দেখিয়েছি যে, বর্তমান সামরিক সরকারের পক্ষে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং শান্তিপূর্ণ পথে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেষ্টা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। যদি কোন মহল দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে কোন প্রকার কৌশল খাটানোর চেষ্টা করেন, তা’হলে দেশের সংহতি ও সার্বভৌমত্বকে গুরুতরভাবে বিপন্ন করার ঝুঁকি নিয়েই সে চেষ্টা তাদের করতে হবে। কারণ, গত দুই দশককাল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে পূর্ব বাংলায় জনমানসে যে বিশেষ মনোভঙ্গী গড়ে উঠেছে, এই মনোভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে হলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পূর্ব বাংলার সমঅংশীদারিত্ব সম্পূর্ণ বাধ্যমুক্ত ও সুনিশ্চিত করে তুলতে হবে। এবং তা সম্ভব একমাত্র পূর্ণ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা। পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে সমস্যা একটি নয়, দু’টি। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি। দেশে নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা যদি পূর্ব বাংলার মানুষের এই

অর্থনৈতিক মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে রাখা হয়, তা’হলেও বর্তমান সমস্যার সমাধান হবে না। পূর্ব বাংলার পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তাই দেশে পূর্ণ ও অবাধ গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যিক।

এখন প্রশ্ন উঠবে, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র বা পূর্ণ বেসামরিক কর্তৃত্ব (সিভিলিয়ান রুল) কতটা পুনরুদ্ধার হবে বা হতে পারবে? এটা নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক শক্তি-অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সমঝোতা, ঐক্যবোধ ও দূরদর্শিতার উপর। গণতন্ত্রের মূলভিত্তি রাজনৈতিক দল। দেশের এই রাজনৈতিক দলের নেতারা যদি দূরদর্শী না হন, অতীতের ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ না করতে পারেন এবং শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতায় পৌঁছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপযুক্ত পরিবেশ ও চাপ সৃষ্টি করতে না পারেন, তাহলে নির্বাচনের পরেও যদি পূর্ণ গণতন্ত্র বা পূর্ণ বেসামরিক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি না হয়, তা’হলে আমরা বিস্মিত হবো না। দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের আর মাত্র ছে’চল্লিশ দিন বাকী। এই নির্বাচনের আগে আমরা দেশের সকল রাজনৈতিক দলের জন্যই একটিমাত্র সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। ১৯৫৮ সালের আগে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অনৈক্য, শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে সমঝোতার অভাব এবং ক্ষমতার কোন্দলে যেমন শাসন-ক্ষমতা তাদের অগোচরে অন্যের হাতে চলে গেছে, এবারও তেমনি তাদের পারস্পরিক কোন্দল, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে গভীর মতানৈক্য এবং দলীয় স্বার্থে সকল প্রকার ঐক্য ও সমঝোতার মনোভাব বিসর্জন দেয়ার ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনে কোন কোন দলের তুলনামূলক সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সত্ত্বেও দেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতা তাদের হাতে ফিরে নাও আসতে পারে। ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটি বড় প্রশ্ন নয়। বড় প্রশ্ন ক্ষমতা গ্রহণের শক্তি ও প্রত্যয় বোধ। বর্তমান সামরিক সরকার হয়তো অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটি চুকাবেন। কিন্তু তারপরও যদি তাদের হাতেই ক্ষমতা থেকে যায়, তজ্জন্য দায়ী হবেন রাজনৈতিক দল এবং তাদের বর্তমান অদূরদর্শী নেতারা।

আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যখন বলেন, এবারের নির্বাচনে তাঁর দল ভোট না পেলে বাঙালীরা চিরকাল ক্রীতদাসের জীবনযাপন করবে এবং জামাতে ইসলামীর নেতা মওলানা আবদুর রহিম কিংবা অধ্যাপক গোলাম আজম যখন বলেন, তার দলের প্রার্থীরা ভোট না পেলে

ইসলাম ও পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, অথবা পশ্চিম পাকিস্তানে বসে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো যখন গোপনে চীন সফরে গিয়ে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পাকিস্তানকে রক্ষা করার একক কৃতিত্ব দাবী করেন, তখন দেশের রাজনৈতিক নেতাদের অদূরদর্শিতার কথা ভেবে আমরা শুধু মর্মাহত হই এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর সচেতন অংশও সম্ভবতঃ মর্মাহত হন। শেখ সাহেব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনপ্রকার সমঝোতায় বিশ্বাসী নন। তিনি শুধু চান ভোট। অর্থাৎ কেবল ভোটের জোরেই তিনি বাজিমাৎ করবেন। অথচ সারা পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে তার দল মুষ্টিমেয় কয়েকটিমাত্র আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পেরেছেন। এদের দু'একজন, ছাড়া আর কারো জয়লাভের নাকি কিছু মাত্র আশা নেই। এ অবস্থায় যদি ধরেও নেয়া যায় যে, তিনি পূর্ব বাংলা থেকে তুলনামূলকভাবে বেশী সদস্য নিয়ে জাতীয় পরিষদে যাবেন, তাহলেও তাকে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ালী খান, দৌলতানা অথবা ভুট্টোর কোন না কোন গ্রুপের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। এই তিনটি দলের একটিও ছয়দফায় বিশ্বাসী নয়। তাহলে এই ছয়দফা বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যে ছয়দফার কোন কোন দফা-এবং মূল দফাগুলোই ছাড়তে হবে না, এর কোন নিশ্চয়তা রয়েছে কি? যদি তিনি হাত না মেলান, তাহলে নির্ধারিত ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হলে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি আদৌ উঠবে না, এবং সে ক্ষেত্রে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্তমান সরকারেরই কাঁধে গিয়ে বর্তাবে এবং দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা আরো বিলম্বিত হতে পারে কিংবা আবার অনিশ্চিতও হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়া শেখ সাহেব আরো একটি সম্ভাবনার কথা সম্ভবতঃ আদৌ ভেবে দেখেননি। যদি আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে সন্তোষজনক সংখ্যক আসনে জয়লাভ না করে, সেক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে দর-কষাকষির কোন সুযোগই আর আওয়ামী লীগের থাকবে না। তখন তৃতীয় পক্ষের দেয়া শাসনতান্ত্রিক রায় আওয়ামী লীগ মেনে নিতে চাইতে পারে, আর এ ক্ষেত্রে ছয়দফা বাস্তবায়নের কতটা অবকাশ থাকবে, সে প্রশ্নও এখানে বিচার্য। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচার কার্যে নেমে এই বাস্তবতাবোধের সম্মুখীন হয়ে সম্ভবতঃ কিছু, কিছ সত্য উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। তাই শেখ মুজিব অতি সম্প্রতি সুর বদল করেছেন এবং বলতে শুরু করেছেন, নির্বাচনেই সব সমস্যার সমাধান হবে, এমন কথা যেন কেউ না ভাবেন। অর্থাৎ নির্বাচনে সহজে বাজিমাতের আশা এখন আর তিনি করছেন না। তাই নির্বাচনে ব্যর্থ

হলে আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু করার প্রাচল্ল হুমকি দিতেও শুরু করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, নির্বাচনে ব্যর্থ হলে তিনি আন্দোলন করবেন কাদের নিয়ে? তার চোখে পূর্ব বাংলার অন্যান্য সব নেতাই 'মীরজাফর'। এমনকি ষড়যন্ত্র মামলায় যে সালাম খান তার প্রধান কৌশলি ছিলেন, তিনিও শেখ সাহেবের মতে 'বিশ্বাসঘাতক' এবং 'পশ্চিমা দালাল'।

আতাউর রহমান এবং পূর্ব বাংলার ওয়ালী ন্যাপকেও তিনি আক্রমণ করা থেকে রেহাই দেননি। তাহলে নির্বাচনে ব্যর্থ হলে তিনি আন্দোলন করবেন কাদের নিয়ে? আবার এই "বাংলার মীরজাফরদের" নিয়ে, না তিনি একাই আন্দোলনে নেমে পড়বেন? কিন্তু এ দেশে একক আন্দোলনে আওয়ামী লীগের হিম্মত ও দৌড়ের কি একাধিকবার পরীক্ষা হয়ে যায়নি?

বস্তুতঃ আওয়ামী লীগ- নেতা শেখ মুজিব নিজের গোয়ার্তুমি এবং অদূরদর্শিতার জন্য দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটিকে আবার বিলম্বিত ও অনিশ্চিত করে তুলেছেন। নির্বাচনের মাধ্যমে আজ তিনি যা পেতে যাচ্ছেন এবং এখনো যা পাওয়া একপ্রকার অনিশ্চিত; গোলটেবিল বৈঠকে তা পেয়েও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আজ তিনি স্বীকার করছেন, আইয়ুব গোলটেবিল বৈঠকে সব দাবী মেনে নিয়েছিলেন। আইয়ুব সব দাবী মানেননি। কিন্তু গণআন্দোলনের মূল দাবী দেশে বেসামরিক কর্তৃত্ব (গণতন্ত্র) পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পার্লামেন্টারী সরকার গঠন মেনে নিয়েছিলেন। নির্বাচনের আগেই দেশে বেসামরিক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনসহ শাসনতান্ত্রিক অন্যান্য প্রশ্নের মীমাংসাও আজ অনেকখানি সহজ সাধ্য হয়ে আসতো। দেশে পূর্ণ ও অবাধ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরই মাত্র দেশবাসী ইসলামী না সমাজতন্ত্রী, না প্রচলিত সেকুলার পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সরকার পরিচালিত হবে, তা নির্ধারণের অবাধ ক্ষমতা লাভ করতেন। শেখ মুজিব আজ যা বলছেন, সেদিন তা বলেননি। বরং গোলটেবিল বৈঠক কার্যতঃ ব্যর্থ করে দিয়ে ঢাকায় ফিরে পূর্ব বাংলার, অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার নেতার উপর দোষারোপ দ্বারা তাদের 'খতম' করে নিজের একক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে চেয়েছিলেন। এখন সম্ভবতঃ বিলম্ব হলেও তিনি বুঝতে পারছেন, তিনি যাদের এক কথায় খতম করতে চেয়েছিলেন, তাদের কেউ খতম হয়নি। বরং ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের লোভে তিনিই দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তি বিলম্বিত ও অনিশ্চিত করে তুলেছেন। আইয়ুব যেখানে গণআন্দোলনের মুখে বেসামরিক কর্তৃত্ব (সিভিলিয়ান রুল) পুনঃ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেই উদ্যোগ

প্রত্যাখ্যান করে আজ আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেরাই বলছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে সব দাবী আদায়ের আশা তারা করছেন না। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে বেসামরিক কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা ছিল আসন্ন, আজ তা নির্বাচনের মাধ্যমে কিভাবে কতটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, তাও এক বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

এই অনিশ্চয়তা দূর করার একমাত্র উপায় ছিল, নির্বাচনের আগেই সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে শাসনতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সমঝোতা এবং গণতন্ত্রের প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্যবোধ বজায় রেখে বেসামরিক কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজ নির্বিলম্ব, তরাস্থিত ও নিশ্চিত করে তোলা। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই মাত্র কারা দেশে সমাজতন্ত্র চান, কারা ইসলাম চান তার মীমাংসার জন্য জনগণের রায় চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এমন মনোভাব প্রদর্শন করছেন, যাতে মনে হতে পারে, দেশে গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে এবং তারা দলীয় কর্মসূচী নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হয়েছেন। এ জন্যেই এই আলোচনায় একস্থানে আমরা বলেছি, শেখ সাহেব যখন বলেন, এবারের নির্বাচনে তার দল ভোট না পেলে বাঙ্গালী চিরকালের জন্য ক্রীতদাস হবে, কিংবা গোলাম আজম বা অন্য কোন জামাত নেতা যখন বলেন, তাদের দল ভোট না পেলে ইসলাম ও পাকিস্তান রসাতলে যাবে, তখন আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কুপমণ্ডুকতা ও অদূরদর্শিতা দেখে হতাশা বোধ না করে পারি না। শেখ সাহেব স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নেও কোন দলের সঙ্গে নির্বাচন-পূর্ব সমঝোতায় পৌছতে রাজী নন। এমন কি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সময় ‘ডাক’ গঠনকালেও তৎকালীন পি,ডি,এম-এর স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত দফাটি বর্জন করার জন্য আওয়ামী লীগ চাপ প্রয়োগ করে সফল হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ হয়ত ভেবেছিলেন, স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত বিষয়টি অমীমাংসিত রাখা হলে পরবর্তীকালে এই প্রশ্নে সারা পূর্ব বাংলায় গণমনে প্রচণ্ড আবেগ সৃষ্টি করে তারা একাই তুরূপের তাস মেয়ে দেবেন। কিন্তু ফল কি দাঁড়িয়েছে? পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ কতটা স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে পারবেন, সে সম্পর্কেই নিশ্চিত নন। আমরা বলি, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কতটা প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কেও আজ অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। এ জন্যে দায়ী আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতাদের অদূরদর্শিতার বেশীর ভাগ দায়িত্ব ভাবীকালের ঐতিহাসিক হয়ত আওয়ামী লীগের কাঁধেই চাপতে চাইবেন।

Pakistan Observer

22nd October 1970

Mass movement if elections foiled: Mujib

(By a staff correspondent)

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman told a public meeting in Dacca on Wednesday that if the coming election was foiled, there would not be any general election in this country, “there would be a tremendous mass movement.”

Sheikh Mujibur Rahman reiterated his earlier stand that the coming general elections would be a referendum on the six and 11-point demands. Whether the Bengalees would decide to survive or not would be decided through the election, he said.

Held at Lalbagh the meeting formally started after Sheikh Mujibur Rahman arrived there at 10.45 p.m. The meeting was scheduled to begin at 8 p.m.

Explaining his delay in arriving at the meeting place Sheikh Mujib told the meeting that he had to attend a number of meetings on his way to Lalbagh.

A good number of arches were erected in Lalbagh, Azimpur and New Market areas on the occasion of Sheikh Mujib’s meeting.

The Lalbagh speech of Sheikh Mujib was interrupted a number of times because of inclement weather. It started drizzling when he began his speech at 11.05 p.m.

Sheikh Mujib launched a frontal attack on Muslim League leader Khwaja Khairuddin is contesting for National assembly seat from Sheikh Mujib’s old city constituency.

Sheikh Mujib asked the people “If Khwaja Saheb can be a Bengalee without being able to speak Bengali, why cannot I be a Dacca man by coming from Faridpur?”

Sheikh Mujib told the people that votes cast in favour of Khwaja Khairuddin would actually go to Daultana. He also said that votes cast for Mr. Ghulam Azam, PDP and NAP would go to Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah and Wali Khan, respectively. But votes cast for Awami League would go to Bengalees, he said.

Criticising the politicians who were speaking of Islam for political reasons, Sheikh Mujib asked them to return the resources of East Pakistan which had been taken away and then speak of Islam. He also said, “We do not believe in Maulana Maudoodi’s Islam; we believe in Islam of Allah”.

Morning News

22nd October 1970

Relentless struggle if polls not held, warns Mujib

(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman told a huge gathering in Dacca last night that if holding of election was foiled this time, there will be no general election in the country in near future. A relentless movement in that case would start and the people would realise their demands through struggle, he warned.

The Awami League chief was addressing a public meeting in Lalbagh in old Dacca which formed a part of the constituency from where he himself is a candidate against Khwaja Khairuddin. The meeting, which was scheduled to begin at 8 pm. was delayed by about three hours as the Sheikh who started from his residence at about 6 had to address a number of unscheduled wayside gatherings and receptions all along three-mile route.

By the time the Awami League chief arrived at the venue at about 11 p.m. gusty wind and shower started and it continued after meeting ended at about 12 midnight. The large gathering which waited for the Sheikh's arrival for hours since evening in sultry weather ignored the rain and storm and listed to their leader amidst cheers, slogans and clappings.

Sheikh Mujibur Rahman in his 40-minute speech which was punctuated by repeated slogans of "Jai Bangla", "Chhay Dafa", "Awami League" and "Sheikh Mujib" said that the people of Bengal had slept for 23 years. It was time that you awake and prepare yourself for struggle, he urged.

The Awami League chief repeatedly reminded the audience that the struggle of Awami League was not against "our West Pakistani brethren". He said that our struggle was directed against the "ruling clique" and those capitalists who had exploited us all along and deprived us of our legitimate shares.

ASSURANCE

The Sheikh assured that the people of Bengal would always be with their West Pakistani-brethren in their fight against abolition of systems of "zamindari, zaigirdari and sarmaidari".

Referring to his political rival from the same constituency of Khwaja Khairuddin of the Council Muslim League, Sheikh Mujibur Rahman questioned the Council Muslim League nominee's past career. "You had been Vice-Chairman for five

years and member of the National Assembly for four years. "What service have you given to the people and what sacrifice you have made during all these years", he asked.

Sheikh Mujib also refuted Khwaja Khairuddin's claim of being a "Daccaiya and a Bengali" and said how the Khwaja originally being a Kashmiri claim himself to be a Daccaiya. The Sheikh amidst cheers and slogans from the responding crowd urged the voters to ensure that the Council League nominee (Khwaja) loses his security money in the elections.

The Awami League chief was also critical of leaders like Ataur Rahman, Nurul Amin, Nawabzada Nasrullah and Maulana Maudoodi. He said that the people of Bengal do not follow Maudoodi's Islam, they follow Allah's Islam.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গ যাত্রা

উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহে ব্যাপক নির্বাচনী সফরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে বিমানযোগে ঠাকুরগাঁও রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তিনি ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, সৈয়দপুর, নীলফামারী, ডোমার, বদরগঞ্জ, ফুলবাড়ী, নওগাঁ, নাটোর, গুরুদাসপুর প্রভৃতি স্থানে জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

নূর খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

গতকাল সকালে তেজগাঁও বিমান বন্দরে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রধান সংগঠক অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নূর খানের সঙ্গে এক অনির্ধারিত সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। দুই নেতাই একই বিমানে উত্তরবঙ্গ সফরে যান এবং বিমান বন্দরের এই সাক্ষাৎকার ৫ মিনিটকাল স্থায়ী হয়। তাঁহাদের আলোচনার বিষয়বস্তু জানা যায় নাই।

নূর খান এই সফরে ঈশ্বরদী, পাবনা, দর্শনা ও সৈয়দপুরে জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে অক্টোবর ১৯৭০

ছয়-দফার পক্ষে ভোট দিয়া গণদুশমনদের দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দিন:

লালবাগের বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

॥আমির হোসেন প্রদত্ত॥

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বাংলার গণমানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার আদায়ের সর্বশেষ সুযোগ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া জনগণের উদ্দেশে বলেন, “এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ‘নৌকায়’ ছয়-দফার পক্ষে ভোট দিয়া ‘রক্তপিপাসু হাড়খেকো’ শোষক-গণদুশমনদের দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দিন-বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া দিন, বাংলার মানুষকে চিরদিন পদানত করিয়া রাখার সাধ্য কাহারও নাই। মনে রাখিবেন, তেইশ বছর ধরিয়া যাহারা বাংলার সম্পদ লুণ্ঠ করিয়াছে, নিষ্ঠুর শোষণ-বঞ্চনার দ্বারা যারা বাংলালীর হাড়-মাংস-কলিজায় দাগ লাগাইয়া দিয়াছে, একমাত্র বাংলার স্বাধিকার ছাড়া আর কোন কিছুর বিনিময়েই তাহাদের ক্ষমা করা না।” শেখ সাহেব গত বুধবার রাতে নিজের অন্যতম নির্বাচনী এলাকা পুরাতন ঢাকার লালবাগে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। রাত্রি আটটায় এই জনসভা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিউমার্কেট মোড়ে একটি অনির্ধারিত সমাবেশে বক্তৃতাশেষে রাত্রি পৌনে আটটায় রওয়ানা হইয়া পথে পথে অভাবিত গণ-সমর্থনার দরুন লালবাগে আসিয়া পৌছিতে তাঁহার পৌনে তিনঘণ্টা সময় লাগিয়া যায় এবং রাত্রি এগারটায় জনাব ফজলুল করিমের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়।

লালবাগ চৌরাস্তার মোড়ের এই জনসভায় অভাবনীয় জনসমাবেশ ঘটে। সমগ্র পুরাতন ঢাকার অগণিত নর-নারী বন্যার স্রোতের মত সন্ধ্যা হইতেই এখানে আসিয়া জমা হইতে থাকে। শেখ সাহেবের আগমনে বিলম্ব সত্ত্বেও তাহারা গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার প্রতীক্ষা করে। রাস্তাঘাট, ঘর, চাল, দালান-কোঠা, গলি-ঘুঁজি কোথাও স্থান না হওয়ায় সেই বিশাল জনস্রোত ঢাকেশ্বরী রোডে আজাদ অফিসের সম্মুখবর্তী রাস্তাও প্লাবিত করিয়া দেয়। আওয়ামী লীগ প্রধান সেই বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইবার অব্যবহিত পরেই অকস্মাৎ অঝোরে বর্ষণ এবং দমকা হাওয়ার মাতামাতি শুরু হয়। শ্রোতাদের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া শেখ সাহেব একবার সংক্ষেপে তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। কিন্তু হাসি-মুখে বৃষ্টি-হাওয়ার চাবুক খাইতে খাইতে শ্রোতা-দর্শকরা আরও বক্তৃতা করার জন্য নেতাকে বার

বার অনুরোধ করিতে থাকেন। ফলে বাধ্য হইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতেই তিনি পুনরায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। সেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত গভীর অভিনিবেশসহকারে সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করে।

অগণিত হর্ষোৎফুল্ল জনতার তুমুল করতালি ও উল্লাসধ্বনির মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, “একজন রাজনীতিকের জীবনের সবচাইতে পরম পাওয়া জনগণের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও আস্থা আমি পাইয়াছি। বাংলার মানুষ আমাকে আপনজনের মত ভালোবাসে বলিয়াই আন্দোলন করিয়া, জেল খাটিয়া, গুলী খাইয়া আমাকে বন্দী দশা হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছে। আমার জীবন বাংলার জনগণের মর্টগেজ দেওয়া। জীবনের বিনিময়ে হইলেও আমি বাঙ্গালীর স্বাধিকার আদায় করিয়া যাইব।” স্বাধিকারকামী প্রাণোচ্ছল জনতার মুহূর্মুহু ‘জয় বাংলা’, ‘ছয় দফা’, ‘আওয়ামী লীগ’ ও ‘শেখ মুজিব জিন্দাবাদ’ ধ্বনিতে বার বার শেখ সাহেবের কণ্ঠ তলাইয়া যাইতে থাকে। তিনি জনগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, ১৯৫৪ সালের মত নির্বাচনে জিতিলার পরও আমাদের দাবী আদায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র হইতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের মাধ্যমেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার মানুষকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

শেখ সাহেব তাহার বক্তৃতায় বাংলার জনগণের অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশা, বৈষম্য-বঞ্চনা এবং বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের আনুপূর্বিক কাহিনী বর্ণনাকালে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করিতে থাকিলে বৈষম্য-বঞ্চনার বিরুদ্ধে গণমনে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ‘শেম শেম’ ধ্বনি হইয়া সভাস্থল কাঁপাইয় তোলে। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান বা সেখানকার জনগণের বিরুদ্ধে নয়-আমার সংগ্রাম শোষক ও জালেমদের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, আমি হক চাই, ইনসাফ চাই, বাঁচার অধিকার চাই- গোলাম হইয়া থাকিতে চাই না।

শেখ সাহেব মওদুদী, কাইয়ুম খান, নসরুল্লাহ, নূরুল আমিন প্রমুখের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহাদেরই যোগসাজশে শোষকরা বাংলার মানুষকে পথের কাঙ্গালে পরিণত করিয়াছে। বাংলার জনগণকে অবাধে লুণ্ঠনের পথ প্রশস্ত রাখাই এইসব গণবিরোধী নেতার রাজনীতির লক্ষ্য। তিনি জনাব আতাউর রহমান খানেরও সমালোচনা করেন। এই নির্বাচনী এলাকায় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা খায়ের উদ্দিনেরও তিনি সমালোচনা করেন।

ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিক-কৃষকদের সহিত
হাত মিলাইতে প্রস্তুত আছি: শেখ মুজিব

“যদি পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিক ও কৃষকরা জায়গীরদার ও ভূ-স্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তবে তাহাদের সহিত হাত মিলাইতে আমি প্রস্তুত রহিয়াছি।”

গত বুধবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক অনির্ধারিত বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আজ সমানভাবে শোষিত। আমার একমাত্র ইচ্ছা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করুক। এইজন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে সংগ্রামের পতাকা লইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে।

শেখ সাহেব এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, যে ২২টি পরিবার জনগণের রক্ত চুষিয়া দেশের সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করিয়াছে, তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিবার সংগ্রামে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিক ও কৃষকদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

বিভিন্ন দল হইতে আজ যাহারা কেবল ভোট চাহিতেই জনগণের নিকট চেহারা দেখাইতেছেন, তাহাদের সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, তাঁহারা জনগণের বন্ধু নহেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বাঙ্গালীদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলেন, ‘আজ আমরা স্বদেশেই পরদেশী হইয়া রহিয়াছি।’

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, আজ আমি ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করিতেছি। যতদিন পর্যন্ত জনগণের অধিকার আদায় না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমি বিশ্রাম লইব না।

দ্বিতীয় রাজধানী হইতে লালবাগ যাইবার পথে শেখ সাহেবকে প্রায় এক ডজন সভায় বক্তৃতা করিতে হয়। লালবাগে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভাষণ দেন। পথের দুই দুই ধারে হাজার হাজার দর্শক তাহাদের প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। —এনা

General election a referendum for people of Bangla Desh :
Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, said in Dacca on Tuesday that the next general election would not merely be a means for capturing power but referendum a whether people of Bangla Desh would have right to live like ideal citizens free from economic exploitation reports APP.

Addressing a public meeting at Badda in Tejgaon Police Station at mid-night on Tuesday, the Awami League chief said that people must be cautious in exercising their votes in the next election because the chosen representatives would frame the country's constitution.

He said only those people should be allowed to go to the Assemblies who are committed to get the rights of the people of Bangla Desh written in the constitution.

Sheikh Mujib said while unemployment increased in the province, no concrete programme was taken to enlarge representation of East Pakistan in different services. The Foreign Service has today, only ten per cent of East Pakistanis and of East Pakistanis and 15 percent in Central Government.

He alleged, sheer apathy was also shown to the economy of East Pakistan and as a result the business of jute and tea now faced serious crisis. This happened because of bad planning and complete negligence, he said.

Citing examples, Sheikh Saheb said that today about 20 lakh weavers faced extinction because of deliberate planning. To make East Pakistan a market for West Pakistani clothes, a systematic attack was launched on this industry by imposing various taxes and restrictions which resulted in ruination of the weavers, he said.

He also said that the salt tax had the same effect on a large number of salt producers in East Pakistan. He urged the Government to withdraw the salt tax immediately to save the poor salt producers.

Sheikh Saheb also demanded the withdrawal of inter-wing custom check system. He said if goods were to be sent from East Pakistan, large number of restrictions and checks were imposed, while they were not applicable in the reverse way. He said such restrictions should not exist in the same country.

Dawn
23rd October 1970

Mujib warns against ‘conspiracy’ to foil polls

DACCA, Oct 22: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, late last night warned the people of “a possible conspiracy” and said if the elections were foiled this time, there would not be any general elections in future in the country.

He asked the people to be prepared for relentless struggle and if need they should not consider any sacrifice too great to realise the demands of Bengal.

He declared he would shed the last drop of his blood for the realisation of the rights of Bengal.

Sheikh Mujibur Rahman was addressing his second meeting in his own National Assembly constituency at Lalbagh.

The Awami League Chief reached the venue of the meeting three hours behind schedule. The huge crowd, which began to gather since evening to listen to his speech, cheered as the Sheikh arrived one hour before the midnight it started raining as he started his address to the meeting.

Sheikh Mujibur Rahman said the Awami League was continuing its struggle against those exploiters who had turned the “Bengalese into beggars” during the past 23 years- indeed it was not directed against the people of West Pakistan. He appealed to the people of West Pakistan to rise against the Jagirdars and the landlords, who have been exploiting them since the inception of Pakistan.

ASSURANCE TO W. WING

He assured the “West Pakistani brethren that the Bengalees would participate in their struggle against the exploiters”.

The Awami League Chief said he was determined to achieve provincial autonomy on the basis of the six-point programme of the Awami League. He said he wanted that the people of West Pakistan should live happily, but the wealth which had been “squeezed out of Bengal, must be returned, to Bengal,” he said.

Sheikh Mujibur Rahman told his audience that his party was struggling for justice and welfare of the people. “Insha Allah” they would succeed in their just struggle, he said.

Sheikh Mujibur Rahman underlined the importance of the coming elections and said he was not striving for votes alone, but also struggling for the cause of the people. He said the country

would have a constitution after the elections which, he added, would distribute powers between the Centre and the Provinces.

Referring to the shifting of election date from October to December, Sheikh Mujibur Rahman said it was done to create obstacles for his party. He, however, reminded the voters their responsibility in full participation in the elections and asked them to be present in the polling centres in time and cast their votes in favour of the Awami League candidates who were dedicated to their cause.

JAI-BANGLA

Sheikh Mujibur Rahman called upon the people to carry the message of “Jai-Bangla” to every nook and corner of the country.

He said those who disliked the slogan of ‘Jai-Bangla’ were the people who wanted

“defeat of Bengal.” He said if a Punjabi, Baluchi, Pathan or Indonesian was known as a Punjabi-Muslim, Baluchi-Muslim, Pathan-Muslim or Indonesian-Muslim, what was wrong with the people of Bengal to be known as “Bengalee-Muslim”.

Describing the coming elections as referendum on the Awami League’s six-point programme and the students eleven-point programme, Sheikh Mujibur Rahman quoted statistics to show the extent of economic disparity between the two Wings.

Sheikh Mujibur Rahman said he spent most of the time of his youth in jails for the just cause of the people and made a fervant appeal to the people to cast their votes in favour of his partymen. – APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে অক্টোবর ১৯৭০

২৩ বছরে বাংলার ধন-সম্পদ যতটা লুটপাট হইয়াছে,

২ শত বছরের বৃটিশ শাসনেও তা হয় নাই:

ঠাকুরগাঁয়ের বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

ঠাকুরগাঁও, ২২শে অক্টোবর।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য অপরাহ্নে স্থানীয় হাইস্কুল ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতাকালে অভিযোগ করেন যে, বিগত ২৩ বৎসরে বাংলার ধন-সম্পদ যেভাবে লুটপাট করা হইয়াছে, দুইশত বৎসরের বৃটিশ শাসনেও ততটা করা হয় নাই।

তিনি বলেন যে, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন হইল বাংলার ন্যয্য দাবী আদায়ের শেষ নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম।

তিনি বলেন, তিনি এবং তাঁহার দল ‘মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন’-এর শপথ নিয়েছেন। বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ যাহারা বাংলার ধন-সম্পদ লুটতরাজ এবং আমাদের রক্ত শোষণ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এই প্রসঙ্গে তিনি দেশের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্যের এক করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বলেন, বাঙ্গালীর শরীরে আজ আর রক্ত বলিতে কিছু নাই, আছে শুধু কয়েক টুকরা হাড়। তিনি ভোটদানের সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, আসন্ন নির্বাচনী সংগ্রামে বাঙ্গালী যদি জয় লাভ না করিতে পারে, তাহা হইলে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী দেশের অপর অঞ্চলে বসবাসকারী ২২টি রক্তশোষক পরিবারের গোলামে পরিণত হইয়া পড়িতে পারে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ৭ কোটি বাঙ্গালীর ন্যায্য দাবী-দাওয়া ও অধিকার বানচালের জন্য শোষক ও লুণ্ঠনকারীদের তল্লাবাহক রাজনৈতিক দলগুলি আজ এক জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে। এই রক্ত-শোষক ও লুণ্ঠনকারীরা রাজনৈতিক টাউট ও মীরজাফরদের মাধ্যমে ভোট কেনার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। হর্যোৎফুল্ল বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব এই সব রাজনৈতিক টাউট ও মীরজাফরদের জামানত বাজেয়াফত করার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহাকে খতম করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর মুক্তি নাই।

তথাকথিত প্রগতিবাদীদের অভিযোগের জবাবে

৬-দফায় কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির ব্যবস্থা নাই বলিয়া এক শ্রেণীর তথাকথিত প্রগতিবাদী রাজনৈতিক দল যে অপপ্রচারে লিপ্ত হইয়াছে, তাহার জবাবে শেখ সাহেব বলেন, ৬-দফায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংজ্ঞা নির্ধারিত করা হইয়াছে। ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হইলে বাংলার কৃষক-শ্রমিকের কোন কল্যাণই সাধন সম্ভব নয়। তিনি এই তথাকথিত প্রগতিবাদীদের আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো পড়িয়া দেখার উপদেশ দেন। তাহাতে কৃষক শ্রমিকের মুক্তির সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রহিয়াছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং মিল ও কল-কারখানায় শ্রমিকদের মালিকানা দিতে চায়।

৬-দফা বাঙ্গালী পুঁজিপতি- শ্রেণী সৃষ্টি করিবে বলিয়া যে অপপ্রচার চালান হয় তাহার জবাবে শেখ মুজিব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বাংলার সম্পদ যদি পশ্চিম পাকিস্তানে পুঞ্জীভূত হয় তাহা হইলে বাঙ্গালী কৃষক-শ্রমিক উহা হইতে কি ফায়দা পাইতে পারে? পক্ষান্তরে বাংলার সম্পদ যদি বাঙ্গালীদের হাতে আসে সে ক্ষেত্রে বাঙ্গালী শ্রমিক শ্রেণী তাহা কাড়িয়াও নিতে পারিবে।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের সম্পদ ফিরাইয়া পাইতে চাই। তাই শোষক শ্রেণী এখন বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক টাউটদের অকাতরে টাকা দিতেছে।

শেখ মুজিব বলেন, আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা যদি আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করিতে না পারি, তাহা হইলে সংগ্রামের মাধ্যমেই তাহা আদায় করিয়া লইব। প্রয়োজন হইলে আমরা আবার যে-কোন রকম জেল ও জুলুমকে পরোয়া করিব না। তিনি আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে তাহার দলের মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বিগত ২৩ বৎসরের যে সীমাহীন শোষণ বাংলার জনগণকে অশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলিয়াছে, শেখ সাহেব তাহারই কাহিনী বর্ণনা করেন এবং এই প্রদেশের প্রতি উপেক্ষা ও অবিচারের কথা উল্লেখ করিয়া অভিযোগ করেন যে, বাংলাকে শোষণ করিয়াই পাহাড় ও মরুময় পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধিশালী করা হইয়াছে।

তিনি বলেন, বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, যমুনার উপর সেতু নির্মাণ এবং নারায়ণগঞ্জ ও রূপপুর প্রকল্প প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মোটেই সুবিচার করে নাই। এই সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবের অজুহাত দেখান হইত। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি রাজধানী নির্মাণের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণসহ প্রচুর টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

পূর্বাফে তিনি ঠাকুরগাঁও হইতে ২২ মাইল দূরে পাঁচগাড়ে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন। ঠাকুরগাঁও হইতে পাঁচগাড় গমনের পথে খুশবাজার ময়দান দীঘি এবং ধাক্কা মারা প্রভৃতি স্থানেও তাঁহাকে কয়েকটি পথসভায় বক্তৃতা করিতে হয়। ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর ও পাঁচগাড়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন।

Morning News

24th October 1970

Chance meeting of Mujib Nur Khan

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief and Council Muslim League leader, Air Marshal (retired) Nur Khan chance meeting at Tejgaon Airport here on Thursday when both leaders left on a tour of North Bengal areas, reports APP.

Sheikh Mujibur Rahman and Nur Khan embraced each other and chatted for a few minutes before boarding the same plane that dropped Nur Khan at Ishurdi (Pabna) and, flew to Thakurgaon (Dinajpur) with Awami League chief and the party.

Sheikh Mujibur Rahman and Nur Khan sat close to each other on board PIA Fokker Friendship and chatted for another nearly 25 minutes.

Sheikh Mujibur Rahman had earlier met Nur Khan more than once but yesterday's chance meeting was first after the later resigned the office the West Wing Governor and joined politics.

Nur Khan told Awami League chief that he had earlier planned to meet him and other leaders in East Pakistan and he was happy that there was chance to meet him.

Nur Khan told Sheikh Mujibur Rahman that on his return from North Bengal tour, he would like to meet Awami League chief again if by then later also returned to Dacca winding up his tour of northern area.

Dawn

24th October 1970

Mujib slates exploitation of Bangla Desh

(From Our Staff Correspondent)

THAKURGAON (Dinajpur) Oct 23: Sheikh Mujibur Rahman declared here today that he would be on the sweet instead of remaining in the drawing room failing to realise the rights of Bangla Desh after the next polls. The so-called leaders who were habituated to approach the people for votes only should remember it, he warned.

The Awami League leader on his election campaign flew here early today. The Council Muslim League leader Air Marshal Nur Khan (retired) who also availed the same plane for Ishurdi met the Sheikh at Dacca Airport when they embraced each other. They talked about a few minutes before boarding the plane bound for Thakurgaon by way of Ishurdi. The Sheikh and the former Governor of the West Pakistan were seen chatting till the plane touched down at Ishurdi. Both had a parting handshake while the former Air Force Chief was heard saying to the Sheikh that he would call on him (Sheikh) after he returns from the North Bengal tour.

On arrival at Thakurgaon Airport, Sheikh's entourage was warmly welcomed by a big crowd. Then the Sheikh drove to Panchagarh- 25 miles from here- to address a public meeting. On the way he addressed half a dozen receptions, meetings along the route.

Lashing at the self-styled leaders whom he dubbed as the bunch of people belonged to different parties in public while they

were the same hirelings of the vested interest to oppose the restoration of rights of Bengal. For that matter these "Munafiks" were approaching the people for votes he alleged. He urged upon the people to vote in favour of the Awami League candidates to inflict a crushing defeat to these "agents".

Giving out a vivid picture of the state of condition that has obtained in all spheres of life in Bengal, the Sheikh called it a pathetic one. He alleged that it was due to unchallenged exploitation of this Wing of the country during last 23 years by the vested interests from West Pakistan. He lamented that even 200 years rule by the colonial English could not exploit the people to such an extent.

Referring to critics of Six Point programme, he stated that it was a constitutional programme while it was not his party's manifesto. Replying to critics of Six Point formula which according to them did not contain programme for changing the conditions of workers and the peasantry, the Sheikh said that AL manifesto was enough to answer them.

He raised the question of his becoming spokesman of people of Bengal only because of the fact that the people of Bengal had been defeated during the last 23 years when none from here protested, the Awami League chief refuted his critics.

He regretted that his political opponents were now hurling abuses instead of presenting any positive analysis to the people as against his programmes and statements. They were raising the bogey of Islam being in danger after the voice of Bengal's genuine rights were raised by "me" he further said.

When Muslim in Turkey could be called Turkish Muslims, Muslims in Iran, Indonesia and other countries could be called Muslims fater the names of their homelands; what reason on the earth was there that the Bengalis could not be Bengalis and Muslims as well Sheikh Mujibur Rahman asked.

Earlier, the Sheikh addressing the public meeting at Panchagarh- the farthest north part of East Pakistan and an area with relative population of Santhal, Kamr and Polia tribes- said that the candidates who had come to seek votes in the name of Islam the PDP and on the other excuses should not forget that while he along with his party workers were rotting in jails for demanding right of vote for the people which was usurped away by Ayub-Monem they were busy in doing business.

He called upon the people to be careful in exercising their voting right, he said that this was the “last battle” for realising the rights of people of Bengal which should be fought in the way that the “Mir Jafars” were routed.

“PPI” adds: He reiterated that his struggle of “do or die” was directed against those looters and exploiters who had been “sucking our blood” for the last 23 years.

In this context, he cited the glaring disparities between two Wings of the country and observed that every drop of blood of the Bengalis was sucked off only their bones were left out.

“Unless you win the fight with overwhelming majority on Dec 7 your future generations would become slaves of the 22 blood sucking families staving in West Pakistan”, he remarked.

He alleged that when the question of implementation of any project in Bangla Desh came up the usual reply was shortage of fund but in the case of implementing projects in other Wing funds never stood in the way.

আজাদ

২৫শে অক্টোবর ১৯৭০

নির্বাচনে না হইলে আন্দোলনে—

ঠাকুরগাঁও, ২২ শে অক্টোবর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ জনগণকে আন্দোলনের সময় তাঁহার সঙ্গে থাকার জন্য প্রতিশ্রুতিদানের আহ্বান জানান এবং বলেন যে, বাঙ্গালীদের অধিকার নির্বাচনের মাধ্যমে না হইলে গণআন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করা হইবে।

এখানে এক জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিব আসন্ন নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া জনগণকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, ভোটের মাধ্যমে যদি বাঙ্গালীদের অধিকার আদায় সম্ভব না হয় তাহা হইলে গণআন্দোলন শুরু করিব।

তিনি বলেন যে, বাঙ্গালীরা দীর্ঘদিন যাবৎ শোষিত হইয়াছে, তাই তিনি বাঙ্গালীদের দাবী- দাওয়া নিয়া চিৎকার করেন। দীর্ঘকালের বঞ্ছনার পর বাঙ্গালীরা আজ ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান তুলিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, জনগণ যদি তাহার দলকে ভোট দান করে তাহা হইলে বাঙ্গালীদের অধিকার কিভাবে আদায় করিতে হয় তাহা তিনি দেখাইবেন। -এপিপি

৫৩৫

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে অক্টোবর ১৯৭০

আসন্ন নির্বাচনে বাঙ্গালীরা শোষকদের নির্মূল করিবেই:

সৈয়দপুরের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

সৈয়দপুর (রংপুর) ২৩শে অক্টোবর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এখানে এক বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা আর যাহাতে শোষিত না হয়, তজ্জন্যই বাংলা দেশের জনসাধারণ যে-কোন মূল্যে ছয়-দফা আদায়ে বদ্ধপরিকর। স্থানীয় বাংলা হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় তিনি বক্তৃগষ্ঠীর কণ্ঠে আরও ঘোষণা করেন, ছয়-দফা আদায়ের জন্য আমি প্রয়োজনবোধে মৃত্যুবরণও দ্বিধা করিব না। অস্ত্র ও গোলাগুলির ভীতি প্রদর্শন করিয়া সাত কোটি বাঙ্গালীর এই জীবন-রক্ষাকারী দাবী-দাওয়া আর স্তব্ধ করা চলিবে না।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ইনশাআল্লাহ, আসন্ন নির্বাচনে বাঙ্গালীরা বাংলা দেশের মাটি হইতে শোষকদের নির্মূল করিবেই।

Pakistan Observer

25th October 1970

Sk. Mujib says:

Don't vote for Ayub's agents

DOMAR, (Rangpur), Oct. 24: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman said here yesterday that the persons who had sacrificed the interests of Bengal at the altar of Ayub Khan and acted against the cause of the Bengalees had no claim to be favoured with votes, reports APP.

Addressing a public meeting here (a constituency wherefrom Awami League nominee, Mr. Abdur Rouf, a student leader of last mass upsurge is contesting for a National Assembly seat), Sheikh Mujibur Rahman said that those who had acted as agents of Ayub Khan and sided with him in denying rights of franchise to the people should not be elected to do more harm to the people. How those agents could claim for votes which was secured through struggle launched by his party and the people? he asked. The Sheikh reminded the people that they would have to fight if the rights of Bangalees were not achieved through the elections.

৫৩৬

Morning News
25th October 1970

Six points will never destroy Pakistan: Mujib

SAIDPUR (Rangpur), Oct. 24 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, has said that his party's Six-Point Programme would never destroy Pakistan or Islam but it would only destroy exploiters.

Sheikh Mujibur Rahman addressing a large public meeting at Bangla High School ground here yesterday said that one of the demands in six points was restriction on the flight of capital from Bengal which had frightened the exploiting people of the province. Awami League chief complained that Bengal had been made market for West Wing product for which old industries of the province had been destroyed. In this connection he referred to the province's textile, sugar and salt industries and its continued dependence on West Wing import.

Sk. Mujibur Rahman said that his fight was to realise rights of Bengalees adding that by Bengalees he meant Bengali Muslim, Bengali Hindus and Bengali refugees. He complained that successive Central Governments has also deprived refugees of Bengal of their due share in funds collected through refugee tax. He said only 15 per cent of Refugee Fund money was used for refugees in East Pakistan while remaining 85 per cent was spent in West Wing. Sheikh Mujibur Rahman said that West Pakistanis were not to be blamed for Bengal's exploitation for which "Mir Jaffars" of Bengal were more responsible. He said that he wanted those political parasites to be routed in the coming election for which he asked people to vote for his candidate. He said if he could secure substantial majority in the election he would show how Bengal's rights could be realised and exploitation stopped, but he said if rights would not be secured through election his party would launch mass movement for which he wanted people to be with him.

The Awami League chief censored Ayub regime for the exploitation of Bengal and depriving Bengalees for their right. He said Ayub Khan after serving British claimed to be patriot, while those who fought for Pakistan were branded traitors.

He said that his struggle was against 22 families and exploiters from West Pakistan but he had nothing against poor people of West Wing. He said that he and his party would always support them in their fight against zamindar, jagirdar and sarmavadar.

ROUSING RECEPTION

Earlier, on arrival at Saidpur from Dinajpur by car Sheikh Mujibur Rahman was given a rousing reception. Large crowd hailed him with slogans of Sk. Mujibur Rahman Zindabad, Jai Bangla and Jaago Jaago Bangali Jaago. On way here Sk. Mujibur Rahman told a way-side meeting at Alokja that those who did not like victory of Bengal and dislike slogan of Jai Bangla should migrate to West Pakistan. He said that for the last 23 years Bengalees had suffered a lot but they were this time determined to achieve victory either through election or through struggles.

DOMAR

Another report says: Domar (Rangpur) : The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, said here yesterday that the persons, who had sacrificed the interests of Bengal at the alter of Ayub Khan and acted against the cause of the Bengalees had no claim to be favoured with votes.

Addressing a public meeting (a constituency here where from the Awami League Nominee. Mr. Nabdur Rouf, a student leader of last mass upsurge is contesting for a National Assembly seat), Sheikh Mujibur Rahman said that those who had acted as agents of Ayub Khan and sided with him in denying the rights of franchise to the people should not be elected to do more harms to the people. How those agents could claim for votes which were secured through struggle launched by his party and the people. The Sheikh reminded the people that they would have to fight if the rights of Bengalees were not achieved through elections.

NILPHAMARI

Addressing a big public meeting at Nilphamari, the same day Sheikh Mujibur Rahman the Awami League chief, said that Bengalees were determined to achieve victory and did not like that victory should migrate to West Wing.

He said Bengalees had for long suffered defeats and they would no longer accept any more defeat, and this time they were determined to achieve victory. He said that there was nothing wrong or un-Islamic in his party's slogan of "Joy Bangla" which meant victory for Bengal. Only those who did not want Bengal's victory would dislike slogan of "Joy Bangla", he said, adding that when he said Jai Bangla. He would also say Jai Punjab, Jai Sindh, Jai Pakistan, as well. He was confident that the slogan of Jai Bangla would in near future spread to every nook and corner of Bengal.

The Six-Point Programme, he said, sought to ensure political and economic autonomy for the people of Bengal and end exploitation. He was critical of those who in the name of Islam wanted to wreck Bengalee's efforts to restore their rights through the Six-point Programme, and those who termed it as un-Islamic. Sheikh Mujibur Rahman censured the Ayub Regime for exploitation of Bengalees and repression on those including himself who protested against such exploitation.

He said that Bengalees would prove through coming elections that they wanted to secure their rights by implementing the Six-point Programme, the main theme of which was that Bengalees must be master of their own land and their own resources. The Awami League chief in his campaign for party candidates in coming election said that the Awami League election alliance or United Front with Wali group National Awami Party, was not possible, because of difference in principle. He said that alliance was not possible as NAP chief Wali Khan did not support either Awami League's Six- point Programme or Students' Eleven-point Programme.

Dawn

25th October 1970

6 points to give justice to E. Wing: Mujib
Support urged for those who fought for franchise right
(From Our Staff Correspondent)

NILPHAMARI (Rangpur), Oct 24: Sheikh Mujibur Rahman said here today that it was the Bengal under Suhrawardy which had supported the demand for Pakistan. On the contrary the Punjab of Khizar Hayat Tiwana, the Frontier with Qayyum Khan and Sind acted other way, he added.

Sheikh Mujib said it was shocking to learn today that Bengalis were "hostile" to the country. Whereas during the last 23 years resources of this part of the country had been exploited to that extent as to have rendered the people of Bengal to the brink of "economic extinction" he said. That was not the hope and aspiration of the Bengalis at the time of struggle for independence, he further said.

Depicting the picture of today's Bengal, he referred to the plight of weavers, jute growers, cane-growers, and the people of other walks of life who, according to him, have reached the point of "starvation". Heavy taxation on the people has caused them to lead a life of agony and misery, went on the Awami leaders.

And that was why the six-point formula was placed before the Ayub Government with the hope that justice would be done to the people of East Pakistan, The reward came in the way of imprisonment, repression and the so-called Agartala Conspiracy Case to throttle "my voice" forever, Sheikh Mujib stated. "The brunt of all these sufferings caused by Ayub and Monem were borne by me. They thought if I could be stifled then none else from Bengal would raise a finger against the exploitation of Bengal", said the Sheikh,

"But no big stick method in the pages of history has been ever successful in suppressing the genuine right of a people, he went on." "The English could still rule us if this was possible," he observed.

Now when the right of franchise has been achieved by the people after shedding lot of blood, the proteges of the exploiters had appeared on the scene wooing the people for votes to accumulate wealth as they did in the past, warned the Sheikh.

আজাদ

২৬শে অক্টোবর ১৯৭০

বন্যাদুর্গতদের সাহায্য:
শেখ মুজিবের আবেদন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল রবিবার এক বিবৃতিতে গত শুক্রবারের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে সরকার সঠিক সংবাদ প্রদান করিতে সক্ষম না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে এখনও প্রয়োজনীয় সাহায্যদ্রব্য না পৌঁছায় অগণিত মানুষ অসহায় অবস্থায় রহিয়াছে। তিনি অবিলম্বে জরুরী ভিত্তিতে দুর্গত এলাকায় সরকারী রিলিফের ব্যবস্থা, পুনর্বাসন ও গৃহনির্মাণ ঋণদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

তিনি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আজ শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

শেখ মুজিবের প্রেস সেক্রেটারী এক এশতেহারে জানাইয়াছেন যে, ঘূর্ণিঝড়ের জন্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব উত্তরবঙ্গ সফরসূচী বাতিল করিয়া আজ সোমবার ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬শে অক্টোবর ১৯৭০
মোনেমের বিচার করিব: শেখ মুজিব
(ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

নওগাঁ (রাজশাহী), ২৫ শে অক্টোবর- বিগত ২৩ বৎসরের কুশাসন-শোষণ ও বঞ্চনার পটভূমিতে এদেশের বারো কোটি মানুষ কোন পথে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, আগামী নির্বাচনে তাহাই প্রমাণিত হইবে আর সে পথনির্দেশ দিতে হইবে এই বাংলারই আপামর জনসাধারণকে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর উপর সুস্পষ্ট রায় দিয়া। গতরাত্রে এখানকার এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তুমুল করতালির মধ্যে এই ঘোষণা করেন। প্রতিপক্ষের সমালোচকদের জবাবে তিনি বলেন, তাঁহার দল আইনগত কাঠামো আদেশের প্রশংসা করে নাই, নিন্দাই করিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনগণের রায়কেই আওয়ামী লীগ শেষ কথা বলিয়া মনে করে এবং এই কারণেই নিজ দলের ৬-দফা ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর জনমত যাচাইর গণভোট বিবেচনা করিয়া আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

‘মোনেম খাঁর বিচার করা হইবে’

জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে ক্ষমতা দখল করিয়া বাঙ্গালীদের অধিকার-বঞ্চিত করার কারণে আওয়ামী লীগ প্রধান সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কঠোর সমালোচনা করেন এবং তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, দেশে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে সাবেক গবর্নর মোনেম খাঁর যাবতীয় কুর্কীর্তির বিচার করা হইবে। তিনি বলেন, আইয়ুব-মোনেমের ‘রাজতুকালে’ গণ-আন্দোলন দাবাইবার নামে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার তদন্ত করা হইবে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য মৃতব্যক্তিদের লাশ কবর খুঁড়িয়া তুলিয়া হইলেও ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬শে অক্টোবর ১৯৭০
ঘূর্ণিঝড়ের খবরে শেখ মুজিবের উদ্বেগ:
উত্তরবঙ্গ সফরের অবশিষ্ট কর্মসূচী বাতিল করিয়া অদ্য ঢাকা প্রত্যাবর্তন
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

নওগাঁ (রাজশাহী), ২৫শে অক্টোবর।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঢাকাসহ প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাসমূহের উপর দিয়া প্রবাহিত সাম্প্রতিক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

নওগাঁ হইতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি ঘূর্ণিঝড়গত জনগণকে সর্বকম সাহায্য দানের জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আবেদন জানান। সরকারের প্রতিও তিনি ভাগ্যহত জনগণকে পর্যাপ্ত খাদ্য, ঔষধ ও গৃহনির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করার আহ্বান জানিয়েছেন।

নির্বাচনী প্রচারাভিযান উপলক্ষে বর্তমানে প্রদেশের উত্তরাঞ্চল সফররত আওয়ামী লীগ প্রধান ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদে তাঁহার সফরের শেষ ৩ দিনের কর্মসূচী বাতিল করিয়া ২৬ শে অক্টোবর (সোমবার) ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হইতেছেন।

শেখ সাহেব ঢাকা পৌঁছার পর ঘূর্ণিঝড়গত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনে বহির্গত হইবেন।

পূর্বদেশ
২৬শে অক্টোবর ১৯৭০
আওয়ামী লীগ কাঠামো আদেশের নিন্দা করেছে: শেখ মুজিব
(স্টাফ রিপোর্টার)

নওগাঁ (রাজশাহী), ২৫ শে অক্টোবর (এপিপি)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতরাতে এখানে বলেন যে, তিনি এবং তাঁর দল আইনগত কাঠামো আদেশের নিন্দা করেছেন এবং একই সময় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন।

তিনি বলেন যে, তাঁর দল এ নির্বাচনকে ছ’দফা ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর গণভোট হিসাবে গ্রহণ করেছে।

তিনি এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

আওয়ামী লীগ আইনগত কাঠামো আদেশের সমালোচনা করেনি বলে যে সমস্ত দল ও নেতা অভিযোগ করেছেন, শেখ মুজিব তাঁদের সমালোচনা করে বলেন যে, তাঁরা কেন কাঠামো আদেশ মেনে নিয়ে নির্বাচন করছেন? তাঁরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি কেন?

শেখ সাহেব বলেন যে, এতোদিন বাঙ্গালীদের অধিকার বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে তাঁরা তাঁদের অধিকার আদায় করে নেবেই। যদি নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার আদায় করে নেবে।

তিনি জনগণকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। সংগ্রামের সময় জনতার পুরোভাগে থাকবেন বলে তিনি জনসাধারণকে আশ্বাস দেন।

শেখ মুজিব বাঙ্গালীদের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী ‘গাদ্দারদের’ চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ‘মিরজাফরদের’কে বেশী দায়ী করেন। এর-জন্য তিনি সাবেক গবর্নর মোনায়েম খানকে দায়ী করে বলেন যে, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মোনায়েম খানের বিচার করা হবে। আইয়ুব- মোনায়েমের আমলে গণঅভ্যুত্থানের সময় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডেরও তদন্ত করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, বাংলা দেশ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের ক্রয় করে বাঙ্গালী ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য এখন থেকেই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এবারকার নির্বাচনে ষড়যন্ত্রকারীদের নস্যাত্ন করে দেয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব ঢাকা ফিরছেন

নওগাঁ (রাজশাহী), ২৫শে অক্টোবর (এপিপি)।-প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোর উপর দিয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার দরুন যে অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব তাঁর উত্তরবঙ্গের সফরসূচী সংক্ষিপ্ত করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিব সপ্তাহব্যাপী নির্বাচনী সফরোপলক্ষ্য গত বৃহস্পতিবার উত্তর বঙ্গে যাত্রা করেন। সফরসূচী অনুযায়ী ২৯শে অক্টোবর শেখ সাহেবের ঢাকা ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের দরুন তিনি তাঁর রাজশাহী জেলার অবশিষ্ট সফরসূচী বাতিল করে দিয়ে ঢাকা ফিরে আসছেন।

শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন যে, ঢাকা এসে তিনি সাহায্য দ্রব্য সংগ্রহ করে বাত্যাধিক্ত এলাকা সফর করবেন।

শেখ মুজিব ঘূর্ণি বিধ্বস্ত এলাকায় দ্রুত পর্যাপ্ত সাহায্য দ্রব্য প্রেরণ করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। তিনি বাত্যাধিক্ত এলাকার জনসাধারণ ঘরবাড়ী নির্মাণ ও হালের গরু কেনার জন্য সরকারের প্রতি ঋণ মঞ্জুর করার আবেদন জানান।

শেখ সাহেব বাত্যাধিক্ত জনসাধারণকে উদারভাবে সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান। তিনি দলীয় সদস্যদের প্রতিও বাত্যাধিক্তদের সকল প্রকার সাহায্য করার আহ্বান জানান।

Morning News

26th October 1970

Polls a referendum on autonomy : Mujib

NAOGAON, Oct. 25 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, said here last night that he and his party had

condemned Legal Frame work Order but at the same time decided to participate in elections as they considered elections a referendum on regional autonomy on basis of the Six-Point Programme.

Sheikh Mujibur Rahman addressing a public meeting here criticised those political parties and leaders who alleged that Awami League had not criticised LFO and asked them why they had now decided to take part in elections.

The Awami League chief told the meeting that Bengalees who had long been denied their rights must show in coming elections that this time they were determined to restore their rights either through elections or through struggle. He asked people to get prepared for struggle if their rights could not be achieved through elections and assured them that he would be in forefront of any such movement.

The Awami League chief criticised former President Ayub Khan for taking over power without people's consent and depriving Bengalees of their rights. He dwelt at considerable length on inter-wing disparity and held 'Mirzafars of Bengal' more responsible than any West Pakistani for miseries of the province. In this connection he made pointed reference to former Governor Abdul Moenm Khan and said that if people's rule was established, Monem would be tried. He said that they would probe into killings that had taken place in mass movement during Ayub-Monem regime and exhume bodies of those now dead.

Sheikh Mujib amidst loud clappings said that that if he had substantial majority in coming elections he would show rights of Bengal were restored. He said none could anymore deprive Bengalees of their rights unless 'Mirzafars of Bengal' betrayed. He said that conspiracy was being hatched to purchase Bengalee members of the assembly to weaken Bengal's unity when unity was needed for the struggle to establish our rights.

EXPLOITATION

PPI adds: Sheikh Mujib said that his politics was to bring an end to the exploitation which had ruined the economy of Bangladesh.

He said that the forthcoming elections were the last chance of realising the legitimate rights through constitutional way.

He called upon the people to take a fresh vow either to achieve the Six-Point formula or to die. There was no other alternative, he added.

He said that legitimate demands must be realised through continued struggle and remarked that nothing could be achieved through begging. Explaining the six-point formula of his party he

said that it had nothing against the people of any other region. It was group of politicians who were opposing it because it was designed to eliminate vested interests.

Similarly they had raised the slogans of Pakistan and Islam in danger over the question of Bengali being adopted as a national language. They had come out with a similar bogery when the united front had emerged.

He told the cheering crowd that in a country like Pakistan where 90 per cent of the population was Muslim, the slogan of Islam in danger was merely a hoax. The future constitution must be on the 11-point formula, he added. He said that his politics was not merely for the sake of going to power but it was to establish people's rule in the country.

The Sheikh in his half-an-hour speech said that the Bengalees would no more live a life of second live class citizens. Either they would live as free citizen or would die in the struggle.

He asked the people to rally round AL to finish the political touts and Mirzafars on December 7 so that they might not get any chance to betray the cause of the Bengalees anymore. If you can do it there is no power on earth which can check in getting your demands realised this time, he added.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে অক্টোবর ১৯৭০

আগামীকাল শেখ মুজিবের বেতার ভাষণ

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল (বুধবার) সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে দেশবাসীর উদ্দেশে বেতার ভাষণ দিবেন।

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে জনগণের নিকট দলীয় কর্মসূচী পেশের সুযোগ দানের জন্যই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের এই বেতার ভাষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রথমবারের মত প্রচলিত এই প্রথায় শেখ মুজিবই সর্বপ্রথম ভাষণ দান করিবেন।

সংবাদ

২৭শে অক্টোবর ১৯৭০

আহমদুল কবীরের বিবৃতি: শেখ মুজিবের অসত্য উক্তির প্রতিবাদ (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সম্প্রতি কালীগঞ্জের এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির

সদস্য ও কাপাসিয়া-কালীগঞ্জ থানায় জাতীয় পরিষদ আসনে ন্যাপ মনোনীত প্রার্থী জনাব আহমদুল কবীর সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করিয়াছেন, জনাব কবীর (গতকাল সোমবার) এক বিবৃতিতে উহার জবাব প্রদান করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান রাজনৈতিক বক্তব্যের ভিত্তিতেই নির্বাচনী অভিযান চালাইবেন এবং কুৎসা রটনায় লিপ্ত হইবেন না।

জনাব কবীরের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

‘গত সপ্তাহে আমি ঢাকায় ছিলাম না। ঢাকায় আসিয়া দেখিতে পাইলাম যে, শেখ মুজিবুর রহমান কালীগঞ্জ অর্থাৎ আমি যেখান হইতে তাঁহার দলীয় সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছি সেখানে এক জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি আমার বিরুদ্ধে কতিপয় ব্যক্তিগত আক্রমণ চালাইয়াছেন যাহার দরুন এই বিবৃতি দিতে হইতেছে।’

“তিনি (শেখ) বলিয়াছেন যে, আমি ১৯৬৪ সনে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়া অবাক হই যে, একটি রাজনৈতিক দলের নেতা কীভাবে এত নীচে নামিয়া এই ধরনের একটি ভ্রান্ত বক্তব্য প্রদান করিলেন। ইহা প্রত্যেকেই জানে সে, যে মামলাটির কথা বলা হইয়াছে, উহা কোনদিন শুনানীর জন্য আদালতে উপস্থাপন করা হয় নাই এবং আদালতও কোন সাক্ষী তলব করেন নাই। মামলাটি সরকারই প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আমার পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁহার যে মন্তব্য উহা অবাঞ্ছিত ও দুর্ভাগ্যজনক। যদি উহাই একটি নির্বাচনী ‘ইস্যু’ হইয়া থাকে তাহা হইলে শেখ সাহেবেরই বা অবস্থা কী দাঁড়ায়? আমি আশা করি যে, আওয়ামী লীগ প্রধান রাজনৈতিক বক্তব্যের ভিত্তিতেই তাঁহার নির্বাচনী অভিযান সীমাবদ্ধ রাখিবেন এবং কাদা ছুড়াছুড়ি ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হইবেন না।”

সংবাদ

২৭শে অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের সমবেদনা (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান গত রবিবার এক বিবৃতিতে ঘৃণিঝড়ে হতাহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

তিনি জরুরী ভিত্তিতে রিলিফ ও অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি অভিযোগ করেন যে, দুর্গত এলাকায় এখনও সাহায্যদ্রব্য পৌঁছায় নাই। তিনি দলীয় কর্মীদের প্রতি মানবতার সেবায় আগাইয়া আসার আহ্বান জানান।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, শেখ মুজিব তাঁহার উত্তরবঙ্গের পরবর্তী সফরসূচী বাতিল করিয়া ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় যাইতেছেন।

Pakistan Observer

27th October 1970

Mujib calls for relief work on emergency basis

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman has called upon the Government to undertake relief operation in the hurricane affected areas of the province on emergency basis, reports PPI.

The Awami League leader who is currently on electioneering tour of the North Bengal areas has expressed his deep sympathy for those who suffered the brunt of the calamity.

In a Press statement issued from North Bengal, Sheikh Mujibur Rahman deplored Government's inability to collect exact picture of hurricane-devastation in the province even after three days of the fateful day.

He urged the Government send adequate relief in the form of house-building materials, house-building loan, medicine, food-grains and other daily necessities to the affected people on emergency basis.

Asking his party workers to spread themselves in the affected areas to help the victims overcome the difficulties created by the calamity, Sheikh Mujib appealed to the business community not to raise the prices of daily essentials.

Sheikh Mujibur Rahman said that immediately after the devastating floods of the season, different coastal areas of the province had been mauled by a devastating hurricane accompanied by tidal waves. Thousands of people have been rendered destitute by the calamity. He said, the sufferings of affected people have been aggravated as relief materials have not yet reached them.

Expressing condolences to the families of those killed in the hurricane, Sheikh Mujib prayed for the salvation of the departed souls.

Due in city today

Another report says: Sheikh Mujibur Rahman is returning Dacca today (Monday) evening after cancelling the rest of his North Bengal programme.

A party Press release in Dacca on Sunday night said that the cancellation of Sheikh Mujib's North Bengal programme followed the news of hurricane devastation in the coastal districts of the provinces.

Immediately on return, he will embark on a tour of hurricane affected areas, the press release said.

Pakistan Observer

27th October 1970

Sk. Mujib says:

AL considers election as referendum

NAOGAON (Rajshahi), Oct. 25: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief said here last night that he and his party had condemned Legal Framework Order but at the same time decided to participate in elections as they considered elections a referendum on regional autonomy on the basis of Six-Point programme, reports APP.

Sheikh Mujibur Rahman addressing a public meeting here criticised those political parties and leaders who alleged that Awami League had not criticised LFO and asked them why they had now decided to take part in elections.

The Awami League chief told the meeting that Bengalees who had long been denied their right must show in the coming election that this time they were determined to restore their rights either through election or through struggle. He asked the people to get prepared for struggle if their rights could not be achieved through election and assured them that he would in forefront of any such movement.

The Awami League chief criticised former President Ayub Khan for taking over power without people's consent and depriving Bengalees of rights. He dwelt at considerable length on inter-wing disparity and held "mirzars of Bengal" more responsible than any West Pakistani for the miseries of the province. In this connection he made pointed reference to former Governor Abdul Monem Khan and said that if people's rule was established, Monem would be tried. He said that they would probe into killings that had taken place in mass movement during Ayub-Monem regime and exhume bodies of those now dead.

Sheikh Mujib amidst loud clippings said that if he had substantial majority in coming elections he would show how rights of Bengal were restored. He said none could any more deprive Bengalees of their right unless "mirzafars of Bengal" betrayed. He said that conspiracy was being hatched to purchase Bengalee members of Assembly to weaken Bengal's unity when unity was needed for the struggle to establish our rights.

Morning News
27th October 1970
Appeal to Mujib not to indulge in mudslinging
(By Crime Reporter)

Mr. Ahmedul Kabir, a leader of NAP (requisitionists) who is contesting National Assembly election against East Pakistan Awami League General Secretary Mr. Tajuddin Ahmed from Kapasia-Kaliganj constituency in a rejoinder to Sheikh Mujibur Rahman appealed to him to keep his election campaign on political plane not to indulge in mudslinging, lies and slanders.

Mr. Kabir was referring to a speech of the Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman last week in his constituency in which he had made personal criticism against him (Ahmedul Kabir).

Referring to Sheikh's criticism about his family and personal properties, Mr. Kabir called it unwarranted and unfortunate. He said if this become the election issue "where does Sheikh himself stand?"

আজাদ

২৮শে অক্টোবর ১৯৭০

নাটোরে শেখ মুজিব:

৬ দফার গুরুত্ব ব্যাখ্যা

নাটোর (রাজশাহী), ২৭ শে অক্টোবর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জনসাধারণের প্রতি তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী সমর্থন করার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, ৬-দফা শুধু বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনেরই নিশ্চয়তা বিধান করিবে না, ইহার ফলে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি পাচারও বন্ধ হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান গতকল্য এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ৬-দফা কর্মসূচী ও যে পরিস্থিতিতে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁহাকে এই ৬-দফার জন্য অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকী দান করেন। ইহাছাড়া শুধুমাত্র বাংলার স্বার্থকে বিকাইয়া দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়।

তিনি আরও বলেন যে, বাংলার স্বার্থকে বিসর্জনদানে সম্মত হইলে তিনি বহু পূর্বেই উজিরে আজম, গবর্ণর অথবা উজির বলিতে পারিতেন। কিন্তু

জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়া উজিরে আজম হাওয়া অপেক্ষা জেলেই মৃত্যুবরণ করাকে তিনি সহস্র গুণে শ্রেয় মনে করেন বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন।

আগরতলা ষরযন্ত্র মামলা হইতে মুক্তিলাভ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণ তাহাকে রক্ত দিয়া মুক্ত করিয়া আনিয়াছে। তিনি তাহাদের নিকট ঋণী। এই রক্তের ঋণ যাহাতে পরিশোধ করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি সকলের নিকট দোয়া কামনা করেন।

তিনি ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালিগণ বহুকাল দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, তাহারা আর পরাজয়বরণ বা লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হইতে প্রস্তুত নহে।

“জয় বাংলা” শ্লোগান সমর্থন করিয়া তিনি বলেন, বাংলা দেশের আর কোনরূপ পরাজয় আমি দেখিতে চাহি না কাজেই ‘জয় বাংলাই’ আমাদের বলিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা দেশ নামকরণের পক্ষে মুক্তিদান প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, পাঞ্জাবকে পাঞ্জাব বলা হইলে এবং সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ স্ব স্ব নামে পরিচিত হইলে বাংলা দেশকে বাংলা দেশ বলা যাইবে না কেন। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে অক্টোবর ১৯৭০

আজ মুজিবের বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে জনগণের নিকট দলীয় কর্মসূচী পেশের সুযোগদানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের বেতার ভাষণ ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে- তদনুযায়ী আজ (বুধবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বেতার ভাষণ ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারিত হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে রেডিও পাকিস্তানের জাতীয় অনুষ্ঠানে দেশবাসীর উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলায় ও পশ্চিম পাকিস্তানে ইংরেজীতে বেতার ভাষণ দান করিবেন।

আজ রাত্রি সাড়ে ৭টায় পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিসের ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে ‘দলীয় রাজনৈতিক অনুষ্ঠান’ পর্যায়ে শেখ মুজিবর রহমানের অনুষ্ঠান প্রচারিত হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে অক্টোবর ১৯৭০

উত্তর বাংলায় ঝটিকা সফর শেষে

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা এবং বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পাঁচদিনব্যাপী এক ঝটিকা সফর শেষে গত সোমবার গভীর রাতে মোটরযোগে নাটোর হইতে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, আগামী ২৯শে অক্টোবর শেখ সাহেবের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল। কিন্তু ঢাকাসহ প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলা সমূহে ‘হারিকেন’ নামীয় সর্বনাশা ঘূর্ণিবাত্যের প্রচণ্ডতম আঘাতে বিপর্যস্ত হওয়ার সংবাদে তাহার সফরসূচী সংক্ষিপ্ত এবং অবশিষ্ট সফরসূচী বাতিল করেন।

এই সফর কালে শেখ সাহেব রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া এবং পাবনা জেলার জাতীয় পরিষদের মোট ১৫টি এলাকায় জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, সৈয়দপুর, নিলফামারী, ডোমার, পার্বতীপুর, সান্তাহার, নওগাঁ, মান্দা, মহাদেবপুর, পত্নীতলা, আত্রাই, নাটোর, গুরুদাসপুর প্রভৃতি স্থানে নির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতা দান করেন। ইহাছাড়া এই পাঁচটি জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিনি প্রায় ৪০টিরও অধিক পথিপার্শ্বস্থ অনির্ধারিত জনসভায় ভাষণদান করেন। সফরের বিভিন্ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতা মেসার্স কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রউফ, সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব আজিজুর রহমান সরকার, রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের জনাব মতিউর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ প্রধানের সহিত ছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমানের সফর উপলক্ষে উত্তর বাংলার পল্লীর জনজীবনে এক অভূতপূর্ব জাগরণের সঞ্চার হয়। প্রতিটি স্থানে হাজার হাজার জনতা তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং কোন কোন স্থানে তাহাকে এক নজর দেখার জন্য হাজার হাজার নারী-পুরুষকে সকাল হইতে সন্ধ্যা এমনকি রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানে নৌকার প্রতিকৃতি দিয়া তোরণ নির্মাণ করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে অক্টোবর ১৯৭০

তেইশ বছরের অবিরাম ষড়যন্ত্রে বাঙ্গালী আজ বঞ্চিত: শেখ মুজিব

(বিশেষ প্রতিনিধির তার)

নওগাঁ (রাজশাহী), ২৫ শে অক্টোবর।— আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে যে, বাঙ্গালী ও বাংলা দেশের বিজয়ে যাহারা সুখী হইতে পারেন না, তাঁহারা ই বাংলা দেশের আসল দুশমন। শেখ মুজিব পবিত্র কোরানের একটি অংশের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। তিনি বলেন, “বাংলা দেশের প্রতি ভালবাসা এবং বাঙ্গালীর প্রতি অনুরাগ থাকিলে তাহারা আমার দেশ তোমার দেশ—“বাংলা দেশ” এবং জয় বাংলা শ্লোগানের প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না।” তিনি বিশেষভাবে পিডিপি এবং জামাতে ইসলামীর নাম উল্লেখপূর্বক ঐ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন নেতা এবং রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, বাংলার বৃকে ভূমিষ্ঠ এবং লালিত-পালিত ঐসব নেতা ও কর্মী শুধু নিজেদের অর্থদাতা প্রভুদের তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলা দেশের বিরোধী ভূমিকা পালন এবং বাঙ্গালীদের দাবী নস্যাত্ত করিতেছে। তাঁহারা শুধুমাত্র গদি দখলের উদ্দেশ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের সহিত অশুভ আঁতাত করিতেছে। বিগত ২৩ বৎসরে অবিরাম ষড়যন্ত্রের ফলে বাঙ্গালীরা ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা লইয়া স্বার্থবাদীদের অনুকূলে ভোট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে পুনরায় মাঠে নামিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবর রহমান নওগাঁ হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে পত্নীতলায় এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতেছিলেন। বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায় এবং সকল বয়সের অগণিত লোক বহু দূর-দূরান্ত এলাকা হইতে গরু ও মহিষের শকটযোগে সভাস্থলে আগমন করে এবং প্রথর সূর্য কিরণে দাঁড়াইয়া ও অসীম ধৈর্যের সহিত শেখ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করে।

তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঙ্গালীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের ঐসব স্থানীয় এজেন্টদের চিনিয়া রাখিবার উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে উল্লেখ করেন যে, “বাংলা দেশ, বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং উহার আশা-আকাংক্ষার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইতে না পারিলে তাহাদের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে হিজরত করা উচিত”। তিনি আরও বলেন যে, সিদ্ধিরা “জিয়ে সিদ্ধ” শ্লোগান দিলে এবং পাঞ্জাবীরা “জয় পাঞ্জাব” শ্লোগান দিলে, এমনকি পাঞ্জাববাসীরা নিজেদের পাঞ্জাবী বলিয়া

পরিচয় দিলে সে ক্ষেত্রে এসব শোষণ এবং তাহাদের বাঙ্গালী দোসরগণ ইসলাম বিরোধী কিম্বা পাকিস্তান বিরোধী কিছু খুঁজিয়া পান না।

শেখ মুজিব বলেন যে, বাঙ্গালীরা আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের ইসলামে বিশ্বাস করে। এমনকি তাহারা কাপড়ের সংস্থান করিতে না পারিলে ছেঁড়া গামছা পরিয়াও নামাজ আদায় করে।

বাংলার প্রতি অবহেলা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সকালে নওগাঁ হইতে ১৪ মাইল দূরে মান্দায় এক জনসভায় বলেন যে, আসন্ন নির্বাচনে জনসাধারণ যদি আওয়ামী লীগকে ভোট প্রদান করেন তবে পাকিস্তানের নেতৃত্ব বাঙ্গালীদের নিকট আসিবে। স্বাধীনতার পর হইতে সরকারী নেতৃত্ব পশ্চিম পাকিস্তানের কুক্ষিগত নেতৃবৃন্দ বাংলা দেশকে অবহেলা করিয়াছেন। যাহার ফলে দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা এবং বন্যা সমস্যার সমাধান হয় নাই।

শেখ মুজিব বলেন, বাংলা দেশকে অবহেলা করার জন্যই যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ হয় নাই, রূপপুর পারমাণবিক এবং জামালগঞ্জ কয়লা খনি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় নাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান অভিযোগ করেন যে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত এবং দলের নেতৃবৃন্দও পশ্চিম পাকিস্তানী।

দলীয় কর্মসূচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, ৬-দফা শোষণের অবসান ও পুঁজি পাচার বন্ধের ব্যবস্থা স্বরূপ।

শেখ মুজিব বলেন, বাংলার ছাত্র সমাজ ৬-দফাকে সমর্থন করিয়াছে এবং তাহাদের ১১-দফার মধ্যেও ইহা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, ওয়ালীপন্থী ন্যাপসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ছাত্রদের ১১-দফা সমর্থন করে নাই। কিন্তু আওয়ামী লীগ ১১- দফার প্রতি শর্তহীন সমর্থন প্রদান করিয়াছে।

তিনি বলেন, ‘আমি বাংলার মানুষকে ভালবাসিয়াছি, বাংলার মাটি, নদী বাংলার আকাশ-বাতাসকে ভাল- বাসিয়াছি এবং বিনিময়ে এদেশের মানুষের ভালবাসা পাইয়াছি। ইহাই যদি আমার অপরাধ কিংবা ভুল হইয়া থাকে, তবে এই ধরনের অপরাধ আমি আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত করিয়া যাইবো’।

শেখ মুজিব বলেন, ‘আমি ৭ কোটি বাঙ্গালীকে শোষিত হইতে দিতে পারি না, অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে দিতে পারি না।’ তিনি বলেন, ‘ক্ষমতালাভের জন্য আমি বাংলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।’

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ‘আমি শহীদানের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত দাবী আদায় করিতে চাই। কিন্তু অন্যরা বাংলার দাবীকে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ক্ষমতা লাভ করিতে চাহিতেছে।’

তিনি বলেন, লক্ষপতিদের মুনাফা করার সুযোগ দেওয়া হয় আর গরীব কৃষকদের খাজনা দিতে হয়। খাজনা দিতে না পারিলে সরকার বডি ওয়ারেন্ট জারি করেন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করেন। এই কারণে আওয়ামী লীগ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

শেখ সাহেব জনসাধারণকে আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেন। তিনি বলেন, জনসাধারণ যদি আওয়ামী লীগকে ভোট দেন, আওয়ামী লীগ যদি অন্তত শতকরা ৯০টি আসন লাভ করিতে পারে, তবে কোন শক্তিই বাংলার অধিকার ও দাবী অস্বীকার করিতে পারিবে না।

দূর গ্রামাঞ্চল হইতে জনসাধারণ প্রথর সূর্য উপেক্ষা করিয়া শেখ সাহেবের বক্তৃতা শোনার জন্য মান্দায় আসিয়া জমায়েত হয়।

রাজনৈতিক টাউট সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে

ইত্তেফাক সংবাদদাতা জানান যে, নওগাঁ মহকুমার একটি থানা সদর মহাদেবপুরে অদ্য সকালে শেখ মুজিব আরও একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন।

এখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের ভোট দানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট দানের অর্থ তাঁহার হস্ত শক্তিশালী করা এবং ৬ দফা দাবী আদায় করা।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা ও পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে বিদ্যমান বৈষম্য ব্যাখ্যা করিয়া আওয়ামী প্রধান অভিযোগ করেন, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ ক্ষমতাসীন থাকিয়া বাংলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, বাংলা দেশের অর্জিত অর্থ দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন হইয়াছে। বাংলা দেশের পাট, চামড়া, চাউলের মাধ্যমে যদি অর্থ অর্জিত না হইত, তবে সরকারের কোষাগার শূন্য থাকিয়া যাইত এবং কেন্দ্রীয় সরকারও পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিতেন না।

শেখ মুজিব বলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন অস্বীকার করিতে না পারিয়া নির্বাচনে এই অঞ্চলের তাহাদের তল্লাবাহকদের জয়ী করার জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা প্রদান করিতেছে।

শেখ সাহেব বাংলার রাজনৈতিক টাউটদের সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন।

দৈনিক পয়গাম

২৮শে অক্টোবর ১৯৭০

নাটোরে মুজিবের জনসভা:

পূর্ব পাক হইতে পশ্চিমে পুঁজি পাচার বন্ধ করিতে হইবে

নাটোর (রাজশাহী), ২৭ শে অক্টোবর।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার পার্টির ৬ দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন দানের আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনই পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি পাচার প্রতিরোধ করিতে পারে।

গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দান কালে আওয়ামী লীগ নেতা উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষায় জবাব দিবেন বলিয়া হুমকি প্রদান করিয়াছেন এবং বাংলার স্বার্থের প্রক্ষেপে কোনরূপ আপোষে প্রস্তুত ছিলোনা বলিয়াই তাহাকে জেল খাটিতে হইয়াছে। তিনি যদি বাংলার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে রাজী হইতেন তবে বহু পূর্বেই তিনি প্রধানমন্ত্রী, গভর্নর অথবা মন্ত্রী হইতে পারিতেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

ইতি পূর্বে আওয়ামী লীগ প্রধান নওগাঁ হইতে যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থানে জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।—এপিপি

Morning News

28th October 1970

Mujib's radio broadcast today

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman will address the nation in the national, hook-up of Radio Pakistan today at 6-20 p.m. reports PPI.

The address of the Sheikh will be in Bengali in East Pakistan and in English in West Pakistan.

The same speech of the Awami League leader will be telecast from the Dacca Television at 7-30 p.m. on the same day.

It may be mentioned here that 15 leaders of 15 political parties will address the nation during October 28 and November 20.

Morning News

28th October 1970

Mujib asks people to support 6-point programme

NATORE (Rajshahi), Oct. 27 (APP) : Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief has asked for support to his party's Six-

point programme which, he said, besides ensuring Political and economic autonomy of Bengal also sought to restrict the flight of capital from East Pakistan to West Wing.

The Awami League chief addressing a public meeting here yesterday explained Six-point programme and recalled the circumstances in which he had first enunciated it. He said that former President Ayub Khan had even threatened him with 'language of weapons' and jailed him only because he was not ready to barter away the interests of Bengal. He said that he had faced Ayub regime when right of franchise was snatched away from the people and continued to struggle till that right was restored.

Sheikh Mujibur Rahman said that he could become Prime Minister, Governor or Minister long before if he would have agreed to sell out interests of Bengal and betray his people. He said that he would prefer dying in jail to the office of Prime Minister betraying the cause of his people. Referring to his release from detention in connection with Agartala Conspiracy Case he said that he was indebted to the people for the blood they had shed for him and he prayed that he could repay that debt by his own blood.

Morning News

28th October 1970

Mujib back in city

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, returned to Dacca yesterday curtailing his week-long election campaign tour of northern districts by two days because of the cyclone devastations in some of the southern areas of the province, reports APP.

The Awami League chief, who had left for northern areas on October 22, covered Dinajpur, Rangpur, Rajshahi, Bogra and Pabna districts, where he addressed over a dozen big public meetings and over 35 wayside meetings.

In his tour which was mainly for election campaign for his party, the theme of his speech was a call for unity of the Bengalees to restore their rights which they had long been denied. The main points, he dealt with in his speeches, included a complaint against exploitation of Bengal by exploiters from West Wing, denial of rights to Bengalees in development and services, trade and commerce, West Wing dominated Centre's step-motherly

treatments towards Bengal and their exploitation, gross inter-wing disparity and denial of political power to Bengalees despite their majority.

In some of the meetings, Sheikh Mujibur Rahman expressed his apprehension about the ultimate outcome of the coming elections, and asked people to be ready for struggle to get back their rights. He asked them to assure him that they would be with him in the mass movement, if Bengal's efforts to restore her rights through elections were frustrated.

Dawn

28th October 1970

Mujib's speech on Radio, TV today

All the stations of Radio Pakistan and television will broadcast/telecast a political speech of Sheikh Mujibur Rahman, President of all Pakistan Awami League, this evening.

The speech from radio will be broadcast at 6 p.m. (WPST) and at 6.20 p.m. (EPST). It will be telecast at 6.30 p.m. (WPST) over T.V. stations in West Pakistan and at 7-30 p.m. (EPST) over East Pakistan T.V. stations.

This will be the first speech in the series of party political broadcasts which has been arranged by the Government to enable the political leaders to inform the people about their party manifestos and programmes.

In all, speeches of 15 political leaders will be put on the air according to the schedule already announced on every Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.

আজাদ

২৯শে অক্টোবর ১৯৭০

৬-দফার পক্ষে ভোট দিন

নাটোর, ২৮শে অক্টোবর।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ছয় দফার পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য ছয় দফার সূচী বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, বাংলার স্বার্থ যদি বিক্রয় করিতাম তাহা হইলে বহু পূর্বেই উজিরে আজম কিংবা গবর্ণর হইতে পারিতাম।

৫৫৭

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জনগণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উজির হওয়া অপেক্ষা জেলের অভ্যন্তরে মৃত্যুবরণ অনেক ভাল।

তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, জনাব আইয়ুব তাঁহার বিরুদ্ধে বহু-বার অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি প্রদান করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে অক্টোবর ১৯৭০

এদেশের মানুষের জন্য আওয়ামী লীগ কি চায়:

রেডিও টেলিভিশনে শেখ মুজিব কর্তৃক জাতির উদ্দেশে

নিজ দলের কর্মসূচী ব্যাখ্যা

(স্টাফ রিপোর্টার)

ক্ষমতাসীন নন, এমন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সরকারী প্রচারযন্ত্র রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণদানের সুযোগ পাইয়া আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্র, সমাজ ও গণজীবনের বিগত তেইশ বৎসরের পুঞ্জীভূত সমস্যার পটভূমিতে নিজ দলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিষদ ব্যাখ্যা দান করিয়া ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্র কাঠামোর প্রক্ষে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা দেশজোড়া সকল সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটাইয়া সত্যিকারের শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করিবে। এ প্রসঙ্গে তিনি জাতিকে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন : যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহেন, বোধগম্য কারণেই তাঁহারা আমাদের এ প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করিবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এ পরিকল্পনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাইবে।

যুগপৎভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বেতার ও টেলিভিশনে বাংলায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ইংরাজীতে প্রদত্ত এই ভাষণে আওয়ামী লীগ প্রধান আজিকার দেশজোড়া অবিচার ও বঞ্চনাকে বিগত বাইশ বৎসরে 'কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িয়া তোলা অর্থনৈতিক কাঠামোরই ফলশ্রুতি' বলিয়া অভিহিত করিয়া ঘোষণা করেন যে, কেবল আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটানো এবং অন্যায়, অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে।

৫৫৮

আওয়ামী লীগের ৬-দফার ‘কি ও কেন’ ব্যাখ্যার সাথে সাথে শেখ মুজিবর রহমান সরকারী নীতি-বৈশিষ্ট্যে রাষ্ট্র, সমাজ ও গণজীবনের পরতে পরতে জমিয়া উঠা সীমাহীন সমস্যা চিত্রনের পাশাপাশি তার সমাধানের ব্যাপারে নিজ দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচীরও বিস্তারিত বিবরণ দেন। এক এক করিয়া গণজীবনের প্রতিটি পর্যায়ের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ তুলিয়া ধরিয়া সে সবার সমাধানের ব্যাপারে নিজ দলের পক্ষ হইতে জাতিকে তিনি পথ নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্র কাঠামোর প্রশ্নে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর তাৎপর্য ও প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা প্রসংগে শেখ সাহেব বলেন যে, দেশজোড়া শাসনতান্ত্রিক সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিन্যাস করিয়া এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মঞ্জুর করিয়া। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত এই স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য ইউনিটগুলি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই থাকিতে হইবে। এবং এইজন্যই মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ব্যাপারে আমরা সব সময়ই গুরুত্ব দিতেছি। আর এই কারণেই আওয়ামী লীগ মনে করে যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতাও ইউনিট সরকারের হাতে অর্পণ করা উচিত। এই ভাবেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার উর্ধ্বে রাখিতে চাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন: ‘ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেল সরকারকে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক শর্ত সাপেক্ষে মুদ্রা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়া একটি ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র কায়েম হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।’

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগের পরিকল্পিত ফেডারেল সরকার পরিকল্পনীয় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন করিয়া ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। এবং দেশের সকল অঞ্চল হইতে জনসংখ্যার অনুপাতে এই ফেডারেল সার্ভিসে লোক নিয়োগ করা হইবে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ আরও বিশ্বাস করে যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলি যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা-মিলিটারী বাহিনী গঠন করে, তবে প্রত্যেকটি ইউনিট কার্যকরীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে।

নিজদলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের পর আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন: কেবল দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইলেই এইসব কর্মসূচী ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। এই কারণেই আগামী নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ ৬-দফাভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ‘গণভোট’ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। আওয়ামী লীগ-প্রধান জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন: একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একটি শাসনতন্ত্র দিতে পারে— যে শাসনতন্ত্র জনগণের একত্রে বসবাসের স্থায়ী ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে। এই কারণেই আমরা বার বার বলিয়াছি যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত নহে। এ প্রসংগে আইনগত কাঠামো আদেশের বিধিনিষেধ সম্পর্কিত ধারাসমূহ বাতিলের জন্য তিনি প্রেসিডেন্টের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর প্রতি আলোকপাতের আগে শেখ মুজিব দেশের নীচতলার— বিশেষ করিয়া মেহনতি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া— এক এক করিয়া তাহার সমাধানের পথ নির্দেশ দেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন এবং ব্যাঙ্ক-বীমা কোম্পানীসহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলিকে জাতীয়করণের মাধ্যমে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। তিনি বলেন, কেবল এ ব্যবস্থাতেই দেশের শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষ শিল্প ব্যবস্থাপনা ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হইবে।

আওয়ামী লীগ-প্রধান ঘোষণা করেন, দেশের বুক হইতে একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার অবলুপ্তি, সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়াকড়ি, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের প্রতি ব্যাপক সমর্থন ও এইসব শিল্পের উপর নির্ভরশীল মানুষকে পেশাগত ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ, পাট-তুলা ব্যবসায় জাতীয়করণ, এবং অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উপর অবজ্ঞার অবসান ঘটাইয়া চাষীদের জন্য ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্যের নিশ্চয়তা বিধানে আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী।

দেশের স্বার্থে কৃষি ব্যবস্থা ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করিবার জন্য আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারী, জায়গীরদারী, সরদারী প্রথার বিলুপ্তি, ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিन্যাস, ভূমিদখলের সর্বোচ্চসীমা নির্দেশ করিয়া বাড়তি জমি ও সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বণ্টন, কৃষিব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ আওয়ামী লীগের বিধোষিত নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন, এমনকি বর্তমান ভূমি রাজস্ব প্রথা তুলিয়া দেওয়ার কথাও আমরা ভাবিতেছি।

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতা, বন সম্পদ, ফলের চাষ, গো সম্পদ, হাঁস-মুরগীর চাষ, দুধ খামার, সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধিও আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। পানিসম্পদ সম্পর্কে গবেষণা ও নৌ প্রশিক্ষণের জন্য অবিলম্বে একটি নৌ গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তায়ও আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী। জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু ও সুসংহত বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী, গ্রামে গ্রামে বিজলী সরবরাহের ব্যবস্থা, রূপপুর আণবিক শক্তি ও জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করিয়া উত্তরবঙ্গের সহিত সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা পত্তন এবং সিদ্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিদ্ধু নদের উপর এবং বুড়ীগঙ্গা শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলীর উপরে সেতু নির্মাণের অত্যাবশ্যকতায়ও আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

শিক্ষাখাতে পুঁজিবিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হইতে পারে না বলিয়া মন্তব্য করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, সর্বপর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করিতে হইবে। মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরও নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দু যাহাতে ইংরেজীর স্থান দখল করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক ভাষায় বিকাশ উন্নয়ন ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টিও আওয়ামী লীগের কাম্য। শহরাঞ্চলের বিত্তহীন ও বাস্তবহারাদের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বল্প খরচে বাসগৃহ নির্মাণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়া পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করিয়া হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপন চিকিৎসা গ্রাজুয়েটদের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন ও বিপুল সংখ্যক প্যারা মেডিক্যাল পার্সোনেলদের ট্রেনিং দেয়া দরকার বলিয়াও আওয়ামী লীগ-প্রধান নিজ দলের পক্ষ হইতে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন যৌথ দরকষাকষি ও ধর্মঘটের ব্যাপারে তাহাদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি সহ শ্রমিক ও শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য জীবন ধারণোপযোগী মজুরী, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়াও আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। শেখ সাহেব বলেন, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের সমান অধিকারে আমরা বিশ্বাসী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকার মানুষও যাহাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মত সমান সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে আওয়ামী লীগ লীগ তাহারই প্রত্যাশা।

জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হইয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, এই ভাবেই তাহারা স্থানীয় জনগণের মতই সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

৬-দফা বা আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইসলামকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া যে মিথ্যা প্রচারণা চালান হইতেছে, তাহা হইতে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আওয়ামী লীগ-প্রধান ‘শেষবারের মত’ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তাভিলাষী কোন বিছুই ইসলামের পরিপন্থী হইতে পারে না।’ শেখ মুজিব ঘোষণা করেন : ‘আমরা এ শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরান ও সুন্নাহ নির্দেশিত ইসলামী নীতির পরিপন্থী কোন আইন এদেশে পাস হইতে অথবা চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।’

দলের পররাষ্ট্র নীতি ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বজোড়া ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হইতে পাকিস্তানকে মুক্ত রাখার জন্য সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতি সামরিক জোট হইতে সরিয়া আসার নিজ দলের দাবীর পুনরুল্লেখ করিয়া বলেন, ‘ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোন জোটে জড়াইয়া না পড়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের বিধোষিত সিদ্ধান্ত বিদ্যমান।’ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের সংগ্রামে আওয়ামী লীগের বরাবরের সমর্থনের কথাও তিনি পুনরুল্লেখ করেন।

‘কারো প্রতি বিদ্বেষ নহে-সকলের প্রতি বন্ধুত্ব’-ইহাই আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্র নীতির সার কথা বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন: ‘প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করিয়া তোলার মধ্যেই আমাদের দেশবাসী জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত বলিয়াই আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।’

বাংলা দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ রোধের নিমিত্ত আওয়ামী লীগ-প্রধান অনতিবিলম্বে ফারাক্কা বাঁধ জনিত সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি রাজনৈতিক কারণে কর্মী, ছাত্র, শ্রমিকের বিরুদ্ধে ও বিগত গণঅভ্যুত্থানকালীন দায়েরকৃত মামলা; শ্রেফতরী পরোয়ানা ও দণ্ডদেশ প্রত্যাহারের এবং বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

রাষ্ট্র, সমাজ ও গণ-জীবনের বিগত ২৩ বৎসরে এইসব পুঞ্জীভূত সমস্যার পটভূমিতে দেশ আজ যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আওয়ামী লীগ তাহার মোকাবিলা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া ঘোষণা

করিয়া আওয়ামী লীগ- প্রধান তাঁহার অর্ধ ঘণ্টাব্যাপী ভাষণের উপসংহারে বলেন: ‘আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি, ইন্শাআল্লাহ আমরা সাফল্যের সহিত সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইব।’

ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

“প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা, আচ্ছালামু আলাইকুম। জনগণের মুক্তির জন্যে যেসব বীর শহীদান রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন সেসব বীর সন্তানদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচার- নির্যাতন উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন দিয়ে তাঁরা আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অগণিত মানুষ সর্বপ্রকার নিষ্পেষণের মুখেও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেই ত্যাগের মহিমায় মহিমাম্বিত আন্দোলন গত বছরের ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। সেই একটানা আন্দোলন জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বস্তুত: আমি আজ জাতীয় বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য পেশের যে সুযোগ পেয়েছি তাকেও জনগণের সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ, আজ পর্যন্ত এ সুযোগ ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া ছিল।

“আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনও আমরা পৌঁছাইনি। জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটতেই হবে। যে শক্তিশালী চক্র গত ২২ বছর ধরে পাকিস্তান শাসন করেছে, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য সকল প্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরা সেইসব গোষ্ঠী যারা সাধারণ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছেন। এমনকি নির্বাচনের পরেও তারা শোষণের অবসান ঘটানোর প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে নস্যাত্ন করার জন্যে সক্রিয় থাকবে।

এজন্যে প্রয়োজন হলে তারা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়োজিত করবেন। তাদের অর্থ আছে, প্রভাব আছে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মানুষ আপোষহীনভাবে সাফল্যের সাথে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জনতার জয় অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে উঠেছে।

আমাদের প্রতিশ্রুতি-

পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা জনগণের পাশে পাশেই থাকবে। স্বৈরাচারী ও শোষণগোষ্ঠির মোকাবেলার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। কোন জাতি কোনদিনই আত্মাহুতি না

দিয়ে মুক্তি ও ন্যায়বিচার পায়নি। তাই আজ আওয়ামী লীগ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে জানিয়ে দিতে চায় যে, পাকিস্তানের জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের মোকাবেলা আওয়ামী লীগ অবশ্যই করবে। গণতান্ত্রিক বিধি- ব্যবস্থা বিঘ্নিত করা হলে আওয়ামী লীগ সব শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্য আর সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ।

তদানিন্তন ক্ষমতাসীন দল সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যেই আমাদের মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করি। আমাদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি। ক্ষমতাসীনচক্র সংগ্রামী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্যে হামলার পর হামলা চালিয়েছেন। আঘাতের পর আঘাত হেনেছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের একের পর এক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, জীবনের সম্ভাবনাময় দিনগুলো কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নকে আমরা পরাভূত করেছি- বিজয়ী হয়েছি। এ বিজয়ই আমাদেরকে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবেলা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে।

জাতীয় সঙ্কটের মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ

যে সঙ্কট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে সে সঙ্কটসমূহের অবসান ঘটতেই হবে। আজকে জাতীয় সঙ্কটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত, দ্বিতীয়, জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত, তৃতীয়, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত: এগুলি বাঙ্গালীদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি।

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যানসারের মতো যে দুর্নীতি বিস্তার করে আছে, তাকে অবশ্যই নির্মূল করতে আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

শোষণের অবসান অবশ্যই করতে হবে

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ মাত্র দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যক্তিগত সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ এ দু'ডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাক্তির লগ্নিকৃত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ আজ মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশে যে কর প্রথা কয়েম করেছে তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাদমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যখন, প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ আদায় করা হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপরপক্ষে লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদীর উপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের মাধ্যমে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রার ঋণ ও অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়া বাদ ও কার্টেল প্রথার সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে।

একদিকে সম্পদের পাহাড় অন্যদিকে--

হিঁটেফোটা ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও সামন্ত প্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী রয়েছেন। তারা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। তাদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার দিনদিন অবনতি ঘটছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয় বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প শ্রমিক ও মেহনতী সম্প্রদায়ের উপর। মজুরী যা বাড়ছে তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয়বৃদ্ধির চাপ স্কুল- কলেজের শিক্ষক, স্বল্পবেতনভুক কর্মচারী-বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা আজ তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে।

বাংলা দেশ কি পেয়েছে-

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত ২২ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫শত কোটি টাকার মত (মোট ব্যয়ের এক পঞ্চমাংশ মাত্র) বাংলা দেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকারও

বেশী। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয়- খাতে বাংলা দেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৩শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্তু ৩ হাজার কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্য তারা আমদানী করেছে। বাংলা দেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিনগুণ বেশী বিদেশী দ্রব্য আমদানী করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশী মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি দু'হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানী করতে পেরেছে। তার কারণ বাংলা দেশের অর্জিত পাঁচশো কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে-

সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানও একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার ২২ বছর গত হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা আজও শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা দশ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে।

বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থা

বাংলার বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধুমাত্র অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে, তার শিকারে পরিণত হতে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলা দেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানে যে ক্ষেত্রে প্রতিমণ মোটা চাউলের দাম বিশ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা সেক্ষেত্রে বাংলা দেশে সে চাউলের দাম গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলার যে আটার দাম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তান তা ১৫ থেকে ২০ থেকে টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিসের সরিষার তৈলের দাম আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলা দেশে সরিষার তৈলের দাম পাঁচ টাকা। করাচীতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সে সোনার মূল্য ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকা। তার পরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলা দেশে সোনা আনার ব্যাপারে কাষ্টমসের বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গত বাইশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন, এসব অবিচার তারই পুঞ্জীভূত ফলশ্রুতি। এ অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয়

সরকারের নেই। এ সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচসাল পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, অতীতের অন্যায়-অবিচার দূরীকরণে সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয়- বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৬-দফাতেই রয়েছে সমাধান-

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী যে কর্মসূচী ১১-দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে কর্মসূচী আঞ্চলিক অন্যায়-অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাঙ্গালীর প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়ম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলা দেশ ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বৃহত্তর ব্যয়- বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে। এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে, শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে আওয়ামী লীগের ৬-দফা ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। প্রস্তাবিত এই স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই দিতে হবে। এজন্যেই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাদানের ব্যাপারে আমরা সব সময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণে আমরা আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতাও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার উর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেল সরকার পররাষ্ট্র বিষয়, দেশরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক শর্তসাপেক্ষে মুদ্রা ব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে এক ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল সরকার কায়ম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকারের পরিকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকে ফেডারেল চাকুরীতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলো যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা মিলিটারী বাহিনী গঠন করে তবে তারা কার্যকরভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে চান বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমাদের পরিকল্পনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাবে। আমাদের বিশ্বাস শাসনতান্ত্রিক এ কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব। অন্যান্য অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণী ও সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারবো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম-অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয় করণের মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলিসহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাৱশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হতে হবে সরকারী অর্থী জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারী পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করতে হবে। কর ব্যবস্থাকে সত্যিকারভাবে গণমুখী করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। এ সমর্থনের জন্যে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্য মূল্যে সুতা এবং রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ণ-প্রকার, শিল্প-সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পাট সমস্যার সমাধান

এ যাবত বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া বেপারীরা পাট চাষীদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। পাটের মান উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতি একই ধরনের গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন। সেইজন্যে আমরা মনে করি তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাৱশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এইসব অর্থকরী ফসলের উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষীদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

কৃষি বিপ্লব চাই-

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি, ব্যবস্থাতে, বিপ্লবের সূচনা অত্যাৱশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারী, জায়গীরদারী সরদারী প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমির সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে। নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষীদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমি রাজস্বের চাপে নিস্পৃষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমির রাজস্ব প্রথা তুলে দেবার কথাও ভাবছি। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বনজ সম্পদ, ফলের চাষ, গো সম্পদ, হাঁস-মুরগীর চাষ, দুগ্ধ খামার সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ-

পরিবহন গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক ভিত্তির তিনটি স্তর

অর্থনৈতিক মৌলিক ভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তর সেগুলিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলাবদ্ধতা লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে বিজলী। বিপুলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যাপকভাবে বিজলীর সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে এবং এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা পঁচিশশত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে হবে।

তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তর বঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টিকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেই।

সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদীর উপর এবং বুড়ীগঙ্গা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষ্যার উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। আভ্যন্তরীণ নৌ- বন্দর এবং সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল ব্যবস্থার উপরেও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছি।

শিক্ষার উন্নতি

সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারেনা। ১৯৪৭ সালের পর আমাদের বাংলা দেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাবার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতি বছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকের বেশী শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে।

পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাতে বাংলা ও উর্দু ইংরেজীর স্থান দখল করতে পারে সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

বিস্তারিতদের বাসস্থান সমস্যা

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো নিম্ন আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টগুলি বিস্তারিতদের জন্যে বিলাস-বহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তহারা ও বিস্তারিতদের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথাকুটে ফিরছে। ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থার প্রয়োজন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকর ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপনের দরকার। চিকিৎসা গ্রাজুয়েটদের জন্যে “ন্যাশনাল- সার্ভিস” প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে বিপুল-সংখ্যক প্যারা মেডিকেল পার্সোনালদের ট্রেনিং দেওয়া দরকার।

শিল্প শ্রমিক

শিল্প শ্রমিকরা গণআন্দোলনের মতই অর্থনীতি ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের জন্যে বেঁচে থাকবার মত মজুরী, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম আইন বাতিল করতে হবে। শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা দানের মাধ্যমেই তাদের কাছ থেকে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি অশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মিটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরী কাঠামো ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন-বেতনভুক্ত কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচবার জন্য দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীলতা আনতে হবে।

সকল নাগরিকের সমান অধিকার

সকল নাগরিকের সমান অধিকারে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আমরা সব সময়ই সবপ্রকারের সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে আসছি। সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগরিকের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে। আইনের সমান রক্ষাকবচ সকল-ক্ষেত্রেই পাবে। উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে পুরোপুরি সংযোজিত হতে পারে, তারা যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মতই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এই জন্য উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলবর্তী এলাকার বসবাসকারীরা যাতে জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সে জন্যে তাদের সম্পদের সদ্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সবক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করুন

৬ দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোন কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরান ও সুন্যাহর নির্দেশিত ইসলামী নীতির পরিপন্থী কোন আইন এদেশে পাশ হতে বা চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না।

পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে

পররাষ্ট্র নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আজ বিশ্ব জুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে, সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোন মতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না।

এজন্যে আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে হবে।

আমরা ইতিপূর্বে ‘সিয়াটো’, ‘সেন্টো’ ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবী জানিয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোন জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিধোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্ধারিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে, সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি।

“কারুর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব” এই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী।

আমিরা মনে করি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত। এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্য প্রতিবেশীদের মধ্যে বিরোধ সমূহের নিষ্পত্তির উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। জাতিসংঘের প্রস্তাব মোতাবেক কাশ্মীর সমস্যার একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি।

ফারাক্কা বাঁধের মধ্য দিয়ে বাংলা দেশের অর্থনীতির যে ভয়ংকর ও স্থায়ী সর্বনাশ করা হচ্ছে, অনতিবিলম্বে সে সর্বনাশের মোকাবেলা করতে হবে। কালবিলম্ব না করে এ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

গণ-প্রতিনিধিরাই কেবল শাসনতন্ত্র দিতে পারেন

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এইসব কর্মসূচী ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোটরূপে আমরা গ্রহণ করেছি। একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একটি শাসনতন্ত্র দিতে পারে--যে শাসনতন্ত্র জনগণের একত্রে বসবাসের স্থায়ী ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হবে। এই কারণেই আমরা বার বার উল্লেখ করেছি যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। আইনগত কাঠামো আদেশের বিধিনিষেধ সম্পর্কিত ধারাসমূহ বাতিলের জন্যে আমি পুনরায় প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি

রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এবং বিগত গণঅভ্যুত্থানকালীন দায়েরকৃত মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও দণ্ডদেশ প্রত্যাহার করা হলে গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনে জন্যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

সেনা বাহিনী ও রাজনীতি

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করা কোন প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্র বাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারে অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত, পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয়।

সর্ব শেষে-

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসাবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবই। প্রকৃত ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত কর্তেই হবে। যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তাঁরা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই বসবাস করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোন উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিট সমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তার বিধান করতে হবে। এই ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্য প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাআল্লাহ, আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

সংবাদ

২৯শে অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবের বেতার ভাষণ:

বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বুধবার) বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দানকালে তাঁহার দলের কর্মসূচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেশে ফেডারেল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি প্রদেশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিসমূহ জাতীয়করণ, ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ এবং স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ প্রভৃতি অঙ্গীকার করেন।

শেখ মুজিব তাঁহার ৩০ মিনিটের এই বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, গত ২২ বৎসর ধরিয়া যে শক্তিশালী চক্র পাকিস্তানকে শাসন করিয়াছে, তাঁহার জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিরোধ করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে। তিনি বলেন যে, এই গোষ্ঠী সাধারণ নির্বাচনকে বানচালের ষড়যন্ত্র করিতেছে। এমনকি নির্বাচনের পরও তাহার শোষণের অবসান ঘটানোর সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার জন্য সক্রিয় থাকিবে।

জাতীয় সংকটের তিনটি কারণ উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব তাঁহার বোতার ও টেলিভিশন ভাষণে বলেন, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত, দ্বিতীয়তঃ জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত, তৃতীয়তঃ অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য মানুষের মনে এক সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জাগিয়াছে।

এই সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান হিসাবে তিনি দেশে ‘প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠা মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ, সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলিয়া ধরিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী যে কর্মসূচী ১১ দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে সে কর্মসূচী আঞ্চলিক অন্যায় অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করিয়াছে।

পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন ‘কারো প্রতি বিদ্বেষ নয় সকলের প্রতি বন্ধুত্ব’ এই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণসহ অবস্থানে বিশ্বাসী।

সংবাদ

২৯শে অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

৯৮ ভাগ ভোট পাইলে বাংলার দাবী আদায় করিতে পারিব

নাটোর, (রাজশাহী), ২৭ শে অক্টোবর (এনা)।— পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল আশা প্রকাশ করেন যে, আসন্ন নির্বাচনে তাঁহার দল শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট লাভ করিলে তিনি বাংলা দেশের সকল দাবী বাস্তবায়িত করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি এবং তাঁহার দল এই প্রদেশের শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য দীর্ঘদিন যাবত সংগ্রাম চালাইতেছেন বলিয়া শেখ মুজিবুর রহমান মন্তব্য করেন।

গতকাল স্থানীয় হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা কালে আওয়ামী লীগ সভাপতি আসন্ন নির্বাচনের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার দলের নীতি ব্যাখ্যা করেন।

Pakistan Observer

29th October 1970

Sheikh Mujib's broadcast:

Military should not be burdened with civil administration

(By A Staff Correspondent)

The Awami League President Sheikh Mujibur Rahman said on Wednesday that it was imperative for the security of the nation that our armed forces should not have to carry the burden of civil administration or to have involve itself in politics. He said that these highly trained professionals

This is the first of the series of broadcasts by political leaders. We shall print all the important broadcasts in due course. N.E.

should be left free to devote themselves exclusively to the vital tasks of defending the nation's frontiers.

The Awami League President was addressing the people over radio and television which was the beginning of series of addresses by political leaders to inform the people the manifesto and programme of respective party.

During his Half-an-hour address, the Awami League President covered a wide range of subjects beginning from economic disparity between two wings to unemployment problem.

Speaking about the future form of government, Sheikh Mujibur Rahman stressed the need of a democratic federal government with regional autonomy on the basis of Six-Point Programme. He said that radical economic programme must be implemented to bring about a social revolution within the proposed federal democratic framework.

Sheikh Mujib advocated for raising of militia or para military forces by the federating units which he thought would effectively contribute towards national Security.

Analysing the economic programme of his party, Shaikh Mujib strongly felt that the Key areas of economy including barking and Insurance companies should be placed under public sector. He also felt that the jute trade should be nationalised.

Referring to the Legal Framework Order (LFQ), the Awami League President called for repeal of the restrictive provisions of

the legal framework order. He also urged the government to release all political workers and withdrawal of all cases arising out of political activities.

Following are excerpts from of Radio-TV speech of Sheikh Mujibur Rahman:

Our struggle must go on. For the real goals lie ahead. Power has to be won by the people. The exploitation of man by man and of reason by reason must be brought to an end. The powerful coteries which have ruled Pakistan Pakistan for 22 years, will do everything possible to prevent transfer of power to the people. It is they who are actively conspiring to frustrate the holding of the general elections, and even after elections, they will continue to obstruct every effort to end exploitation. They have money; they have influence; they have the capacity to use force against the people. History, however, testifies that a determined people can successfully resist and overcome such forces of oppression.

AL born in adversity

Awami League was born in adversity and has grown in adversity. Under our great leader, the late Huseyn Shaheed Suhrawardy we came into existence to defy the attempt of the ruling party to form a one-party state. We thus began the struggle to establish democracy in Pakistan. This struggle continues till this day. Our party has faced onslaught after onslaught from the ruling group. Our leadership and our workers have spent the better part of their lives in jails. We have faced and overcome every form of repression. It is this that gives us the courage and confidence today to commit ourselves to the task of confronting the anti-democratic forces.

To overcome the crisis that engulfs the nation, we must resolve those issues which are its cause. The first is the deprivation of political freedom. The second is the sense of economic injustice felt by the overwhelming multitudes of our people. The third is the deep sense of injustice created by widening economic disparity between the regions. It is this that underlies the anguish and the anger of the Bengali people. The same sentiment is reflected among the downtrodden people of the neglected areas of West Pakistan.

Our manifesto sets out a comprehensive strategy for resolving these fundamental issues. A real living democracy must be established, in which all the fundamental freedoms shall be constitutionally guaranteed. Our manifesto outlines a framework for the healthy growth of political parties, trade unions and local

self government. We do pledge to restore complete freedom of the press and academic freedom, and to eradicate corruption which has grown like cancer in our society.

Economic system

The present economic system which has established an intolerable structure of injustice, must be radically altered. Today, barely two dozen families have acquired control over 60% of the nation's industrial assets; 80% of its banking assets and 75% of its insurance assets. 82% of the total bank advances are concentrated in only 3% of the total accounts. The tax structure in existence is one of the most regressive in the world. Only 2% of the GNP is being realised as direct taxes as against 6% in other developing countries, while oppressive indirect taxes are imposed on such essential commodities as salt. Protected markets, tax holidays, huge subsidies in the form of bonus vouchers, credits and grants of foreign exchange at the artificially low official rate have created specially favourable conditions for the growth of monopolies and cartels.

To turn now to the appalling record of economic disparity it is seen that during the last twenty years, out of the total revenue expenditure of the Government, only about Rs. 1500 crores (that is only one-fifth of the total) was spent in Bengal, as against over Rs. 5000 crores in West Pakistan. Of the total development expenditure during the same period, Rs. 3000 crores (that is only one-third of the total) was spent in Bengal, as against over Rs. 6000 crores in West Pakistan. Over twenty years, West Pakistan has imported goods worth more than Rs. 3000 crores as against its own foreign exchange earnings of barely Rs. 1300 crores. Imports into West Pakistan have been three times the value of the imports into Bengal. It was made possible for West Pakistan to import goods worth Rs. 2000 crores in excess of its export earnings by allocating to it Rs. 500 crores of the foreign exchange earnings of Bengal and allowing it to utilise over 80% of all foreign aid.

The record in the field of Government services is just as deplorable. After twenty-two years, Bengalis account for barely 15% in Central Government services and less than 10% in the Defence Services.

Total impact

The total economic impact of such discrimination has been that the economy of Bengal is today in a state of imminent collapse. Near

famine conditions are prevailing in the majority of the villages. Some 15 lac tons of rice has had to be imported only to save the people from starvation.

While inflation has been mounting those who are worse hit are the poor people of Bengal. The price of essential commodities has been 50% to 100% higher in Bengal than in West Pakistan. The average price of coarse rice in Bengal is Rs. 45 to 50/- per maund as against Rs. 20 to 25/- per maund in West Pakistan and that of wheat is Rs. 30 to 35- per maund in East Bengal as against Rs. 15 to 20/- per maund in West Pakistan. Mustard oil sells in Bengal at Rs. 5 per seer as against Rs. 2.50 per seer in West Pakistan. The gold price is Rs. 135 to 140/- per tola in Karachi as against Rs. 160 to 165/- per tola at Dacca. Even a customs barrier has been imposed against carrying gold from West Pakistan to Bengal.

This injustice is the product of the management of the economy for 22 years by the Central Government. The Central Government is incapable of redressing such injustices. This is borne out by Fourth-Five-Year Plan. The Fourth Plan allocations are a confession of the failure of Central Government, however our powerful it might be to redress past injustices.

The only feasible solution is the re-ordering of the constitutional structure by giving full regional autonomy to the federating units on the basis of our six-point formula. Such autonomy in order to be effective must include the power of managing the economy. This is why we insist upon federating units having control over monetary and fiscal policy and foreign exchange earnings, and other powers to negotiate foreign trade and aid. By giving to the federating units full control over its economic destiny, while entrusting to the federal government responsibility over foreign affairs defence and subject to certain safeguards, currency, we believe a just federal balance will be attained. Our federal scheme envisages the abolition of all- Pakistan Services and its replacement by Federal Services in which persons shall be recruited on the basis of population for all parts of Pakistan.

We also believe that the maintenance of a militia or a para-military force by the federating units will effectively contribute towards national security. This federal scheme by removing the sources of doubt distrust and discrimination will ensure a strong Pakistan.

This scheme will understand ably be opposed by those one region who would like to treat another region as a colony or a

market. We believe, however, that this scheme will have the full support of the common people of Bengal and West Pakistan. Within this constitutional frameworks, we believe it will be possible to bring about a social revolution through the democratic process and to create a socialist economic order, free from exploitation.

We believe that it is imperative to place key areas of the economy including banking and insurance under public ownership through nationalisation. Future development in these areas should take place in the public sector. In the new order, workers should share in the equity capital and management of industrial enterprises.

The private sector has also in its own sphere must make their full contribution to the economy. Monopolies and cartels must be totally eliminated. The tax structure must be made trully progressive and drastic restrictions must be imposed on the consumption of luxuries.

Jute has suffered from criminal neglect. A discriminatory exchange rate and parasitic middle-men have denied to the jute growers a fair price. Nationalisation of the jute trade and much greater emphasis on jute research aimed at improving quantity and yield per acre will enable jute to make its rightful contribution to our economy,

Forwards

Agriculture must be modernised. The obstacle presented by the fragmentation and subdivision of land-holdings must be overcome. An immediate step in the right direction would be to induce the tillers to group their holdings under multipurpose co-operatives Government could provide effective inducement for this purpose by funneling through such co-operatives vital input such as irrigation, embankment, drainage, deep tube-wells power pumps, fertilisers, proved seeds, agricultural implements and machinery, credit and instruction in modern agricultural techniques.

As a measure of immediate relief to our peasants who are groaning under the burden of land revenue, we would abolish land revenue in respect of holdings up to 25 bighas and write-off all arrears in respect of such holdings. Ultimately we aim to abolish the present system of land revenue.

Three vital areas which form part of the infrastructure of the economy must be accorded the highest priority. The first is flood control. A comprehensive flood control programme must be implemented on an emergency basis. Measures to prevent water-

logging and salinity in West Pakistan must also be implemented an accelerated pace.

The next vital area is that of power. There must be massive expansion in power generation and distribution. An extensive rural electrification must be launched to take electricity to the villages, so as to make it possible for small-scale industries to be established. We aim to attain power generation capacity of 2500 Megawatts in Bengal within 5 years. Every source of power must be harnessed to maximise power generation capacity. The Rooppur Nuclear Power Project and Jamalganj Coal Project must be immediately implemented. Natural Gas must also be fully utilised.

The third vital area is that of transport and communications. The highest priority is accorded by us to the construction of a bridge over the river Jamuna to enable direct communications to and from North Bengal. Bridges should also be developed over different points on the River Indus in Sind and the Punjab and over the Buriganga, Sitalakahya and Karnaphuli.

The development of ports, both sea-ports and inland river ports, as also roads and railways must be accorded the highest priority.

No investment is as vital for the healthy development of our society than investment in educations. It is an alarming fact that number of primary schools in Bengal has declined since 1997. Only 18% of our population has attained literacy and the number of illiterate is increasing by over 1 million persons per year. Primary education is denied to more than half of the nation's children. Only 18% of our boys and 6% of our girls complete the first five years of elementary school. We believe that at least 4% of the gross national product should be committed to education. The salary of college and school teachers, and in particular school teachers, must be substantially increased. Illiteracy must be eradicated by adoption of extraordinary methods.

A crash programme must be launched to extend free compulsory primary education to all children within 5 years. Secondary education should be made readily accessible, to all sections of our people. New universities, including medical and technical universities, must be rapidly established. Poverty should not be allowed to deprive meritorious boys and girls of the opportunity to pursue higher education. Immediate steps should be taken to ensure that Bengali and Urdu should replace English in all walks of life, while every effort should be made to encourage the development of the regional languages.

Problem of Cities

Turning to the problem of the cities, we and town-come groups living in sub-human condition, the so-called improvement. Trusts have been busily developing luxurious residential areas for the wealthy while the poor have been left to fend for themselves. Future urban development must concentrate on providing for the needs of the poor majority of city dwellers. Low-cost urban housing must be accorded the highest priority.

The wage structure throughout the economy must be altered in keeping with the dictates of justice. Price stabilisation measures must be adopted to protect the real wages of the workers and low-paid employees against spiralling inflation.

We firmly believe in the equality of all citizens. The members of the minority community should know that we have always stood against every form of communalism. They shall enjoy equal rights with all other citizens and shall enjoy equal protection of the law. Every effort must be made to develop our Tribal areas so that these areas can be fully integrated with the areas and the tribal people are able to enjoy equal opportunities with other citizens in all walks of life. Our brothers in the Chittagong Hill Tracts, in the off-shore islands and the coastal areas, require special assistance to develop their latent resources, in order to enable them to play their rightful part in our national life.

Mohajirs should be integrated into the national life so that they may become assimilated with the local people and thus enjoy equal rights and opportunities with them in all walks of life.

I must repudiate once and for all the false propaganda that Islam is endangered by the 6-point formula of our economic programme. Nothing which promotes justice between region and region and man and man can be opposed to Islam. We have affirmed our commitment to the constitutional principle that no law should be in violation of Islam should be enacted or imposed in Pakistan which is repugnant to the injunctions of Islam as contained in the Holy Quran and Sunnah.

Foreign policy

To turn to the important area of foreign policy, we believe that it is imperative for us to avoid involvement in global power conflicts. We must therefore, pursue a truly independent, non-aligned foreign policy. We are committed to the immediate withdrawal from SEATO, CENTO and all other military pacts, and to avoid any such involvements in the future. We support the struggle of the oppressed people of the world against imperialism, colonialism and apartheid.

In keeping with the principle 'friendship for all and malice towards none' we believe in peaceful co-existence with all states and in particular our neighbours. We believe that normalisation of our relations with our neighbour would be to the best advantages of our peoples. We, therefore, attach the highest importance to the settlement of our outstanding disputes. We have emphasized, the importance of a just settlement of the Kashmir dispute in accordance with United Nations resolutions. The threat of grave and permanent damage to the economy of Bengal pose a by the completion or Farakka Bariage must be immediately... Every ei... must be made for a just solution of this problem without further delay.

But these programme and policies can only be implemented if power is won by the people. Elections will serve as a referendum on basic national issues, particularly that of autonomy on the basis of the six- point formula. The elected representatives of the people alone can give to this country a constitution which will be durable basis for living together. It is for this reason, that we have repeatedly pointed out that restrictions sought to be imposed on the constitution- making powers of the elected representatives as of the people are not legitimate. We would once again urge upon the President to repeal the restrictive provisions of the Legal Framework Order. It would also help to create conditions congenial for restoration of democracy if all pending cases and warrants against political workers, students and labourers arising out of political activities and out of last years mass upsurge are withdrawn, and all sentences imposed in such cases are commuted. All political prisoners detained without trial should also be released,

Security of nation

It is imperative for the security of the nation that our armed forces should not have to carry the burden of civil administration or to have to involve itself in politics. These highly trained professionals should be left free to devote themselves exclusively to the vital task of defending the nation's frontiers.

Dawn

29th October 1970

Full autonomy for regions

Mujib explains AL policy on TV

CSP to go: radical steps for social revolution

RAWALPINDI, Oct 28: The President of All-Pakistan Awami League. Sheikh Mujibur Rahman, has stressed the need for a "real

and living" democracy and justice between the country's regions by granting full regional autonomy to the federation units on the basis of his party's Six Point formula.

In a 30-minute speech over radio and television today, the first of the series arranged by the Government to enable political leaders to inform the people about their party manifestoes and programmes, he said: "Within such a federal democratic framework, radical economic programmes must be implemented to bring about a social revolution."

The Awami League chief said that re-ordering of the constitutional structure by giving full regional autonomy to the federating units on the basis of his party's Six Point formula presented a "rational solution" to the problem of regional injustice.

He said: Such autonomy in order to be effective must include the power of managing the economy, that is why insist upon federating units having control over monetary and fiscal policy and foreign exchange earnings, and other powers to negotiate foreign trade and aid.

He said a just federal balance would be attained by giving to the federating units full control their economic destiny, while entrusting to the federal Government "responsibility over foreign affairs and defence and, subject to certain safeguards, currency."

Sheikh Mujib spoke of the "appalling record of economic disparity existing between the two Wings. After 22 years, Bengalis account for barely 15 p.c. in Central Government services and less than 10 p.c. in the Defence Services."

He said the total economic impact of discrimination has been that the economy of Bengal is today in a state of imminent collapse. He also charged that variation in the prices of commodities is a product of management of the economy for 22 years by the Central Government.

He said Fourth Plan allocations are a confession of the failure of the Central Government, however powerful it might be, to redress past injustices.

FEDERAL SERVICES

Elaborating the Awami League's federal scheme, Sheikh Mujibur Rahman said it also envisaged abolition of all-Pakistan services and their replacement by federal services in which recruitment would be made on the basis of population from all parts of Pakistan.

He said. "We also believe that maintenance of a militia or a para-military force will effectively contribute towards national security."

The Awami League chief was of the view that by removing the "sources of doubt, distrust and discrimination", this scheme would ensure a strong Pakistan. Within this constitutional framework, he believed it would be possible to bring about a "social revolution through the democratic process and to create a socialist economic order free from exploitation."

Spelling out his party's economic programme, the Awami League chief said it was imperative to place key areas of the economy, including banking and insurance under public ownership through nationalisation.

"In the new order, workers should share in the equity capital and management of industrial enterprise," he said.

Sheikh Mujibur Rahman said the private sector had also its own sphere and must make its full contribution to the economy but added that monopolies and cartels "must be totally eliminated."

In this connection, he also pleaded for extensive support and encouragement to small-scale and cottage industries, nationalisation of jute and cotton trade, improvement of cash crop qualities and a fair and stable price to the growers.

END OF ZAMINDARI

About the Agricultural sector, the Awami League chief said the jagirdari, zamindari and sardari systems in West Pakistan must be abolished and ceilings imposed on land holdings with land above such ceilings and government "khas" land redistributed to landless cultivators.

To modernise agriculture, he said tillers should be induced to group their holdings under multipurpose cooperatives.

Sheikh Mujib said his party would abolish land revenue for holdings up to 25 bighas, and write off all arrears in respect of such holdings, adding: Ultimately, we aim to abolish the present system of land revenue.

He cited three vital areas forming part of the infrastructure of the economy which, he said must be accorded the highest priority-flood control power, and transport and communications.

Among the measures suggested by him were: implementation of a comprehensive flood control plan on emergency basis, measures to prevent water logging and salinity in West Pakistan, massive expansion in power generation and distribution, construction of

bridges over the rivers Jamuna, Buriganga, Sitalakhya, Karnaphuli in East Pakistan and on the River Indus in Sind and the Punjab, and development of seaports and inland river ports and roads and railways.

EDUCATION HOUSING

Stressing the need for greater investment in education, he said, at least four per cent of the gross national product should be committed to this sector and salaries of college and school teachers must be substantially increased, "illiteracy must be eradicated by adoption of extraordinary methods", he observed.

He called for launching a crash programme to extend free compulsory primary education to all children within five years, secondary education being readily accessible to all sections of the people, rapid establishment of new universities, including medical and technical universities, immediate steps to ensure replacement of English by Bengali and Urdu in all walks of life, and every effort to encourage the development of regional languages.

About the problem of cities where low-income groups were living in "sub-human conditions", he said the future development must concentrate on of regional language.

About the problem of cities where low-income groups were living in "sub-human conditions", he said the future development must concentrate on providing for the need of the poor majority and low-cost housing must be accorded the highest priority.

In the field of health, he stood for immediate measures to establish a rural medical centre at every union and a hospital at every thana headquarter, introduction of national service in rural areas for medical graduates, and training para-medical personnel in large numbers to staff rural health centre.

Pointing out the vital role of industrial workers in the economy, he said their basic rights to form trade unions, to bargain collectively and strike must be guaranteed, a living wage and the basic amenities like housing, education and medical care for themselves and their children must be assured, and all labour laws restricting their basic rights must be repealed.

Pointing out his party's belief in the equality of all citizens, he said, "we have always stood against every form of communalism". He said the minority community would enjoy equal rights with all other citizens and equal protection of the laws.

He said "mohajirs" should be integrated into the national life "so that they may become assimilated with the local people and

thus enjoy equal rights and opportunities with them in all walks of life”.

He repudiated what he called the “false propaganda” that Islam was endangered by the Six- Point formula or “our economic programme” and said “nothing which promotes justice between region and region and man and man can be opposed to Islam.”

“We have affirmed our comitment to the constitutional principle that no law should be enacted or imposed in Pakistan which is repugnant to the injunctions of Islam as contained in the Holy Quran and Sunna.”

The Awami League chief said the “powerful coteries” which ruled Pakistan for 22 years would do everything possible to prevent transfer of power to the people, but pointed out that a determined people could successfully resist and overcome such forces of oppression.

He said: “We, therefore, serve notice upon the forces of reaction in our society that we along with the people of Pakistan, will confront them and if democratic processes are obstructed, we shall resist them by every means possible”.

He said his party stood for pursuing a “truly independent, non-aligned foreign policy to avoid involvement in global power conflicts.”

He said “We are committed to the immediate withdrawal from SEATO, CENTO and all other military pacts, and to avoid any such involvements in the future. We support the struggle of the oppressed people of the world against imperialism, colonialism and apartheid.

KASHMIR, FARAKKA

In keeping with the principle “friendship for all and malice towards none”, we believe in peaceful co-existence with all states and in particular neighbours. We believe that normalisation of our relations with our neighbours would be to the best advantage of our peoples.

“We, therefore, attach the highest importance to the settlement of our outstanding disputes. We have emphasized the importance of a just settlement of the Kashmir dispute in accordance with United Nations Resolutions.

“The threat of grave and permanent damage to the economy of Bengal posed by the completion of the Farakka barrage must be immediately met. Every effort must be made for a just solution of this problem without further delay.”

He called for the repeal of the “restrictive provisions” of the legal framework order, release of all political prisoners and withdrawal of all cases arising out of political activities. –APP/PPI

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে অক্টোবর ১৯৭০

আজ আরমানীটোলা জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা (স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (শুক্রবার) রাাত্রি ৮টায় আরমানীটোলা ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। মীরপুর, মোহাম্মদপুর ও রমনা এলাকায় জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব জহিরুদ্দিন এ্যাডভোকেট; রমনা-লালবাগ প্রাদেশিক পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী গাজী গোলাম মোস্তফা, কোতওয়ালী-সুত্রাপুর প্রাদেশিক পরিষদ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব সিরাজুল ইসলাম প্রমুখও সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামীকাল (শনিবার) জয়দেবপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে অক্টোবর ১৯৭০

গভর্নর সকাশে শেখ মুজিব: ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি ও বন্দী মুক্তি প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা (স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাাত্রি প্রাদেশিক গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সম্প্রতি বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত খাদ্য, নগদ অর্থ সাহায্য প্রেরণ ও গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান এবং দুর্গত এলাকার চাষীদের সকল খাজনা মওকুফের জন্য গভর্নরের প্রতি আস্থান জানান।

শেখ মুজিব নির্বিচারে শ্রমিক, ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতারের দ্বারা স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে গভর্নরের সঙ্গে আলোচন করেন। তিনি গভর্নরকে অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ও শাস্তিপ্রাপ্ত সকল ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তিদান এবং ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলাসমূহ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। শেখ মুজিব অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আলোচনা করেন।

গভর্নর শেখ মুজিবকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দান করেন।
এই সাক্ষাৎকার প্রায় এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়।

সংবাদ

৩০শে অক্টোবর ১৯৭০

মুজিব-আহসান বৈঠক

ঢাকা, ২৯ শে অক্টোবর (এপিপি)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস, এম, আহসানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে শেখ মুজিবর রহমান গত শুক্রবারের ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে গভর্নরের সহিত আলাপ আলোচনা করেন।

সম্পাদকীয়

সংবাদ

৩০শে অক্টোবর ১৯৭০

আওয়ামী লীগ রাজনীতির স্ববিরোধিতা

পাকিস্তানের ২৪ বৎসরের ইতিহাসে এই প্রথম সরকারে অধিষ্ঠিত না থাকিয়াও রাজনৈতিক নেতারা বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়ার অধিকার পাইয়াছেন। এই অধিকার সর্বপ্রথম প্রয়োগ করার সুযোগ আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে দেওয়া হইয়াছে। ঔৎসুক্য ও উৎসাহ লইয়া আওয়ামী প্রধানের বেতার ভাষণ এবং টেলিভিশন বক্তৃতা জনসাধারণ শ্রবণ করিয়াছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী রাজনীতির যে সুবিধাবাদ ও স্ববিরোধিতা প্রকাশ পাইতেছে আওয়ামী প্রধানের উক্ত বেতার ও টেলিভিশন বক্তৃতায় উহা আরও প্রকটভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

আওয়ামী প্রধান আসন্ন নির্বাচনকে ছয় দফা তথা স্বায়ত্তশাসনের উপর রেফারেন্ডামরূপে অভিহিত করিয়াছেন এবং একই নিঃশ্বাসে তিনি গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র প্রভৃতিরও অবতারণা করিয়াছেন। তিনি যদি আসন্ন নির্বাচনকে ছয় দফার উপর গণভোট রূপেই বিবেচনা করিতে চাহেন, তবে জনসাধারণের একান্ত জরুরী দফা অর্থাৎ কৃষকের খাজনা মওকুফের দাবী, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরির দাবী, নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ভাতা ও বেতন বৃদ্ধির দাবী, এইগুলির কি হইবে? কেননা, ছয় দফার মধ্যে এইসব কোন দাবী সন্নিবেশিত হয় নাই।

ছয় দফা কেবলমাত্র স্বায়ত্তশাসনেরই একটি বিশেষ ব্যাখ্যা এবং সেই ভিত্তিতে একটি বিশেষ শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা। এই ছয় দফার গণতন্ত্রের কথা তথা গণ-অধিকারের কথাও নাই, সমাজতন্ত্রের কথা তো নাই-ই। সুতরাং যদি আসন্ন নির্বাচনকে আওয়ামী প্রধান ছয় দফার উপর রেফারেন্ডাম ঘোষণা করিয়া তাহার উপরই ভোট চান তবে তাহার নির্বাচনী ইশতেহার এবং বেতার-টেলিভিশনের বক্তব্যগুলি শুধু বাহুল্য এবং অপ্রয়োজনীয় নহে, স্ববিরোধীও বটে। কেননা, ছয় দফার উপরই জনগণের ভোট দাবী করিতে গেলে তবে ভোটদেয় সেই কথাটাই বলিতে হইবে। অন্য কথা যথা ব্যাঙ্ক-ইস্যুরেন্স জাতীয়করণ, জমির খাজনা মওকুফ প্রভৃতি বলিতে গেলে ছয় দফা থাকে না, তাহা ৮ দফা কিংবা ১০ দফায় পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ নির্বাচনকে যদি ছয় দফার উপর রেফারেন্ডাম তথা গণভোট হিসাবেই আওয়ামী প্রধান বিচার করিতে চান, তবে পৃথক একটি নির্বাচনী ইশতেহারের প্রয়োজন কি ছিল। ছয় দফার উপর ভোট চাইলে এবং পাইলে নির্বাচনী ইশতেহারটির কি হইবে। যদি ছয় দফা এবং ঐ নির্বাচনী ইশতেহার এই দুইটি মিলাইয়াই শেখ সাহেব জনসাধারণের ভোট দাবী করেন, তবে সে ক্ষেত্রে নির্বাচনকে তিনি কীভাবে ছয় দফার উপর রেফারেন্ডাম তথা গণভোট বলিয়া বিচার করিতে বলিতেছেন?

গরীব জনসাধারণের রুটি-রুজি ভাত-কাপড়ের কথা না বলিলে ভোট পাওয়া যাইবে না, সম্ভবতঃ সেই কারণেই আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার বক্তৃতা বিবৃতিতে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিতেছেন এবং গণদাবীর উপর ভোট পাইয়া নির্বাচন শেষে উহাকে ছয় দফার ভোট বলিয়াই দাবী করিবেন এবং সেই মোতাবেক জনতার ভোটের অপব্যবহার করিবেন।

অন্যদিকে ছয় দফা এবং নির্বাচনী ঘোষণার বক্তব্যেও রহিয়াছে স্ববিরোধিতা। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ছয় দফায় কেন্দ্রের হাতে কোন কর ধার্যের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই; কিন্তু নির্বাচনী ঘোষণায় ‘সীমাবদ্ধ’ ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে করধার্যের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আবার নির্বাচনী ইশতেহার বা ঘোষণার সঙ্গে আওয়ামী প্রধানের বেতার-টেলিভিশন ভাষণেরও গরমিল রহিয়াছে, নির্বাচনী ইশতেহারে যথেষ্ট ঘুরাইয়া এবং অতি আবছাভাবে হইলেও দূরবর্তী লক্ষ্য হিসাবে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে; কিন্তু বেতার-টেলিভিশন বক্তৃতায় এ সম্পর্কে কোন কথা নাই।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, আওয়ামী প্রধান তাঁহার ছয় দফা কিম্বা নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত কর্মসূচী কিভাবে বাস্তবায়িত করিবেন, সে সম্পর্কে উপরোক্ত ভাষণে কোন আলোকপাত করেন নাই। অথচ নির্বাচনের মুখে যে কোন রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যে তাঁহার প্রতিশ্রুতির

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পন্থা কি হইবে, উহারও উল্লেখ অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক পথে তো বটেই। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর মানুষের সাহায্যে? যে সব বর্ণচোরা কনভেনশন লীগ ও সুবিধাবাদীদের নির্বাচনী টিকেট দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সাহায্যে? ইহারা তো প্রথম সুযোগেই মন্ত্রী হইবার জন্য আচকান পরিধান করিবে কিম্বা সংগ্রামের প্রশ্ন উঠিলে প্রথম ধাক্কাতেই পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে। ১৯৬৬ সালের কিম্বা ১৯৫৮ সালের অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আওয়ামী প্রধানের স্মরণে আছে। কয়েকজন আওয়ামী নেতাকে গ্রেফতার করা হইল অতঃপর দেখা গেল বাহিরে বাতি জ্বালাইবার কেহ নাই। এতদসত্ত্বেও সেই ১৯৬৬ সালে যাঁহারা বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আজ হয় দল হইতে বহিষ্কৃত কিম্বা “আস্থা ভাজনের” স্থান হইতে ছিটকাইয়া ইতরজনে পরিণত হইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ যে কোন রাজনৈতিক নেতাকে স্বীয় নীতি ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবশ্যই সেই সঙ্গে দেশের অন্যান্য দল সম্পর্কে স্বীয় মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তান যদি তাঁহাকে মেজরিটি সিটও দিয়া দেয় তবুও তাঁহাকে কেন্দ্রে যাইয়া অন্যদের সহিত হাত মিলাইতে হইবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সরকার গঠনের জন্য। কাহার সঙ্গে তিনি হাত মিলাইবেন? মুসলিম লীগ? জামাত? ন্যাপের কথা বাদ। কেননা তাহাদের তিনি ইতিমধ্যেই বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

এ সব প্রশ্নের কোন স্পষ্ট মীমাংসার সন্ধান আওয়ামী প্রধানের নীতি নির্ধারণী বক্তব্যে অনুপস্থিত থাকার ফলে জনমনে এই সন্দেহই বদ্ধমূল হইবে যে, আওয়ামী লীগ যখন যাহাকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দিতেছে এবং যখন যে কথা বলার প্রয়োজন তাহা বলিতেছে। উদ্দেশ্য— ভোট। এবং ভোট পকেটে লইয়া যখন যাহা সুবিধা তাহাই করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

৩০শে অক্টোবর ১৯৭০

আওয়ামী লীগ অফিসে অগ্নিসংযোগ শান্তি বজাইয়া রাখুন: শেখ মুজিব

ঢাকা, ২৯ শে অক্টোবর।— গতকাল (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় লালবাগ মোড়ে আওয়ামী লীগ অফিসে একদল দুষ্কৃতকারী অগ্নিসংযোগ করে বলিয়া লালবাগ থানা হইতে জানা গিয়াছে।

পুলিশ সূত্রে বলা হয় কাউন্সিল মুসলিম লীগের কর্মীদের একটি শোভাযাত্রা চক হইতে লালবাগ অতিক্রম করিবার প্রাক্কালে বিনাকারণে উত্তেজিত হইয়া আওয়ামী লীগ অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। দুষ্কৃতকারীরা আওয়ামী লীগের অফিসের পার্শ্বস্থ একটি দর্জির দোকান ও একটি মুদির দোকান লুটপাট করে।

পুলিশ সূত্রে বলা হয় মিছিলকারীদের সঙ্গে কিছু লোকের সংঘর্ষ হয়। উহাতে দুই ব্যক্তি আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদেরকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

ঘটনার সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এই যাবত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে দুইটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

ঘটনার সংবাদ পাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়া কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন। তথা হইতে স্থানীয় জনসাধারণের একটি স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলের পুরভাবে থাকিয়া শেখ সাহেব চকবাজার ও লালবাগ এলাকা ঘুরিয়া যে কোন উস্কানির মুখে শান্ত থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্পাদকীয়

পূর্বদেশ

৩০শে অক্টোবর ১৯৭০

গণতন্ত্র বিকাশে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

এবারের দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে রেডিও ও টেলিভিশনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বক্তৃতা প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নির্বাচনী বক্তৃতামালার প্রথম পর্যায় হিসেবে গত বুধবার আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনে তাঁর দলীয় কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিয়েছেন। এর পর পর্যায়ক্রমে ন্যাপ, পিডিপি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের বক্তৃতাও প্রচার করা হবে। বিগত তেইশ বছরের মধ্যে এই প্রথম ক্ষমতাসীন সরকারের সদস্য নন এমন রাজনৈতিক নেতাদের রেডিও ও টেলিভিশনে বক্তৃতা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্র বিকাশের পথে এটি শুভ পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। রেডিও ও টেলিভিশনকে আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার দাবী বহুদিন থেকেই জানানো হয়েছে। কোনো স্বাধীন দেশেরই রেডিও ও টেলিভিশন একতরফাভাবে সরকারী প্রচারযন্ত্র রূপে কাজ করতে পারে না। এ অবস্থা কেবল ডিস্টেটরী শাসন কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব। একনায়কতন্ত্রী সরকার সব সময়ই দেশের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রচার মাধ্যমকে নিজেদের কুক্ষিগত করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ গত করে থাকে। আমাদের দেশের বিগত এক দশকের শাসনামলও এই প্রবণতার উর্ধে নয়। রেডিও ও টেলিভিশনকে সরকারী প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার অনেক হীন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে এবং রেডিও ও টেলিভিশনকে আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে রেখে গোয়েবলসীয় কায়দায় নিজেদের উন্নয়নের

মহিমা প্রচারে ব্যাপ্ত রাখা হয়েছে। ফলে জাতীয় প্রচার মাধ্যম হিসেবে জনগণের সংগে সম্পর্কিত নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেডিও ও টেলিভিশনের পরিচয় গড়ে ওঠে। জাতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে রেডিও ও টেলিভিশনের বর্তমান ভূমিকাকে তার অতীত দ্রুতি সংশোধনে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলা যায়।

রেডিও ও টেলিভিশনে রাজনৈতিক দলের নেতাদের দলীয় কর্মসূচী ব্যাখ্যা, দলীয় আদর্শ ও নীতিমালা সম্পর্কিত বক্তৃতা অন্যান্য দেশে কোনো নতুন ঘটনা নয়। আমাদের দেশে রেডিও ও টেলিভিশনে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতার সুযোগ এই প্রথম। এ কারণে জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, তেমনি দেশের রাজনৈতিক অংগন ও নির্বাচনী অভিযানেও রাজনৈতিক নেতাদের এই বক্তৃতার একটি বিশেষ মূল্য দেওয়া হবে। কোনো কোনো গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন প্রাক্কালে রাজনৈতিক নেতাদের রেডিও ও টেলিভিশনে বক্তৃতার সুযোগ রয়েছে। আমাদের দেশে রেডিও ও টেলিভিশন বলতে সরকারী মহিমা কীর্তনের প্রচারযন্ত্রের নামই মনে আসে। সরকারী আমলাতন্ত্রের গোপন হস্তের আদেশ নির্দেশ মেনে কোনো জাতীয় প্রচার মাধ্যমই তার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। বিশেষত কি প্রচার হবে আর কি প্রচার হবে না, তা যদি অন্তরালের কোনো কর্তব্যজ্ঞির অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে এবং সেই নির্দেশাবলী মনে রেখে সর্বমুহুর্তে রেডিও ও টেলিভিশনের কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হয় তাহলে তা মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন ব্যাহত করে; তেমনি জাতীয় প্রচার মাধ্যমও গণসংযোগহীন আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বলাবাহুল্য, সংবাদপত্রের মতোই রেডিও ও টেলিভিশনও বর্তমান সময়ে জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেডিও ও টেলিভিশন আরো দ্রুত জনমতকে প্রভাবিত করে। সে ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যমের স্বাধীন চিন্তা, সৃষ্টি ও নিরপেক্ষ মতামত গঠন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং চেতনার বিকাশের প্রয়োজনে তার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় কোনো বিশেষ আদর্শ ও মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকলে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বরং মারাত্মক গণবিরোধী প্রচার প্রচারণা হওয়াই স্বাভাবিক।

কিছুদিন রেডিওকে কর্পোরেশনের অধীনে আনার জল্পনা-কল্পনা শোনা গিয়েছিলো, বর্তমানে সে পরিকল্পনাটি শিকেয় উঠেছে। রেডিওকে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাকে কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এ প্রসংগে কর্পোরেশনভুক্ত রেডিওর কনিষ্ঠ ভ্রাতা টেলিভিশনের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের

সামনেই রয়েছে। তাই কেবল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করাই বড়ো কথা নয়, আসল বিষয় হলো জাতীয় প্রচার মাধ্যমকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে এনে তার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়া। এই অধিকার না দিয়ে নামকা ওয়াস্তে কর্পোরেশন গঠনে যে কাজের কাজ কিছুই হতে পারে না তার বড়ো নজির রেডিওরই জ্ঞাতিভাই টেলিভিশন। শুধু রেডিও ও টেলিভিশন, কেনো, দেশের কোনো প্রচার মাধ্যমই আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত না হলে জনমত গঠনে তার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে না, দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখারও প্রয়োজন রয়েছে।

রেডিও ও টেলিভিশনে রাজনৈতিক দলের নেতাদের বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগের মাধ্যমে যেমন গণতন্ত্রের পথে একটি শুভ পদক্ষেপের সূচনা হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক নেতাদেরও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশের জনসাধারণের কাছে দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচী ব্যাখ্যার বৃহত্তর সুযোগ এসেছে। কোন জনসভা বা নির্বাচনী অভিযান দ্বারা যা পুরোপুরি সম্ভব নয়, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে একযোগে দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে নিজেদের দলীয় আদর্শ ও মতামত ব্যক্ত করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরকার উদার মনোভাবের পরিচয় দেবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। সেই সংগে রাজনৈতিক নেতাদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে, পল্টন, লাল দীঘি কিংবা মোচি গেটের বক্তৃতা আর রেডিও ও টেলিভিশনে রাজনৈতিক ভাষণ এক কথা নয়। জনসভায় দাঁড়িয়ে যেভাবে বক্তৃতা করা যায়, স্বাভাবিকভাবেই রেডিও টেলিভিশনে সে সুযোগ নেই। এ কারণেই রেডিও ও টেলিভিশনের বক্তব্য গঠনমূলক, সুসংবদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে রেডিও ও টেলিভিশনে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য পেশ করার ভঙ্গী ও তার সারবত্তার ওপর তাদের নির্বাচনে জয়পরাজয় অনেকাংশে নির্ভর করে, রেডিও ও টেলিভিশনের এই রাজনৈতিক বক্তৃতামালার মধ্য দিয়ে এই উভয় লক্ষ্যই অর্জিত হতে পারে। একদিকে রাজনৈতিক নেতারা যেমন আরো অধিক সংহত চিন্তাভাবনা করবেন, তেমনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ জনমত গঠনেও রেডিও ও টেলিভিশনের ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

Morning News

30th October 1970

Lalbagh AL office burnt : Mujib appeals for calm

(By Our Staff Reporter)

A group of miscreants attacked and set on fire the office of the Chowkbazar union Awami League unit at the Harnath Ghose road in Lalbagh last night.

Two persons identified as Awami League volunteers standing outside the party office were stabbed. Three of the four persons copying the voter's list inside the office were also assaulted.

Abdur Rahman 30 and Mukhlesur Rahman 25 who received stab injuries were rushed to the Dacca Medical College Hospital around 8-15 p.m. approximately 15 minutes after the incident and admitted to ward no 7. Another injured Awami League volunteer was released after first aid.

The miscreants also looted two shops adjacent to the Awami League office. A tailor lost his sewing machine and some garments. The grocery shop was ransacked.

Immediately after the incident people of the area came out in processions to protest against the incident.

When this reporter visited the place of occurrence some Awami League volunteers said that a procession of about 1000 people allegedly raising "slogans in favour of Council Muslim League candidate Khwaja Khairuddin" had attacked the office and set it on fire without any provocation.

The Awami League office which this reporter visited an hour after the incident was in shambles. While office furniture was partially burnt banners, posters registers and voters' list were reduced to ashes.

SHEIKH'S APPEAL

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman who is also a National Assembly candidate from the area rushed to the spot on receipt of information. He made an impassioned appeal to an impromptu gathering of about 1,000 people to maintain peace and calm in the face of the all provocations. The only fitting reply to the miscreants he said would be to ensure that the security deposit of Council Muslim League candidate Khwaja Khairuddin was forfeited on December 7, he said.

He alleged that realising that defeat was inevitable "Khwaja Khairuddin was now trying to wreck the election".

Council Muslim League sources were not available on telephone till late last night to comment on either Sheikh's allegation or the incident itself.

Meanwhile the police detained two persons for their alleged involvement in the incident.

Morning News

30th October 1970

Mujib Meets Ahsan

Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman called on the East Pakistan Governor, Vice-Admiral S M Ahsan last night and discussed with him the devastations wrought by the Friday's cyclonic storm in several districts of the province, reports PPI:

During his one hour meeting with the Governor, Sheikh Mujib urged him to send adequate relief in terms of food, cash money and house-building to the affected areas.

He also impressed upon the Governor the necessity of relieving the peasants of the cyclone torn areas of their burden of taxes:

During the discussions with the Governor, the Awami League Chief also demanded the release of all the arrested and convicted students workers and political leaders and withdrawal of cases pending against them.

Matters of some national importance, were also understood to have figured prominently during the discussions.

Morning News

30th October 1970

Mujib addresses public meeting at Armanitola today

(By Our Staff Reporter)

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman will address a public meeting at the Armanitola Maidan today at 8 p.m.

According to a Press release of the party, the meeting will also be addressed by Mr. Zahiruddin, Gazi Golam Mustafa and Serajul Islam Khan, party nominees for the National and the Provincial Assembly seats from the city constituencies.

Morning News

30th October 1970

Mujib's meeting at Joydevpur tomorrow

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, will address a public meeting at Joydevpur tomorrow (Saturday) reports APP.

আজাদ

৩১শে অক্টোবর ১৯৭০

আর্ম্যানিটোলার সভায় শেখ মুজিব:
নির্বাচনে ‘বান্ধালীর’ টিকিয়া থাকার পরীক্ষা হইবে
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শুক্রবার রাতে আর্ম্যানিটোলা ময়দানে এক জনসভায় ৬ দফার পক্ষে ভোটদানের জন্য ঢাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের লালবাগ, কোতালী ও সূত্রাপুর থানা আসনে কাউন্সিল লীগের সৈয়দ খওয়াজা খয়ের উদ্দিনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি সনদ। বান্ধালীরা টিকিয়া থাকিবে কিনা আগামী নির্বাচনে তাহা প্রমাণিত হইবে। প্রসংগক্রমে শেখ সাহের স্বাধিকার আন্দোলনে ঢাকাবাসীর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

শেখ মুজিব দীর্ঘ ২৩ বৎসরের শোষণ ও নিপীড়নের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ২৩ বৎসরে শোষণের ফলে সোনার বাংলা পাকিস্তান শ্মশানে পরিণত হইতেছে। এই শোষণ ও বঞ্চনা প্রতিহত করার একমাত্র পথ হইতেছে ৬-দফার বাস্তবায়ন।

তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন তিনি যে, প্রয়োজন বোধে জীবন দিবেন, তথাপিও তিনি জনতার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না।

তিনি ঘরে ঘরে ৬-দফার দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সংগ্রাম নহে।

দেশের ২২টি স্বার্থবাদী পরিবারের বিরুদ্ধে তাঁহার দল দুর্বীর আন্দোলন চলাইয়া যাইবে বলিয়া শেখ সাহেব উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, দেশের জাতি জনতা আর ক্ষমা বিশ্বাসঘাতকদের আর ক্ষমা করিবে না বলিয়া তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। শেখ মুজিব উল্লেখ করেন যে, ১৯৪৮ সালে এই ঐতিহাসিক আর্ম্যানিটোলা ময়দানে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বিরোধী দল গঠনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১শে অক্টোবর ১৯৭০

বাংলার মানুষ কাহারো করুণা চাহে না, চায় ইনসারফ, চায় কেবল তাদের হক:
আর্ম্যানিটোলার জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধানের ঘোষণা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শুক্রবার) দলীয় কর্মীদের প্রতি গোলযোগের উস্কানির মুখে সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয়দানের আহ্বান জানাইয়া বলেন: বাংলার স্বাধিকারকামী জনতার অগ্রযাত্রার মুখে নিজেদের পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া কায়েমী স্বার্থবাদী ও শোষককুলের ভাড়াটিয়া মহল নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে গোলযোগ সৃষ্টির উস্কানি দিতেছে।

সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আগুন লইয়া খেলা না করার আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন, “গুণামি-পাণামির রাজনীতির দিন আর নাই। আর এ পথ যে সঠিক পথ নয় এ দেশের ইতিহাসই তার প্রমাণ। সুতরাং বন্ধুভাবে আহ্বান জানাইতেছি সত্যিকার রাজনীতি করিতে হইলে গুণামির রাস্তা ছাড়িয়া গণ আদালতে আসুন, ৭ই ডিসেম্বরেই রায় পাইবেন, দেশবাসী কাহাদের চায়।” এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব অভিযোগ করেন যে, আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি দলের লোকজন গত বৃহস্পতিবার লালবাগের আওয়ামী লীগ অফিসে অগ্নিসংযোগ ও দুইজন ছাত্র কর্মীকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। আজও (শুক্রবার) আবার তাহারা জিন্দাবাহার আওয়ামী লীগ অফিস আক্রমণ করিয়াছে এবং রাস্তা হইতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নিকট হইতে একটি মাইক ছিনাইয়া নিয়াছে। তিনি এই হামলার কঠোর নিন্দা করিয়া বলেন, আওয়ামী লীগ এ ধরনের হামলার সমুচিত জবাব দিতে সক্ষম-শতগুণ বেশী শক্তিতে আঘাতের পাল্টা আঘাত হানার ক্ষমতাও আওয়ামী লীগের আছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচন ও গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থেই গোলযোগ পরিহার করিতে চায়। শেখ সাহেব ঢাকার প্রবীণ সমাজপতি, মহান্না প্রধান ও গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি শান্তি রক্ষায় সাহায্য করার আহ্বান জানান।

প্রদেশবাসী জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়া শেখ সাহেব বলেন, স্বাধীনতার সময় হইতেই সুপারিকল্পিতভাবে বাংলার চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ীদের সম্মুখে ধ্বংস করার যে সুগভীর চক্রান্ত শুরু হইয়াছে, আজও উহা চলিতেছে। তাই এবার বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হইয়াই স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সে ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান প্রদেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া বলেন, “আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ৬-দফার পক্ষে আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কায় ভোট দিয়া সম্পদলোভী ২২ পরিবার, ষড়যন্ত্রকারী, শোষককুল ও বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিন যে, বাংলার মানুষের স্বাধিকারের দাবী স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার সাধ্য পৃথিবীতে কাহারও নাই।”

প্রতিপক্ষীয় সকল অপপ্রচারের জবাবে শেখ সাহেব উহাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন : আওয়ামী লীগ সাফ সাফ জানাইয়া দিতে চায় যে, বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষ কাহারো করুণা চাহে না, চায় ইন্সারফ--চায় তাদের হক। তারা মানুষের পরিচয়েই বাঁচিতে চায়, কলোনী হইয়া নয়। আর এই কারণেই আওয়ামী লীগের সংগ্রাম এদেশের মাটি হইতে শোষণ- বঞ্চনার শেষ কলঙ্ক চিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলার সংগ্রাম।

শেখ সাহেব গতকাল (শুক্রবার) রাত্রে নিজের অন্যতম নির্বাচনী এলাকাভুক্ত পুরাতন ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান দলীয় কর্মীদের উপর বিরুদ্ধবাদীদের হামলা ও গুণ্ডামির কঠোর নিন্দা করেন এবং সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি এই জঘন্য পথ পরিহারের আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব পুনরায় বুড়িগঙ্গায় সেতু নির্মাণ ঢাকা শহরের এক হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের হোল্ডিং-এর কর মওকুফ এবং বস্তিবাসীদের বাসোপযোগী কলোনী নির্মাণের দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার বক্তৃতায় ২৩ বছর ধরিয়া বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত শোষককুলের ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত, বাঙ্গালীর দুঃখের কাহিনী ও কারণ, দুই প্রদেশের মধ্যকার পর্বত প্রমাণ বৈষম্যের খতিয়ান এবং শোষণ লুণ্ঠনের চারণ ক্ষেত্র বাংলাকে অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের শৃংখল হইতে মুক্ত করার উপায় বর্ণনা করিতে থাকিলে জনতা পর্যায়ক্রমে বিক্ষোভ ও উল্লাসে ফাটিয়া পড়িতে থাকে। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন বাংলার তেইশ বছরের ইতিহাস শোষণ-বঞ্চনা নির্যাতন-গুলীর ইতিহাস- দুর্দশাগ্রস্ত বুড়ুক্ষু দুঃখী-দরিদ্রের অসহায় আত্মনাদের ইতিহাস। আসন্ন নির্বাচনে ছয়দফার পক্ষে ভোট দিয়া দুই যুগের এই কলঙ্কজনক অধ্যায়কে বিস্মৃতির আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করিয়া নতুন এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ব্যাপারে সমর্থন জানানোর জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সমবেত জনতার গগনবিদারী শ্লোগান ও করতালি ধ্বনির মধ্যে শেখ মুজিব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, তেইশ বছর ধরিয়া যারা বাংগালীর রক্তমাংস চিবাইয়া খাইয়াছে, যারা সোহরাওয়ার্দী-শেরে বাংলাকে অপমান করিয়াছে, যারা বাংলার

অগণিত ভাই- বোনকে হত্যা করিয়াছে, তাদের সাথে বাংলার তথা এদেশের মানুষের কোন আপোষ নাই।

জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক হামিদ সরফরাজ, সৈয়দ আহমদ রেজা প্রমুখও বক্তৃতা করেন। সভায় শেখ সাহেব রমনা-মীরপুর- মোহাম্মদপুর এলাকায় জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহিরুদ্দিন, রমনা- লালবাগ প্রাদেশিক পরিষদ আসনে দলীয় প্রার্থী কাজী গোলাম মোস্তফা, কোতোয়ালী-সূত্রাপুর প্রাদেশিক আসনে প্রার্থী জনাব সিরাজুল ইসলাম এবং তেজগাঁ প্রাদেশিক আসনে স্বীয় দলের প্রার্থী জনাব হেদায়েতুল ইসলামকে পরিচয় করাইয়া দেন। সভার শুরুতে শেখ সাহেবকে সোনা, রূপা ও কেকের নৌকার প্রতিকৃতি, টাকার মালা ইত্যাদি বহু উপহার দেওয়া হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১শে অক্টোবর ১৯৭০

আরমানিটোলায় কি দেখিলাম—

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঐতিহাসিক আরমানিটোলা ময়দানে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছে। পরাধীন আমলের কালিমালিগু দিনগুলি হইতে শুরু করিয়া বার বার যে আরমানিটোলা ময়দান গণতন্ত্র ও গণ-অধিকার প্রত্যাশী জনতার দৃষ্ট পদচারণায় প্রকম্পিত হইয়াছে, গতকাল (শুক্রবার) রাত্রে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের জনসভা উপলক্ষে অনেক আন্দোলনের সুতিকাগার সেই আরমানিটোলা ময়দানে স্বাধিকারকামী বাংগালীর দুর্জয় সংগ্রামের শপথদীপ্ত আরেক নয়া ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুত: শুধু আরমানিটোলা ময়দানই নয়, এই জনসভা উপলক্ষে পুরাতন ঢাকা যেন গতরাত্রে যুগ-যুগান্তের সুসুপ্তি ভাঙ্গিয়া স্বাসরুদ্ধকর বস্তু, গলি-ঘুঁজি আর পুরাতন জীর্ণ ইটের স্তূপ হইতে নতুন জীবন নতুন আশা আর নতুন জীবনচেতনার দুর্বীর প্রাণাবেগে দুর্জয় শক্তিতে জাগিয়া ওঠে। আর সেই নবজাগরণের বিজয়- দুন্দুভি, দুর্বিনীত প্রাণময়তায় উদ্ভুদ্ধ বিপুল জনসমষ্টির দৃষ্ট পদভারে, অগণিত স্বাধিকারকামী গণমানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত শ্লোগানে শ্লোগানে গতকাল রজনীর পুরাতন ঢাকার আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া ওঠে।

গতরাত্রে আরমানিটোলায় কোন উৎসব-আয়োজন ছিল না--ছিল পুরাতন ঢাকায় স্বীয় নির্বাচনী এলাকায় শেখ মুজিবের তৃতীয় জনসভা। কিন্তু তবু গতরাত্রে সভাস্থলে এবং উহার আশে পাশে পুরাতন ঢাকার রাস্তায়- রাস্তায়,

মহল্লায় মহল্লায়, অলিতে-গলিতে দেখিয়াছি উৎসব-আনন্দের জৌলুস, দেখিয়াছি অগণন স্বাধিকারকামী নর-নারী, বৃদ্ধ-যুবক-কিশোরের প্রাণের প্রদীপের আলোকসজ্জায় ছয়-দফা আর শেখ মুজিবের প্রাণবন্ত অরাহন।

সরগরম পুরাতন ঢাকা। রাস্তায় রাস্তায় অগণিত মিছিল। সাফল্যের গন্তব্যস্থল আরমানিটোলা ময়দান, সকলের কণ্ঠে একই আওয়াজ ‘ছয়দফা জিন্দাবাদ’, ‘শেখ মুজিব জিন্দাবাদ’, ‘জয় বাংলা’, ‘আওয়ামী লীগের নৌকায় ভোট দিন।’ এই সব মিছিলের সংখ্যা, দৈর্ঘ্য এবং আকার নির্ণয় ছিল কষ্টসাধ্য। বস্তুতঃ সারা পুরাতন ঢাকা জুড়িয়াই গতরাতে মানুষের ঢল নামিয়াছিল। সামনে নৌকার প্রতিকৃতি, হাতে মশাল আর কণ্ঠে কণ্ঠে শ্লোগানসহ মিছিলকারীরা যখন দৃষ্ট পদভারে সামনে আগাইয়া যাইতে থাকে তখন রাস্তার পার্শ্ব হইতে, ঘরের আঙ্গিনা হইতে, খোলা জানালা হইতে, গৃহের ছাদ হইতে নর-নারী-শিশু-কুলবধূরা করতালি ও হর্ষধ্বনির সাহায্যে তাদের অভিনন্দন জানাইতে থাকে। বহু মিছিলকারী চলার পথে হৃদ তুলিয়া নৃত্য করিতে থাকে এবং অনেক মিছিলের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে সুমধুর ব্যাণ্ডের বাজনা বাজিতে শোনা যায়। রাত্রি ৯টার দিকে শেখ সাহেব সভাস্থলে পৌঁছার বহু আগেই সেখানে গিয়া দেখি সমগ্র আরমানিটোলা ময়দান এক বিশাল জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। ময়দানের অপরিসর বক্ষ ঠাঁই দিতে না পারায় সেই সুবিশাল জনশ্রোত উপচাইয়া পড়িয়া ভাসাইয়া দিয়াছে আশে পাশের রাজপথ, অলি-গলি ঘর, বাড়ীর ছাদ। গত উনিশে অক্টোবর এই আরমানিটোলা ময়দানে শেখ সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা খায়ের উদ্দীনের সমর্থনেও একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গতরাত্রের জনসভার সঙ্গে তার ব্যবধান ভাষায় বর্ণনার অতীত।

গতরাত্রের সভাস্থলটি মনোরমভাবে সজ্জিত ছিল। প্রবেশদ্বারে বিরাট নৌকার প্রতিকৃতি, সভাস্থলের প্রান্তে প্রান্তে ‘নৌকা’। কতিপয় নৌকায় চড়িয়া আবার উৎসাহী কর্মীদের বৈঠা টানার, হাট করিয়া সওদা লইয়া ঘরে ফেরার মহড়া-অভিনয় করিতে দেখা যায়। শেখ সাহেব মঞ্চের আসিয়া পৌঁছার ঠিক পূর্বক্ষণে বিরাট একটি বেলুনের সাথে একটি আলোকসজ্জিত নৌকার প্রতিকৃতি উর্ধ্বাকাশে উড়াইয়া দেওয়া হয়। সে দৃশ্য দেখিয়া সমবেত শ্রোতা-দর্শকরা উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে। অতঃপর মঞ্চের উঠিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব স্মিতহাস্যে জনতাকে হাত তুলিয়া অভিবাদন জানাইলে জবাবে তাহারা করতালি ও হর্ষধ্বনির সঙ্গে শ্লোগান দিয়া ওঠে “জয় বাংলা”। ‘বাঙ্গালীরা আছে শেখ মুজিবের পিছে।’ ইহার আগে সভাস্থলে আসার পথে পথে বঙ্গবন্ধুকে অগণিত নর-নারী প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানায়। বেশ কয়েকটি তোরণ নির্মাণ ছাড়াও তাঁহার চলার পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়াইয়া বিপুল সংখ্যক লোক

শেখ সাহেবকে অভ্যর্থনা জানায় এবং মালাভূষিত করে। আরমানিটোলার দিকে অগ্রসর হইতে থাকাকালে রাস্তার দুই পার্শ্বের গৃহ-শীর্ষ ও গবাঙ্কপথে পুরনারীরা নেতার শিরদেশে পুষ্পবৃষ্টি করে এবং পুনরার শ্লোগান দেয়।

আকার-প্রকার, করতালি প্রাণপ্রাচুর্য-সকল দিক দিয়া গতরাত্রের এই জনসভাটি ছিল অসাধারণ। শেখ সাহেবের জনসভায় অকল্পনীয় লোক সমাগম ইহাই প্রথম নহে বা উহার মধ্যে কোন নতুনত্ব নাই। কিন্তু গত রাত্রের জনসভায় সমাগত শ্রোতা-দর্শকদের মধ্যে যে অতুলনীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া ও আগ্রহাতিশয্যের মনোভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে উহা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। আওয়ামী লীগ প্রধানের বক্তৃতা চলাকালে সেই উৎসাহী শ্রোতার দল কখনো-বা ক্ষোভ প্রকাশসূচক ধ্বনি, কখনো করতালি, কখনো উল্লাসধ্বনির সাহায্যে নেতার প্রতিটি বক্তব্যের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করিতে থাকে। শ্রোতা-দর্শকদের মুহূর্মুহ উল্লাস ও করতালি ধ্বনি এবং শ্লোগানের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ বার বার তলাইয়া যাইতে থাকে।

গতরাত্রের এই জনসভা উপলক্ষে পুরাতন ঢাকার আপামর নর-নারীর মধ্যে যে অভূতপূর্ব প্রাণবন্ত্যর উদ্দাম নৃত্য দেখিয়াছি: কণ্ঠে কণ্ঠে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্জয় সংগ্রামের যে বলিষ্ঠ শপথ শুনিয়াছি, তাদের চোখে-মুখে বিশ্বাস ও সংকল্পের আশা ও স্বপ্নের যে অনির্বাক্ত দ্বীপশিখা জ্বলিতে দেখিয়াছি, পুরাতন ঢাকার প্রান্তে প্রান্তে আরমানিটোলা ময়দানের নিজীব প্রান্তরে যে প্রাণ প্রাচুর্যের জোয়ার দেখিয়াছি, উহা ছিল অভূত-অভাবিতপূর্ণ। সেই দৃশ্য, সেই অন্তহীন আকৃতি লইয়া পুরাতন ঢাকার মানুষ গতরাত্রের দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাইয়া দিয়াছে ‘শেখ মুজিব শুধু ফরিদপুরের নয়--শুধু ঢাকার নয়-শেখ মুজিব সমগ্র বাংলার’ উহা দেখিতে দেখিতে বার বার মনে মনে নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতাংশ:

“এবার বন্দী বুঝেছে মধুর
প্রাণের চেয়ে ত্রাণ,
জন্ম নিপীড়িত প্রাণ
জয় নব উত্থান।”

সংবাদ

৩১শে অক্টোবর ১৯৭০

যে কোন মূল্যে শান্তি বজায় রাখুন: মুজিব
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শুক্রবার) রাত্র ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান যে

কোন পরিস্থিতিতে শান্তি বজায় রাখার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মী এবং জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীলদের উত্থানের মুখে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে শান্তি বজায় রাখার শপথ গ্রহণের জন্য উপস্থিত জনতা ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এই প্রসঙ্গে শেখ সাহেব গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার লালবাগ এলাকায় সংঘটিত গোলযোগ সম্পর্কে বলেন, সেই রাতে লালবাগে একটি শোভাযাত্রা হইতে আমার স্থানীয় আওয়ামী অফিসে হামলা চালানো হয়। হামলাকারীগণ আমার ২ জন কর্মীকে ছুরিকাঘাত করে এবং অন্যান্যকে মারধর করে।

শেখ সাহেব এই সকল গোলযোগ প্রসঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম উল্লেখ না করিয়া বলেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নির্বাচনে তাঁহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে। এই পরিণতি জানা সত্ত্বেও নির্বাচনের সম্মুখে এই ভয়ঙ্কর খেলা তিনি জানিয়া শুনিয়া খেলিতেছেন। শেখ সাহেব অবিলম্বে এই আশুত নিয়া খেলা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

গতকালের জনসভার প্রচারনার মাইক্রোফোন আওয়ামী লীগ কর্মীদের নিকট হইতে ছিনাইয়া নেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব প্রশ্ন করেনঃ অতীতে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত গুপ্তায়া যাহা করিতে সাহস করেন নাই আজ কোন সাহসে তুমি উহা করিতেছ? এই প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া শেখ সাহেব বলেনঃ আওয়ামী লীগেরও ক্ষমতা আছে তোমাকে উঠাইয়া আনার। যে সকল লোক পয়সা খাইয়া এই গুণ্ডামি করিতেছে তাহাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মনে রাখিবেন, নয় মণ তেলও হইবেনা আর রাধাও নাচিবেনা—কাউন্সিল লীগ কোন দিনই আর ক্ষমতায় যাইতে পারিবেনা। তিনি বলেন, তবে ইহা সত্য যে, আওয়ামী লীগ যদি খন্দকেও পড়িয়া যায় তবুও বাংলা দেশে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন সরকার হইবে না।

সভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবকে স্বর্ণের নৌকা, টাকার মালা প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়।

শেখ সাহেব ঢাকাবাসীদের প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ঢাকার বস্তিবাসীদের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য ছোট পাকা বাড়ী নির্মাণ করিয়া দিবে রুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করিবে এবং এক হাজার টাকা ভেলুয়েশন এমন সব বাড়ী-ঘরের জন্য পৌর কর বিলুপ্ত করিবে।

Morning News

31st October 1970

Mujib renews call for restraint

(By Our Staff Reporter)

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman last night called upon his party-men and members of public to maintain peace and exercise utmost restraint in the face of all provocations and conspiracies.

Addressing a huge gathering at Armanitola maidan in the old city area from where he is contesting for a National Assembly seat against Council Muslim League nominee Khwaja Khairuddin, the Sheikh warned the people that certain political elements, having doubts about their success in the ensuing elections, were trying to create disturbances and a law and order situation in the country. Amidst deafening slogans of Nara-i-Takbir, Allahu Akbar, “Joy Bangla” and “Sheikh Mujib Zindabad”. Awami League chief appealed to the voters to ensure that the security deposits of such candidates were forfeited on December 7 the polling date for the National Assembly.

The Sheikh in his 45 minute speech beginning at about 9-45 p.m. Criticised his opponent Khwaja Khairuddin and said that the Khwaja Saheb after realising his own strength and position among the voters was now out to create trouble and disturbances in the meetings and procession of others. He also referred to the Thursday night's incident in Lalbag in which two Awami League workers were stabbed and the local Party office was set on fire, and warned that he knew who were miscreants and who were behind them. He asked the Khwaja Saheb not to “play with fire” and said that “we want peace and discipline for the smooth holding of election but that did mean that we would be cowed by threats and attacks”.

PROCESSIONS

The meeting which was scheduled to begin at 8 was delayed by nearly two hours. But since the evening people started pouring into the small Armanitola maidan to hear the Sheikh. A number of processions led by Awami League workers and leaders from different thana and union Awami League offices also came to the maidan with replicas of boats and festoons. They also chanted slogans and carried banners small boats and placards.

By the time Sheikh Mujibur Rahman arrived at the venue amidst slogans and cheers entire Armanitola maindan and the nearly roads were jampacked. There were eager listeners on rooftops of all adjacent buildings.

The meeting presided over by Dr. Giasuddin Ahmed, began with recitation from the Holy Quran. On arrival the Sheikh was presented with a number of copies of the Holy Quran, replicas of golden and silver boats, garlands and other souvenirs by the local Awami League leaders and workers.

PPI adds: Sheikh Mujibur Rahman maintained that he would retire from politics if the people did not cause forfeiture of the security deposit (Jamanat) of his rival who, he added, dared contest him in the elections from Bangla Desh.

He told the cheering crowd that if elections could be held there was none but the Awami League which would definitely from the Government in Bangla Desh.

WARING

He warned “If you sabotage the ensuing elections” the people would launch such a movement that, would crush all the vested interests and their lackeys.

He however expressed the hope that good senses would prevail upon these anti peoples forces.

He said “Do not talk nonsense What I promise I try to implement even at the cost of my own life.”

He called upon the people to vote for Boat unblock so that the Six-Point formula could be fully implemented. He said that his Six-Point formula would eliminate the vested interests who he alleged, had been sucking our blood for the last 23 years. “If you fail to do it, there is no power on earth to save you from the ruination he remarked.”



সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সংবাদপত্রের নমুনা



দি পাকিস্তান অবজারভার, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

৬১৭



ডন, ৭ জুলাই ১৯৭০

৬১৮

সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ নির্বাচনী মৈত্রী করিবে না

(স্টাফ রিপোর্টার)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, জনাব জি, এম সৈয়দদের নেতৃত্বে গঠিত সিন্ধু ফ্রন্ট ছাড়া আওয়ামী লীগ আর কোন দলের সহিত নির্বাচনী মৈত্রী এমন কি সমঝোতাও করিবে না।

তিনি বলেন যে, জনাব জি এম সৈয়দ আওয়ামী লীগের ও দফা সমর্থন করেন। কাজে

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে তাহার দলের প্রার্থীদের সমর্থন করিবে।

আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান এক (৬ষ্ঠ পৃঃ ৩-এর কঃ)

পাকিস্তানে রাজবন্দী

আছেন

—শেখ মুজিব

ঢাকা, ২৪শে সেপ্টেম্বর

আওয়ামী লীগ

আজাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

এবার না হইলে আগামীতে রক্তের বিনিময়ে প্রদেশের দাবী আদায় করা হইবে : শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

এবার ভোটের মাধ্যমে ৬-বর্ষা তথা প্রদেশের দাবী আদায় করা না গেলে আগামীতে রক্তের বিনিময়ে প্রদেশের দাবী আদায় করা হইবে।" গতকাল শনিবার কুঠাল বাগানে আয়োজিত দলীয় নির্বাচনী জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান উপরোক্ত মতব্যা করেন। তিনি বলেন যে, এবারের ভোট ক্ষমতার বাণ্ডার ভোট নহে,

বরং উহা গণভোট ও দেশের শাসনব্যবস্থার প্রণয়নের ভোট। তিনি বলেন, ইংাই প্রদেশবাসীর দাবী আদায়ের শেষ সংগ্রাম। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, এদেশের নিপীড়িত, নির্ধা- তিত ও শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ই তাহার সংগ্রামের লক্ষ্য। তিনি বলেন যে, "বাংলা দেশের মুহলমানরাই পাকিস্তান হাঙ্গেল করিয়াছিল। অথচ দীর্ঘ ২০ বৎসর বাবু ভূতকী মহলের

অত্যাচার, ক্রাসান ও শোষণ কায়ীদের ব্যতীকলে নিপীড়িত এককালের "সোনার বাংলা" স্থখী জনসাধারণের সুখের (৬ষ্ঠ পৃঃ ৩-এর কঃ)

এক ব্যক্তি ছুরিকাংহত

(স্টাফ রিপোর্টার) গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বোরহান উদ্দিন (৩০) নামে ছুরিকাংহত এক ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

আজাদ, ১৮ অক্টোবর ১৯৭০

লাহোর গুলবাগের জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণা

৬ দফা লাহোর প্রস্তাবেরই আর এক রূপ

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান অঙ্গ এখানে বলেন, তাঁহার ৬-দফা লাহোর প্রস্তাবের আর এক রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে।

অঙ্গ সকালে এখানে একটি স্থানীয় হোটেলে পাঞ্জাব ছাত্রলীগ কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দানকালে তিনি বলেন, লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন তাঁহার ৬-দফায় গ্রহণ করা হইয়াছে।

তিনি বলেন, “আমার বক্তব্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আমি যে কোন লোককে চ্যালেঞ্জ দিতেছি।”

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, ১৯৪০ সাল এখানে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় গৃহীত লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি গর্বিত। তিনি বলেন, পাঞ্জাবীদের ৬ দফার বিরোধিতা করা উচিত নয়। কারণ, ৬-দফায় তাঁহাদের জন্যও স্বায়ত্ত-শাসনের কথা বলা হইয়াছে।

তিনি বলেন, এক ইউনিটে পাঞ্জাব যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাই-
রাছে। ৬-দফা তাহাদের সেই

বাদ প্রকাশ করিয়া বলেন, “শাসনতন্ত্র তৈরী হইবে।”

শেখ মুজিব জামাতে ইস-লামী এবং আহ-রার পার্টির সম্মেলোচনা করিয়া বলেন, “এই-সব দলের লোকেরাই পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছে।”

আওয়ামী লীগ নেতা তাঁহার কয়েক বছর কারাবরণের বর্ণনা দিয়া বলেন, “কাইয়ুম খানের মত আমি কখনও আত্মসমর্পণ করি নাই।”

বাদ্যালীদের সম্পর্কে এখানে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

পূর্বাঙ্কে পাঞ্জাব ছাত্র লীগের সভাপতি জনাব মুনীর কোরেশী শেখ সাহেবকে মানপত্র প্রদান করেন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জনাব তোফা-য়েল আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের ১১-দফা ব্যাখ্যা করেন।

শেখ মুজিব বলেন নির্বাচন বানচালের যেকোন প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হইবে

ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর (এন) — আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, সাধারণ নির্বাচন বানচালের যেকোন প্রচেষ্টা জনগণ প্রতিহত করিবে।

আজ সকাল এনা প্রতি-নিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে পরি-চালিত পর্দার অন্তরালের যড়যন্ত্র সম্পর্কে জনগণ পূর্ণ সজাগ হইয়াছে।

শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন, গণতন্ত্র অর্জনের

জন্য জনগণের মধ্যে যে অদম্য শক্তি সৃষ্টি হইয়াছে উহা আর দমন করা যাইবে না এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বানচালের যে কোন প্রচেষ্টা জনগণ নস্যাৎ করিতে সক্ষম।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, গত ২৩ বৎসর যাবৎ জনগণের আশা বাস্তবায়িত হয় নাই এবং এখন তাহাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার উপক্রম হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগ নীতির ব্যাপারে আপোষ করিবে না এবং জন-গণের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবে।

সংবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

সংবাদ, ৬ জুলাই ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন

গণ-আন্দোলনের জয় প্রস্তুত থাকুন, নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন আদায় নাও হইতে পারে—

নগরায়ণ (ঢাকা), ২০শে
সেপ্টেম্বর (এপিপি)।—আওয়ামী
লীগ প্রধান শেখ মুজিব
রহমান গণ-আন্দোলনের উদ্দেশ্যে
জনগণকে প্রস্তুত থাকার জন্য
আবেদন জানান, কেননা
আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে
আকালিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী

আদায় নাও হইতে পারে।

আওয়ামী লীগ প্রধান
মুজিব উচ্চারণ করিয়া বলেন,
গণবিপ্লবী চক্র নির্বাচন বান-
চালের চক্রান্ত করিতেছে।
প্রথমবারে বার্থ হইলে তাহারা
নির্বাচনের পরে জনপ্রতিনিধিদের
নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়
দ্বিতীয় চেষ্টা চালাইবে।

বানচাল ও মুসিমেদের শোষণ
অবস্থানের জন্ত জনগণের সোচ্চার
কণ্ঠের সমাইরা। তাহার কাজে
(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ প্রঃ)

নির্বাচনী প্রচার অভিযান নীতিমালা প্রণয়নের সম্ভাবনা

ঢাকা, ২০শে সেপ্টেম্বর (এপি
পি)।—প্রধান নির্বাচনী কমি-
শনার বিচারপতি জনাব
আব্দুস সাত্তার অবা এখানে
বলেন যে, নির্বাচনী প্রচার
অভিযানে রাজনৈতিক দলসমূহ
যাহাতে কতিপয় নীতি মানিয়া
চলে তৎক্ষণাৎ সকলের সম্মততার
একটি নীতিমালা গড়িয়া তোলার
জন্ত তিনি রাজনৈতিক নেতৃ-
বৃন্দের সহিত বৈঠকে মিলিত
হওয়ার কথা চিন্তা করিতেছেন।
রাওয়ালপিণ্ডি প্রত্যাভর্তনের
(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ প্রঃ)

যর্থ চলিতেছে

কেন্দ্র হইতে অভিযোগ করা
হয়। একই সাথে মুক্তিযোদ্ধারা
আজলন এলাকার জব্দনী
দ্বিতীয় ডিভিশনের সহিত ১৫
ঘণ্টাব্যাপী এক সংঘর্ষে বড়
রক্তক্ষয় বিজয় অর্জন করিয়াছেন
বলিয়া পেরিলা সংস্কার জৈনিক
সামরিক মুখপাত্র জানান।

মন্তব্য, ২০শে সেপ্টেম্বর (এপি
পি/রসটার)।—ভারতীয় প্রেসিডেন্ট
জি ভি গিরি তাঁহার সফরের প্রথম
দিবসে জঙ্গ জেমলিন প্রাসাদে
সৌভাগ্যে নেত্রপতির সহিত
আলোচনার মিলিত হন বলিয়া
ভারতের খবর বলা হয়।

শেখ মুজিবর রহমান লক্ষ্য
অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন
উৎসর্গ করার জন্ত প্রস্তুত থাকিতে
জনগণকে আহ্বান জানান। নির্বাচন

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাভর্তন

‘আমরা পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলা রেখেছি’

স্ট্রাক্স রিপোর্ট

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান
শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন যে তাঁর
দল পূর্ব পাকিস্তানকে “বাংলা” নাম-
করণ করেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানে নয় দিনব্যাপী
সফর শেষে গতকাল সোমবার সম্মুখ
ঢাকা প্রত্যাভর্তনের পর বিমান বন্দরে

সাংবাদিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা
কালে শেখ মুজিব উপরোক্ত ঘোষণা
করেন। তিনি বলেন যে, সময় আসলে
এই ব্যাপারে আইন করা হবে। নাম

পরিবর্তনের জন্যে অনুমতি লাভের
কোন প্রয়োজন নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি
বলেন যে, এক ইউনিট বিলোপের পর
পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি সাবেক
নাম পেয়েছে।

গতকাল ঢাকা বিমানবন্দরে শেখ
মুজিবর রহমানকে বিপুল সম্বর্ধনা
জ্ঞাপন করা হয়। শহর ও আশেপাশের
বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক
লোক বহু সংখ্যক ট্রাক ও বাসে করে
বিমানবন্দরে উপস্থিত হন।

বিমানবন্দর থেকে মিছিল সহকারে
শেখ মুজিবকে তাঁর বাসভবনে নিয়ে
যাওয়া হয়। শেখ মুজিবের সাথে জমাব
(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ প্রঃ)

পূর্বদেশ, ৫ জুলাই ১৯৭০

সংবাদ, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন আদায় নাও হতে পারে : মুজিব

নবাবগঞ্জ (ঢাকা), ২৪শে সেপ্টেম্বর (এপিপি)।—আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান গণজামাদানের জন্য জনগণকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানানোর বলেন, আমাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হতে আদায় করা সম্ভব নাও হতে পারে।

আওয়ামী লীগ প্রধান সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, গণবিরোধী শক্তি নির্বাচনকে বাতিল করার চেষ্টার রত আছে এবং যদি তারা তাদের প্রথম চেষ্টায় সফল না হয় তাহলে তাদের বিপরীত চেষ্টা হবে জনগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

হতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। তিনি বলেন, জনগণ আর অব্যাহত সহ্য করতে প্রস্তুত নয় এবং ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনই হলো এই পশ্চিমবঙ্গের অন্যায় অব্যাহত অব-
**আজ আওয়ামী লীগ
প্রার্থীদের নাম ঘোষণা**
(টাক রিপোর্টার)
জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা আজ বৃহস্পতি-
বার ঘোষণা করা হবে।

সানের একমাত্র পথ।
তিনি গতকাল এখানে এবং কোহাট জরুজাড়াতে অনুষ্ঠিত জনসভায় বারংবার উপরোক্ত মন্তব্য করেন।
শেখ মুজিব জনগণকে জাতিপোষকের জন্য এমন কি জাতিবিসর্জন দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত ব্যাকার আবেদন জানান এবং নির্দোষ বানচাল করার ও মুক্তিযোদ্ধাদের শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য জন কষ্টসাধ্য করার ফোয়ার সরকারের এক শ্রেণী জড়িত রয়েছে বলে শেষ পর্যন্ত ও-এর কলমে দেখে

পূর্বদেশ, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন এদেশে যাহা বালিয়া থাকি পঃ পাকিস্তানেও সাহসের সাহিত তাহাই বালিয়াছে

(টাক রিপোর্টার)
আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সফরকালে তিনি কোন রাজনৈতিক নেতার সহিত আলোচনা করেন নাই। তিনি বলেন, “আমি সাধারণ মানুষের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিয়াছি এবং বুঝিয়াছি যে গত ২২ বছর একটি স্বাধীনমুখী মহল পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চল নিবিচারে শোষণ করিয়াছে।

৯ দিন ব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে গতকাল (সোমবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর রাতি শোয়া আটটার শেষ মুজিবুর তাঁহার বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে এই কথা বলেন।
আওয়ামী লীগ প্রধান গতকাল (সোমবার) সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ঢাকা আগমন করেন। পি.আই.এ বোর্ডিং টাকার আকাশে দুই হইবার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাকে স্বাগত জানানোর জন্য বহুজন পূর্ব হইতে গ্যাংডোর বাহিরে অপেক্ষা-
নাম বিরাট জনতা আনন্দ উজ্জ্বল হইয়া ভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় গাঙ্গা গ্যাংডোরে ছুটিয়া ফেলে। বিমান বন্দরের টার্মিনাল ভবনের ছাদেও বহুলোক দণ্ডায়মান ছিল। জনতার চাপে শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাবৃন্দ বিমান হইতে কোন প্রকার নামিয়া আসেন। বিমান বন্দরের বাহিরেও রাস্তার উভয়দিকে বিরাট জনতার ভিড় হয়।
বিমান বন্দর হইতে বাসভবনে

পৌছিয়া শেখ মুজিব সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে তাঁহার পশ্চিম পাকিস্তান সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে জানান যে, তাহার সফর সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছে। তাঁহার দলের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীনের আস্থা কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একটি শক্তিতে পাকিগত হইয়াছে।
রাহোর জন সভায় মানান্য পোনযোগ হইলেও পশ্চিম শেখ পাতায় দেখুন

করাচা ইম্পাত মিলের সম্ভাব্যতা রিপোর্ট

করাচী, ৬ই জুলাই —
আওয়ামী লীগের মধ্যে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণ প্রস্তাবিত করাচী ইম্পাতমিলের কারিগরী ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন।
সোভিয়েট রাষ্ট্রবৃত্ত এম.ভি. ডেকভিয়ার আজ এক বিশেষ শেখ পাতায় দেখুন

নাম বিরাট জনতা আনন্দ উজ্জ্বল হইয়া ভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় গাঙ্গা গ্যাংডোরে ছুটিয়া ফেলে। বিমান বন্দরের টার্মিনাল ভবনের ছাদেও বহুলোক দণ্ডায়মান ছিল। জনতার চাপে শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাবৃন্দ বিমান হইতে কোন প্রকার নামিয়া আসেন। বিমান বন্দরের বাহিরেও রাস্তার উভয়দিকে বিরাট জনতার ভিড় হয়।
বিমান বন্দর হইতে বাসভবনে

সুদানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক চৌ-এন-লাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

টাকিও, ৬ই জুলাই।—সুদানের সামাজিক ব্যবস্থা উন্নতিকরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন
সুদানের প্রেসিডেন্ট নুসরাত মোহাম্মদ নুসরাতী চৌ-এন-লাইকে
শেখ পাতায় দেখুন

পয়গাম, ৭ জুলাই ১৯৭০

Mujib demands completion of NA building

By A Staff Reporter

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman urged President Yahya on Sunday to complete construction of the National Assembly building at the Second Capital within three months from now. If not, he said, "give us money, we will do it".

The Awami League chief was speaking at a huge public meeting at the port town of Narayanganj, 10 miles off Dacca city.

He said that Dacca had been named as the Second Capital of Pakistan and was to be the headquarters of the National Assembly. He regretted that the Government was now renovating the State Bank building at Islamabad to hold the National Assembly sessions there.

Further, he said that in the name of so-called Second Capital 80 acres of valuable farm land were taken away by the Central Government practically without any compensation. Giving an account of the

deteriorating economic conditions of East Pakistan since the inception of Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman said that the people would not longer tolerate any oppression, economic or otherwise. He said that his party aimed at a society free from all kinds of exploitation. Therefore, the poor people of this country rallied round the Awami League, he said.

The Awami League chief was greeted with thunderous slogans and deafening drum beatings by band parties of school students and local people.

Flanked by a dozen motor cyclists and piloted by an open jeep, Sheikh Mujib's motorcade reached at Narayanganj at 3-50 p.m. although the meeting was to start at 3 p.m. The motorcade had to stop along the ten-mile route to Narayanganj from Dacca at places where Awami League workers had erected arches.

(Continued on page 3)

পাকিস্তান অবজারভার, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

Voting rights due to AL effort, says Mujib

If elected, party will implement 6&11 points

From Our Staff Correspondent

Kutwali, Sutrapur and Lalbagh Police Stations of the old Dacca city.

DACCA, Oct 18: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, said here last night that the right of vote would not have been realised if six-point formula had not been launched and followed up by the struggle the Awami League waged.

Sheikh Mujib was addressing a huge public meeting at Dolai Khal off Nawabpur in the old city. This was the first public meeting the Sheikh addressed in his own seat (NE-111) where the East Pakistan Council Muslim League chief, Khwaja Khairuddin, is set to oppose him.

This constituency comprises

The other seat wherefrom the AL chief is running for election is NE-112—Tejgaon and Tongi industrial area.

Sheikh Sahib pledged to the people that, if elected, his party would get the six and eleven points realised. Those formulas contained the universal demands of Bengalees rights to live as citizens of Pakistan on equality and justice, he added.

Recalling the days of struggle against the Ayub regime he told the audience that he had no personal quarrel with Ayub Khan but it was a matter of principle on which he did not compromise. Moreover the struggle was carried on to achieve rights of the people.

Criticising Maulana Maudoodi, Khan Qayyum, Mian Mumtaz Daultana, Mr. Nurul Amin and Khan A. Sabur, for allegedly supporting the exploiters of Bengal, he asserted that earnings in Bengal must be spent here and not in the other part of the country. Explaining the six-point programme he said that his programme wanted to stop the legacy

(Continued on page 6 col. 5)

On other pages

Nepal wants transit trade accord	.. 2
Held Kashmir's economic plight	.. 3
Flood relief plan	.. 5
Leader, letters	.. 7
City news	.. 8
M.A. results	.. 9
Sports	.. 10
Commerce	.. 11
Maudoodi's call	.. 12

ডন, ১৯ অক্টোবর ১৯৭০

Mujib urges people to be ready for mass movement

NAWABGANJ (Dacca), Sept. 23 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, has appealed to the people to be ready for a mass-movement, because the realization of our demands—regional autonomy — “may not be possible through the coming elections”.

The Awami League chief warned that the anti-people forces were at work to hatch conspiracies to sabotage elections and if they fail in the first attempt, they were also to make the second bid after polls to hold back the transfer of power to the people's representatives.

The people were no longer ready to tolerate injustices and autonomy on the basis of six-point programme was the only answer to put an end to the perpetuation of the situation, he told largely attended public meeting yesterday here and at Jalpara in Dohar, over forty miles away from Dacca.

Warm reception in the two police stations, Nawabganj and Dohar, marked the day-long election campaign of Sheikh Mujibur Rahman in the riverine area. He was also given ovation by people who gathered in large numbers on the river bank almost on the entire route.

Sheikh Mujib also appealed to the people to be “prepared even to lay down your lives for the achievement of our goal”. He also accused a section in the Government of involvement in the “game” to foil the elections and to suppress the peoples voice to ensure perpetuation of exploitation by a few.

He told the cheering crowd: “I love Bengal and you love me. My life is mortgaged to you because it is you alone who freed me from the imprisonment and saved me from being hanged. I suffered long ten years in jails and I am ready to accept it again if necessary for the realization of your demands”.

protest against the injustices the Government's reply had invariably been “bullets and oppression. But, he regretted, the leaders including Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan Abdul Quayyum Khan and Mian Daultana never protested against the injustices to East Pakistan.

MAUDOODI CRITICISED

Strongly criticising Maulana Maudoodi for his role, Sheikh Mujib said the Jamaat chief came to the field “only to mislead the people”. The Awami League chief charged the Maulana with giving “false fatwa” to serve the vested interests.

Sheikh Mujib said the exploiters in West Pakistan “have ganged up against me because I want to put an end to their exploitation”. He added they had decided to spend Rs. eight to ten crores during coming elections in East Pakistan to be utilized through certain political parties “to buy our votes”.

He also blamed “some Mirjafas of East Pakistan for the present ‘distressing condition’ of the people. He said whenever peoples movemnt surged forward, they “stabbed it from the back”. He appealed to people to weed them out from the political life of the country.

Sheikh Mujib, who also addressed a few way-side meetings also introduced to the gatherings Mr. Ashraf Ali Choudhury, the nominee of Awami League from the area for National Assembly. Mr. Choudhury also addressed the meetings.

Before going to address the public meeting at Nawabganj, Sheikh Mujib also visited the grave of Mr. Abdul Waseque, a former member of National Assembly and offered فاتহা there. Later at the meeting, he paid tributes to his contribution to the Pakistan Movement.

General election a referendum for people of Bangla Desh: Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, said in Dacca on Tuesday that the next general election would not

merely be a means for capturing power but a referendum whether people of Bangla Desh would have right to live like ideal citizens free from economic exploitation, reports APP.

Addressing a public meeting at Badda in Tejgaon Police Station at mid-night on Tuesday, the Awami League chief said that people must be cautious in exercising their votes in the next election because the chosen representatives would frame the country's constitution.

He said only those people should be allowed to go to the Assemblies who are committed to let the rights of the people of Bangla Desh written in the constitution.

Sheikh Mujib said while unemployment increased in the province, no concrete programme was taken to enlarge representation of East Pakistan in different services. The Foreign Service has today only ten per cent of East Pakistanis and 15 per cent in Central Government.

He alleged sheer apathy was also shown to the economy of East Pakistan and as a result the business of jute and tea now faced serious crisis. This happened because of bad planning and complete negligence, he said.

Citing examples, Sheikh Saheb said that today about 20 lakh weavers faced extinction because

FROM TODAY
GULISTAN
AIR CONDITIONED

Daily 1-15 p.m. (Reduced Rate)



FROM TODAY

মর্নিং নিউজ, ২৩ অক্টোবর ১৯৭০

মর্নিং নিউজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

নারায়ণগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিব আসন্ন নির্বাচনের পূর্বে রাজবন্দীদের মুক্তিদাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (রবিবার) নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে সকল রাজবন্দীকে মুক্তি প্রদানের জঙ্ক সরকারের নিকট দাবী জানান। নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এ. কে. এম. শামসুজ্জোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বলেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে আদায় না হইলে তাঁহার দল আন্দোলনের মাধ্যমে ৬-দফা আদায় করিবে। তিনি বলেন, শোষণ ও নির্যাতনের অবসানের জন্য আওয়ামী লীগ বদ্ধপরি-কর। তাই নির্বাচনের মাধ্যমে যদি দলীয় কর্মসূচী ৬-দফাকে

বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয় তবে তাঁহার দল লক্ষ্য অর্জনের জঙ্ক সংগ্রামের পথ বাছিরা লইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন: “৬-দফাও আদায় হইবে—ইসলাম আর পাকিস্তানও থাকিবে”। পূর্ব (শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

টঙ্গীতে
৪ জন নি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার) টঙ্গীর ৫ মাইল দূরে ই. পি. আর. টি. সির একটি বাসের সাহিত জত-গামী একটি ট্রাকের সংঘর্ষে ৪ জন যাত্রী নিহত এবং ৩৩ জন আহত হয়। আহত

AL to realise 6-point plan at all cost

It will end long chapter of
oppression, says Mujib

NARAYANGANJ, Sept. 20: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, said today that his party was determined to realise the Six-Point Programme at all costs to end the long chapter of oppression and injustices.

Addressing a big public meeting here this afternoon, Sheikh Mujib said that the Awami League would not hesitate to launch a movement for the realisation of the programme if they failed to achieve through elections. He told the cheering crowd that the Six-Point Programme of his party would be realised and at the same time neither the integrity of Pakistan nor Islam would be jeopardized. Rather this would mark the end of an era of frustration and gloom and usher in a new chapter in the life of every Pakistani who will have justice, fair-play and enjoy the real fruits of freedom which they had so long yearned after Independence while making sacrifices for its achievement.

Sheikh Mujib while recalling the “gross injustices” done to East Pakistan during the last 23 years said that people of East Pakistan, had nothing in their fate except melancholy, distress

with instances of police firings, oppression, suppression and exploitation in all fields.

The jostling crowd raised their hands amidst applause that they would always rally behind him and his party and would not hesitate to make any sacrifice for the realisation of the Six-Point Programme through movements if it was not achieved through votes.

The Awami League chief referred to the report of release of rupees two and a half crore every month for flood control and said that it was nothing but a drop of water in the ocean.

He said that when the flood control required rupees two thousand crores the amount to be released by the Government looked just like “pocket money”—APP.

LIBYA READY TO SEND TROOPS

Iraqi troops to stay

CAIRO, Sept. 20: Libya is ready to send troops to

ডন, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

সংবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭০